পৃথিবীমূল, জনৈক হিন্দু রাজা। কান্দালিতে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি মহারাজ প্রভাকরের পুত্র।

পৃথিবীরুহ (পুং) পৃথিব্যাং রোহতি রুহ-ক। ভূমিরুহ, বৃক্ষ।

পৃথিবীলোক (পুং) ভূলোক। (বৃহদারণ্য° ৩।১।১০)

পৃথিবীবর্ম্মা, ১ জনৈক গঙ্গার পূর্ব্বান্তদেশাধিপতি।

২ কলিঙ্গের একজন গঙ্গবংশীয় রাজা, মহেন্দ্রবর্ম্মদেবের পুত্র।

পৃথিবীশ (পুং) পৃথিব্যা ঈশঃ। রাজা।

পৃথিবীশক্র (পুং) পৃথিব্যাং শক্র ইব। রাজা।

পৃথিবীশ্বর (পুং) পৃথিব্যা ঈশ্বরঃ। পৃথিবীর অধিপতি, রাজা।

পৃথিবীষেণ, বাকাটকবংশীয় জনৈক হিন্দুরাজ, ইনি মহারাজ রুদ্রসেনের পুত্র।

পৃথিবীস্থ (ত্রি) যে পৃথিবীতে বাস করে।

পৃথিব্যাপীড় (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

পৃথী (পুং) বেনপুত্র রাজর্ষি পৃথুর অপর নাম।

"শুধী হবমিন্দ্র শূরপৃথ্যাঃ।" (ঋক্ ১০।১৪৮।৫)

'হে সুরেন্দ্র পৃথ্যাঃ পৃথোর্ঋর্ষের্মম হবমাহ্বানং শুধি শৃণু।' (সায়ণ)

পৃথু (পুং) প্রথতে বিখ্যাতো ভবতীতি প্রথ-কু, সম্প্রসারণঞ্চ (প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ। উণ্ ১।২৯) ত্রেতাযুগের সূর্য্যবংশীয় পঞ্চম রাজা। বেন নৃপের দক্ষিণকরমথনে ইহার উৎপত্তি হয়। ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণগণ মৃত অপুত্রক বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলে তাহাতে একটী স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। এই স্ত্রী ও পুরুষ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া বিপ্রগণ নিরতিশয় প্রীতিসহকারে কহিলেন, 'এই পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর এবং এই স্ত্রীও লক্ষ্মীর অংশ। ইহার মধ্যে যিনি পুরুষ, ইনি সকল রাজার প্রথম হইয়া যশ বিস্তার করুন, এই জন্য ইহার নাম পৃথু ও এই কন্যাও একত্র উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ইহার পত্নী হউক।' এইরূপে দ্বিজগণ বেণপুত্রের নামকরণ করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন তখন নানাবিধ বাদ্যগীতাদি মাঙ্গলিক কার্য্য সকল সম্পন্ন হইল।

স্বয়ং ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেই স্থলে আগমন করিয়া বেণোদ্ভব পৃথুর দক্ষিণ করে ভগবানের চক্র এবং পাদে পদ্মাদি রেখা দেখিয়া তাঁহাকে ভগবানের অংশ বলিয়া স্থির করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যে কন্যা উদ্ভূতা হইয়াছিল, তাহার নাম অর্চ্চি হইল। বিপ্রগণ সপত্নীক পৃথুর যথাবিধানে অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

তখন ধনদ কুবের পৃথুর জন্য স্বর্ণময় আসন, বরুণ শুভ্রছত্র, বায়ু বালব্যজন এবং ধর্ম্ম কীর্ত্তিময়ী মালা; পরে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট, ধর্ম্মরাজ দমনকারক দণ্ড, ব্রহ্মা বেদময় কবচ, সরস্বতী মনোহর হার, হরি সুদর্শনচক্র এবং লক্ষ্মী বিবিধ সম্পত্তি প্রদান করিলেন। অনন্তর রুদ্র অসি, অম্বিকা চর্ম্ম, সোম অমৃতময় অশ্ব, বিশ্বকর্ম্মা সুন্দর রথ, অগ্নি ছাগ ও গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ, সূর্য্য রশ্মিময় বাণ ও ভূমি যোগময়ী পাদুকা উপহার দিলেন। নাট্যাদি কুশল খেচরগণ সর্ব্বদা ইহাকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এবং অন্তর্ধানবিদ্যা প্রদান করিলেন। ঋষিগণ অমোঘ আশীর্ব্বাদ, সমুদ্র স্বসলিলোৎপন্ন শঙ্খ এবং সিন্ধু পর্ব্বত ও নদী ইহারা অসংখ্য রথ আনিয়া দিল।

সূত, মাগধ ও বন্দিগণ সভার্য্য পৃথুর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে পৃথু তাহাদিগকে এই স্তব হইতে বিরত করাইয়া বলিলেন, 'এখন আমার গুণাবলী অব্যক্ত আছে, যখন আমি স্তবের উপযুক্ত হইব, তখন তোমরা স্তব করিও।'

তখন বিপ্রগণ পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া 'তুমি এই পৃথিবীর পালক, যথাবিধি ইহাকে পালন কর' এইরূপ আদেশ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা পৃথু প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলে পৃথ্বী নিরন্ন থাকায় প্রজাগণ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া পৃথুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ আপনাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ ও শরণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, যেন অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই, আপনি অন্ন প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি অখিল লোকের পালক এবং সকলের জীবনদাতা।

মহারাজ পৃথু প্রজাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানদ্বারা প্রজাদিগের ক্লেশের কারণ অবগত হইয়া কহিলেন, পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ গ্রাস করায় শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে না, এই জন্য প্রজাগণের এই প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা এই ক্লেশ-নিবারণের জন্য শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইলেন। পৃথিবী পৃথুকে এইরূপ শর সন্ধান করিতে দেখিয়া গোরূপধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। রাজাও তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

তখন পৃথিবী পলায়নে বিরত হইয়া পৃথুকে বিনয়সহকারে বলিলেন, রাজন্! আপনি আশ্রিত-বৎসল ও সকল প্রাণীর পালক। অতএব আমাকে রক্ষা করুন। আপনি প্রজাপালনের জন্য আমাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের দৃঢ় তরণীস্বরূপ হইয়া আছি, আমার উপরই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জলরাশি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে আপনি কি প্রকারে এই সকল প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন? আপনি প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট

হইয়া কি নিমিত্ত প্রজানাশের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি প্রকারে পৃথিবী নানাবিধ স্তব ও হিতকর বাক্য বলিলেন, তথাচ পৃথুর ক্রোধ শান্তি হইল না। তখন পুনরায় পৃথিবী কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সকল ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, অসৎ লোকই সেই সকল ভোগ করিতেছে, আপনার সদৃশ কেহ উপযুক্ত রূপে প্রজাপালন ও যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তন করিতেছে না। সকল লোকই চোর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি যজ্ঞার্থ ওষধি সকল গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি; আমি এইরূপে ইহার রক্ষা না করিলে আপনি ইহার নামপর্য্যন্তও জানিতে পারিতেন না। ঐ সকল ওষধি বহুদিন ধরিয়া আমার উদরে থাকায় কালসহকারে জীর্ণ হইয়াছে, এখন আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া ঐ সকল আকর্ষণ করুন। তাহাতে আপনার অভিলাষ সিদ্ধি হইবে। আপনি আমার বৎস, দোহনপাত্র এবং দোগ্ধা স্থির করিয়া দোহন করুন, তাহাতে আমি ক্ষীরময় অভীষ্ট সকল প্রদান করিব। রাজন্! আপনি আমাকে এমন ভাবে সমতল করিয়া দিউন, যাহাতে বর্ষা ঋতুর অবসান হইলেও দেববৃষ্ট জলরাশি আমার উপর পতিত হইয়া সকল স্থানেই গড়াইয়া যাইতে পারে।

তখন পৃথু পৃথিবীর এই বাক্যে নিতান্ত প্রীত হইয়া মনুকে বৎস করিয়া আপনার হস্তরূপ পাত্রে ওষধি সকল দোহন করিলেন। পৃথুর দোহন শেষ হইলে তৎপরে পঞ্চদশ ঋষি যাহার যেরূপ অভিলাষ তদনুসারে পৃথুর বশীভূতা পৃথিবীকে দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনাদের শ্রোত্র-রূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে বেদময় পবিত্র দুগ্ধ দোহন করিলেন।

তদনন্তর দেবতা সকল ইন্দ্রকে বৎস কল্পনা করিয়া হিরণ্ময় পাত্রে অমৃত, বীর্য্য, ওজঃ ও বলরূপ পয়ঃ দোহন করিলেন।

তৎপরে দৈত্য ও দানবগণ প্রহ্লাদকে বৎস কল্পনা করিয়া লৌহময় পাত্রে সুরা ও আসব, তৎপরে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিশ্বাবসুকে বৎস কল্পনা করিয়া পদ্মময় পাত্রে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সহিত মধু, তৎপরে শ্রাদ্ধদেব পিতৃগণ অর্য্যমাকে বৎস কল্পনা করিয়া অপক্ব মৃণ্ময়-পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কব্য, তদনন্তর সিদ্ধগণ ভগবান্ কপিলকে বৎস কল্পনা করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও সঙ্কল্প-ময়ী সিদ্ধি, বিদ্যাধর ও খেচরাদি তাহারাও ঐ কপিলকে বৎস করিয়া খেচরত্বাদি বিদ্যা, কিন্নর ও মায়াবী ব্যক্তিরা ময়দানবকে বৎস করিয়া অন্তর্ধান-বিদ্যা এবং মায়া দোহন করিয়াছিলেন। এই মায়া অতি আশ্চর্য্য। ইহার বলে সংকল্পমাত্রই সকল অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে। তৎপরে যক্ষ, রাক্ষস, ভূত ও পিশাচাদি মাংসভোজী ব্যক্তিরা রুদ্রকে বৎস করিয়া কপালপাত্রে রুধিররূপ আসব, ফণাহীন সর্পগণ ও সকল সর্পজাতি এবং বৃশ্চিকাদি দংদশূক সকল তক্ষককে বৎস করিয়া বিলরূপপাত্রে স্ব স্ব জাতির বিষ দোহন করিয়াছিলেন। এইরূপে পশুগণ রুদ্রবাহন বৃষভকে বৎস করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণরূপ ক্ষীর, মাংসাশী জন্তু সকল মৃগেন্দ্রকে বৎস করিয়া স্ব স্ব শরীররূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ, পর্ব্বত সকল হিমালয়কে বৎস করিয়া স্ব স্ব সানুরূপ পাত্রে বিবিধ ধাতু দোহন করিলেন। এইরূপে সকলে পৃথিবীকে দোহন করিয়া যাহার যেরূপ অভিলাষ তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইলেন।

পরে পৃথু পৃথিবীর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুহিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইজন্য পৃথিবী পৃথুর দুহিতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পরে পৃথু ধনুঃদ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে সমান করিলেন। তখন ঐ সকল বীজ পৃথিবীর চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। এই সময় পুর, নগর, গ্রাম, হট্ট প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমস্তই প্রস্তুত হইল। তখন পৃথিবী শস্যশালিনী এবং প্রজা সকল আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এই সময় পৃথু ক্রমান্বয়ে ৯৯টী অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র এই যজ্ঞীয়াশ্ব অপহরণ করিলেন। পৃথু ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের পশ্চাদ্গামী হইলেন। তখন ইন্দ্র নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইন্দ্রের গৃহীত এই সকল রূপ পাপময়। এই সকল রূপ হইতে কালে জৈন, বৌদ্ধ ও কাপালিক প্রভৃতি মতের সৃষ্টি হইয়াছে।*

পৃথু ইন্দ্রের নিকট হইতে অশ্ব লইয়া আসায় ইহার নাম 'বিজিতাশ্ব' হইয়াছিল। এই যজ্ঞে মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রকে ভস্মীভূত করিবার সঙ্কল্প হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা এই যজ্ঞস্থলে আসিয়া উভয়ের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া দেন। পরে পৃথু যথাবিধি যজ্ঞ সমা-পন করেন। এইরূপে পৃথু কর্ত্তব্য সকল শেষ হইলে সনৎ-কুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া পুত্রের উপর দুহিতৃ-

* "যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া।
তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে॥
এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া।
তদ্গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃণাং॥
ধর্ম্মইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু॥
তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ।
ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্ম্মুকঃ॥"
(ভাগবত ৪।১৯।২৩—২৬)

সদৃশী পৃথিবীর ভার অর্পণ করেন। পরে তিনি পত্নীর সহিত কঠোর তপশ্চর্য্যার পর যোগদ্বারা এই ভোগদেহের অবসান করেন। (ভাগবতে ৪।১৫ অঃ আরম্ভ করিয়া ২৪ অঃ পর্য্যন্ত পৃথুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, তত্তদধ্যায় সকল দ্রষ্টব্য।)

২ চতুর্থ মন্বন্তরের মধ্যে একজন সপ্তর্ষি। (হরিবংশ ৭ অঃ)

৩ ককুৎস্থের পুত্র অনেনাভূরাজপুত্র।

"অযোধস্তস্য পুত্রোঽভূৎ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্।
ককুৎস্থস্য অনেনাভূস্তস্য পুত্রঃ পৃথুঃ স্মৃতঃ ॥" (অগ্নিপু°)

৪ অজমীড়বংশীয় পারপুত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) ৫ ক্রোষ্টুবংশীয় চিত্রের পুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ৩৫ অঃ) ৬ দানবভেদ। (হরিব° ১৬ অঃ) ৭ প্রিয়ব্রতবংশোদ্ভব বিভুর পুত্র।

"ভুবস্তস্মাৎ তথোদ্গীথঃ প্রস্তারস্তৎসুতো বিভুঃ।
পৃথুস্ততোঽভবন্নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ ॥" (বিষ্ণুপু° ২।১।৩৮)

৮ তামস মন্বন্তরীয় ঋষিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৪।৫৯) ৯ মহাদেব। (ভারত আশ্ব° ৯ অঃ) ১০ অগ্নি। (মেদিনী) (স্ত্রী) ১১ কৃষ্ণজীরক। পর্য্যায়—

"কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধঞ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ।
কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা ॥" (ভাবপ্রকাশ)

১২ ত্বক্‌পর্ণী। ১৩ হিঙ্গুপত্রী। (মেদিনী) ১৪ অহিফেন। (শব্দরত্না°) (পুং) ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৭) (ত্রি) ১৬ মহৎ।

"উল্লসিতভ্রধনুষা তব পৃথুনা লোচনেন রুচিরাঙ্গি।
অচলা অপি ন মহান্তঃ কে চঞ্চলভাবমানীতাঃ।"
(আর্য্যাসপ্তশতী ১১৭)

১৭ নিপুণ। (শব্দর°)

পৃথু, ১ চণ্ডিকাভক্ত বসিষ্ঠমুনির গোত্রবংশসম্ভূত জনৈক রাজা। ইনি পাঠারীয় প্রভু জাতীয় ছিলেন। (সহ্যাদ্রিখ° ২৭।৩৪)

২ চন্দ্রবংশীয় কান্তিরাজের পুত্রভেদ।

৩ মুদ্রারাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্তের পিতা।

পৃথুক (পুং) পৃথুরেব পৃথুসংজ্ঞায়াং কন্ বা প্রথতে ইতি প্রথ-(অর্ভকপৃথুকেতি। উণ্ ৫।৫৩) ইতি কুকন্ সম্প্রসারণঞ্চ। চিপিটক, চলিত—চিড়ে। এই শব্দের ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারও দেখা যায়।

"দ্বিঃস্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে।
নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে।
অভক্ষ্যঞ্চ যতীনাঞ্চ বিধবাব্রহ্মচারিণাং ॥" (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ২১অঃ)

চিপিটক প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ধান্য সিদ্ধ এবং উহা রৌদ্রপক করিয়া তৎপরে আবার সিদ্ধ করিয়া ঢেঁকিতে কুটিলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই জন্য ইহা 'দ্বিঃস্বিন্ন' অন্ন নামে অভিহিত হয়। এই চিপিটক দেশবিশেষে বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারী ইহাদিগের ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ইহা দেবতাদিগকে নিবেদন করা যায় না। ইহার গুণ—গুরু, বলকারক, কফ ও বিষ্টম্ভকারক। (বাভট সূত্রস্থা° ৬ অঃ)

২ চাক্ষুষ মন্বন্তরের দেবগণবিশেষ।

"আদ্যা প্রভূতা ঋভবঃ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ।" (হরিব° ৭।৩২)

পৃথু যথা স্যাৎ তথা কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। ৩ বালক। (মে°)

"প্রক্রীড়িতান্ রেণুভিরেত্য তূর্ণং নিষ্ঠ্যর্জনন্তঃ পৃথুকান্ পথিভ্যঃ ॥"
(মাঘ ৩।৩০)

পৃথু-স্বার্থে ক। ৪ পৃথুশব্দার্থ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ হিঙ্গুপত্রী। পর্য্যায়—"হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বিকা পৃথুকা পৃথুঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

৬ বালিকা।

পৃথুকর্ম্মন্ (পুং) শশবিন্দুর পুত্র ও চিত্ররথের পৌত্রভেদ।

পৃথুকল্পিনী (স্ত্রী) পৃথুকল্পনা। বিস্তৃত কল্পনা।

পৃথুকা [পৃথুক দেখ।]

পৃথুকীয় (ত্রি) পৃথুকায় হিতং অপূপাদিত্বাৎ ছ। পৃথুকহিত।

পৃথুকীর্ত্তি (পুং) ১ শশবিন্দুর পুত্রভেদ। (স্ত্রী) ২ শূরের কন্যাভেদ। (হরিবংশ) ৩ পৃথানুজা বসুদেবভগিনী। পৃথার কনিষ্ঠা ভগিনী।

"পৃথুকীর্ত্ত্যাং তু সংজজ্ঞে তনয়ো বৃদ্ধশর্ম্মণঃ।
করূষাধিপতির্বীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ ॥" (হরিবংশ ২৭ অঃ)

(ত্রি) পৃথুঃ কীর্ত্তির্যস্য। ৪ বৃহদ্যশস্বী, মহাযশস্ক।

পৃথুকোল (পুং) পৃথুঃ কোলঃ। রাজবদর। (রাজনি°)

পৃথুক্য (ত্রি) পৃথুকায় হিতং যৎ। পৃথুকহিত, পৃথুকীয়।

পৃথুগ (পুং) চাক্ষুষমন্বন্তরের দেবতাভেদ।

পৃথুগ্রীব (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামা° ১৯ অঃ) (ত্রি) পৃথুঃ গ্রীবা যস্য। বিস্তীর্ণগ্রীব, বিস্তীর্ণ গ্রীবাযুক্ত, যাহার গ্রীবাদেশ বিপুল।

পৃথুচ্ছদ (পুং) পৃথবশ্ছদাঃ পত্রাণি যস্য। ১ হরিদর্ভ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃহৎপত্র।

পৃথুগ্মন্ (ত্রি) পৃথুভাবপ্রাপ্ত।

"পৃথুগ্মানং বাশ্রং।" (ঋক্ ১০।৯৯।১)
'পৃথুগ্মানং পৃথুভাবং প্রাপ্নুবন্তং।' (সায়ণ)

ইহার পাঠান্তর 'পৃথুজ্মন্' দেখিতে পাওয়া যায়। (অথর্ব্ব ৫।১।১৫)

পৃথুজাঘন (ত্রি) বিস্তীর্ণ জঘন, বিপুল-নিতম্ব।

"পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে।" (ঋক্ ১০।৮৬।৮)
'পৃথুজাঘনে বিস্তীর্ণ-জঘনে।' (সায়ণ)

বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'পৃথুজাঘনে' এইরূপ হইয়াছে।

পৃথুজয় (পুং) শশবিন্দুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

পৃথুজ্রয় (ত্রি) শীঘ্রগামী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"পৃণতো ন দক্ষিণা পৃথুজ্রয়ী।" (ঋক্ ১।১৬৮।৭)
'পৃথুজ্রয়ী পৃথুজবা শীঘ্রগামিনী' (সায়ণ)

পৃথুতা (স্ত্রী) পৃথোর্ভাবঃ পৃথু-তল্-টাপ্। পৃথুত্ব, পৃথুর ধর্ম্ম, পৃথুর ভাব।

পৃথুদর্শিন্ (ত্রি) পৃথু-দৃশ-ণিনি। বহুদর্শী।

পৃথুদান (পুং) শশবিন্দুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

পৃথুপক্ষস্ (ত্রি) পৃথুঃ পক্ষঃ যস্য। পৃথুপার্শ্বদ্বয়যুক্ত, বৃহৎ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত। "বহস্ব মহঃ পৃথুপক্ষসা রথে" (ঋক্ ৮।২৬।২৩)
'পৃথুপক্ষসা পৃথুপার্শ্বদ্বয়যুক্তাবশ্বৌ।' (সায়ণ)

পৃথুপত্র (পুং) পৃথূনি পত্রাণি যস্য। রক্ত লশুন। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃহৎ পত্রযুক্ত। পৃথু পত্রং কর্ম্মধা°। ৩ বৃহৎ পত্র।

পৃথুপর্শু (ত্রি) বিস্তীর্ণ পার্শ্বাস্থিযুক্ত, বিস্তীর্ণ অশ্বপশুহস্ত। "পৃথুপর্শবো যযুঃ" (ঋক্ ৭।৮৩।১) 'পৃথুপর্শবঃ পৃথুঃ বিস্তীর্ণঃ পশুঃ পার্শ্বাস্থি যেষাং তে তথোক্তাঃ বিস্তীর্ণাশ্বপশুহস্তাঃ' (সায়ণ)

পৃথুপলাশিকা (স্ত্রী) পৃথূনি পলাশানি যস্যাঃ, কপ্ টাপি অত ইত্বম্। শটী। (রাজনি°)
"শটী পলাশী ষড়্গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গন্ধারিকা গন্ধবধূর্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পৃথুপাজস্ (ত্রি) ১ অতিতেজস্বী, পৃথুতেজাঃ। ২ পৃথুবেগ, বিপুল বেগযুক্ত। "বৈশ্বানরঃ পৃথুপাজা অমর্ত্ত্যো" (ঋক্ ৩।২।১১)
'পৃথুপাজাঃ পৃথুতেজাঃ অথবা পৃথুবেগঃ।' (সায়ণ)

পৃথুপাণি (ত্রি) পৃথুঃ পাণির্যস্য। বিপুলহস্ত, আজানুলম্বিতভুজ।
"পৃথুপাণিঃ সিসর্ত্তি" (ঋক্ ২।৩৮।২)
'পৃথুপাণিঃ মহৎকরঃ' (সায়ণ)

পৃথুপ্রগাণ (ত্রি) পৃথু প্রগাণং যস্য। পৃথুগীতিযুক্ত।
"পৃথুপ্রগাণমুশন্তং" (ঋক্ ৩।৫।৭) 'পৃথুপ্রগাণং পৃথুগীতিং' (সায়ণ)।

পৃথুপ্রগামন্ (ত্রি) পৃথুগামী, পৃথুপ্রগমন্।
"শবসা পৃথুপ্রগামা" (ঋক্ ১।২৭।২)
'পৃথুপ্রগামা পৃথু; প্রগামা যস্যাসৌ' (সায়ণ)

পৃথুপ্রথ (ত্রি) বিস্তৃতকীর্ত্তি, যাহার কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।

পৃথুপ্রোথ (ত্রি) অশ্বাদির ন্যায় বিপুল নাসারন্ধ্র বিশিষ্ট।

পৃথুবুধ্ন (ত্রি) স্থূলমূল। "যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্নঃ" (ঋক্ ১।২৮।১)
'পৃথুবুধ্নঃ স্থূলমূলঃ' (সায়ণ)

পৃথুভৈরব, বৌদ্ধদিগের দেবতাভেদ।

পৃথুমৃদ্বীকা (স্ত্রী) সূক্ষ্ম দ্রাক্ষা, কিস্‌মিস্।

পৃথুযশস্ (ত্রি) পৃথু মহৎ যশো যস্য। ১ শশবিন্দুর পুত্রভেদ। ২ বিপুল যশস্বী, মহাযশস্বী।

পৃথুযশস্, ১ উৎপলপরিমলপ্রণেতা। ২ হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা প্রণয়নকর্ত্তা, বরাহমিহিরের পুত্র।

পৃথুযামন্ (ত্রি) পৃথুরথ। "পৃথুযামন্ন্যো" (ঋক্ ৬।৬৪।৪)
'পৃথুযামন্ পৃথুরথঃ' (সায়ণ)

পৃথুরশ্মি (পুং) ১ যতিভেদ। ২ বিস্তৃত রশ্মিশালী।

পৃথুরাজ, নরপতিভেদ।

পৃথুরাষ্ট্র, বৌদ্ধ গণ্ডব্যূহবর্ণিত জনপদভেদ।

পৃথুরুক্ম (পুং) ক্রোষ্টুবংশীয় রুক্মকবচপুত্রভেদ। (হরিব° ৩৭অঃ)

পৃথুরোমন্ (পুং) পৃথূনি রোমাণি, লোমস্থানীয়ানি শল্কান্যস্যেতি। ১ মৎস্য। (ত্রি) ২ বৃহল্লোমযুক্ত।

পৃথুল (ত্রি) পৃথুঃ পৃথুত্বমস্ত্যস্তীতি পৃথু-সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্, বা পৃথুং লাতীতি লা-ক। ১ মহৎ। ২ স্থূল। স্ত্রিয়াং টাপ্।
"শ্রোণিষু প্রিয়করঃ পৃথুলাসু স্পর্শমাপ সকলেন তলেন॥"
(মাঘ ১০।৫৫)
৩ হিঙ্গুপত্রী। (জটাধর)

পৃথুলাক্ষ (ত্রি) পৃথুলে অক্ষিণী যস্য ষচ্ সমাসান্তঃ। ১ বৃহন্নেত্রযুক্ত, বিশালনেত্র। (পুং) ২ পুরুবংশীয় চতুরঙ্গ-পুত্রভেদ। (হরিব° ৩১অঃ)

পৃথুবক্ত্র (ত্রি) পৃথু বক্ত্রং যস্য। ১ বৃহন্মুখযুক্ত। (স্ত্রী) ২ কুমারানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

পৃথুবেগ (ত্রি) পৃথুঃ বেগঃ যস্য। মহৎ বেগযুক্ত। (পুং) পৃথুঃ বেগঃ কর্ম্মধা°। ২ প্রবল বেগ।

পৃথুশিম্ব (পুং) পৃথুঃ শিম্বা যস্যাঃ। ১ শোনাকভেদ।
"দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ। (ভাবপ্র°)
২ পীতলোধ্র। ৩ অসিশিম্বী। (বৈদ্যকনি°)

পৃথুশিরস্ (ত্রি) বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট (অথর্ব্ব° ৪।১৭।১৩)

পৃথুশিরা (স্ত্রী) কৃষ্ণজলৌকা। (সুশ্রুত সূ° ১৩ অঃ)

পৃথুশৃঙ্গক (পুং) মেষবিশেষ, ছম্বা। (বৈদ্যকনি°)

পৃথুশেখর (পুং) পৃথু মহৎ শেখরং শৃঙ্গং যস্য। পর্ব্বত।

পৃথুশ্রব (ত্রি) পৃথুঃ শ্রবঃ কর্ণো যস্য। ১ বৃহৎ কর্ণযুক্ত।

পৃথুশ্রবস্ (পুং) ১ কুমারানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অঃ) ২ শশবিন্দু-নৃপপুত্রভেদ। (হরিব° ৩৬ অঃ) ৩ নবম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডপু° ১৪।৯) সরযূর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১০।১১) 'পৃথুশ্রবস্ এবং পৃথুশ্রবস' এই দুই প্রকারই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথুশ্রবা, জনৈক হিন্দুরাজা। মহাকালীর ভক্ত ও ভৃগুমুনির গোত্রজাত।

পৃথুশ্রোণি (ত্রি) পৃথুঃ শ্রোণির্যস্য। বিপুলনিতম্ব, বৃহৎ নিতম্বযুক্ত।

পৃথুসেন (পুং) অনুবংশীয় রুচিরনৃপপুত্রভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) ইহার পাঠান্তর 'পৃথুষেণ'।

পৃথুস্কন্ধ (পুং) পৃথুঃ স্থূলঃ স্কন্ধো যস্য। শূকর। (রাজনি°)

পৃথূদক (ক্লী) পৃথু পুণ্যপ্রদত্বাৎ মহদুদকং যস্য। কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী নগর ও প্রাচীন তীর্থ। বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের

অম্বালা-জেলায় প্রবাহিত-পুণ্যসলিলা সরস্বতীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। ইহা এখন পেহেবা (পেহোআ) নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৯° ৫৮´´ ৪৫´´ উত্তর এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´ ১৫´ পূর্ব্ব। প্রসিদ্ধ থানেশ্বর নগর হইতে ৬৷৷০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

মহাত্মা বেণের পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী পৃথু সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হন। (১) পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত রাজা সরস্বতীতীরে এই স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করেন এবং দাহান্তে ১২ দিন পর্য্যন্ত উক্ত নদীকূলে উপবিষ্ট থাকিয়া অভ্যাগতগণকে জলদান করিয়াছিলেন। এই কারণ ঐ জলতট পৃথূদক নামে পরিচিত হয়। পিতার শ্রাদ্ধগৌরবরক্ষার জন্য মহারাজ পৃথু এখানে একটী নগর স্থাপন করেন, তদবধি উহা প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামেই ঘোষিত হইতেছে।

থানেশ্বরের ন্যায় ইহার পবিত্রতার প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় ৩০ হইতে ৪০ ফিট্ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর ও নিম্নতলে অবস্থানহেতু সাধারণ লোকে এ স্থানের প্রাচীনত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। এখানকার স্তূপমধ্য হইতে প্রাপ্ত বৃহৎ ইষ্টক ও খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি, দেউল ও দ্বারদেশাদির ধ্বংসাবশেষ, স্তম্ভ ও মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি আলোচনা করিলে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এ স্থান হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রাদি ও অন্যান্য নিদর্শনগুলি প্রায় থানেশ্বরের সমকালবর্ত্তী।

পেহোবা নগরের পশ্চিমদিকস্থ নিম্নতলে গোরক্ষনাথের শিষ্য গরিবনাথের মন্দির। ঐ মন্দিরগাত্রে রামভদ্রদেবের পুত্র রাজা ভোজদেবের ২৭৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে পঞ্জাবের সন্নিকটে 'সিদ্ধগিরিকা হাবেলী' নামক অট্টালিকাগাত্রে আর একখানি শিলালিপি নিবদ্ধ দেখা যায়; ঐখানি ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালদেবের ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন দেবরাজ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ।

সম্ভবতঃ গজনীপতি মান্দ্রদের থানেশ্বর-লুণ্ঠনকালে এই নগরের পূর্ব্বশ্রী হ্রাস পায়। পরবর্ত্তী মুসলমানরাজ এই স্থানের তীর্থমাহাত্ম্য লোপকরণাভিপ্রায়ে ঘৃতস্রবায় একটী উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করান। কোন তীর্থযাত্রী এখানে আসিলেই ঐ স্থান হইতে গুলি চালান হইত। এইরূপে ক্রমশই এখানকার জনসংখ্যা হ্রাস হইয়া পড়ে। অবশেষে শিখজাতির অভ্যুদয়ে কতকগুলি তীর্থ পুনঃসংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এখানে অনেকগুলি পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী ও তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ধ্বংসপ্রায় ও কতকগুলি অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। মধুস্রবা, ঘৃতস্রবা, পাপান্তক, যযাতি, বৃহস্পতি ও পৃথ্বীশ্বরাদি তীর্থই প্রধান, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি তীর্থ আছে। [কুরুক্ষেত্র শব্দে তৎসমুদায়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বামনপুরাণে লিখিত আছে, মহামুনি বিশ্বামিত্র এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে তাহা অক্ষয় এবং অন্তিমে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। (বামনপু° ৩৮ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে, পৃথূদকতীর্থ সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রতীর্থ অতিশয় পুণ্যপ্রদ। তদপেক্ষা সরস্বতী এবং এই সরস্বতী হইতেও ইহা অধিক পুণ্যদায়ক। এই তীর্থে মৃত্যু হইলে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। সনৎকুমার ও স্বয়ং ব্যাসদেব এইরূপ বলিয়াছেন।*

পৃথূদকস্বামী চতুর্ব্বেদ, মধুসূদনের পুত্র। ব্রহ্মগুপ্তকৃত খণ্ডখাদ্যের টীকা ও ব্রহ্মসিদ্ধান্তবাসনাভাষ্যরচয়িতা।

পৃথূদর (পুং) পৃথু মহদুদরং যস্য। ১ মেষ। (ত্রি) ২ বৃহৎকুক্ষি। স্ত্রিয়াং স্বাঙ্গত্বাৎ জাতিত্বাদ্বা ঙীষ্।

পৃথ্বাদি (পুং) 'ইমনিচ্' প্রত্যয়নিমিত্তক পাণিন্যুক্ত শব্দগণবিশেষ। যথা,—পৃথু, মৃদু, মহৎ, পটু, তনু, লঘু, বহু, সাধু, আশু, উরু, গুরু, বহুল, খণ্ড, দণ্ড, চণ্ড, অকিঞ্চন, হোড়, পাক, বৎস, মন্দ, স্বাদু, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রিয়, বৃষ, ঋজু, ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র, অণু। 'পৃথ্বাদিভ্য ইমনিচ্'। ভাব অর্থ বুঝাইলে পৃথু প্রভৃতি শব্দের উত্তর ইমনিচ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

পৃথ্বী (স্ত্রী) পৃথুঃ স্থূলত্বগুণযুক্তা (বোতোগুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ইতি ঙীষ্। পৃথিবী। ইহা অতিশয় বিস্তীর্ণ বলিয়া অথবা পৃথুর দুহিতা বলিয়া পৃথ্বী নাম হইয়াছে।

"মধুকৈটভয়োর্মেদসংযোগাৎ মেদিনী স্মৃতা।
ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ॥" অন্যচ্চ—
"দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বী তথোচ্যতে।" (অগ্নিপু°)

[পৃথিবী দেখ।] ২ হিঙ্গুপত্রী। ৩ কৃষ্ণজীরক। (ভাবপ্র°) ৪ বৃত্তার্হৎমাতৃভেদ। (হেম) ৫ পুনর্ণবা। ৬ স্থূলৈলা।

(১) পৃথিবী ও পৃথু শব্দ দেখ।

* "পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতী॥
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকম্।
উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুং॥
পৃথূদকে জপ্যপরো ন তস্য মরণং ভবেৎ।
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা॥
বেদে চ নিয়তং রাজন্নধিগচ্ছেৎ পৃথূদকম্।
পৃথূদকাৎ তীর্থতমং নান্যৎতীর্থং কুরূদ্বহ॥
তন্মেধ্যং তৎ পবিত্রঞ্চ পাবনঞ্চ ন সংশয়ঃ।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যেঽপি পাপকৃতা নরাঃ॥"
(ভারত ৩।৮৩।১৩২-১৩৯)

(রাজনি°) ৭ অর্কবৃক্ষ। ৮ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। (বৈদ্যকনি°) ৯ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি পাদে ১৭টী অক্ষর এবং অষ্টম বা নবমে যতি থাকিবে। ইহার ২, ৩, ৮, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৭ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

ইহার লক্ষণ—

"জসৌ জসযলাবসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ।" (বৃত্তরত্না°)

উদাহরণ—

"তুরন্তদনুজেশ্বরপ্রকরদুঃস্থ পৃথ্বীভরং
জহার নিজলীলয়া যদুকুলেঽবতীর্য্যাশু যঃ।
স এব জগতীপতির্হরিতভারমস্মাদৃশাং
হরিষ্যতি হরিঃ স্তুতিস্মরণচাটুভিস্তোষিতঃ॥"

পৃথ্বীকা (স্ত্রী) পৃথ্বী স্বার্থে কন্। বৃহদেলা। বড় এলাচি।
"এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)
২ সূক্ষ্মৈলা, ছোট এলাচি। ৩ কৃষ্ণজীরক। (রত্নমা°) ৪ হিঙ্গুপত্রী। (রাজনি°)

পৃথ্বীকুরবক (পুং) পৃথ্ব্যাং ভূমৌ কুরবক ইব। শ্বেত মন্দারক।

পৃথ্বীগর্ভ (পুং) পৃথ্বীব লম্বমানো গর্ভ উদরমস্য। ১ লম্বোদর, গণেশ। (হেম)

পৃথ্বীগৃহ (ক্লী) গুহা, গহ্বর।

পৃথ্বীচন্দ্রসূরি, একজন জৈন পণ্ডিত।

পৃথ্বীচাঁদ, ১ চম্বার ভূম্যধিকারী। পিতৃহন্তা জগৎসিংহের প্রতিশোধবিধানার্থ ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্পুত্র শাহজহানের অনুজ্ঞায় সসৈন্যে উপস্থিত হন। এই কার্য্যের জন্য তিনি দিল্লী-সরকার হইতে এক হাজারী মনসবদার ও চারিশত অশ্বারোহী সৈন্য পান। অতঃপর সম্রাটের আদেশে চম্বায় ফিরিয়া আসিয়া তারাগড়-দুর্গের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক পুনরুদ্যমে গোয়ালিয়াররাজ মানসিংহের সহযোগে তারাগড় আক্রমণ ও জগৎসিংহকে পরাজিত করিলেন।

২ কচ্ছবাহবংশীয় রায় মনোহরের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি রায় উপাধি এবং পাঁচশত পদাতি ও তিনশত অশ্বারোহী সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন।

পৃথ্বীজ (ত্রি) পৃথ্ব্যাং জায়তে ইতি জন-ড। ১ ভূমিজাত। ২ (ক্লী) গড়লবণ। (রাজনি°)

পৃথ্বীদণ্ডপাল, রাজদণ্ডদাতা, কোতোয়াল, পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী। যিনি রাজদণ্ড বিধান করেন।

পৃথ্বীদেব ১ম, হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ্যের জনৈক নরপতি। রাজা রত্নরাজের পুত্র। রত্নপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল।

পৃথ্বীদেব ২য়, হৈহয়বংশীয় রাজা ২য় রত্নদেবের পুত্র ও ১ম পৃথ্বীদেবের প্রপৌত্র। চোড়গঙ্গ-পরাজয়ের পর কলিঙ্গনগরে রত্নদেবের রাজধানী হয়। রত্নপুরের শিলালিপিতে ৮৯৩ কলচুরী সংবৎসরে ইহার রাজ্যকাল লিখিত আছে।

পৃথ্বীদেব ৩য়, ইনি পৃথ্বীদেব দ্বিতীয়ের প্রপৌত্র। রত্নপুরে রাজত্ব করিতেন।

পৃথ্বীদেবী, বৌদ্ধ দেবতাভেদ। আর্য্যা বসুন্ধরা নামে প্রসিদ্ধ। বসুন্ধরা-ব্রতোৎপত্ত্যবদান নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহার বাস তুষিত নামক স্বর্গে বর্ণিত হইয়াছে। মহাবস্তু-অবদানে লিখিত আছে, ইনি গুরু কাশ্যপের প্রার্থনায় ব্রাহ্মণগণকে ধ্বংস করেন।
[বসুন্ধরাব্রত দেখ।]

পৃথ্বীধর (পুং) ধরতীতি 'পচাদ্যচ্' ইতি অচ্। পর্ব্বত, মহীধর।

পৃথ্বীধর, মিথিলারাজ রামসিংহদেবের আশ্রিত একজন পণ্ডিত, মৃচ্ছকটিকটীকা-রচয়িতা।

পৃথ্বীধর আচার্য্য, ১ কাতন্ত্রবিস্তরবিবরণপ্রণেতা। ২ শম্ভুনাথের শিষ্য। ইনি ভুবনেশ্বরীস্তোত্র, লঘুসপ্তশতীস্তোত্র, সরস্বতীস্তোত্র ও ভুবনেশ্বর্য্যর্চ্চনপদ্ধতি নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ রত্নকোষ রচয়িতা।

পৃথ্বীধর ভট্ট, অভিজ্ঞান-শকুন্তলটীকাপ্রণেতা রাঘবভট্টের পিতা। ইনি একজন কবি ছিলেন।

পৃথ্বীনারায়ণ শাহ, নেপালের এক গোর্খারাজ। ইহার পিতার নাম নরভূপাল শাহ। পাল্পা হইতে আসিয়া উদয়পুর-রাজবংশ সপ্তগণ্ডকীতীরবর্ত্তী গোর্খালিরাজ্যে রাজ্যস্থাপন করেন। পৃথ্বীনারায়ণ স্বীয় ভুজবলে নেপালরাজ্য জয় করেন। তাঁহারই অত্যাচারে কীর্ত্তিপুরের মহিমা লুপ্ত এবং নাসকাটাপুর নাম প্রবর্ত্তিত হয়। [নাসকাটাপুর ও নেপাল দেখ।]

পৃথ্বীপৎ, সাগর-প্রদেশের জনৈক রাজা। ইনি পেশবার নিকট হইতে বিলিহরা নামক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

পৃথ্বীপতি (পুং) পৃথ্ব্যাঃ পতিঃ। পৃথিবীপাল, পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজা।

পৃথ্বীপাল (পুং) পৃথ্বীং পালয়তীতি পালি-অণ্। পৃথিবীপালক, যিনি পৃথিবী পালন করেন, রাজা।

২ রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত কাশ্মীরের একজন রাজা।
"নিপত্য সঙ্কটে বীরঃ পৃথ্বীপালাভিধস্ততঃ।
চক্রে রাজপুরীরাজকাশ্মীরিকবলক্ষয়ম্॥" (রাজত° ৬।৩৪৯)

পৃথ্বীপুর (ক্লী) মগধরাজ্যের অন্তর্গত নগরভেদ।

পৃথ্বীভুজ্ (পুং) পৃথ্বীং ভুঙ্ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। মহীপতি, রাজা।

পৃথ্বীমল্ল, মিবারের একজন রাণা। রাহুপ ও লক্ষ্মণসিংহের মধ্যবর্ত্তী রাজ্যকালে তিনি চিতোরের রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হন। যবনগ্রাস হইতে হিন্দুর পবিত্রতীর্থ গয়াপুরি উদ্ধার করিবার

জন্য' তিনি অসীম-সাহসে ভর করিয়া রাজপুতশোণিতদানে মুসলমান কবল হইতে হিন্দুর প্রধান তীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা ও স্বধর্ম্মপ্রেমিকতা দর্শনে ভীত হইয়া যবনগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হয়।

পৃথ্বীরাজ, ভারতের একজন শেষ ও প্রধান হিন্দু নরপতি। তিনি যে কেবল সমস্ত ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু এক সময়ে তাঁহার সুতীব্র প্রভাব এই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং দিল্লীর সিংহাসন মুসলমান করতলগত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দু-রাজন্যবর্গ-মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পদলাভ করিয়াছিলেন।

চাঁদকবির প্রসঙ্গ।

চাঁদকবি লিখিয়াছেন, 'দিল্লীপতি অনঙ্গপাল যখন কামধ্বজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে অজমেরপতি সোমেশ্বর তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন; তজ্জন্য দিল্লীশ্বর আপন কনিষ্ঠা কন্যা কমলাকে সোমেশ্বরের করে অর্পণ করেন। এই সোমেশ্বরের ঔরসে কমলার গর্ভে পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করেন। অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠকন্যা সুন্দরীর সহিত বিজয়পালের বিবাহ হয়। এই সুন্দরীর গর্ভে কনোজপতি জয়চন্দ্রের জন্ম।'

চাঁদকবির বর্ণনায় এই কয়টী প্রধান কথা জানা যায়—'পৃথ্বীরাজের পিতামহের নাম আনন্দমেবজি, প্রপিতামহের নাম জয়সিংহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম আনা। তিনি ১১১৫ বিক্রম-শাকে জন্মগ্রহণ করেন[১]। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দরবারে প্রতাপসিং চালুক গোঁফে তা দিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ (কান্হ) চৌহান্ তাঁহাকে বধ করেন। তৎপ্রতি পৃথ্বীরাজ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাজসভায় তাহার চক্ষু বাঁধিয়া রাখিতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছিলেন।[২] পৃথ্বীরাজ রাজা হইবার পূর্ব্বেই নাহররায় ও মেবাতিদিগকে পরাজয় করেন।[৩] ইহার পরেই সহাব্উদ্দীন্ ঘোরীর প্রেরিত হুসেন-খানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সহাবুদ্দীন্ পরাজিত ও হুসেন নিহত হন।[৪] একদিন মৃগয়াকালে সহাবুদ্দীন্ পৃথ্বীরাজকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, এ সময়ে চৌহান বীরের সঙ্গে বেশী লোকজন ছিলনা, তথাপি পৃথ্বীরাজ অতুল বিক্রমে ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[৫]

'গুজরাতের রাজা ভোলারায় বড়ই অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহার দর্পচূর্ণ করেন।[৬] ইহার পর ইঞ্ছিনীর সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ হয়।

---

(১) "একাদসসৈ পঞ্চদহ। বিক্রম সাক অনন্দ ॥
তিহি রিপুজয় পুর হরন কোং। ভয় পৃথিরাজ নরিন্দ ॥
একাদসসৈ পঞ্চদহ। বিক্রম জিম ধ্রম সুত্ত।
এতিয় সাক প্রথিরাজ কৌ। লিয্যৌ বিপ্র গুন গুপ্ত ॥"

(পৃথিরাজরাসৌ ১।৬৯৪-৫)

আনন্দময় ১১১৫ বিক্রম শাকে সেই রিপুহারী ও পুরজয়কারী পৃথ্বীরাজ নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

'পৃথিরাজরাসৌ'-গ্রন্থের আদিপর্ব্বপ্রকাশক পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পাণ্ড্যের মতে,—চাঁদকবি উক্ত দোহায় যে 'অনন্দ' শব্দ লিখিয়াছেন, উহার অর্থ অ-নন্দ (৯) অর্থাৎ ১০০-৯ = ৯০।৯১ এইরূপ কল্পিত অর্থ ধরিয়া তিনি বলিতে চাহেন, ১১১৫ বিক্রম + ৯০।৯১ = ১২০৫।৬ সনন্দ বিক্রমে পৃথ্বীরাজ জন্মপরিগ্রহ করেন। [কাশী হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত পৃথ্বীরাজরাসৌ ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] কিন্তু তাঁহার এ কষ্ট-কল্পিত অর্থ সমীচীন নহে। এখানে 'অনন্দ' শব্দ 'আনন্দ' স্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ 'অনন্দ' শব্দের প্রয়োগ 'পৃথিরাজরাসৌ'-মধ্যে অভাব নাই। যথা—

"অনগপাল তুংঅর বর৭ কিয় তীরথ্থ অনন্দ।"

(এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত পৃথিরাজরাসৌ, ২য় ভাগ ৯৯ পৃঃ।)

বিশেষতঃ পরবর্ত্তী পদ্ধরী শ্লোকে পৃথ্বীরাজের জন্মপত্রী উপলক্ষে চাঁদকবি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দরবার বৈঠি সোমেস রাই। লীনে হক্কার জোতিগ বুলাই ॥
কহৌ জন্ম কর্ম্ম বালক বিনোদ। সুভ লগন মহুরত সুনত মোদ ॥
সংবত্ত ইক্কদস পঞ্চ অগ্‌গ। বৈসাষ মাস পষ্ষ কৃষ্ণলগ্‌গ ॥
গুর সিদ্ধিজোগ চিত্রা নিষত্র। গর নাম করণ সিসুপরম হিত্ত ॥
উষা প্রকাস ইক ঘরিয় রাত। পল তীস অংস ত্রয়বাল জাত ॥
গুরু বুদ্ধ শুক্র পরিদসৈ থান। অষ্টমৈ বার শনি ফল বিনান ॥
পঞ্চছ্ষ থান পরি সোম ভোম। গ্যারমৈ রাহ বল করন হোম ॥
বারমৈ সুর সো করন রঙ্গ। অনমী নমাই তিন করৈ ভঙ্গ ॥
প্রথিরাজ নাম বল হরৈ ছত্র। দিল্লীয় তষত মণ্ডে সুছত্র ॥
চ্যালীস তীন তিন বর্ষ সাজ। কলি পুহমি ইন্দ্র উদ্ধার কাজ ॥"

(আদিপর্ব্ব ৭০৫-৭১০)

রাজা সোমেশ্বর দরবারে বসিয়া জ্যোতিষীকে সম্মুখে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'বালকের জন্ম, কর্ম্ম ও শুভ লগ্ন কহ, শুনে আমার আনন্দ হউক।' সংবৎ ১১১৫, বৈশাখ মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, গুরুবার, সিদ্ধিযোগ, চিত্রা নক্ষত্র, ও শিশুর পরম হিতকর গরকরণ; এক দণ্ড ৩০ পল ৩ অংশ রাত্রি থাকিতে উষা-প্রকাশ কালে শিশু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দশম স্থানে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র, অষ্টমে শনি বিনাশ্ত ছিল; পঞ্চমে ও দ্বিতীয়ে সোম ও মঙ্গল, একাদশে (খলদিগের নাশনার্থ) রাহু, দ্বাদশে সূর্য্য, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে বালক নানারঙ্গে দুরন্ত শত্রুদলকে নিপাতন করিতে সমর্থ হইবে। ইহার নাম হইবে পৃথ্বীরাজ, ইনি দিল্লীর সিংহাসনে সুছত্রে মণ্ডিত হইবেন। এই কলিযুগে তিনি ৪৩ বর্ষ কাল পৃথিবীর উদ্ধারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন অর্থাৎ ৪৩ বর্ষ মাত্র জীবিত থাকিবেন। চাঁদকবি-বর্ণিত জন্মপত্রী হইতেও পৃথ্বীরাজের জন্মকাল ১১১৫ বিক্রমসংবৎ অর্থাৎ ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতেছে, সুতরাং পণ্ডিত বিষ্ণুলালের কষ্টকল্পনা গ্রহণযোগ্য নহে।

(২) পৃথিরাজরাসৌ—কান্হপট্টিকথা দ্রষ্টব্য। (৩) নাহররায় ও মেবাতিমুগলকথা দ্রষ্টব্য। (৪) হুসেনকথা। (৫) 'আখেটকজুধ্' দ্রষ্টব্য।

(৬) ভোলারায়প্রসঙ্গ ও ইঞ্ছিনীব্যাহ দ্রষ্টব্য।

'দিল্লীপতির সহিত মুগলদিগের যুদ্ধ বাধে, তাহাতে পৃথ্বীরাজ যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করেন।[৭] চন্দ্র-পুণ্ডিরের দাহিমী নামে এক পরমরূপবতী কন্যা ছিলেন, পৃথ্বীরাজ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।[৮] কৈমাস, চন্দ্রসেনী পুণ্ডির ও চামণ্ডরায় এই তিনজনেই দাহিমীর সহোদর ও এই তিনজনই পরবর্ত্তীকালে দিল্লীশ্বরের অধীনে সমুচ্চপদ লাভ করেন। পৃথ্বীর মাতামহ অনঙ্গপালের দুইটী কন্যা ব্যতীত আর কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি পৃথ্বীরাজের পরাক্রম, বুদ্ধি ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই দিল্লীরাজ্য সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেন। ১১৩৮ বিক্রমসংবতে হেমন্তকাল মার্গশীর্ষ শুক্লপঞ্চমীতিথি ও সিদ্ধিযোগে পৃথ্বীরাজ মাতামহকর্ত্তৃক দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।[৯]

'অনঙ্গপাল দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছেন শুনিয়া সহাবুদীন্ মহোৎসাহে দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিলেন। মাধো-ভাট আসিয়া একথা জানাইল। হিন্দু-মুসলমানে তুমুল সংগ্রাম চলিল। সহাবুদীন্ পরাজিত ও বন্দী হইলেন, পরে তিনি উপযুক্ত অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তিলাভ করেন।[১০] ইহার পর পদ্মাবতীর সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ হয়।[১১] এই সময়ে চন্দেল্লরাজ পরিমাল অতি প্রবল হইয়া উঠেন।

'দিল্লীপতির সহিত তাঁহার মহাসংগ্রাম বাধিল। আল্‌হা ও উদল নামে বনাফররাজপুতবংশীয় দুইজন মহাবীর পরিমালের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু সকলেই পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন।[১২] ইহার পর পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার সহিত চিতোরপতি সমরসিংহের বিবাহ হয়।*

'দিল্লীপতি খট্টু-বনে বহু ধন লাভ করেন। মৃত্তিকা খনন করিয়া সেই ধন তুলিবার সময় স্থলতান তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এবারও তিনি পূর্ব্ববৎ পৃথ্বীরাজের হস্তে বন্দী হন এবং বহু অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তিলাভ করেন।[১]

'দেবগিরি-রাজকন্যা শশিব্রতাকে পাইবার আশায় কনোজাধিপতি জয়চন্দ্র দেবগিরি গমন করেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ সেই রাজকন্যাকে হরণ করিয়া আনেন। তাহা লইয়া পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চন্দ্রের যুদ্ধ ঘটে।[২] জয়চন্দ্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া দেবগিরি অবরোধ করেন। অবশেষে তিনি পৃথ্বীরাজের সেনাপতি চামণ্ডরায়ের নিকট পরাজিত হন।[৩]

'চামণ্ডরায় দেবগিরি জয় করিয়া ফিরিলেন, তাঁহার আবাহনে দিল্লীপতি রেবাতটে হস্তীশীকারে বাহির হইলেন। রেবাতটে তিনি লাহোরের শাসনকর্ত্তা চন্দ্রপুণ্ডীরের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে সহাবুদীনের সেনাপতি তাতার মারুফ্ খাঁ দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দিল্লীশ্বর আর কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে পঞ্চনদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে শুনিলেন যে চন্দ্রপুণ্ডীর তাঁহার অগ্রগামী সৈন্য লইয়া গজনীপতির গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। দিল্লীপতি স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া সহাবুদীনের গতিরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষেই অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করেন।[৪] অবশেষে সহাবুদীন্ পরাস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ বন্দিত্ব স্বীকার করেন। গজনীপতি এক মাস তিন দিন বন্দী থাকিয়া পরে বহু অর্থ দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।[৫]

'এদিকে বদরিকাশ্রমে অনঙ্গপালের নিকট সংবাদ গেল যে তাঁহার প্রিয় প্রজাগণ পৃথ্বীরাজের নিকট উৎপীড়িত হইতেছে, এখন আবার তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ সংবাদে সুযোগ পাইয়া মালবরাজ মহীপাল প্রথমে সোমেশ্বরের রাজধানী সম্ভর ও পরে দিল্লী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সোমেশ্বরের নিকট মহীপাল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। এদিকে অনঙ্গপালের পক্ষীয় কতিপয় লোক বদরীতে আসিয়া অনঙ্গপালকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহাদের কথায় অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজের নিকট নিজ মন্ত্রীদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় তুমি রাজ্য পরিত্যাগ কর, নয় তুমি বদরীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।"

পৃথ্বীরাজ বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। গজনীর স্থলতানও সসৈন্যে আসিয়া অনঙ্গপালের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পৃথ্বীরাজ তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। রণক্ষেত্রে মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ

---

(৭) মুগল যুধপ্রসঙ্গ। (৮) দাহিমী-ব্যাহ।

(৯) "একাদস সংবতহ অট্টঅগ্গহ তি তীস ভনি।
প্রথম স্থরিতু তহঃ হেম স্থদ্ধ মগসির স্থমাস গনি॥
সেত পখ্য পঞ্চমিয় সকল বাসর গুরু পুরন।
স্থদি মগসির সম ইন্দজোগ সিদ্ধহি সিধ চুরন॥
পহ অনঙ্গপাল অপ্পিয় পুহমি পুত্তিয় পুত্ত পবিত্ত মন।
ছংড্যো স্থমোহ স্থথ তন তরুনি পতি বদ্রী সজ্জে সরন॥"
(পৃথিরাজরাসৌ—দিল্লিদান ৩১)

পরবর্ত্তী পর্ব্বেও চাঁদ এইরূপ লিখিয়াছেন—
"গ্যারহ সৈ অঠতীসা মানং ভো দিল্লী নৃপ শ্রী চৌহানং।
বিক্রম বিন সক বঙ্কী স্থরং তপৈ রাজ পুথিরাজ করূরং॥"
(মাধোভাট কথা ৩৫)

(১০) মাধো ভাটকথা দ্রষ্টব্য। (১১) পদ্মাবতীব্যাহ।

(১২) আল্‌হা-উদল কথা। * পৃথা-ব্যাহ।

(১) ধনকথা। (২) শশীব্রতাহরণ। (৩) দেবগিরিকথা। (৪) রেবাতট।

করিলেন। তাঁহার প্রিয়-মন্ত্রী কৈমাস অনঙ্গপালের হস্তীকে আহত করিয়া বৃদ্ধরাজাকে বন্দী করিতে আসিলেন। সুলতান তাঁহাকে রক্ষা করিতে গেলেন, কিন্তু চামণ্ডরায়ের হস্তে তিনিও বন্দী হইলেন। পৃথ্বীরাজ অতি সমাদরে ও সসম্মানে মাতামহকে গ্রহণ করিলেন। সহাবদীন এবারও বহু অর্থ দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। বৃদ্ধ অনঙ্গপালের তখনও রাজ্যলিপ্সা যায় নাই। তিনি বৎসরাধিককাল দিল্লীতে থাকিয়া ও পৃথ্বীরাজের ব্যবহারে প্রীত হইয়া পুনরায় বদরী-যাত্রা করিলেন।[৫]

'গজনীপতি পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইয়া এবার বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ঘঘর-নদীতটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবারও সুলতান পূর্ব্ববৎ প্রতিফল পাইলেন।[৬]

'ইহার পর পৃথ্বীরাজ কর্ণাটযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি কেলহন-নামা এক নায়ককে সঙ্গে লইয়া ১১৪১ সংবতে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন।[৭]

'পূর্ব্ব হইতেই কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের শত্রু ছিলেন। তিনিও সুলতান সহাবদীনের সহিত মিলিত হইয়া বিধিমতে তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিলেন। ইহাতেই পীপাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৮] ইহার পর দিল্লীপতি ইন্দ্রাবতী নাম্নী এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন।[৯] তাহার সহবাসে কিছুদিন সুখে কাটাইয়া দিল্লীশ্বর মৃগয়ায় বহির্গত হন। এই সুযোগে সুলতানও তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তৎকালে দিল্লীর অন্যতম সেনাপতি জৈতরাও মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া সুলতানকে পরাজয় করেন।[১০] ইহার পর পৃথ্বীরাজ কাঙ্গুরার গিরিদুর্গ অধিকার[১১] ও হংসাবতীর পাণিগ্রহণ করেন।[১২]

'গুর্জ্জররাজের সহিত অজমেরপতি সোমেশ্বরের বহুদিন হইতেই বিবাদ ছিল। গুর্জরপতি ভোলাভীম গুপ্তভাবে সোমেশ্বরকে বধ করেন।[১৩] ইহার পর সুলতান সহাবদীন আবার দিল্লী আক্রমণ করিলেন। খট্টুবনে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। এবারও মন্ত্রিবর কৈমাসের প্রভাবে ১১৪০ সংবতে সুলতান সহাবদীন্ পরাজিত হইলেন।[১৪] গজনীপতির দর্পচূর্ণ হইলে পৃথ্বীরাজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য গুজরাত-যাত্রা করিলেন। গুজরাতের চালুক্যরাজ ভোলারায়-ভীমও বহু সৈন্য লইয়া দিল্লীশ্বরের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজের কৌশলে শীঘ্রই তাঁহাকে কালের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল।[১৫]

'এখন পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও অজমের উভয়স্থানের অধীশ্বর হইলেন। একদিন দিল্লীতে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, কনোজপতি জয়চন্দ্রের কন্যা সংযোগিতা পণ করিয়াছেন যে, পৃথ্বীরাজ ভিন্ন আর কাহারও কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিবেন না। এদিকে জয়চন্দ্র কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতেছেন! জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের মর্ম্মবৈরি হইলেও এখন তাঁহার কন্যার অভিলাষপূর্ণ করিবার জন্য দিল্লীপতি কনোজে যাত্রা করিলেন। কতকগুলি বিশ্বাসী লোক নগর বাহিরে রাখিয়া সংযোগিতার প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য ছদ্মবেশে কনোজরাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং অতি গোপনে সংযোগিতার সাক্ষাৎ পাইয়া জানিতে পারেন যে, যথার্থই জয়চন্দ্রকন্যা তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্তা, তাঁহাকে ভিন্ন সংযোগিতা আর কাহাকেও চায় না।[১৬] ইহার পর মেবারপতি সমরসিংহের সহিত জয়চন্দ্রের যুদ্ধ বাধে।[১৭]

প্রথম সংযোগিতালাভ ও দ্বিতীয় সমরসিংহের পক্ষে থাকিয়া জয়চন্দ্রের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

'সংবৎ ১১৫০ শাকে পৃথ্বীরাজ তাঁহার প্রিয়তম মন্ত্রী কৈমাসকে হারাইলেন[১৮]। সংবৎ ১১৫১ শাকে তিনি সংযোগিতাকে আনিবার জন্য মহাসমারোহে কনোজ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন[১৯]। কনোজপতি জয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। অবশেষে দিল্লীপতি কনোজপতিকে পরাজয়

---

(৫) অনঙ্গপাল-কা-দিল্লী আগম। (৬) ঘঘর কি লরাই প্রস্তাব।

"গ্যারহ সৈ চালীস সোম গ্যারস বদি চৈতহ।
ভয়ে সাহ চহুআন লরন ঠাঢ়ে বনি খেতহ॥"

(৭) "সংবত ইকতালীস দিবস প্রথিরাজভর।
অতি সামন্ত উভার আই অতিভ্রম ঢিল্লীঘর॥"
(পৃথিরাজরাসৌ—কর্ণাটীপাত্রসময় ৫)

(৮) পীপাজুধ্প্রস্তাব দ্রষ্টব্য। (৯) ইন্দ্রাবতী-ব্যাহ।

(১০) জৈতরাও-জুধ্। (১১) কাঙ্গুরা প্রস্তাব। (১২) হংসাবতী ব্যাহ।

(১৩) সোমেসর-বধ। (১৪) কৈমাসজুধ্।

(১৫) ভীমবধপ্রস্তাব। (১৬) সংযোগিতাপ্রস্তাব।

(১৭) সমরপঙ্গজুধ্।

(১৮) "সংবত্ত্ সুগ্যারহসৈ পচাস।
আষাঢ় সুকল দশমীনিবাস॥
চাবওয়ার গজরাজকাজ।
বেরী সমস্যো প্রথিরাজরাজ॥
ভাদৌ সুকল দশমী প্রমান।
কয়মাসু দাস কৃতহত্যো বান॥
দ্বাদশী তাসু সহগবনি ভীন।
সামন্তসুর পারনৈকীন॥" (কৈমাসবধ ৯২)

চাঁদকবি এখানে ১১৫০ সংবৎ নির্দ্দেশ করিলেন, অথচ তিনিই 'কনবজ্জ জুধ্'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে ১১৫১ সংবতে কৈমাস কনোজ-আক্রমণার্থ প্রস্তুত ছিলেন। 'কনবজ্জসময়' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১৯) "গ্যারহ সৈ ইংক্যাবনা চৈত তীজ রবিবার।
কনবজ্জদিখ্যন কারনৈ চল্যো সুসংভরিবার॥" (কনবজ্জস°)

করিয়া ও তাঁহার পরমসুন্দরী কন্যা সংযোগিতাকে লইয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিলেন।[২০] এ অপমান জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি পৃথ্বীরাজকে অধঃপাতিত করিবার আশায় গজনীপতির আশ্রয় লইলেন। এবার জয়চন্দ্রের সহায়তায় সুলতান প্রোৎসাহিত হইয়া আবার দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিলেন। এবার প্রথম যুদ্ধে ধীর-পুণ্ডিরের বীরত্বে সুলতান পরাজিত হইলেন।[২১] কিন্তু তথাপি তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন না। জয়চন্দ্র বহু অর্থ ও সৈন্যদ্বারা সুলতানের সাহায্য করিলেন। এবার সুলতানও বহু সহস্র মুসলমান সৈন্যসহ ঘঘরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজও প্রধান প্রধান সামন্তবর্গকে একত্র করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি সমরসিংহও তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এরূপ মহাসমর বহু দিন হয় নাই। ১১৫৮ সংবতে শ্রাবণমাসে শনিবার কর্কট-সংক্রান্তিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।[২২] এই যুদ্ধে প্রথমে পৃথ্বীরাজের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুদিগের গ্রহবৈগুণ্যে সুলতানই বিজয়লক্ষ্মী অর্জ্জন করিলেন। সমরসিংহ স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিলেন। পৃথ্বীরাজ যবনকরে বন্দী হইয়া গজনীতে প্রেরিত হইলেন।[২৩] এখানে বন্দী পৃথ্বীরাজের চক্ষু উৎপাটিত হইল। কবিচন্দ্র (চাঁদকবি) প্রভুর উদ্দেশে অনেক কষ্টে গজনীতে আসিয়া কৌশলক্রমে গজনীর অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরে একদিন কারাগারে পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সুলতান কবিচাঁদের মুখে পৃথ্বীরাজের অপূর্ব্ব ধনুঃচালনার সংবাদ পাইয়া একদিন তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন। এই সুযোগে অন্ধ পৃথ্বীরাজ সুলতানের স্বর লক্ষ্য করিয়া শর-নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরাঘাতেই সুলতানের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সুলতানের অনুচরবর্গ অবিলম্বে পৃথ্বীরাজ ও চাঁদ কবিকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন।[২৪] পৃথ্বীরাজ যবনকরে বন্দী হইলে তৎপুত্র রায়নসি (নারায়ণসিংহ) দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর কিছু দিন রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করিতে হয় নাই। শীঘ্রই তিনি মুসলমান-করে নিহত হইলেন এবং দিল্লীরাজ্য মুসলমান করকবলিত হইল।'[২৫]

চাঁদকবি তাঁহার "পৃথিরাজরাসৌ" নামক সুবৃহৎ কাব্যে* পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্‌সাহেব এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ও দেশীয় অনেক ঐতিহাসিকই চাঁদের আখ্যান প্রকৃত ইতিহাসমূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।†

স্বীকার করি, হিন্দী সাহিত্যে চাঁদকবির 'পৃথিরাজরাসৌ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া আদৃত হইবে, কিন্তু ঐতিহাসিক সাহিত্যে ইহার কিরূপ আসন হইবে, বলিতে পারি না। নানা-কারণে আমরা প্রচলিত পৃথ্বীরাজরাসের অধিকাংশ বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

১ম, পৃথ্বীরাজের ও সমরসিংহের সমকালে যে সকল শিলা-লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহার সহিত চাঁদকবির উক্তির প্রায়ই সামঞ্জস্য নাই।

২য়, পৃথ্বীরাজের সমকালে তাঁহার সভাস্থ কোন কবিকর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় 'পৃথ্বীরাজবিজয়' নামক এক কাব্য লিখিত হয়।‡ ইহাতে পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিতও চাঁদকবির কথা মিলে না।

৩য়, পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন, তাহার সহিতও পৃথ্বীরাজরাসের সামঞ্জস্য নাই।

এখন দেখা যাউক, শিলালিপি প্রভৃতি সাময়িক গ্রন্থ হইতে পৃথ্বীরাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথ্বীরাজের ঐতিহাসিক পরিচয়।

পৃথ্বীরাজের পিতামহ অর্ণোরাজ[১] ও পিতা সোমেশ্বর।

---

(২০) কনবজ্জযুদ্ধপ্রস্তাব। (২১) ধীরপুণ্ডিরপ্রস্তাব।

(২২) "শাক সুবিক্রম সত্তশিব অট্টক্ষগুণ পঞ্চাস।
শনিশ্চর সংক্রান্তি ক্রক শ্রাবন অদ্ধো মাস॥
শ্রাবন মাবস শুভ দিবস উভয় ঘটী উদিয়ত্ত।
প্রথম রোস দুই দীন দল মিলন সুভর রন রত্ত॥"

(২৩) 'বড়ীলরাই' প্রস্তাব। (২৪) বাণবেধপ্রস্তাব। (২৫) রায়নসি-প্রস্তাব।

* এই মহাকাব্য প্রায় লক্ষাধিক কবিতায় সম্পূর্ণ। এরূপ উচ্চ দরের মহাকাব্য হিন্দীভাষায় আর নাই। ৭০টী প্রস্তাবে এই মহাকাব্য বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে যে প্রস্তাবের সাহায্য লইয়াছি, সেই সেই প্রস্তাবের নাম টিপ্পনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† মেবাড়ের রাজকবি মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাস এই মহাকাব্যের প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1886, part I, p. 5-65) পরে মেবার-দরবারের সেক্রেটারী পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল তাহার প্রতিবাদ করেন। (The Defence of Prithiraj Rasa of Chanda Bardai, by Pundit Mohanlal Visnulal Pandia, Medical Hall Press, Benares, 1887 এবং তৎপ্রকাশিত "পৃথ্বীরাজ-রাসৌ" আদিপর্ব্ব ১৩৯-১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) সুপণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেবও পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলালের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। (The Modern Literary History of Hindustan, by G. A. Grierson, p. 3)

‡ চারিশত বর্ষের উপর হইল, জোনরাজ ইহার টীকা লিখিয়াছেন। (See Dr. Buhler's Report of Kasmir Mss, p. 62-63.)

(১) মেবাড়ের অন্তর্গত বিজোলী-গ্রামে পার্শ্বনাথের মন্দিরের নিকট প্রাপ্ত

সোমেশ্বর ১২২৬ সংবতের (১১৬৯ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণ-তৃতীয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বর্ষেই পৃথ্বীরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর নাম কাদম্ববাম ও প্রধান রাজভাটের (বন্দিরাজের) নাম পৃথ্বীভট।[৩] সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই পৃথ্বীরাজ নানা দিগ্দেশ জয় করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ৫৭১ হিজরায় (১১৭৫ খৃষ্টাব্দে) সহাবুদ্দীন্ ঘোরী মূলতান অধিকার করেন। এই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে ভারতজয়-লিপ্সা বলবতী হয়। ৫৭৪ হিজরায় (১১৭৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি উচা ও মূলতান হইয়া (গুজরাতের রাজধানী) নাহরবারা (অনহলবারাপত্তন) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মূলরাজ ও ভীমদেবের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঘোরীরাজের আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ সৈন্য পাঠাইয়া গুর্জ্জরাধিপকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে বিফলমনোরথ হইয়া সহাবুদ্দীন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এ সংবাদ পাইয়া দিল্লীপতি গুর্জ্জররাজদূতকে যথেষ্ট উপহার দিয়া ছিলেন।[৪] ইহার পর সহাব্-উদ্দীন্ খোরাসান অধিকার করেন, এবং তদুপলক্ষে তিনি 'সুলতান মুইজ্জ্ উদ্দীন্' ও তাঁহার ভ্রাতা সাম্সুদ্দীন্ 'সুলতান গিয়াস্উদ্দীন্' উপাধিতে বিভূষিত হইলেন।[৫] ৫৭৭ হিজরায় (১১৮১ খৃষ্টাব্দে) মুইজ্জ্ উদ্দীন্ সুলতান মাহ্মুদের বংশধর খুস্রু মালিকের নিকট হইতে লাহোর অধিকারের চেষ্টা করেন। এই সময়ে ১২৩৯ সংবতে পৃথ্বীরাজ চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবকে পরাস্ত ও তাঁহার অধিকারভুক্ত জেজাকভুক্তিদেশ অধিকার করেন।[৬] এই বর্ষেই (৫৭৮ হিজরায়) সুলতান মুইজ্জ্ উদ্দীন্ দেবলাভিমুখে সৈন্যচালনা করেন এবং তাহার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহু জনপদ ও বহু অর্থ অধিকার করিয়া ফিরিয়া যান।[৭]

৫৭৯ হিজরায় (১১৮৩ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুইজ্জ্ উদ্দীন্ আবার ভারতজয়ে অগ্রসর হইলেন। জম্বুরাজ চক্রদেব বহু উপঢৌকনসহ আপন অনুজ রামদেবকে দিয়া সুলতানের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, খুস্রুর রাজ্য-অধিকারের এখন বিশেষ সুবিধা হইবে। সুলতান সাদরে রাজদূতকে গ্রহণ করেন ও এই বর্ষ মধ্যেই তিনি পেশাবর ও মূলতান গ্রহণ করিলেন এবং খুস্রু মালিকের হস্ত হইতে লাহ্নোর (লাহোর) নিজ রাজ্যভুক্ত বলিয়া প্রচার করিলেন; কিন্তু এবারও তিনি লাহ্নোর দখল করিতে না পারিয়া ইহার চতুঃপার্শ্ব প্রদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলেন। অবশেষে রাজা চক্রদেবের অনুরোধে তিনি পুনরায় আসিয়া ধ্বংসপ্রায় শিয়ালকোটদুর্গ জয় করেন। এই দুর্গের পুনরায় সংস্কার করিয়া তথায় হুসেন-ই-খরমীলকে দুর্গাধ্যক্ষ রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরই খুস্রুমালিক হিন্দুস্থানী সৈন্য ও খোখরজাতির সাহায্যে আবার শিয়ালকোট-দুর্গদ্বারে উপস্থিত হন। কিন্তু চক্রদেবের সৈন্যগণ আসিয়া খরমীলকে সাহায্য করায় খুস্রু দুর্গ অধিকারে সমর্থ হন নাই।[৮] তখনও সমস্ত লাহোর প্রদেশ খুস্রু মালিকের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু মাহ্মুদীবংশের গৌরব-রবি প্রায় অস্তমিত হইয়া আসিয়াছে! ৫৮২ হিজরায় (১১৮৬ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুইজ্জ্ উদ্দীন্ সিন্ধুনদপার হইয়া পঞ্চনদ আক্রমণ করিলেন।

এ সময়ে চক্রদেবের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপুত্র বিজয়দেব তৎকালে জম্মুর অধিপতি। তাঁহার পুত্র নরসিংহদেব বহু সৈন্য সহ বিতস্তাকূলে সুলতানের সহিত মিলিত হইলেন। খুস্রু-মালিক আর উপায় নাই ভাবিয়া সুলতানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন ও সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে লাহোরের বাহিরে আসিলেন। সুলতান অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সেই সঙ্গে লাহোর ও খুস্রুর অধিকৃত পঞ্চনদ-প্রদেশ গজনীপতির শাসনাধীন হইল। মূলতানের দুর্গপতি সিপাসালার আলি-ই-করমাথ লাহোরের ভার পাইলেন এবং (তবকাৎ-ই-নাসিরি-রচয়িতা মিনহাজের পিতা) মৌলানা সরাজ্-উদ্দীন-ই-মিনহাজ্ সুলতানের অধীনস্থ হিন্দুস্থানের সৈন্যবর্গের কাজি নিযুক্ত হইলেন।[৯]

সোমেশ্বরের ১২২৬ সংবতের শিলালিপিতে* (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1886, part I. p. 40-42.) এবং মদনপুরের শিলালিপি ও মূকজী-ভাটের কারিকায় এই নাম পাওয়া যায়। (Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. X. p.98-99) কিন্তু চাঁদকবি কল্পনার চক্ষে 'আনন্দমেবজী' নাম করিয়াছেন। তাঁহার মতে আনা (সম্ভবতঃ অর্ণোরাজ) পৃথ্বীরাজের বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

(২) মেবাড়ের মৈনালগড়ের প্রাসাদে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায়। (J. A. S. Bengal, 1886, part I. p. 46.)

(৩) পৃথ্বীরাজবিজয় গ্রন্থে একথা আছে।

(৪) পৃথ্বীরাজবিজয় ১১সর্গ ও তবকাত-ই-নাসিরি দ্রষ্টব্য।

(৫) Col. Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, p. 370, 393.

(৬) মদনপুরের শিলালিপিতে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীচাহমানবংশ্যেন পৃথিবীরাজভূভুজা।
পরমর্দ্দিনরেন্দ্রস্য দেশোয়মুদবাস্যতে ॥"

"অর্ণোরাজস্য পৌত্রেণ শ্রীসোমেশ্বরসূনুনা।
জেজাকভুক্তিদেশোয়ং পৃথ্বীরাজেন লূনিতঃ সং ১২৩৯ ॥"

(Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol X. plate xxxii, no 9-10.)

* এই লিপিতে অর্ণোরাজের পূর্ব্বপুরুষগণের যে নামমালা পাওয়া যায়, চাঁদকবির গ্রন্থে তাহারও মিল নাই।

(৭) Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, p. 452-3.

(৮) জম্বুরাজকথা (See Raverty's Tabaqat, p. 454n)

(৯) তবকাত-ই-নাসিরি।

উক্ত ঘটনার পরই কনোজপতি (বিজয়চন্দ্রের পুত্র) জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অজমেরপতি 'পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে বিভূষিত হইলেন।১০

৫৮৭ হিজরায় (১১৯১ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুইজ্জ্-উদ্দীন্ তবরহিন্দা (ভাটিন্দা)-র দুর্গ অধিকার করেন এবং কাজী জিআউদ্দীনের* উপর তাহার রক্ষাভার অর্পণ করিয়া যান। জিআউদ্দীন্ ১২০০ তুলাকী অশ্বারোহী লইয়া আট মাসকাল দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। এ দিকে পৃথ্বীরাজ † দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও ৩০০০ নিবাদীসহ ভাটিন্দা-উদ্ধার ও সুলতানবন্ধু জম্মুরাজ বিজয়দেবকে শাসন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সুলতান মুইজ্জউদ্দীন্‌ও প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যসহ 'তরাইন্‌গড়ে' ‡ পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হইলেন। জয়চন্দ্র বিজয়দেব প্রভৃতি কএকজন নৃপতি ব্যতীত হিন্দুস্থানের অনেক রাজাই পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের এই মহাসমরে পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা দিল্লীপতি গোবিন্দরায় § গজারোহণে অগ্রগামী হইয়া সৈন্য-পরিচালনা করিতেছিলেন। সুলতান সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রণহস্তীকে আক্রমণ করিলেন ও বর্শা দিয়া গোবিন্দরায়ের দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু মহাবীর গোবিন্দরায় অবিলম্বে কবচ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া ভীম বেগে সুলতানকে আক্রমণ করিলেন। সন্ধান ব্যর্থ হইল না। সুলতান আঘাতের গুরুতর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তিনি ধরাশায়ী হইতেছিলেন, এমন সময় একজন খাল্‌জ্-সৈনিক সুলতানকে চিনিতে পারিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া রণক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া আসিল। মুসলমান-সৈন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।১১ হিন্দুবীরগণের জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল।

পলায়মান ঘোরী আমীর ও ওমরাহগণ প্রথমে সুলতানকে না পাইয়া সকলেই ব্যথিত হইয়াছিলেন। অবশেষে খাল্‌জ্-সৈনিক-আনীত সুলতানকে পাইয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। সুলতানের প্রাণরক্ষা পাইয়াছে শুনিয়া আবার ছত্রভঙ্গ মুসলমান-সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল।

পূর্ব্ববৎ জিআউদ্দীনকাজী তুলাকীর হস্তে তবরহিন্দদুর্গের ভার দিয়া সকলে গজনী অভিমুখে যাত্রা করিল।

পৃথ্বীরাজ তবরহিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। ১২ মাসের অধিককাল মুসলমানেরা এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল। সুলতানের নিকট সংবাদ আসিল যে তবরহিন্দ আর রক্ষা হয় না। শীঘ্রই পৃথ্বীরাজের করকবলিত হইবে।

কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। দর্পদলনকারী পৃথ্বীরাজের কিরূপে শাস্তি বিধান করিবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে সুলতান মুইজ্জ্-উদ্দীনের নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন, 'তিনি যথাসাধ্য সুলতানের সাহায্য করিবেন, পৃথ্বীরাজকে অধঃপাতিত করিবার জন্য তিনি ধনবল সমস্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।' জয়চন্দ্রের ন্যায় জম্মুপতি বিজয়দেবও সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ও গৃহশত্রু হিন্দুরাজগণের প্রশ্রয়ে আবার সুলতান বিপুল উৎসাহে ভারতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত ১২০০০০ সুদক্ষ ও ভীষণ অস্ত্রধারী

---

(১০) বিশলপুরে বিশলদেবের মন্দিরে ১২৪৪ বিক্রম সংবতে (১১৮৭ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও উক্ত উচ্চ উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা—

"সমস্ত রাজাবলী সমলঙ্কৃত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীপৃথ্বীরাজদেবরাজ্যে তত্র তস্মিন্ কালে সংবৎ ১২৪৪ ।" (Cunningham's Arch. Survey Reports, Vol. VI. plate xxi.)

* ইনি তবকাত-ই-নাসিরি-প্রণেতা মিন্‌হাজের মাতামহের খুল্লতাতপুত্র।

† এখানে মিন্‌হাজ 'রায় কোলা পিথোরা' নাম দিয়াছেন ও জম্মুরাজকথায়,'পিথোরা' বলদেব চোহানের অষ্টম পুরুষ অধস্তন ও হিন্দুস্থানের অধিপতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

‡ আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকই 'তিরোরি' 'নারায়ণ' ইত্যা দি কল্পিত নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাজ উল্ মআসির ও তবকাত-ই-নাসিরি প্রভৃতি সাময়িক ইতিহাসে 'তরাইন্' এবং জম্মুরাজ কথায় 'তরাইন্ গড়' নাম দৃষ্ট হয়। ইহার পরবর্ত্তী নাম আজিমাবাদ্-ই-তলবারী বা তরাবরী, ইহা থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ দূরে সরস্বতীর কূলে অবস্থিত। (Raverty's Tabaqat i-Nasiri)

§ জম্মুরাজকথা, তাজ্-উল্ মআসীর, তবকাত্-ই-অকবরী, তজ্‌করত্-উল্-মুলুক, ফিরিস্তা প্রভৃতি গ্রন্থে ইনি 'খাণ্ডীরায়' বা 'খানীরায়' নামেই বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু মিন্‌হাজ স্পষ্ট দিল্লীর 'রায় গোবিন্দ' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরিস্তার মতে, খাণ্ডীরায় দিল্লীরাজের সিপা-সালার (প্রধান সেনাপতি) ছিলেন। ফিরিস্তার এ উক্তি সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ তৎকালে পৃথ্বীরাজই দিল্লী ও অজমের প্রদেশের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। টড সাহেব ইঁহাকে পৃথ্বীরাজের সেনাপতি ও শ্যালক 'চামণ্ডরায়' বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। কিন্তু অপর সকল ঐতিহাসিকই ইহাকে পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, p. 460n.) অধিক সম্ভব, পৃথ্বীরাজ রাজরাজেশ্বর হইবার পর আপন ভ্রাতা গোবিন্দ রায়কে প্রধান সেনাপতিত্ব ও দিল্লীর শাসন ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

(১১) তবকাত-ই-নাসিরি, হসন-নিজামীর তাজুল মআসির, জৈন্-উল্-মাসির, ফিরিস্তা, তবকাত-ই-অকবরী, তুজ্‌করত্ উল্-মুলুক, জম্মুরাজকথা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

যোদ্ধা ছিল। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজ তবরহিন্দ দুর্গ অধিকার করিয়া তরাইনের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত প্রায় দুই লক্ষ রাজপুত ও আফগান-সৈন্য ছিল।

আবার সেই কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পুণ্যসলিলা সরস্বতী-তীরে (তরাইনে) উভয়দলে সাক্ষাৎ হইল। এবার সুলতান চারিদিক্ হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রত্যেক দিক্ হইতে সুদক্ষ তীরন্দাজ অশ্বারোহী ধাবিত হইল। জয়চ্চন্দ্রের সৈন্যগণ ও জম্মুরাজকুমার নরসিংহদেব সসৈন্যে সুলতানের সহিত যোগদান করিল। আবার যেন কুরুপাণ্ডবের সেই মহাসমর আরম্ভ হইল। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী মুসলমানদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। যুদ্ধের দিন অতি প্রত্যুষে যে সময়ে হিন্দুসৈন্যগণ সকলেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন, সেই সময় অকস্মাৎ সুলতান পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলেন। গৃহবৈরিতায় ৫৮৮ হিজরায় (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) মহাবীর পৃথ্বীরাজ সুলতানের নিকট পরাজিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মহাবীর গোবিন্দরায় এই যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিলেন। সুলতান সেই পতিত ভগ্নদন্ত-বীরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ বরাবর গজে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন। গোবিন্দরায়ের পতন ও আপনার পরাজয় জানিতে পারিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। সরস্বতীর নিকট তিনি শত্রুকরে বন্দী ও পরে মুসলমানহস্তে নিহত হইলেন। এই সঙ্গে পৃথ্বীরাজের রাজধানী অজমের, শিবালিক প্রদেশ, হান্‌সি, সরস্বতী প্রভৃতি জনপদ সুলতান মুইজ্জ্ উদ্দীনের অধিকারভুক্ত হইল।[১২] সুলতান মুইজ্জ্ উদ্দীন্ আসিয়া অজমের অধিকার করিলে পৃথ্বীরাজের আত্মজ সুলতানের অধীনতা স্বীকার করেন ও তজ্জন্য তিনি সুলতান কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপরে সুলতান কুতব্‌উদ্দীনের উপর শাসনভার দিয়া গজনী যাত্রা করেন।[১৩] কিন্তু তখনও দিল্লী মুসলমান করতলগত হয় নাই।[১৪] পরবর্ষে ৫৮৯ হিজরায় (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) কুতব্‌উদ্দীন দিল্লীনগরী অধিকার করেন।[১৫]

মতান্তরে—সুলতান মুইজ্জ্ উদ্দীন অজমীরে পৃথ্বীরাজের পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল্লীতে আগমন করেন। তখন দিল্লীনগর খাণ্ডিরায়ের এক জ্ঞাতির অধিকারে ছিল। তিনিও অধীনতা স্বীকার করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া সুলতান গজনী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই বর্ষেই কুতব্ শুনিলেন যে, নাহরবালার রাজা (গুর্জ্জররাজ) বহুসংখ্যক জাট সৈন্যসহ হান্‌সি আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া হান্‌সি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নাহরবাড়ার সৈন্যগণ কুতবের আগমনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। ইহার পর কুতব্‌উদ্দীন দিল্লীতেই আপন আবাস মনোনীত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা হম্মীররাজ রণস্তম্ভগড়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তাহাতে অজমীরপতি পৃথ্বীরাজকুমারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। কুতব্‌-উদ্দীন্ অজমীররাজের বিপদ্‌বার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ বহু সৈন্য লইয়া অজমীরে আসিলেন। মুসলমান-সৈন্যের আগমনে হম্মীর পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইলেন। এদিকে কুতবের অনুপস্থিতিকালে দিল্লীর চাহমানরাজ বহু সৈন্যসংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পথে কুতব্‌উদ্দীনের সহিত তাঁহার একটা যুদ্ধ হইল। কিন্তু চাহমানরাজ মুসলমান-হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার মস্তক দিল্লীতে প্রেরিত হইল। এই সঙ্গে দিল্লীর হিন্দুরাজত্বেরও অবসান হইল।[১৬]

উপরোক্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত স্থানীয় প্রবাদ হইতে পৃথ্বীরাজসম্বন্ধে আমরা এই কয়টী কথা জানিতে পারি;—

পৃথ্বীরাজ অকোরি নামক স্থানে পরমাল (পরমর্দ্দী)-দেবকে এবং পেল্কাৎ নামক স্থানে জয়চ্চন্দ্রকে পরাজিত করেন।[২] তিনি দিল্লীর চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ, লোনী ও সম্ভলে দুর্গপত্তন এবং চনার অধিকার করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করেন।[২] সহাবুদ্দীন্ ঘোরীর নিকট পরাজয়ের পর তিনি খৈরাগড়ে বন্দী

(১২) তবকাত্-ই-নাসিরি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

(১৩) লুব্-উৎ-তবারীখ-ই-হিন্দ্ ও তাজুউল্-মআসীর।

(১৪) দিল্লীপ্রান্তস্থ সারবলগ্রামস্থ ১৩৮৪ সংবতে উৎকীর্ণ কূপপ্রশস্তিতে লিখিত আছে—

"ঢিল্লিকাখ্যা পুরী তত্র তোমরৈরস্তি নির্ম্মিতা।
তোমরানন্তরং যস্যাং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্‌॥
চাহমানা নৃপাশ্চক্রুঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ॥
অথ প্রতাপদহনদগ্ধারিকুলকাননঃ।
ম্লেচ্ছঃ সহাবদীনস্তাং বলেন জগৃহে পুরীম্‌॥"
(প্রাচীনলেখমালা ২য় ভাগ ৮৬ পৃষ্ঠা।)

উক্ত শ্লোকদ্বারা অনুমিত হয়, চাহমানবংশীয় পৃথ্বীরাজই যে কেবল দিল্লী-শাসন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তদ্বংশীয় অপর কোন ব্যক্তিও সম্ভবতঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে দিল্লীনগরী সহাবুদ্দীন ঘোরীর অধিকারভুক্ত হয়।

(১৫) তবকাত-ই-নাসিরি।

(১৬) তাজুল্-মআসীর ও মূল ফিরিস্তা দ্রষ্টব্য।

(১) Dr. Fuhrer's Archæological Survey List of N. W. P. and Audh, Vol. II. p. 112, 258.

(২) Do. p. 10, 37, 258

ছিলেন।[৩] বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথ্বীরাজের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার একদিকে পৃথ্বীরাজদেব ও অপর দিকে তাঁহার বিজেতা 'মুইজ্জ্ উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ সাম্' অঙ্কিত আছে।[৪] অধিক সম্ভব, পৃথ্বীরাজপুত্র ঘোরীর অধীনতা স্বীকার করিবার পর যে সকল মুদ্রা প্রচার করেন, তাহাতেই ঐরূপ নাম হইয়া থাকিবে।

এখন চাঁদকবির বর্ণনা ও উপরোক্ত বর্ণনা মিলাইয়া দেখুন, বহু অংশেই মিল নাই। চাঁদকবি ও তদনুবর্ত্তী টড চিতোরপতি সমরসিংহকে পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতেই পারে না, আবুপাহাড়ে অচলেশ্বর-মন্দির-সমীপস্থ সন্ন্যাসিমঠে রাণা সমরসিংহের যে শিলাপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে ১৩৪২ সংবতে (১২৮৫ খৃষ্টাব্দে) সমরসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন।[৫] [সমরসিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ইত্যাদি নানা কারণে চাঁদকবির উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে তিনি পূর্ব্বতন পৃথ্বীরাজের কাহিনীমূলক কোন গ্রন্থ দেখিয়া আপনার 'রাসৌ' প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে পৃথ্বীরাজের প্রকৃত জীবনীর কথাও পাওয়া যাইতেছে।[৬]

পৃথ্বীরাজ, রুক্মিণীকৃষ্ণবল্লীকাব্যপ্রণেতা।

পৃথ্বীরাজ, বাপ্পাবংশসম্ভূত কুম্ভরাণার পৌত্র ও রায়মল্লের দ্বিতীয় পুত্র। তিন ভ্রাতায় পরস্পরে বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকায় পিতা রায়মল্ল পৃথ্বীর দুঃশীল ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। চৌহানবীর দিল্লীশ্বর-পৃথ্বীরাজের ন্যায় তাঁহারও বীরচরিত্র শৌর্য্যবীর্য্যময় সাহস ও উৎসাহ বিবেকশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়কে রণপিপাসায় দগ্ধ রাখিত, এমন কি তিনি উন্মত্তের ন্যায় সকল সময়ে "বিধাতা মেবারশাসন আমার ভাগ্যে লিখিয়াছে" এই কথা বলিয়া বেড়াইতেন। একদিন তাঁহারা পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের সহিত একত্র চিতোরের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে সঙ্গ[১] আসিয়া বলিলেন, 'নাহরমুগরার চারণী দেবীর পরিচারিকা যাঁহাকে রাজা মনোনীত করিবেন, সকলের একমতে তিনিই মেবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন।' তদনুসারে ভাগ্যপরীক্ষার্থ সকলেই সেই সন্ন্যাসিনীর আবাসে যাইয়া উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসিনীর নির্দ্দেশে সঙ্গকেই ভাবী অধীশ্বর জানিয়া পৃথ্বীরাজ মন্দিরাভ্যন্তরেই ভ্রাতা ও পিতৃব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। ঘাতপ্রতিঘাতে উভয়েই ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। আরোগ্য হইয়াও পৃথ্বী সঙ্গহিংসা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

রাণা রায়মল্ল পৃথ্বীর এতাদৃশ ঔদ্ধত্য শুনিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

পৃথ্বী পাঁচ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া গড়বারের অন্তর্গত নদোল নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মীনাগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পৃথ্বী উক্ত দলভুক্ত হইয়া মীনাদিগকে নিহত করিয়া সোঢ়াগড়ে আগমন করেন। তথায় তিনি চৌহানবংশীয় সঙ্গ-সোলাঙ্কীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। গড়বার তাঁহারই বাহুবলে সুশাসন লাভ করিলে পৃথ্বীরাজ স্বীয় শ্বশুর ও ওঝা[২] নামক জনৈক মহাজনকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করেন।

সঙ্গ লুক্কায়িত, জয়মল্ল[৩] মৃত এবং পৃথ্বীর গৌরবরবি উদীয়মান প্রভায় আলোকিত দেখিয়া রাণা রায়মল্ল পৃথ্বীকে স্বরাজ্যে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। পৃথ্বী প্রত্যাগত হইয়া ভ্রাতার অবমাননা কাপুরুষের ন্যায় বহন করিলেন না। বরং নিজ বীরোচিত উদ্যমে শূরতানকে আক্রমণ করিয়া তারা-

(৩) Fuhrer's List, II. p. 285.

(৪) Thomas, Chronicle of the Pathan Kings of Delhi, p. 11, 17.

(৫) প্রাচীনলেখমালা ১ম ভাগ ৪৭ পৃষ্ঠা। চিতোরগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও জানা যায়, সমরসিংহের পিতা রাবল তেজসিংহ ১৩২৪ সংবতে (১২৬৭ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতে ছিলেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1886, part I. p. 17.)

(৬) চাঁদকবি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"সৌরে সৈ সত্তোতরে বিক্রম সাক বদীত।
দিল্লীধরচীতোড়পত লেথগ্গাং বল জীত॥" ৬৩২

অর্থাৎ ১৬৭৭ সংবতে (১৬২১ খৃষ্টাব্দে) চিতোরপতি দিল্লী আক্রমণ করিবেন। এ উক্তি দ্বারাও তাঁহার গ্রন্থের আধুনিকতা জ্ঞাপন করিতেছে। (J. A. S. B. 1885, P. 26) টড সাহেব লিখিয়াছেন, মেবারপতি অমরসিংহ (রাজ্যকাল ১৫৯৭-১৬২২ খৃষ্টাব্দে) এই পৃথ্বীরাজরাসৌ সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ চাঁদকবির গ্রন্থ এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই চাঁদকবির গ্রন্থ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাছিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

(১) ইনিই লক্ষরাজপুত সঙ্গে লইয়া তৈমুরকুলতিলক বাবরের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

(২) পৃথ্বীরাজ যখন গড়বারে উপস্থিত হন, তখন খাদ্যসংগ্রহের জন্য নিজ অঙ্গুরী ওঝার নিকট বিক্রয় করেন। অদৃষ্টক্রমে ঐ অঙ্গুরীয়ক তাঁহার দ্বারাই রাজপুত্রের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল। ওঝাই তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া মীনা দলভুক্ত করান।

(৩) ইনি রাও শূরতানের কন্যা তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণে প্রয়াসী হইয়া তৎপিতা কর্তৃক শমনসদনে প্রেরিত হন।

বাইকে গ্রহণ করিলেন। এই বীররমণী অনেক সময় ধনুর্ব্বাণ-হস্তে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসিনীর কথায় প্রণোদিত সূর্য্যমল্ল রাজ্যলাভাশায় (লক্ষরাণার বংশীয়) সারঙ্গদেবের সহযোগে মালবরাজের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে কতক স্থানও অধিকার করিয়া লইলেন। তাহাদিগের চিতোর-আক্রমণকালে স্বয়ং রায়মল্ল গম্ভীরা নদীতটে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত রায়মল্ল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে পৃথ্বীরাজ হাজার অশ্বারোহী লইয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধে যোগ দিলেন। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু পৃথ্বী স্বয়ং সূর্য্যমল্লকে আহত করিয়া পিতার বৈরনির্য্যাতন সাধন করিলেন। পরে তিনি জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহিদল কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না; উপর্য্যুপরি আক্রমণে পৃথ্বীরাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল; কিন্তু তাহাতেও পৃথ্বীরাজ ক্লান্তিবোধ করিলেন না। সারঙ্গদেব তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। সূর্য্যমল্ল সদ্রিতে পলাইয়া গেলেন এবং প্রতাপগড়-দেবলে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন। পৃথ্বী আবুর অধিপতি নিজ ভগিনীপতি কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। ইনি শিশোদিয়-কুলগৌরব ছিলেন।

পৃথ্বীরাজ, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও অকবর-শাহের সভাসদ্। ইনি বিকানির রাজকুমার, একে কবি, তায় তেজস্বীহৃদয়, বীরভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি উদার হৃদয়ে চিতোরের রাণা প্রতাপকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিতেন। যখন অকবর প্রতাপের সন্ধিপত্র পৃথ্বীকে দেখান, তখন তিনি সম্রাট্‌কে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, 'সমগ্র সাম্রাজ্যের বিনিময়েও প্রতাপ আপনার অবনতি স্বীকার করিবেন না।' পরক্ষণেই তিনি প্রতাপকে স্বীয় দূতদ্বারা একখানি গুপ্ত পত্র প্রেরণ করেন। তৎপাঠে প্রতাপের নির্ব্বাণোন্মুখ তেজোবহ্নি সহসা সংক্ষুভিত হইয়া উঠে। পৃথ্বীরাজ ঐ পত্রের একস্থলে লিখিয়াছিলেন, "পবিত্র রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কে নওরোজার জন্য আপন মানসম্ভ্রম বিক্রয় করিতে পারে।"

তিনি মেবাররাজভ্রাতা শক্তসিংহের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই গুণবতী বনিতার পবিত্র সতীত্ব-বলেই বীরকবি পৃথ্বীরাজ আত্মকুলগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা খোসরোজের অধিবেশনকালে সম্রাট্ মেবার-রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রেমাসক্তি প্রকাশ করেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী অকবরের মায়াজালে জড়িত হইলেন, কিন্তু সম্রাট্ বাহু প্রসারিয়া সম্মুখে আসিলে তিনি তীক্ষ্ণ ছুরিকা দেখাইয়া অকবরের হৃদয়রক্ত পান করিতে চাহিয়াছিলেন। অকবরও বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতপ্রায় থাকিয়া সতীর সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। অমরকবি পৃথ্বীরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আজিও রাজপুতনার স্থানে স্থানে গীত হইয়া থাকে।

পৃথ্বীরাজ, রাঠোর রাজপুতবংশীয় একজন সেনানী। সম্রাট্ শাহজহানের কার্য্য করিয়া তিনি বহু সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পৃথ্বীরাজ, গুহিলবংশীয় রাজপুত। রাণা রাজ্যমল্লের পুত্র। ১৫৫৭ সংবতে মহাকুমার পৃথ্বীরাজ বিদ্যমান ছিলেন। মেবারের অন্তর্গত মেদপাট নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

পৃথ্বীরাজ, জনৈক হিন্দুরাজ। গড়হাদেশাধিপতি রাজা হৃদয়েশের শিলালিপিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথ্বীবর্ম্মা, কালঞ্জরের চন্দ্রাত্রেয়-(চন্দেল্ল) বংশীয় একজন রাজা। কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র, ভ্রাতা সল্লক্ষণবর্ম্মার পুত্র জয়বর্ম্মার পর রাজ্য লাভ করেন।

পৃথ্বীমল্ল, মদনপালের পুত্র ও মান্ধাতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ইনি বালচিকিৎসা বা শিশুরক্ষারত্ন নামে বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

পৃথ্বীমল্লরাজ, মহার্ণব নামক গ্রন্থরচয়িতা।

পৃথ্বীরাম, রট্টবংশীয় জনৈক সর্দ্দার।[১] পিতা মেরদ ও পুত্র পৃথ্বী উভয়েই প্রথমে পবিত্র মৈলাপতীর্থের কারেয়া নামক জৈনসম্প্রদায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। ৭৯৭ শকে (৮৭৫-৭ খৃঃ অব্দে) তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাসামন্ত ও মহামণ্ডলেশ্বর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীশ (পুং) পৃথ্ব্যাঃ ঈশঃ। ভূমিপতি।

পৃথ্বীশ, নাগপুরের অন্তর্গত রত্নপুরাধিপ রত্নরাজের পুত্র, ইহার মাতার নাম নোনল্লাদেবী।

পৃথ্বীসিংহ, কচ্ছবাহবংশীয় জয়পুরের একজন অধিপতি। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভ্রাতা প্রতাপসিংহের প্রবঞ্চনায় রাজ্যভ্রষ্ট হন।

পৃথ্বীসিংহ, জনৈক বুন্দেলা রাজা। জাহাঙ্গীর ও শাহজহানের সমকালে উর্চ্ছায় ইহাদের রাজধানী ছিল।

পৃথ্বীসিংহ, বুন্দেলাসর্দ্দার পন্নাপতি ছত্রশালের বংশধর। নিজ-ভ্রাতা শোভাসিংহের রাজত্বকালে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) মনোমত অংশ না পাওয়ায় পেশবার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গড়হাঁকোট্ রাজ্য অধিকার করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মালথোন্ নগর জয় করিয়া তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান এবং একটী দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া উহা সুরক্ষিত করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(১) কেহ কেহ এই রট্ট বংশকে রাষ্ট্রকূট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরে ইহাদিগকে স্থানীয় রেড্ডী বা রট্ট জাতির একটা বিভাগ বলিয়া কল্পনা করেন।

পৃদাকু (পুং) পর্দতে ইতি পর্দ অপানশব্দে (পদেৰ্নিৎ সম্প্রসারণমল্লোপশ্চ। উণ্ ৩।৮০) ইতি কাকু, রেফস্থ সম্প্রসারণং অল্লোপশ্চ। ১ সর্প।

"স ভীমং সহসাভ্যেত্য পৃদাকুঃ কুপিতো ভৃশম্।
জগ্রাহাজগরো গ্রাহো ভুজয়োরুভয়োর্বলাৎ ॥"

(ভার° ৬।১৭৮।২৭)

২ বৃশ্চিক। ৩ ব্যাঘ্র। ৪ চিত্রক। (মেদিনী) ৫ কুঞ্জর। ৬ বৃক্ষ। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদিবৃ°)

পৃদাকুসানু (পুং) পৃদাকুঃ গজইব সানুঃ সমুন্নতঃ। ১ ইন্দ্র। ২ সর্পবৎ উন্নতশিরস্ক।

"পৃদাকুসানুর্যজতোগবেষণ একঃ" (ঋক্ ৮।১৭।১৫)

'পৃদাকুসানুঃ পৃদাকুঃ সর্পঃ স ইব সানুঃ সমুচ্ছ্রিতঃ, তদ্বদুন্নতশিরস্ক ইত্যর্থঃ। যদ্বা পৃদাকুবৎ সানুঃ সংভজনীয়ঃ স যথা বহুভির্মণিমন্ত্রৌষধাদিভিঃ সংসেব্যো নান্যৈঃ এবমিন্দ্রোঽপি বহুভিঃ স্তোত্রাদিভির্যষ্টৃভিঃ সেব্য ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

পৃশন (ত্রি) স্পর্শনসাধ্য বাহুযুদ্ধ। 'বা পৃশনে বা বধত্রে।' (ঋক্ ৯।৯৭।৫৪) 'পৃশনে স্পর্শনসাধ্যে বাহুযুদ্ধে'। (সায়ণ)

পৃশনায়ু (ত্রি) আত্মনঃ পৃশনমিচ্ছতি ক্যচ্ তত উ। তদিচ্ছু, আপনার স্পর্শেচ্ছু। "তা অস্য পৃশনায়ুবঃ" (ঋক্ ১।৮৪।১১)

'পৃশনায়ুবঃ স্পর্শনকামাঃ।' (সায়ণ)

পৃশন্য (পুং) স্পৃশ-ভাবে ল্যু, পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ পৃশনং স্পর্শঃ তত্র সাধুঃ যৎ। স্পর্শসাধ্য। (ঋক্ ১।৭১।৫)

পৃশ্নি (ত্রি) স্পৃশ্যতে ইতি স্পৃশ-সংস্পর্শে (ঘৃণি পৃশ্নীতি। উণ্ ৪।৫২) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অল্পতনু।

"দক্ষাং পৃশ্নিং বৃহতীং বিপ্রকৃষ্টাং
শিবামৃদ্ধাং ভগিনীং সুপ্রসন্নাম্ ॥" (ভারত ২।৬।৪৮)

২ দুর্বলাস্থিযুক্ত খর্ব। (ভরত) ৩ শুক্লবর্ণ। "ধেনুশ্চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসম্" (ঋক্ ১।৮।১৬।৪।১১) 'পৃশ্নিং শুক্লবর্ণাং ধেনু' (সায়ণ)। ৪ নানাবর্ণ। 'প্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ' (ঋক্ ১।৮৪।১১) 'পৃশ্নয়ো নানাবর্ণাঃ' (সায়ণ)। ৫ প্রাপ্ততেজাঃ। (ঋক্ ১০।১৮৯।১) স্পৃশতি দ্রব্যজাতং ইতি বা স্পৃশ-নিপাতনাৎ সাধুঃ (ঘৃণি পৃশ্নীতি। উণ্ ৪।৫২।১২) (স্ত্রী) ৬ রশ্মি। (শব্দর°) ৭ অন্ন। ৮ বেদ। ৯ জল। ১০ অমৃত। (ভারত ১২।৩৪১।৪৪) (ত্রি) ১১ সাধারণ। (পুং) ১৩ ঋষিভেদ। (ভারত দ্রোণপ°, ১৯১ অঃ) ১৪ যুধাজিত নৃপের মাদ্রীগর্ভজাত পুত্রভেদ। (অগ্নিপু°) ১৫ সুতপারাজার পত্নী, ইনি জন্মান্তরে দেবকীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভাগবতে দশম স্কন্ধে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। ১৬ পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া গাছ।

পৃশ্নিকা (স্ত্রী) পৃশ্নৌ জলে কায়তে শোভতে ইতি কৈ-ক, যদ্বা পৃশ্নি স্বল্পং কং জলং যত্র। কুম্ভিকা। (শব্দমা°)

পৃশ্নিগর্ভ (পুং) পৃশ্নির্বেদাদয়ো গর্ভে যস্য যদ্বা পৃশ্নিঃ জন্মান্তরজাতদেবকী তস্যাঃ গর্ভঃ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। শ্রীকৃষ্ণ। অন্ন, বেদ, জল ও অমৃত ইহার নাম পৃশ্নি, এই পৃশ্নি শ্রীকৃষ্ণের গর্ভস্বরূপ এইজন্য পৃশ্নিগর্ভ নাম হইয়াছে।

"পৃশ্নিরিত্যুচ্যতে চান্নং বেদা আপোঽমৃতং তথা।
মমৈতানি সদা গর্ভঃ পৃশ্নিগর্ভস্ততোঽস্ম্যহম্ ॥" (ভারত ১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ পৃশ্নির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া পৃশ্নিগর্ভ নাম হইয়াছে।

ভগবানের চতুর্ব্বিংশতি প্রকার লীলাবতারের মধ্যে একাদশ অবতার, ইহার অন্য নাম ধ্রুবপ্রিয়।

"ত্বমেবপূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নি স্বায়ম্ভুবেঃ সতি।"

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিলেন—হে সতি! তুমিই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি হইয়াছিলে। পৃশ্নিগর্ভের বাসস্থান ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে।

"পৃশ্নিগর্ভস্য বসতির্ব্রহ্মণো ভুবনোপরি।" (লঘুভাগবতামৃত)

পৃশ্নিগু (ত্রি) পৃশ্নয়ো নানাবর্ণত্বাৎ সাধারণা গাবো রশ্ময়োঽস্য। নানাবর্ণ দীপ্তিযুক্ত, যাহার নানাবর্ণের দীপ্তি আছে।

"যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবতং।" (ঋক্ ১।১১২।৭)

'পৃশ্নিগুং পৃশ্নয়ো নানাবর্ণা গাবো যস্য স তথোক্তঃ।
'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্য।' (পা ১।২।৪৮)
ইতি গোশব্দস্য হ্রস্বত্বম্' (সায়ণ)

পৃশ্নিপর্ণী (স্ত্রী) পৃশ্নি স্বল্পং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। লতাবিশেষ। (Hemionitis Cordifolia) চলিত—চাকুলিয়া, হিন্দী—পীঠবন, পীতবন, পঠৌনী, মহারাষ্ট্র—সেবরা, কলিঙ্গ—নরিয়ল বোন, তৈলঙ্গ—কোলা কুপোন্না, উৎকল—ক্রষ্টপনি।

সংস্কৃত পর্য্যায়—পৃথক্পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিবল্লিকা, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাবনি, গুহা (অমর।) পিষ্টপর্ণী, লাঙ্গলী, ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলশী, ক্রোষ্টুকমেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবৃন্তা, ত্রিপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অতিগুহা, ঘৃষ্টিলা, চিত্রপর্ণিকা (রত্নমালা।) মহাগুহা, শৃগালবিন্না, ধমনী, মেখলা, লাঙ্গুলিকা, পৃষ্টিপর্ণী, দীর্ঘপর্ণী। (রাজনি°) অঙ্ঘ্রিপর্ণী, ধাবণী। (ভাবপ্রকাশ)

ইহার গুণ—কটু রস, এবং অতিসার, কাস, বাতরোগ, জর, উন্মাদ, ব্রণ ও দাহনাশক। (রাজনি°) ত্রিদোষঘ্ন, বৃষ্য, মধুর, সারক এবং শ্বাস, রক্তাতীসার, তৃষ্ণা ও বমিনিবারক।

(ভাবপ্রকাশ)

অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, 'পৃশ্নিপর্ণী' 'বিরাল ছাই' এই

নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত ; কিন্তু বৈদ্যগণ একথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা 'চাকুলিয়া' গাছকেই পৃশ্নিপর্ণী বলিয়া থাকেন।

পৃশ্নিভদ্র (পুং) পৃশ্নৌ ভদ্রং যস্য। পৃশ্নিগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ। (রত্নমা°)

পৃশ্নিমৎ (ত্রি) পৃশ্নিবিশিষ্ট।

পৃশ্নিমাতৃ (পুং) পৃশ্নিঃ নানাবর্ণা ভূমির্মাতেব জন্মভূমির্যস্য। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। ১ নানাবর্ণ ভূমিজাত।

"উগ্রাহি পৃশ্নিমাতরঃ।" (ঋক্ ১।২৩।১০)

'পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্নেঃ নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ।' (সায়ণ)

পৃশ্নিশৃঙ্গ (পুং) পৃশ্নির্বেদাদয়ঃ শৃঙ্গমিব যস্য। ১ বিষ্ণু। (শব্দমা°) পৃশ্নি স্বল্পং শৃঙ্গমিব শুণ্ডাগ্রং যস্য। ২ গণেশ। (ত্রিকা°)

পৃশ্নিসকৃথ (ত্রি) পৃশ্নিযুক্ত সকৃথিবিশিষ্ট।

পৃশ্নিহন্ (ত্রি) পৃশ্নিযুক্ত সর্পহননকারী।

পৃশ্নী (স্ত্রী) স্পৃশতি জলমিতি স্পৃশ-নি ততো বা ঙীষ্। বারিপর্ণী। কুম্ভিকা, চলিত—পানা। (শব্দরত্না°)

পৃষ, সেক। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ পর্ষতে। লোট্ পর্ষতাং। লিট্ পপৃষে। লুঙ্ অপর্ষিষ্ট। এই ধাতু দুর্গাদাস পরস্মৈপদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লট্ পর্ষতি ইত্যাদি।

পৃষৎ (ক্লী) পর্ষতি সিঞ্চতি পৃষ-সেচনে (বর্ত্তমানে পৃষদ্‌বৃহদ্ মহদিতি। উণ ২।৮৪) ইতি অতিপ্রত্যয়ো গুণাভাবশ্চ নিপাত্যতে। ইহার কার্য্য 'শতৃ' প্রত্যয় তুল্য হইবে। জলবিন্দু।

"পৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি।" (ভাগ°: ৫।৮ অঃ) 'পৃষৎ জলবিন্দুস্তদ্বৎ—।' (স্বামী) এই শব্দ দ্বিবচন এবং বহুবচনান্তও হইয়া থাকে।

পৃষত (পুং) পর্ষতীতি পৃষি-সেকে (পৃষিরঞ্জিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৩।১১১) ইতি অতচ্ সচ কিৎ। বিন্দু।

"করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং শুচিব্যপায়ে বনরাজিপল্বলম্।" (রঘু ৩।৩)

২ শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগ। (মেদিনী) পর্য্যায়—রঙ্কু, শবল-পৃষ্ঠক। (রাজনি°) ৩ দ্রুপদরাজের পিতা।

"ভরদ্বাজসখা চাসীৎ পৃষতো নাম পার্থিবঃ।
তস্যাপি দ্রুপদো নাম তদা সমভবৎ সুতঃ॥" (ভার° ১।১৩১।১৭)

৪ মণ্ডলিসর্পের অন্তর্গত সর্পবিশেষ। (সুশ্রুতকল্পস্থা° ৪ অঃ) ৫ রোহিতমৎস্য।

পৃষতাম্পতি (পুং) পৃষতাং বিন্দূনাং পতির্নেতা, ইত্যলুক্‌সমাসঃ। বায়ু। (জটাধর) "গজপতিদ্বয়সীরপি হৈমনস্তুহিনয়ন্ সরিতঃ পৃষতাম্পতিঃ।" (মাঘ ৬।৫৫)

পৃষতাশ্ব (পুং) পৃষতো মৃগবিশেষোঽশ্ব ইব গতিসাধনং বাহনো বা যস্য। বায়ু। (অমর)

পৃষতী (স্ত্রী) পৃষত-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শ্বেতবিন্দুযুক্তা মৃগী। (মেদিনী)

"পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ।" (রঘু৮।৫৯)

পৃষৎক (পুং) পৃষ্যতে সিচ্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি পৃষ-অতি। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। বাণ। "অপ্যর্দ্ধভাগে পরবাণলূনা
ধনুর্ভৃতাং হস্তবতাং পৃষৎকাঃ।" (রঘু ৭।৪৫)

পৃষত্তা (স্ত্রী) পৃষতো ভাবঃ তল্-টাপ্। পৃষতের ভাব বা ধর্ম্ম।

পৃষদংশ (পুং) পৃষতি বিন্দৌ অংশোঽস্য। বায়ু।

পৃষদশ্ব (পুং) পৃষন্ মৃগবিশেষোঽশ্ব ইব বাহকো যস্য। বায়ু।

"সহিস্বন্বৎ পৃষদশ্বো যুবা।" (ঋক্ ১।৮৭।৪)

'পৃষদশ্বঃ পৃষত্যঃ শ্বেতবিন্দ্বঙ্কিতা মৃগ্যোঽশ্বস্থানীয়া যস্য স' (সায়ণ)

পৃষতী মৃগী বায়ুর অশ্বের কার্য্য করে বলিয়া উহার নাম 'পৃষদশ্ব' হইয়াছে। ২ রাজর্ষিভেদ।

"ব্যশ্বঃ সদশ্বো ব্যশ্বঃ পৃথুবেগঃ পৃথুশ্রবাঃ।
পৃষদশ্বো বসুমনাঃ ক্ষুপশ্চ সুমহাবলঃ॥" (ভারত ২।৮।১২)

৩ বিরূপাক্ষের পুত্র। (ভাগ° ৯।৬।১)

পৃষদাজ্য (ক্লী) পৃষদ্ভিঃ দধিবিন্দুভিঃ সহিতমাজ্যং। সদধ্যাজ্য, দধিমিশ্রিত ঘৃত।

"সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।" (ঋক্ ১০।৯০।৮)

'পৃষদাজ্যং দধিমিশ্রমাজ্যং' (সায়ণ)

পৃষদ্বরা (স্ত্রী) ১ মৃগীভেদ, রুরুর পত্নী মেনকার কন্যা।

পৃষদ্বল (পুং) পৃষদেব বলমস্য। বায়ুর অশ্ব।

'ধুবিত্রমরুদান্দোলঃ কুচৈবশ্চামরানিলঃ।
পৃষদ্বলস্তু বায্বশ্বঃ কুবেরে তু প্রমোদিতঃ॥' (শব্দমালা)

পৃষদ্ধ্র (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১০ অঃ)

পৃষদ্ধ্রু (পুং) দ্বাপরযুগীয় যুধিষ্ঠিরপক্ষস্থিত নৃপভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব ১৫৬ অঃ)

পৃষন্তি (পুং) পর্ষতি সিঞ্চতীতি পৃষ-সেচনে অতি, নিপাতনাৎ সাধুঃ। বিন্দু।

"পয়ঃ পৃষন্তিভিঃ স্পৃষ্টা বান্তি বাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ।" (ভরতধৃত জাম্ববতীবিজয়কাব্য)

পৃষভাষা (স্ত্রী) পর্ষতীতি পৃষ-সেকে ক, পৃষা অমৃতবর্ষিণী ভাষা যত্র। অমরাবতী। (শব্দর°)

পৃষাকরা (স্ত্রী) পৃষ-ভাবে ক্বিপ্ পৃষে সেচনায় আকীর্য্যতে ইতি আ-কৃ-অপ্ টাপ্। ক্ষুদ্রশিলা, চলিত—বাটখারা।

পৃষাতক (ক্লী) পৃষন্তং পৃষদাজ্যং আতকতে হসতীতি তক-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দধিযুক্ত ঘৃত। (হেম)

"পৃষাতকমঞ্জলিনা জুহুয়াৎ।" (আশ্ব° গৃহ্য° ২।২)

পৃষোদর (ত্রি) পৃষদুদরং যস্য (পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং। পা ৬।৩।১০৯) ইতি ত-লোপঃ। ১ স্বল্পোদর। (পুং) ২ বায়ু।

পৃষোদরাদি (পুং) পৃষোদর আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা—পৃষোদর, পৃষোত্থান, বলাহক, জীমূত, শ্মশান, উলূখল, পিশাচ, বৃষী, ময়ূর। (পাণিনি)

যে সকল পদ ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে সিদ্ধ হয় না, সেই সকল পদ পৃষোদরাদিত্বহেতু সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোন স্থলে বর্ণাগম, বা বর্ণবিপর্য্যয়, কোন স্থলে বর্ণের বিকার বা নাশ, ইত্যাদি হইলে তাহাকে পৃষোদরাদি কহে। যথা—পৃষোদর পৃষৎ—উদর এই স্থলে পৃষৎ ইহার ত ভাগের লোপ হওয়ায় পৃষোদর এই পদ হইল। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥"
(পাণিনি)

বর্ণাগম করিয়া হংস, বর্ণের বিপর্য্যয়ে সিংহ, বর্ণের আদেশ করিয়া গূঢ়াত্মা এবং বর্ণের লোপে পৃষোদর পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

"ভবেদ্ বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্য্যয়াৎ।
বর্ণাদেশাচ্চ গূঢ়াত্মা বর্ণলোপাৎ পৃষোদরঃ॥" (গোয়ীচন্দ্রধৃতকা°)

পৃষোদরাদিত্ব হেতু যে যে স্থলে পদ সিদ্ধ হইবে, সেই সেই স্থলেই পূর্ব্বোক্তরূপবর্ণবিপর্য্যয়াদি হইয়া পদ সিদ্ধ হইবে।

পৃষোদ্যান (ক্লী) পৃষদ্ উদ্যানং পৃষোদরাদিত্বাৎ ত-লোপঃ। ক্ষুদ্রোদ্যান, ছোটবাগান।

পৃষ্ট (ত্রি) পৃষ্-সেকে প্রচ্ছ বা ক্ত। ১ সিক্ত। ২ সংস্পৃষ্ট।
"পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা।" (ঋক্ ১।৯৮।২)
'পৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টঃ।' (সায়ণ) ৩ জিজ্ঞাসিত।
"না পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ।" (মনু)

পৃষ্টবন্ধু (পুং) অপেক্ষিতফলপ্রশ্নবিষয়স্তোতার বন্ধু। "ত্বে পূর্ব্বীঃ সংদধুঃ পৃষ্টবন্ধো" (ঋক্ ৩।২০।৩) 'পৃষ্টবন্ধো অপেক্ষিতফলপ্রশ্নবিষয়াণাং স্তোতৄণাং বন্ধো হে অগ্নে' (সায়ণ)

পৃষ্টহায়ন (পুং) ১ ধান্যভেদ। ২ গজ। (মেদিনী) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পৃষ্টি (স্ত্রী) পৃষ-সেকে ভাবে ক্তিন্। ১ সেক। (শত° ব্রা° ৭।৫।১।১৩) প্রচ্ছ-ক্তিন্। ২ জিজ্ঞাসা। পৃষ-কর্ত্তরি ক্তিচ্। ৩ পার্শ্বস্থ। ৪ পৃষ্ঠদেশ।

পৃষ্ঠবহ (ত্রি) পৃষ্ঠে বহনকারী।

পৃষ্ট্যাময় (পুং) পৃষ্ঠরোগ।

পৃষ্ট্যাময়িন্ (ত্রি) পৃষ্ঠরোগযুক্ত, পৃষ্টিদেশে আময় যুক্ত।
"তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী বিস্তং" (ঋক্ ১।১০৫।১৮)
'পৃষ্ট্যাময়ী স্পৃশ সংস্পর্শনে, স্পৃশ্যতেঽননেতি স্পৃষ্টিঃ ছান্দসো বর্ণলোপঃ পৃষ্টাবাময়ঃ পৃষ্ট্যাময়ঃ, তদ্বান্ পৃষ্ট্যাময়ী' (সায়ণ)

পৃষ্ঠ (ক্লী) পৃষ্যতে সিচ্যতে ইতি পৃষ—(তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ইতি থক্‌প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। শরীর-পশ্চাভাগ, চলিত—পীঠ।

"ন বিগর্হ্য কথাং কুর্য্যাদ্বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতম্॥" (মনু ৪।৭২)

২ চরম মাত্র। (মেদিনী) ৩ স্তোত্রবিশেষ।
"ত্রিবৃতস্তোমাদ্রথন্তরং পৃষ্ঠং নিরমিমীত।" (শত° ব্রা° ৮।১।১।৫)

পৃষ্ঠক (ক্লী) পৃষ্ঠ-স্বার্থে কন্। পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদ্ভাগ, পৃষ্ঠশব্দার্থ।
"অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা তু পৃষ্ঠকে।" (চাণক্য)

পৃষ্ঠগোপ (পুং) পৃষ্ঠং গোপায়তি গুপ-বা অন্। পৃষ্ঠদেশ-রক্ষক যোধভেদ। (ভারত ১২।০১ অঃ)

পৃষ্ঠগ্রন্থি (পুং) পৃষ্ঠস্য গ্রন্থিঃ। গড়ু। চলিত—কুঁজ। (হেম)

পৃষ্ঠগ্রহ (পুং) অশ্বদিগের বাতব্যাধিরোগ।
"স্তব্ধং পৃষ্ঠোন্নতঞ্চৈব রন্ধ্রৌ ক্ষিপ্তস্য যস্য চ।
তস্য পৃষ্ঠগ্রহং রোগমূর্দ্ধগ্রীবস্য নির্দিশেৎ॥" (জয়দত্ত ৫৫ অঃ)

পৃষ্ঠচক্ষুস্ (পুং) পৃষ্ঠে পশ্চাদ্ভাগে চক্ষুঃ দৃষ্টিঃ তদ্ব্যাপারোঽস্য। পশ্চাদ্ দৃষ্টিযুক্ত ভল্লূক। (শব্দার্থক°) ২ কর্কট। (বৈদ্যকনি°)

পৃষ্ঠচর (ত্রি) পৃষ্ঠে চরতীতি চর-ট। ১ পশ্চাদ্ভাগে স্থিত। ২ পশ্চাদ্গামী।

পৃষ্ঠজ (ত্রি) পৃষ্ঠে পশ্চাৎ জায়তে জন-ড। পশ্চাদ্জাত।

পৃষ্ঠজাহ (ত্রি) পৃষ্ঠস্য মূলং কর্ণাদিত্বাৎ মূলে জাহচ্। পৃষ্ঠমূল।

পৃষ্ঠতল্পন (ক্লী) তল্পমিব আচরতি তল্প-ল্যুট্, পৃষ্ঠস্য তল্পনং ৬তৎ। পৃষ্ঠের তল্পন, পীঠে শোয়া।

পৃষ্ঠতস্ (অব্য) পৃষ্ঠ (প্রতিযোগে পঞ্চম্যাস্তসিঃ। পা ৫।৪।৪৪) ইত্যত্র 'আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা তসি। ১ পশ্চাৎ। ২ পৃষ্ঠদেশ।
"পৃষ্ঠতস্ত শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।" (মনু ৮।৩০০)

পৃষ্ঠদৃষ্টি (পুং) পৃষ্ঠে দৃষ্টিদর্শনং যস্য। ভল্লূক। (রাজনি°)

পৃষ্ঠমর্ম্মন্ (ক্লী) পৃষ্ঠে মর্ম্ম। পৃষ্ঠস্থিত মর্ম্মভেদ। সুশ্রুতে এই মর্ম্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—মাংস, শিরা, অস্থি স্নায়ু ও সন্ধি ইহাদিগের একত্র সন্নিবেশকে মর্ম্ম কহে। মর্ম্মস্থানে প্রাণ সর্ব্বদাই অবস্থিত। অতএব মর্ম্মদেশ আহত হইলে নানাপ্রকার পীড়া এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠদেশস্থ মর্ম্মের বিষয় বলা যাইতেছে। মেরুদণ্ডের উভয় দিকে শ্রোণিরস্থানে যে অস্থিময় মর্ম্ম, তাহাতে কটীক ও তরুণ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে। যদি কোনরূপে এই মর্ম্ম আহত হয়, তাহা হইলে রক্তক্ষয় এবং তজ্জন্য পাণ্ডু, বিবর্ণ ও রূপের বিকৃতি হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

পার্শ্ব ও জঘনের বহির্ভাগে পৃষ্ঠবংশের অল্প নিম্নভাগে উভয়দিকে 'কুকুন্দর' নামক মর্ম্মদ্বয়। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে

শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না ও ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত হয়। শ্রোণিমধ্যস্থিত অস্থিকাণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগে যে স্থান আশয়ের আচ্ছাদন ও অধোভাগের পার্শ্বদেশে সংলগ্ন, শরীরের উভয় পার্শ্বের সেই স্থানে নিতম্ব নামে অস্থিমর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম আহত হইলে শরীরের অধোভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং ক্রমে মৃত্যু হইয়া থাকে। জঘনদ্বয় হইতে বক্রভাবে ঊর্দ্ধদিকে এবং জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থলে অধোভাগের পার্শ্বদ্বয়ে সংলগ্ন পার্শ্বসন্ধি নামে শিরা-মর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম কোনরূপে আহত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনমূলের সহিত সমান রেখায় স্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়পার্শ্বে বৃহতী নামক মর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম আহত হইলে অতিশয় রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু হয়। পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে ত্রিক সন্ধি (তিন অস্থির সন্ধি)-সংলগ্ন অংশফলক নামক অস্থি মর্ম্মদ্বয়, ইহা বিদ্ধ হইলে বাহুদ্বয় নিস্পন্দ বা শুষ্ক হয়। বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে গ্রীবার মধ্যস্থলে এবং অংশফলক ও স্কন্ধের সন্ধিস্থানে অংশ নামক স্নায়ু-মর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে বাহুস্তব্ধ হয়। পৃষ্ঠদেশে এই চতুর্দ্দশ মর্ম্ম অবস্থিত, এই জন্য এই সকল মর্ম্ম পৃষ্ঠমর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৬ অঃ)

পৃষ্ঠমাংস (ক্লী) পৃষ্ঠস্থ মাংসং। পশুপ্রভৃতির পৃষ্ঠস্থিত মাংস।

"পৃষ্ঠমাংসং বৃথা মাংসং গর্হ্যমাংসঞ্চ পুত্রক।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস ও নিন্দিত মাংস ইহা কখনও ভক্ষণ করিবে না।

পৃষ্ঠমাংসাদ (ত্রি) পৃষ্ঠে পরোক্ষে মাংসাদ ইব, অসমক্ষমনিষ্টজনকবাক্যকথনাদস্য তথাত্বং। পরোক্ষে শাঠ্যপূর্ব্বক বাক্যাভিধায়ী ও দোষোদ্‌ঘোষক ব্যক্তি। (ত্রিকা°) পৃষ্ঠমাংসমত্তীতি মাংস-অদ-অণ্। (ত্রি) ২ পৃষ্ঠমাংস-ভক্ষক।

পৃষ্ঠমাংসাদন (ক্লী) পৃষ্ঠে পরোক্ষে মাংসাদনং মাংসভক্ষণমিব (কীর্ত্তনস্যাস্যানিষ্টজনকত্বাৎ) ১ পরোক্ষে দোষ-কীর্ত্তন। (হেম) (ত্রি) ২ পরোক্ষে দোষ-কীর্ত্তক, যে অসমক্ষে দোষ কীর্ত্তন করে। পৃষ্ঠমাংস-অদ-কর্ত্তরি ল্যু। ৩ পৃষ্ঠমাংসভক্ষক।

পৃষ্ঠযজ্বন্ (পুং) পৃষ্ঠৈঃ রথন্তরাদিভিরিষ্টবান্ যজ-বনিপ্। রথন্তরাদি ৬টী স্তোত্রসমূহদ্বারা যজ্ঞকারক। (ঋক্ ৫।৫৪।১)

পৃষ্ঠযান (ক্লী) পৃষ্ঠেন যানং গমনং। পিঠে যাওয়া, পৃষ্ঠদ্বারা গমন।

পৃষ্ঠরক্ষ (পুং) পৃষ্ঠং রক্ষতীতি রক্ষ-অণ্। পৃষ্ঠদেশ-রক্ষক যোধভেদ, পৃষ্ঠগোপ। (ভারত ৬।২৬।৮)

পৃষ্ঠরক্ষণ (ক্লী) পৃষ্ঠস্য পৃষ্ঠদেশস্য রক্ষণং। পৃষ্ঠদেশের রক্ষা, পশ্চাদরক্ষা।

পৃষ্ঠবংশ (পুং) পৃষ্ঠস্য বংশঃ বংশ ইব দণ্ড ইত্যর্থঃ। পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া। পর্য্যায়—রীঢ়ক। (হেম)

পৃষ্ঠবাস্তু (ক্লী) গৃহের উপর যে গৃহ, তাহাকে পৃষ্ঠবাস্তু কহে। এক শালার উপরিভাগ।

"পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্ব্বীত বলিং সর্ব্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্ব্বং দক্ষিণতো হরেৎ॥" (মনু ৩।৯১)

'আবাসকস্য উপরি য আবাসঃ তৎপৃষ্ঠবাস্তু, একশালায়া অপ্যুপরিভাগঃ।' (মেধাতিথি) 'গৃহস্যোপরি যদ্‌গৃহং তৎপৃষ্ঠবাস্তু।' (কুল্লূক) বলিদাতার পৃষ্ঠভাগস্থ বাস্তু।

পৃষ্ঠবাহ্ (পুং) পৃষ্ঠং যুগপার্শ্বং বহতীতি বহ-ণ্বি। যুগপার্শ্বগ বৃষ, চলিত—পাঁড়ে বাঁধা গরু। (ত্রি) পৃষ্ঠং পৃষ্ঠভাগং বহতীতি বহ-ণ্বি। ২ পশ্চাদ্‌ভাগবাহক।

"দারুকং পৃষ্ঠবাহন্তু কৃত্বা কেশব ঈশ্বরঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রং সংযোজ্য শরে কস্মিংশ্চিদীশ্বরঃ॥"
(হরিবংশ ভবিষ্য° ৫৫।৩১)

পৃষ্ঠবাহ্য (পুং) পৃষ্ঠে বাহ্যং বহনীয়দ্রব্যমস্য। পৃষ্ঠদ্বারা ভারবাহক বৃষ। পর্য্যায়—স্থৌরী, পৃষ্ঠ্য। (হেম)

পৃষ্ঠশয় (ত্রি) পৃষ্ঠে শেতে পৃষ্ঠরূপাধিকরণোপপদে কর্ত্তরি অচ্। পৃষ্ঠশায়ী, উত্তানশয়।

পৃষ্ঠশৃঙ্গ (পুং) পৃষ্ঠে শৃঙ্গযস্য, শৃঙ্গস্য বক্রভাবেন পৃষ্ঠগমনাৎ তথাত্বং। বনছাগ। (হেম)

পৃষ্ঠশৃঙ্গিন্ (পুং) পৃষ্ঠে শৃঙ্গমিব অস্যাস্তীতি শৃঙ্গ-ইনি। ১ মহিষ। ২ ভীমসেন। ৩ নপুংসক। (মেদিনী)

পৃষ্ঠানুগ (ত্রি) পৃষ্ঠে অনুগচ্ছতীতি অনু-গম-ড। পৃষ্ঠদেশে অনুগমনকারী।

পৃষ্ঠানুগামিন্ (ত্রি) পশ্চাদ্‌গামী।

পৃষ্ঠাস্থি (ক্লী) পৃষ্ঠস্য অস্থি। পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া, কসেরু, মেরুদণ্ড।

পৃষ্ঠেমুখ (পুং) পৃষ্ঠে মুখমস্য অলুক্‌সমাসঃ। কুমারানুচরভেদ। (ভারত শ° প° ৪৬ অঃ)

পৃষ্ঠোদয় (পুং) পৃষ্ঠেন উদয়ো যস্য। মেষ, বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর ও মীন লগ্ন। এই ৬টী রাশিকে পৃষ্ঠোদয় লগ্ন বা রাশি কহে।

পৃষ্ঠ্য (ক্লী) পৃষ্ঠানাং স্তোত্রবিশেষাণাং সমূহ ইতি (ব্রাহ্মণমাণববাড়বাদ্ যৎ। পা ৪।২।৪২) ইত্যস্য 'পৃষ্ঠাদুপসংখ্যানং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ। ১ স্তোত্রসমূহ। (পুং) পৃষ্ঠেন বহতীতি পৃষ্ঠ-যৎ। ২ ভারবাহক অশ্ব।

"পৃষ্ঠ্যানামপি চাশ্বানাং বাহ্লিকানাং জনার্দ্দনঃ॥"

(ভারত ১।২২২।৪৯) (ত্রি) ৩ ধারক। "অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন" (ঋক্ ৪।৩।১০) 'পৃষ্ঠ্যেন ধারকেণ পয়সাক্তঃ' (সায়ণ) পৃষ্ঠে ভবঃ যৎ। ৩ পৃষ্ঠভব।

পৃষ্ঠ্যস্তোম (পুং) পৃষ্ঠ্যস্তোমসাধনতয়া অস্ত্যস্য অচ্। সামবেদ-প্রসিদ্ধ ষট্‌ক্রতুভেদ। "পৃষ্ঠ্যস্তোমাস্ত্রিবৃৎপঞ্চদশসপ্তদশৈকবিংশত্রি-নবত্রয়স্ত্রিংশাঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২৷৬৷২৬)

'পৃষ্ঠ্যস্তোমসংজ্ঞকাঃ ষট্‌ক্রতবো ভবন্তি ত্রিবৃদাদয়ঃ' (কর্ক)

পৃষ্ণি (পুং) পৃশ্নি-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ নানাবর্ণযুক্ত। (স্ত্রী) ২ পার্ষ্ণিভাগ।

পৃষ্ণিপর্ণী (স্ত্রী) পৃশ্নিপর্ণী পৃষোদরা° সাধুঃ। পৃশ্নিপর্ণী।

পৄ, ১ পালন। ২ পূর্ত্তি। ক্র্যাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। শ্না-প্রত্যয় পরে হ্রস্ব হইবে। লট্ পৃণাতু। লোট্ পৃণাতু। লিট্ পপার। লুঙ্ অপারীৎ।

পৄ, পূর্ত্তি। চুরাদি, উভয়° সক° সেট্। লট্ পারয়তি-তে। লোট্ পারয়তু-তাং। লিট্ পারয়ামাস-সে। লুঙ্ অপীপরৎ-ত।

পেই (দেশজ) পান করা।

পেঁক (দেশজ) পঙ্ক, কর্দ্দম।

পেঁকা (দেশজ) কর্দ্দমযুক্ত।

পেঁচ (পারসী) পাঁক, যথা—স্কুপের পেঁচ। ২ ষড়যন্ত্র। ৩ ঘোরা। ৪ বিপদ্।

পেঁচপাঁচ (পারসী) ষড়যন্ত্রকরণ।

পেঁচাইতে (দেশজ) পেঁচ দিতে, পাক দিতে।

পেঁচাও (দেশজ) প্রতারক, ধূর্ত্ত।

পেঁচাওনল (দেশজ) হুকার পাঁকান নল।

পেঁচানিয়া (দেশজ) পাকান। গোলযোগ উত্থাপনকারক।

পেঁচাপেঁচি (দেশজ) পরস্পরের গোলযোগকরণ।

পেঁচাল (দেশজ) ১ পাকযুক্ত, ঘোরাল। ২ কূটবুদ্ধি, প্রতারক, ক্রূর।

পেঁচুয়া (দেশজ) উপদেবতাভেদ। স্ত্রীলোকেরা সন্তানাদি নষ্ট হইলে এই দেবতার কাছে মানস করে।

২ ধূর্ত্ত, কূটবুদ্ধি।

পেঁচুটি (দেশজ) চক্ষুঃমল।

পেঁজন (দেশজ) তুলা পেঁজা।

পেঁজা (দেশজ) তুলা নির্বীজ করা।

পেঁজিয়া (দেশজ) কে তুলা পিঁজে।

পেঁটরা (দেশজ) পেটিকা।

পেঁপিয়া (দেশজ) পেপে। [পেপিয়া দেখ।]

পেকনা (দেশজ) কৌতুক। ২ ক্ষমা।

পেগম্বর (পারস্য) ১ দূত। ২ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

পেগান [পগান দেখ।]

পেগাম (পারসী) সংবাদ।

পেগু, (পইগু) দক্ষিণব্রহ্মের একটী বিভাগ। রেঙ্গুন, হস্থবতী, থরাবতী, প্রোম, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্ম ও পেগুনগর ইহার অন্তর্ভুক্ত। অক্ষা° ১৬°১´৪০´´ হইতে ১৯°৫৫´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১২´ হইতে ৯৬°৫৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৯১৫৯ বর্গমাইল। সর্ব্বসমেত এখানে ৫টী নগর ও ৪৪২৫টী গ্রাম আছে। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৯১ ভাগ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী। ধান্যের চাষ অতি বিস্তৃত, প্রায় ৫০ লক্ষ বিঘা ব্যাপিয়া আছে। অধিবাসী রবিশস্য, তামাকু, তুলা ও কলাদির চাষে জীবন যাপন করে। অন্যান্য সকলে দাসবৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে।

২ উক্ত বিভাগের হস্থবাড়ী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ইহার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বন ও পর্ব্বতাদি-সমাকীর্ণ, ক্রমে মন্দোচ্চ হইয়া দক্ষিণভাগে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে পেগুনদী প্রবাহিত। পেগুর উপত্যকাভূমি ১৫০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উত্তরে উক্ত নদীর উভয় তীর নিবিড়র বনে আচ্ছন্ন। মধ্য-স্থলে প্রবাহিত পইংক্যুং-নদী পূর্ব্বাভিমুখে সিতুঙ্গ্ নদীতে গিয়া মিলিয়াছে এবং মএৎক্যো নগর পর্য্যন্ত একটা কাটা-খাল থাকায় স্থানীয় উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। রেঙ্গুন হইতে পেগু পর্য্যন্ত একটা বিস্তৃত রাস্তা আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে পেগুরাজ থ-বিন্-সিউ-তি-নির্ম্মিত রাস্তার পরিবর্ত্তে আর একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। সিতুঙ্গ-ভেলী ও ইরাবতী-ভেলীষ্টেট্ রেলওয়ে এখানে বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

৩ উক্ত তালুকের সদর, প্রাচীন নাম কাম লঙ্কা। অক্ষা° ১৭°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৬°৩০´ পূঃ, সিতুঙ্গ (ৎসিৎ-তুঙ্গ্) নগর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে পেগুনদীতীরে অবস্থিত। থ-ম-ল ও বে-ম-ল নামে থতুম রাজপুত্রদ্বয় বহুশত প্রজা সমভি-ব্যাহারে ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া নগর স্থাপন করেন, তৎপূর্ব্বে প্রাচীন পেগুনগর তলইঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজবংশধরগণ এক সময়ে সিতুঙ্গ ও ইরাবতী উপত্যকা, আবা, পক-চান, শ্যাম ও আরাকান পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

পর্চাসের ইতিবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ষোড়শ শতাব্দে পেগুরাজ্যের আকৃতি, বিস্তৃতি ও সৌন্দর্য্য বহুদূরব্যাপী হইয়াছিল। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ফ্রেডারিক্ (Cæsar Frederick) লিখিয়াছেন, "আমরা নিরাপদে পেগুনগরে পৌছিয়া দেখিলাম যে, পুরাতন নগরে দেশীয় ও বৈদেশিক বণিক্, মহাজন প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক নানা কারবারে লিপ্ত আছেন। নগরটী ছোট হইলেও বাণিজ্য অতি বিস্তৃত, তজ্জন্য লোকসমাগমও

অত্যন্ত অধিক, কিন্তু ইহার উপকণ্ঠদেশ নগরাপেক্ষা বড় ও বসবাসে পূর্ণ। গৃহাদি সাধারণতঃ বেত বা খড়দ্বারা আচ্ছাদিত। বণিক্‌গণ প্রায় একটী বৃহৎ বাটীতে থাকে, ঐ বাটী ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং গুদামবাড়ী নামে পরিচিত। খড়ের বাটীতে থাকিলে পাছে আগুনে অথবা দস্যুহস্তে তাহাদের পণ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা ঐ গুদামে আপনাপন দ্রব্যাদি আবদ্ধ করিয়া রাখে। নূতন নগরে রাজা, রাজপুরুষ ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বাসস্থান[১]। ইহার আকৃতি বৃহৎ এবং চারি চতুরস্রভাগে গঠিত, সর্ব্বত্রই সরল ও সমতল। নগরের চারিধার প্রাচীরবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের বহির্দ্দেশে খালকাটা আছে। খালের উপর টানাপুল না থাকিলেও ২০টী দ্বার আছে অর্থাৎ প্রত্যেক চতুরস্রমুখে পাঁচটী করিয়া দ্বার আছে। পাহারা দিবার জন্য প্রাচীরগাত্রে প্রহরীদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; ঐগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও সোণালীর কাজ করা। রাস্তাগুলি সরল ও এক দ্বার হইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রস্থে দ্বাদশজন অশ্বারোহীর গমনোপযোগী স্থান আছে। রাস্তার দুইধারেই গৃহদ্বার ও সুপারিবৃক্ষে সজ্জিত। নগরের ঠিক্ মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ। ইহারও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও খাল আছে। গৃহগুলি কাষ্ঠের, ছাদ টাইল-আচ্ছাদিত ও চূড়া-বিলম্বিত, অভ্যন্তরভাগ সোণালীদ্বারা নানা কারুকার্য্যে শোভিত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে আলোম্প্রা (আলউঙ্গ্ পয়) পেগুরাজ্য জয় করিয়া তলইঙ্গ্ জাতির চিহ্নলোপ করিতে কৃতপ্রযত্ন হন, তিনি প্রত্যেক গৃহ ধ্বংস করিয়া অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তদীয় প্রপৌত্র বোদত্ত-পয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভিন্ন প্রথা অবলম্বনে রাজ্যশাসন করিয়া পেগু ও রেঙ্গুন্ নগরে রাজকীয় সদর স্থাপন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল সাইমস্ (Colonel Symes) পেগুনগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, 'এখনও চারিদিকের প্রাচীর ও খাল হইতে পুরাতন নগরের সীমা নির্দ্দেশ করা যায়। ধ্বংসের স্তূপ বা কিনারা ধ্বসিয়া খালের স্থানে স্থানে বুজিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও ইহার প্রস্থ প্রায় ৬০গজ দেখিতে পাওয়া-যায় এবং খাতটী প্রায় ১০।১২ ফিট্ পড়িয়া আছে। এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, যে ঐ নগর এক সময়ে বেশ সুরক্ষিত ছিল। চারিদিকের প্রাচীরের পরিমাণ নিতান্ত মন্দ নহে। উর্দ্ধদিকে ভগ্ন হইলেও তাহা ৩০ ফিটের কম বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহার ভিত্তি এখনও ৪০ ফিট্ বিস্তৃত রহিয়াছে। গাঁথনি কাদার হইলেও প্রায় ৩০০ গজ ব্যবধানে এক একটী গুম্বেজ (Bastion) ও প্রাচীরাদির (Parapet of masonry) কতক নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু উহার অবস্থা এতই ভগ্ন যে, দিন দিন উহার পূর্ব্বস্মৃতি লয় পাইতেছে।'

কেল্লার প্রত্যেক দিকের মধ্যস্থলে ৩০ ফিট্ প্রশস্ত এক একটী প্রবেশদ্বার। নালার উপর দিয়া দুর্গে আসিতে একটী মাত্র পথ ছিল, এখন তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। পেগুনগর পুনঃ সংস্কৃত হইলেও আর জনতা বৃদ্ধি হয় নাই। পূর্ব্বতন নগরের প্রায় অর্দ্ধাংশ লইয়া বর্ত্তমান নগর গঠিত। ইহারও উত্তরে প্রায় ১২ ফিট্ প্রাচীর আছে এবং পূর্ব্বে প্রাচীন দেউলই নগরের রক্ষা-বিধান করিতেছে। নগরটী এখনও গৃহাদিতে পূর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রাস্তাই প্রধান। ইহার মধ্যভাগে উত্তরদক্ষিণে আরও দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাস্তা আছে। সদররাস্তার দুই দিকের দুইটী দ্বারই সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধ হয়। এতন্নিবন্ধন সন্ধ্যা-কালে নগরপ্রবেশ করিতে হইলে ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া আসিতে হয়। নগরের রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ ইষ্টকাদি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। রাস্তার দুইদিকেই জলপ্রবাহের জন্য নর্দ্দমা আছে।[২]

ইংরাজ-ব্রহ্মের প্রথম যুদ্ধে রেঙ্গুন্-অবরোধের সময় ব্রহ্মসেনানী পেগুতে পলায়ন করেন। তাঁহার সৈন্যগণ দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অধিবাসিগণ বিরোধী হইয়া ইংরাজহস্তে নগর সমর্পণ করিলে বৃটিশরাজ সসৈন্যে গিয়া নগর অধিকার করিলেন। ২য় ব্রহ্ম-যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ ইংরাজের কামান ও রসদখানা লুটিয়া লয় এবং পাগোদা (মন্দির)-চত্বর অধিকার করে। ঐ বৎসর নবেম্বর মাসে ব্রিগেডিয়ার নীল সদলে যাইয়া বহুক্লেশে ব্রহ্মদিগকে পরাজিত করেন। নীল ফিরিতে না ফিরিতেই উভয় পক্ষে আবার যুদ্ধ হয়। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলে। অবশেষে জেনারল গড্‌বিন্ সসৈন্যে আসিলে ব্রহ্মগণ ঘোরতর যুদ্ধের পর পলাইয়া যায়।

এখানকার জায়েঙ্গ্-গা-নইঙ্গ ও শোএমডু-পাগোদা দেখিবার জিনিস। তলইঙ্গ্‌গণের এই মন্দিরকীর্ত্তি রেঙ্গুনের শোএদা-গোন্-পাগোদা অপেক্ষা সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য। ইহা দ্বিতল, চারিদিকের চাতাল ভাগ ১০ ফিট্ উচ্চ এবং ১৩৯১ বর্গ ফিট্, অন্তভাগ ২০ ফিট্ উচ্চ ও ৬৮৪ বর্গফিট্ বিস্তৃত। ইহারই মধ্যভাগ হইতে পাগোদার চূড়াদেশ উত্থিত হইয়াছে, উহার ব্যাস ৩৯৫ ফিট্, চারিদিকে প্রায় ১১৩টী ক্ষুদ্রাকার পাগোদা আছে, উহাদের উচ্চতা ২৭ ফিট্। ভূমি হইতে মূল পাগোদার শিখর ৩৬১ ফিট্ এবং দ্বিতীয় চাতালের উপর হইতে

(১) ফ্রেডরিক্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার উপস্থিত কালেই নূতন নগরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়।

(২) Symes' Embassy to Ava, p. 182. এই প্রাচীন সীমা ধরিয়া লওয়ায় শিও-মধু পাগোদা নূতননগরের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

প্রায় ৩৩১ ফিট্ উচ্চ। ইহার এই আকৃতি আফ্রিকার সর্ব্ব বৃহৎ পিরামিডের তুলনায় প্রায় ৮৩ ফিট্ কম ও ইংলণ্ডের সেন্ট-পল-গির্জ্জার সমকক্ষ। প্রবাদ, শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবের কিছু-দিন পরেই ছুইজন বণিক্ এই প্রদেশে আসিয়া উক্ত পাগোদার ভিত্তি ১২হাত তুলিয়া যান, পরবর্ত্তী পেগুরাজগণের যত্নে সময়ে সময়ে তাহা সংস্কৃত হয়, পরে বিগত চারিশত বৎসর পূর্ব্বে উহার বর্ত্তমান আকার সংগঠিত হইয়াছে।

পেগু, হন্থবাড়ী জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। পেগু-যোমা
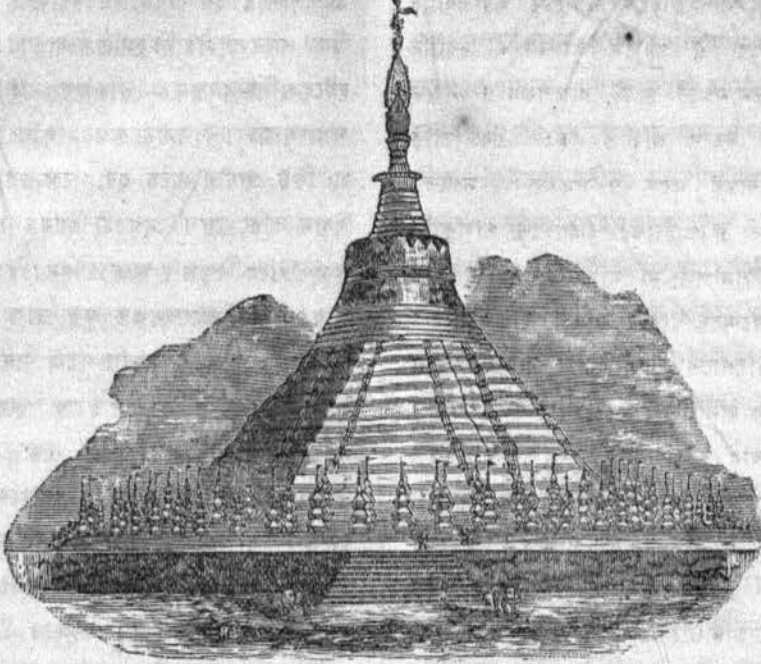
কামলঙ্কার (পেগুর) শোএমহু পাগোদা।

পর্ব্বতমালার পূর্ব্বসানু হইতে নির্গত। অক্ষা° ১৮° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩° ১০´ পূঃ। দক্ষিণপূর্ব্ব ও পরে দক্ষিণপশ্চিম অভি-মুখে প্রবাহিত হইয়া রেঙ্গুন নগরের নিকটে হ্লাং-বারেঙ্গন নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। বর্ষার বন্যায় নৌকা বা ষ্টীমার যোগে পেগু-নগরে যাওয়া বড়ই কঠিন। নদীর উভয় তীরেই বিস্তৃত শাল ও সেগুনের বন। ঐ বন হইতে ভারতে কাষ্ঠাদি আনীত হয়। এই নদীর জলে ধান্যক্ষেত্রের বিশেষ উর্ব্বরতা সাধিত হইয়া থাকে।

পেঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Cynometra polyandra)।

পেঙ্গুইন্, স্বনামখ্যাত জলচর পক্ষিজাতি বিশেষ (Penguin)। ইহাদের আকৃতি হংসের ন্যায়। দক্ষিণসমুদ্রের নীহার ও বরফাবৃত নিভৃত স্থানে ইহাদের বাস। সমুদ্রজ শম্বুকই ইহাদের একমাত্র আহার। শম্বুক সংগ্রহ করিতে, বিকৃত ও খর্ব্বাগ্র পক্ষসাহায্যে দাঁড়ের ন্যায় বাহিয়া ইহারা সুগভীর সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া শম্বুকাদি উত্তোলন করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের দেহাবরণ লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কোমল, তাহাতে পালথ আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুচ্ছও এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে,—নাই বলিলেই চলে। পদদ্বয় পুচ্ছসংলগ্ন এবং হংসের ন্যায় জোড়া থাকায় ইহারা ভূমিতে বা পর্ব্বতের পাড়ে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারে। গাত্রবর্ণ সর্ব্বত্রই সমান নহে। মস্তক ও স্কন্ধদেশ কৃষ্ণবর্ণ, কণ্ঠ পীত, বক্ষোদেশ ও উদর উজ্জ্বল শ্বেত এবং পৃষ্ঠদেশ নীলাক্ত পাংশুল। ইহারা দলচারী, এক এক দলে ৩০ বা ৪০ সহস্র পক্ষী সৈন্যসজ্জার ন্যায় ঋজুভাবে থাক বাঁধিয়া থাকে। একএকটী বৃদ্ধ পক্ষী প্রায় ছুই হাত লম্বা হয় এবং ওজনে পোনের সেরের কিছু অধিক হইয়া থাকে। তৈল ও মেদে পূর্ণ থাকায় ইহাদের মাংস সুখাদ্য নহে।

পেঙ্গুইন্ ধৃতকারী শিকারীদল একব্যক্তির কোমরে শিকল বাঁধিয়া, তাহাকে পক্ষিপরিবৃত পর্ব্বতগাত্রে নামাইয়া দেয়, ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছামত পক্ষী ধরিতে পারে।

বিজ্ঞানবিদ্গণ এইজাতিকে Spheniscenæ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে Sphenicus, Eudyptes, Pygoscelès ও Aptenodytes কএকটী থাক আছে। Sphenicus demersusএর চঞ্চু লম্বা ও উপরাগ্রভাগ বক্র ও নিম্ন চঞ্চুপৃষ্ঠ সরু। পদ ও চঞ্চুর বর্ণ কৃষ্ণ। পৃষ্ঠদেশ কাল সাদায় রঞ্জিত, বক্ষোভাগ শ্বেত। আট্লান্টিক ও কুমেরুবৃত্তস্থ সমুদ্র (Antartic seas)-তীর, ফক্‌লণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তমাশা অন্তরীপে ইহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

Eudyptes chrysocome—মাথার ঝুঁট ছোট, রক্তাভ,

পাংশুল, চেপ্টা ও লম্বা, পৃষ্ঠদেশ নীলাভ কৃষ্ণ ও উদরদেশ মখমলের ন্যায় কোমল ও শ্বেত, পাথার উপর কাল, ভিতর শাদা। পদদ্বয় জরদাভ। দক্ষিণসমুদ্রের অক্ষা° ৪৩° ৮´ ৩৮´´ দঃ ও দ্রাঘি° ৫৬° ৫৬´ ৪৯´´ পশ্চিমে লেসন সাহেব এই জাতীয় পক্ষী শিকার করিয়াছিলেন।[১]

Aptenodytes Patachonica—চঞ্চু মস্তকাপেক্ষা বড়, সরু, সরল, অগ্রে বক্র ও নীচের দিকে লাল। মাথা ও গলার পালথ কাল। মাথা ও গলার মধ্যভাগে কাণের দুই পার্শ্ব হইতে কমলানেবুর ন্যায় জরদ্‌পালথবিলম্বিত। পেটের পালথ গুলি সাটি-নের ন্যায় চক্‌চকে শাদা ও মধ্যে মধ্যে জরদ দাগযুক্ত। পদদ্বয় ক্ষুদ্র ও দৃঢ়। ইহারা দাঁড়াইলে প্রায় ৩ ফিট্‌ উচ্চ হয়। মেগেলন প্রণালী, ফক্‌লণ্ড দ্বীপ ও কুমেরু সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলীতে এই জাতীয়ের বাস[২]। পাপুয়া, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে Pygosceles শাথার পক্ষিজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-সমুদ্রের পেঙ্গুইন্‌ ও উত্তরসমুদ্রের অক্‌ (Auk) নামক পক্ষী প্রায় একরূপ, তবে চঞ্চু, পদদ্বয় ও অবয়বে কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়।

পেচক (পুং) পচতি পচ্যতে বা পচ-(পচিমচ্যোরিচচ। উণ্‌ ৫।৩৭) ইতি বুন্‌, উপধায়া অত ইত্বং। পক্ষিবিশেষ, চলিত পেঁচা। পর্য্যায়—উলূক, বয়সারাতি, শক্রাখ্য, নিবান্ধ, বক্রনাসিক, হরিনেত্র, দিবাভীত, নখাশী, পীয়ু, ঘর্ঘর, কাকভীরু, নক্তচারী। (ত্রিকা°।) নিশাচর, কৌশিক, রূপনাশন, পেচ, রক্তনাসিক, ভীরুক। (শব্দরত্না°) ২ করিপুচ্ছমূলোপান্ত। ৩ গুদাচ্ছাদক-মাংসপিণ্ডবিশেষ। ৪ পর্য্যঙ্ক। ৫ যূক। ৬ মেঘ।

'পেচকো গজলাঙ্গূলমূলোপান্তে চ কৌশিকে।' (মেদিনী)

স্বনাম-খ্যাত পক্ষিজাতিভেদ। চলিত—পেঁচা। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে আউল (Owl) বলে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ দুইপ্রকার পেচক প্রসিদ্ধ—লক্ষ্মীপেচা ও কালপেচা। কাল-পেচাগুলি আকৃতিতে বড়। লক্ষ্মীপেচা ক্ষুদ্রাকার ও গায় জরদাভ বিন্দুযুক্ত। ইহারা নিশাচর, ইহাদের নিশায় চক্ষু উজ্জ্বল হয়, এই কারণ রাত্রিতে ইহারা বেড়াইয়া ইন্দুরাদি ধরিয়া খায়। দিবাভাগে ইহারা কোটরের বাহির হয় না। একবার বাহিরে দেখিলেই কাকে তাড়াইয়া ঠোক্‌রাইতে থাকে।[৩] ইহাদের গাত্র পালথে আবৃত, মুখদেশ চক্রাকার। চক্ষু দুইটী মানবজাতির ন্যায় সম্মুখে বসান। নাসা-সম্বলিত চঞ্চুটী মনুষ্যের নাকের সমান। পদদ্বয় শিকারী পক্ষীর ন্যায়, চারি অঙ্গুলাগ্রেই তীক্ষ্ণধার নখ আছে, তদ্দ্বারা তাহারা রাত্র্যন্ধকারেই শীকার ধরিতে সমর্থ হয়। ইহা-দের দৃষ্টি যেরূপ তীব্র, শ্রবণশক্তিও তেমনি সূক্ষ্ম। ইন্দুরাদি নিম্নে নড়িলেই ইহারা শুনিতে পায়। য়েরেল (Mr. Yarrell) সাহেব লিখিয়াছেন,—গোলাকার মুখকেন্দ্রের মধ্যস্থলে সুচিক্কণ পক্ষ্মগহ্বরে চক্ষু দুইটী ন্যস্ত থাকায় চক্ষুগোলকে আলোকরশ্মি-সঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্যই ইহারা দূরে বিচরণশীল ইন্দুরাদিকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। ইহাদের ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদশক্তি প্রায় অন্যান্য শিকারী পক্ষীর ন্যায়।

পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ পেচকজাতিকে (Strigidæ) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য শিকারী পক্ষীর ন্যায় ইহাদেরও থাক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফরাসী পক্ষিবিদ্‌গণ পেচকের (Chats-Huants) দুইটী থাক কল্পনা করেন;—১ দিবাচারী তীক্ষ্ণদৃষ্টি শিকারলোলুপ পেচক (Accipitrine owl) ও নিশাচর, যাহারা রাত্র্যন্ধকারেই শিকার করে, আদৌ দিবাভাগে বহির্গত হয় না (Nocturnal owls)। প্রথমভাগে *Strix Lapponica*, *S. Nyctea*, *S. Uralensis* ও *S. funerea* এবং দ্বিতীয় ভাগে *S. nebulosa*, *S. Aluco*, *S. flammea*, *S. passerina*, *S. Tengmalmi* ও *S. Acadica* নামে কএকটী ভিন্ন জাতীয় পেচক অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

যাহাদের মস্তকোপরি পশুশৃঙ্গের ন্যায় ঝোটন দেখা যায়, পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদিগকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়াছেন। আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য অবলম্বনে পেচকজাতির Strix brachy-otus, S. Bubo, S. Otus ও S. scops প্রভৃতি আরও কএকটী জাতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সোয়েন্সন্‌ (Mr. Swainson) সাহেব পেচকজাতিকে তিনটী বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন;—১ Typical group—বৃহৎকর্ণ, ২ Sub-typical ক্ষুদ্র কর্ণ, ও ৩ Aberrant—ক্ষুদ্র মস্তক ও ক্ষুদ্র পুচ্ছ, (পদদ্বয় লোমদ্বারা আচ্ছাদিত)।

গ্রেসাহেব (Mr. G. R. Gray) নিশাচর পেচকদিগকে (*Accipetres Nocturni*) *Surninæ*, *Buboninæ*, *Ululinæ* ও *Strigidæ*, নামক চারিটী উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উক্ত উপবিভাগ মধ্যে আরও বিভিন্ন জাতীয়ের, নিদর্শন পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় পেচকজাতির বাস আছে। গ্রীষ্মের সময় সুদূর সুমেরু ও কুমেরুবৃত্তস্থিত দ্বীপসমূহে ইহাদের অভ্যু-দয় হয়। প্রবল শীতের সময় বিক্টোরিয়া বন্দরে বহু শত পেচক

(১) M. Lesson কৃত *Zoologie de la Coquille* নামক গ্রন্থে ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে।

(২) Mr. Weddell-লিখিত Voyage to the South Pole নামক পুস্তকে এই জাতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(৩) পেচক তস্করের ন্যায় রাত্রিতে বহির্গত হয়। দুষ্ট কুচরিত্র ব্যক্তিগণ দিবাভাগে পুলিসের ভয়ে বহির্গত হইয়া রাত্রিতেই বাবুগিরি করিয়া থাকে অথবা যাহারা দিনে নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া রাত্রিকালে বাবু সাজে, তাহাদিগকে 'পেচক' বলিয়া শ্লেষ করা হয়।

দেখা গিয়াছিল। জেম্স্‌রোজ নামা জনৈক পরিদর্শক লিখিয়াছেন যে, ঐ শীতের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শরৎকালে পেচকগণ এখানে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল। মেগেলন-প্রণালীস্থিত ফেমিন্ বন্দরেও (*S. Rufipes* ও *S. nana*) পেচকজাতির গমনাগমন হইয়া থাকে। এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে নানা জাতীয় পেচকের বাস দেখা যায়।

ইহারা সাধারণতঃ পক্ষী ও চতুষ্পদাদি জন্তুর মাংসে উদর পূরণ করে। *S. nyctea* ও *S. flammea* শ্রেণীর পক্ষী কেবল মৎস্যাদি খাইয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ-শৃঙ্গ (Large-horned) পেচকগণ খরগোস, তিতির, বনকুক্কুট ও পেরুজাতীয় পক্ষী ধরিয়া খায়। ইন্দুর, ছুঁচা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী, সর্প, রুই, চিংড়া, কাঁকড়া প্রভৃতিও ক্ষুদ্রাকার পেচকের খাদ্য।

ক্ষুদ্রকর্ণ পেচকগণ (Short eared—*Strix brachyotus*) কেবলমাত্র বাহুড় আহার জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

Strix flammea—শ্বেত-পেচক, গাত্রবর্ণ বিভিন্নতায় ইংরাজীতে Barn, white, church, Gillihowlet, Howlet, Madge-howlet, Madge, Hissing ও Screech পেচক প্রভৃতি এবং ফরাসী Pelit chathuant Plombe, ইতালী Barbagianni, জর্ম্মণি Scheleierkauz, perl Elue, নেদারলণ্ড De kerkuil, ওয়েলস্ Dyiluan wen নাম আছে। ইহারা লম্বে প্রায় ১৩ ইঞ্চ। পক্ষী অপেক্ষা পক্ষিণীদিগের বর্ণ উজ্জ্বল। শাবকগণ শ্বেতপক্ষমণ্ডিত হইয়া অনেক দিন কুলায় থাকে। প্রথম পালক গজাইতে কিঞ্চিৎ দেরী হয়। পরবর্ত্তী শরতে তাহারা পক্ষত্যাগ করে। পুরাতন বাটী, গির্জ্জার চূড়া ও গ্রামের সমীপবর্ত্তী বৃক্ষ কোটরাদিতে ইহারা বাসা করে ও ডিম্ পাড়ে। ইহাদের নীড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। পক্ষিণী ৩টী বা ৪টী অণ্ড প্রসব করে। Ivy নামক পেচকের ডিম্বাপেক্ষা ইহাদের ডিম্ব ক্ষুদ্র; কিন্তু অপেক্ষাকৃত গোলাকার।[১] ইহারা হাড়, মাংস, পালখ ও লোম একত্র গিলিয়া খায়। পরে হাড় পালখাদি উদ্গার করে। অন্যান্য পালিত পক্ষীর সঙ্গে ইহারা মিলিয়া থাকে এবং কুকুরের ন্যায় ইহারা খাদ্য লুকাইয়া রাখে।

উরাল পর্ব্বতে যে পেচক (Surnia Uralensis) দেখা যায়, তাহাদের মুখ শাদা ও বড়, পক্ষ অপেক্ষা পুচ্ছ লম্বা, পুচ্ছে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাগ আছে। ইহারা প্রায় দুই ফিট লম্বা হয়, তন্মধ্যে পুচ্ছ প্রায় ১০ ইঞ্চ। ইহারা বিড়াল ও টার্মিগণ পক্ষী-পর্য্যন্ত ধরিয়া খায়। Surnia funerea বা শিকরে-পেচক উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, লম্বে প্রায় ২৫ ইঞ্চ। পক্ষিণীগুলি পক্ষী অপেক্ষা আকারে বড় হয়। শাবকগুলি বাসা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উজ্জ্বল ধূসরবর্ণের পালকে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন Strix pesserina, S. badia (যবদ্বীপের 'বোবোবিবি'), S. capensis, Athene Capensis, Otus Capensis ও Noctua Boobook নামে কয়টী স্বতন্ত্র পেচকজাতি দেখা যায়।

শৃঙ্গের ন্যায় ঝোঁটনযুক্ত পেচকগণ 'Bubo' শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে B. maximus ও B. Varginianus নামে দুইটী থাক আছে। প্রথমোক্ত জাতির শৃঙ্গ ও আকৃতি শেষোক্ত অপেক্ষা অনেক বড়। ইংরাজি Great or eagle owl, ইতালী Gufo grande, ফরাসী Le Hibou, Grand Duc, জর্ম্মাণ Grosse ohreula, অষ্ট্রিয়া Buhu এবং বৈজ্ঞানিক Strix Bubo প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগশাবক, খরগোস, ছুঁচা, ইন্দুর, পক্ষী, ভেক, সরীসৃপ ও পতঙ্গাদি ইহাদের আহার। পর্ব্বতের ফাটাল, পুরাতন দুর্গ বা ধ্বংসাদিতে ইহারা নীড় বাঁধে। পক্ষিণী ২, ৩ অথবা ৪টী ডিম্ব পাড়ে। ডিম্বগুলি দেখিতে প্রায় মুরগীর ডিমের ন্যায়। যখন ছানাগুলি কুলায়ে থাকিয়া ইচ্ছা মত খাইতে পারে, ঐ সময়ে তাহাদের গর্ভিণী আধার যোগায়।[২] অগষ্টমাসের শেষে শাবকগণ নিজেই খুটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের পায়ে ঘেঁকশিয়াল বাঁধিয়া দিয়া উড়িতে দেখা গিয়াছে। B. Varginianus বা ভার্জিনিয়াস্ শৃঙ্গযুক্তপেচক আমেরিকার নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের স্বভাব প্রায় পূর্ব্বোক্তের ন্যায়, তবে আকারে কিছু ক্ষুদ্র। চঞ্চুর অগ্র হইতে পুচ্ছাগ্র পর্য্যন্ত ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬ ইঞ্চ।

পেচকিন্ (পুং) পেচকোঽস্যাস্তীতি পেচক-ইনি। হস্তী। (শব্দরত্না°)

পেচিল (পুং) পচ-বাহুলকাৎ ইলচ্, অত ইচ্চ। হস্তী। (ত্রিকা°)

পেচু (স্ত্রী) পচ্যতে ইতি পচ-উন্, অত-ইত্বঞ্চ। পেচুলী, শাকভেদ। (ত্রিকা°)

পেচুলী [নী] (স্ত্রী) পচ্যতে ইতি পচ-উলচ্, অত ইত্বং, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শাকভেদ, কচুশাক।

'কেচুকং পেচুলী পেচু নাড়ীচো বিশ্বরোচনঃ।' (ত্রিকা°)

(১) Mr. Blyth লিখিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে একটী নীড়ে দুইটী মাত্র ডিম্ব দেখা যায়, তা দিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুইটী ডিম পাড়ে। ঐ ডিম্বদ্বয় পূর্ব্বোক্ত ডিম্বের ছানা ফুটিবার পরে ফুটে, সেই সঙ্গে আবার তৃতীয়বার দুইটী ডিম্ব পাড়ে। একত্র ঐ ছয়টী ছানা ফুটিয়া বড় হইতে প্রায় শীতকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। (Field Naturalist's Magazine, Vol I.)

২ M. Cronstadt পর্ব্বত হইতে এই পক্ষিশাবক আনিয়া তাহার ইতিবৃত্ত প্রকটিত করেন। (Eng. Cyclo. Nat. Hist. Vol. I. p 975.)

পেট (পুং) পেটতীতি পিট-অচ্। ১ প্রহস্ত। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সংহিতাকারক। (স্ত্রী) ৩ পেটক।

পেটআটন (দেশজ) মলরোধ, উপযুক্ত মলত্যাগ না হওয়া।

পেটক (পুং) পেটতীতি পিট-ণ্বুল। পেটরা। বংশ বা বেত্রাদি-নির্ম্মিত বাক্স। চলিত—পেড়া। পর্য্যায়—পিটক, পেড়া, মঞ্জুষা। ২ সমূহ।

পেটকামড়ানী (দেশজ) আমাশয় জন্য পেটবেদনা।

পেটক্কা (দেশজ) পেটুক, অপরিমিতভোজী।

পেটখসা (দেশজ) গর্ভস্রাব।

পেটখোঁচন (দেশজ) পেটকামড়ানী।

পেটচলা (দেশজ) আমাশয়, অজীর্ণ।

পেটজ্বালা (দেশজ) আমাশয়াদি জন্য পেটের মধ্যে জ্বালা।

পেটডাকন (দেশজ) পেটের মধ্যে শব্দ।

পেটধরণ (দেশজ) মলত্যাগ না হওয়া, পেটআটা।

পেটন (দেশজ) পেটা, হাতুড়ি দিয়া ঘা-মারা।

পেটনরম (পারসী) বারংবার মলত্যাগ হওয়া।

পেটপোড়া (দেশজ) ঔষধভেদ। স্ত্রীলোকদিগের এই ঔষধ সেবনে গর্ভ হয় না।

পেটফাঁপন (দেশজ) উদরস্ফীতি।

পেটব্যথা (দেশজ) পেট কামড়ান।

পেটভরা (দেশজ) উদরপরিপূর্ণ।

পেটভাঙ্গা (দেশজ) পেটের অসুখ।

পেটরোগা (দেশজ) অজীর্ণরোগী।

পেটশূল (দেশজ) পেটকামড়ান রোগভেদ।

পেটসর্ব্বস্ব (দেশজ) পেটুক।

পেটা (দেশজ) আঘাত করা।

পেটাও (দেশজ) যাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে।

পেটাক (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পেটক। (ভর° দ্বি°)

পেটারা (দেশজ) পিটক, পোটমেণ্ট।

পেটারী (দেশজ) গুল্মভেদ।

পেটাল (দেশজ) বৃহৎ।

পেটিকা (স্ত্রী) পিটতীতি পিট-ণ্বুল্ কাপি অত ইত্বং। বৃক্ষ-বিশেষ, চলিত—পেটারিগাছ। পর্য্যায়—কুবেরাক্ষী, কুলিঙ্গাক্ষী, কৃষ্ণবৃন্তিকা। (রত্নমালা)

"পেটিকা মূললেপাচ্চ যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি।" (চক্রপাণিস°)

পেটী (ত্রি) পেট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পেটক।

পেটী (দেশজ) ১ মাছের পেটী। ২ কোমরবন্দ।

পেটীয়াপাড়ন (দেশজ) স্ত্রীলোকদিগের কেশবিন্যাসভেদ।

পেটুক (দেশজ) ঔদরিক, উদর-সর্ব্বস্ব।

পেটুকামী (দেশজ) পেটুকের কার্য্য।

পেটুয়া (দেশজ) ১ বৃহদ্ উদরযুক্ত। ২ পেটুক।

পেট্যা (দেশজ) স্ত্রীলোকদিগের কেশগুচ্ছ।

পেট্যাল (দেশজ) সুদক্ষ কর্ম্মচারী।

পেঠাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। সর্দ্দারগণ বরোদার গাইকোবাড়কে বাৎসরিক ৮৬৩০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অন্‌হলবাড়াপত্তনের যে হিন্দুরাজপুতবংশকে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ হতগর্ব্ব করিয়াছিলেন, এখানকার সামন্তগণ সেই প্রাচীন রাজপুতবংশ-সম্ভূত। উক্ত বংশের শেষরাজা নিজ পুত্র শ্রীরামসিংহকে (সারঙ্গ দেব) কালোল নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী কএকখানি গ্রাম দান করেন। ঐ ব্যক্তি হইতে ১০ম পুরুষে হেরুতাজিনামা কোন ব্যক্তি ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে নিজ মাতুল পিঠাজী গুহিলকে হত্যাপূর্ব্বক তদ্রাজ্য পেঠাপুর অধিকার করিয়া লন। মহীকান্থার অধিষ্ঠান হইতে এই বংশীয় সর্দ্দারগণ অর্দ্ধস্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর গম্ভীর সিংহ তাঁহার পিতা হিম্মৎসিংহের পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু রাজা নাবালক বলিয়া গবর্মেণ্ট রাজ্য পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ইহারা বাঘেলাবংশীয় রাজপুত। ইহাদের দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা নাই, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর ও সর্দ্দারের বাসভূমি। অক্ষা° ২৩°১৩´১০´´ উঃ দ্রাঘি° ৭২°৩৩´৩০´´ পূঃ। শাবরমতী নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এখানে একপ্রকার রঙ্গিন কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণতঃ শ্যামরাজ্যেই প্রেরিত হইয়া থাকে।

পেড্ড ভট্ট, টীকাকার মল্লিনাথের নামান্তর।

পেড্ডন আচার্য্য, পঞ্চরাত্রদীপিকাপ্রণেতা।

পেড়াগাঁও, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শ্রীগোণ্ড হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে ভীমানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। এই নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধি আর নাই, তাহা এখন প্রায় ধ্বংসাবশেষেই পরিণত হইয়াছে। এখানে হেমাড় পন্থীদিগের বলেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, মল্লিকার্জ্জুন ও রামেশ্বর নামে চারিটী দেবালয় আছে। সকলগুলিই ভগ্নাবস্থাপন্ন,—কাহারও মণ্ডপ কাহারও পীঠস্থান এবং নানা শিল্পকার্য্যযুক্ত স্তম্ভ দেউলাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই নগরে মোগল-সৈন্যের প্রধান আড্ডা এবং রসদখানা, বারুদখানা ও গোলাগুলি প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের মোগলশাসনকর্ত্তা খাঁ-জহান্ ১৬৭২

খৃষ্টাব্দে শিবাজীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া এখানে ছাউনী করেন এবং তৎপরে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভীমানদী হইতে নগর মধ্যে জলানয়নের জন্য তিনি একটী খাল কাটাইয়া দেন। নদী হইতে জল উঠাইবার জন্য হস্তিদ্বারা চক্রযোগে জলটানা হইত। ঐ হস্তিগৃহ ও কলগৃহ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। খাঁ-জহান্ এই নগরকে বাহাদুরগড় নামে অভিহিত করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁ পেড়গাঁওর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।[১] ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর দুর্গ পেশবার হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই নগর পেশবা-ভ্রাতা সদাশিবরাওর করকবলিত হয়। তদবধি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা মহারাষ্ট্র-অধিকারে ছিল।[২]

পেড়া (স্ত্রী) পেটা-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মঞ্জুষা, মহাপেটিকা। (অমর) (দিব্যাবদান ২৫১।৪)

পেড়া (দেশজ) ক্ষীরের সন্দেশ।

পেড়ান (দেশজ) ফেলান। নিংড়ান।

পেঢ়াল (পুং) অবসর্পিণীর জিনোত্তমভেদ। (হেম)

পেণ, গতি। ২ পেষণ। ৩ শ্লেষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° শ্লেষ-অর্থে অক° সেট্। লট্ পেণতি। লোট্ পেণতু। লিট্ পিপেণ। লুঙ্ অপেণীৎ। ণিচ্ পেণয়তি। লুঙ্ অপিপেণৎ।

পেতনা (দেশজ) ১ অপরিষ্কার, নোংরা। উপদেবতাভেদ।

পেতনী (দেশজ) ১ প্রেতযোনিবিশেষ। ২ অপরিষ্কার।

পেতিয়া (দেশজ) বংশনির্ম্মিত আধারভেদ। একপ্রকার ঝুড়ি।

পেতিয়ান (দেশজ) অবলম্ব, আধার, যাহাতে বাক্সাদি রাখা যায়।

পেতলাদ, বরোদারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। পেতলাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫০´ পূঃ। এখানে তামাকু ও বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

পেতেনিক, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন রাজবংশ। আহ্মদনগরের উত্তর পূর্ব্বে পৈঠাননগরে ইহারা ২৫০ খৃঃ পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারা ভোজরাজগণের সমসাময়িক।

পেত্ব (ক্লী) পীয়তে ইতি পা-পানে (অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্তে। উণ্ ৪।১০৫) ইতি ইত্বন্। ১ অমৃত। ২ ঘৃত। (উজ্জ্বল) (পুং) ৩ পতনশীল পশু, ছাগ।

"সাবিত্রো বারুণঃ কৃষ্ণ একশতিপাৎ পেত্বঃ।" (শুক্লযজু° ২৯।৫৮)

'পেত্বঃ পতনশীলো বেগবান্ পশুঃ।' (মহীধর)

(১) Fryer সাহেব লিখিয়াছেন, এখানে ৪০ হাজার অশ্বারোহী মোগল-সৈন্য ছিল। East India & Persia, p. 139, 141.

(২) Grant Duff's Marathas, p. 386.

পেদু (পুং) রাজভেদ। (ঋক্ ১।১১৯।১০)

পেদোপোকা (দেশজ) কীটভেদ। এই কীট অতিশয় দুর্গন্ধ।

পেদন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। মসলীপত্তন নগর হইতে ২।০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানকার অগস্ত্যেশ্বর স্বামীর মন্দিরে ১খানি ১২২০ শকের ও তিনখানি ১২২৫ শকের শিলালিপি আছে।

পেদ্দকল্লেপল্লী (পেদ কুল্ল পল্লী) কৃষ্ণা জেলার একটী প্রাচীন নগর। মসলিপত্তন নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার নাগেশ্বরস্বামীর মন্দির-প্রাকারে রাজা ২য় প্রতাপ-রুদ্রের সময়ে উৎকীর্ণ ১২১৪ শকের ১খানি ও অন্যান্য স্থানে আরও প্রায় ১৪খানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন খানি ১০৭৬শকে উৎকীর্ণ। অপরাপরগুলি প্রায় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শকাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পেদ্দকাঞ্চরলা, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। বিন্নুকোণ্ড হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার ভীমেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে ১০৭১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচায়ক আরও দুইটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে।

পেদ্দকানাল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণূল জেলায় অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইহার অপর একটী নাম 'কৃষ্ণরায়সমুদ্র' নন্দ্যাল হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। বিজয়নগরাধিপ সদাশিবের রাজত্বকালে মন্দিরের ব্যয়ভারনির্ব্বাহার্থ দানজ্ঞাপক চেন্নকেশবস্বামীর মন্দিরে ১৪৮১ শকে ও বিট্টপস্বামীর মন্দিরে ১৪৬৯ শকে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

পেদ্দগার্লপাড়ু, কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। দাচেপল্লী হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে একটী বিচিত্র শিল্পকার্য্যযুক্ত প্রাচীন মন্দির আছে, শিলালিপি হইতে উহার পুনঃ সংস্কারকাল ১৬৯৫শক জানা যায়। কএকটী বীরকীর্ত্তি ও নাগকীর্ত্তি ছাড়া, এখানে আরও শিলালিপি ও দুইটী অতি প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পেদ্দচেরুকূরু, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বাগটলা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ত্রিবিক্রমস্বামীর মন্দিরের গরুড়স্তম্ভের উপর দুইখানি শিলালিপি ও তাহার সন্নিকটে আরও কএকখানি শিলাফলক নয়ন গোচর হয়। ঐ গ্রামবাসী জনৈক ব্যক্তির নিকট আরও তিনখানি তাম্রফলক আছে, উহা যথাক্রমে বিষ্ণুবর্দ্ধন-মহারাজ মল্লিদেব ও বেমরাজের প্রদত্ত।

পেদ্দতিপ্প-সমুদ্রম্, (তিপ্পসমুদ্র) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়প্পা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মদনপল্লী হইতে ১১ ক্রোশ

উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার কএকটী প্রাচীন মন্দির ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে শিলালিপি আছে।

পেদ্দপল্লী, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, রেপল্লী হইতে ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও নিজামপত্তন হইতে ২ ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এখানে সমুদ্রতীরে চড়া পড়ায় নগরের তীরবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে, এই বন্দরেই ইংরাজ-বণিকগণ সর্ব্বপ্রথমে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে কুঠীস্থাপন হইতেই এই স্থান পেট্টপোলী নামে পরিচিত হয়। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় কুঠীর কার্য্য চলে মধ্যে দুএকবার বন্ধ হইয়াছিল মাত্র। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে নিজাম কর্ত্তৃক এই স্থান ফরাসীহস্তে সমর্পিত হয়, পরে নিজাম সলাবৎ জঙ্গ এই নগর নিজামপত্তন-সরকারের অন্তর্ভুক্ত ইংরাজদিগকে দান করেন।

পেদ্দপাড়ু, গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। ইলোরা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার সোমেশ্বর মন্দিরের কল্যাণমণ্ডপে ১১৪০ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মণ্ডপনির্ম্মাতার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে।

পেদ্দ বেগী (বেগী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইলোরা হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। বেঙ্গীর তৈলঙ্গ রাজদিগের এখানে রাজধানী ছিল। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ কর্ত্তৃক এইরাজগণ পরাজিত ও উৎসাদিত হয়। তাম্রশাসনপাঠে জানা যায় যে, চালুক্যদিগের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে এখানে শালঙ্কায়নবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন।[১] বেঙ্গীরাজ্য দক্ষিণ ভারতের একটী প্রাচীনতম রাজ্য। পল্লববংশীয় নরপতিগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজগণের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে।[২] সম্ভবতঃ চালুক্য কর্ত্তৃক বেঙ্গী-বিজয়ের পরই কাঞ্চীপুরে পল্লবগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই পেদ্দ বেগীর নিকটবর্ত্তী চিন্নবেগী ও ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দেণ্ডলুরু নামক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহার প্রাচীনত্ব কল্পনা করা যায়। প্রবাদ, মুসলমান-রাজগণ বেগী ও দেণ্ডলুরুর ধ্বংসাবশেষ হইতে ইলোরা-দুর্গ নির্ম্মান করেন।

পেদ্দহল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে বহুতর প্রাচীনকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় নদীর মধ্যস্থলে রঙ্গস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

(১) Indian Antiquary, Vol. V. p. 177 টলেমী এই রাজবংশের উল্লেখ না করায়, বুর্ণেল সাহেব তাঁহাদের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে অনুমান করেন।

(২) Burnell's S. Ind. Palæography, p. 15.

পেদ্দাপুর, গোদাবরী জেলার পেদ্দাপুর তালুকের সদর। অক্ষা° ১৭°৪′৫৫″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২°১০′৩৫″ পূঃ। রাজমহেন্দ্রী হইতে ১২॥০ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। এখানে মৃত্তিকা ও প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার অভ্যন্তরভাগস্থ গৃহাদিতে কারুকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠশিল্পনৈপুণ্য আছে।

পেদ্দ বিজয়রাম, বিশাখপত্তন জেলার বিজয়নগরের অধিপতি। ১৭১০ খৃঃ অব্দে রাজ্যারোহণ করিয়া, ১৭১২ খৃঃ অব্দে পোৎনুর হইতে স্বীয় রাজধানী বিজয়নগরে উঠাইয়া আনেন ও স্বনামে নগরীর নামকরণ করেন। বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে তিনি স্বরাজ্যে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি চিকাকোলের ফৌজদার জাফর-আলিখাঁর সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন, পরে ফরাসী-সেনানী বুসির সহিত পরিচিত হওয়ায়, এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন। বুসির সাহায্যে তিনি ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে বোবিলির শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আপনার বৈরতার প্রতিশোধ লয়েন। তাঁহার এই বিজয়খ্যাতি বহুদূরব্যাপী হয় নাই। যুদ্ধাবসানের তৃতীয় রাত্রিতেই তিনি গুপ্ত শত্রুহস্তে নিজ শিবির মধ্যে নিহত হইয়াছিলেন। [বিজয়নগর দেখ।]

পেনগঙ্গা (বেণগঙ্গা) বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বুল্‌দানা জেলার পশ্চিমবর্ত্তী দেবলঘাট পর্ব্বতের অপর পার হইতে উদ্ভূত। মাহুরের নিকট ইহার উত্তরমুখী গতি হইয়া পরে পূর্ব্বদিকে বেঁকিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, জামদগ্ন্য পরশুরাম এইস্থানে শরচালনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য স্রোতের এই বক্রগতি হইয়াছে। এই স্থানটী সাধারণের নিকট পবিত্র ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত। এখানকার জলের প্রপাতগুলি সহস্রকুণ্ড নামে খ্যাত এবং নদীস্রোতও 'বাঁধগঙ্গা' নামে প্রবাহিত। নানা বন, অধিত্যকা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া জগাদনগরের নিকটে (অক্ষা° ১৯°৫৩′৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ১১′৩০″ পূঃ) বর্দ্ধা নদীতে মিলিত হইয়াছে। অরান ও অর্ণা নামে ইহার দুইটী শাখা আছে।

পেন্নুগোণ্ডা, গোদাবরীজেলার তনুকু তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সদর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে তিনটী সুপ্রাচীন মন্দির ব্যতীত বসবিকন্যকার আর একটী মন্দির আছে। কন্যকাপুরাণ নামক ক্ষুদ্রকাব্যে উক্ত মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পেন্তাকোট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তনজেলায় সর্ব্বসিদ্ধি তালুকের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে লবণের ও অন্যান্য দ্রব্যের কারবার আছে। জাহাজাদিতে মালবোঝাই করিবার সময় নদীমুখ বন্দ করিয়া দেওয়া হয়।

পেন্দ্রব, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার উত্তরভাগস্থিত একটী

সামন্ত রাজ্য। বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৮৫ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারেরা রাজগোঁড়বংশীয়। শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে ইহারা এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২ উক্ত রাজ্যের সদর। অক্ষা° ২২°৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° পূঃ। বিলাসপুর হইতে রেবা যাইবার পথে অবস্থিত। এই স্থান একারণে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িয়াছে। একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

পেন্ধাৎ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। জোখৈয়ার পবিত্রক্ষেত্রে মহামেলা উপলক্ষে ধার্ম্মিকগণের সমাগমের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। সন্তান-লাভাশায় শত শত বন্ধ্যানারী এখানে আসিয়া থাকে।

পেন্ধারা, কর্ণাটকবাসী তৃণবিক্রয়ী জাতিবিশেষ। ঘাস কাটিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের কার্য্য ও একমাত্র উপজীবিকা। এই জন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে।[১] ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং আপনাদিগকে সুন্নি শাখার হানিফি সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা দলে দলে ভারতের অধিকাংশ স্থলে ছড়াইয়া পড়ে এবং দস্যুবৃত্তি, অনাচার অত্যাচার প্রভৃতিতে ভূষিত হইয়া গৃহাদি দগ্ধ ও নানা যন্ত্রণা দিয়া গ্রামবাসীকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল। ইহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই লম্বা, সুদৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। হিন্দুস্থানী, মালবী ও মরাঠীই ইহাদের গ্রাম্যভাষা। বেশভূষা নিতান্ত মন্দ নহে, ইহারা কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমশীল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ও স্বভাবতঃই অপরিষ্কার।

স্বজাতির মধ্যেই ইহারা বিবাহাদি করে। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিতে ইহারা কাজীর আশ্রয় লয়। কিন্তু অন্যান্য কাজে একজনকে জমাদার বা মোড়োল স্থির করিয়া মীমাংসা করিয়া থাকে। মুসলমান হইতে ইহাদের পার্থক্য এই যে ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং হিন্দু দেবদেবীর পূজা ও পর্ব্বোপলক্ষে উপবাসাদি করে। যল্লমাদেবীর প্রতি ইহাদের বেশ ভক্তি আছে। নানা জাতির মিশ্রণে এই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি।

পেন্ধারি, কর্ণাটকবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। স্থানবিশেষে 'পেন্ধারা' নামেও খ্যাত। [পেন্ধারা দেখ।] নানা জাতি হইতে এই সঙ্কীর্ণ জাতির উৎপত্তি। ইতিহাসে ইহারাই 'পিণ্ডারি' নামে পরিচিত। পেন্ধারির মধ্যে কেহ কেহ বলে যে অতিশয় মদ্যপায়ী বলিয়াই ইহাদের এই নাম হইয়াছে।[২]

এক সময় সমস্ত মধ্যভারত এই দুর্দ্দান্ত দস্যুজাতির উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। পেন্ধারির অত্যাচার, দেশলুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি আজও ভারতবাসী অতি ভয়ের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম 'পুণাপ্পা পিণ্ডারীর' নাম শুনা যায়।* এই পেন্ধারি-সর্দ্দার জুলফিকার প্রভৃতি অরঙ্গজেবের সেনাপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, এই দস্যুসর্দ্দার শাহজীর রাজ্যকালে কর্ণাটক লুণ্ঠন করিয়া বেল্লুর অধিকার করিয়াছিল। এই সময় হইতেই সামান্য দস্যুবৃত্তি হইতে ক্রমে তাহারা মহারাষ্ট্র রাজসরকারে সৈনিক বৃত্তি লাভ করিয়া পরে বিষম অত্যাচারী ও নিদারুণ প্রজাপীড়ক হইয়া উঠে। যে সময়ে মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময় পেন্ধারিগণ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং পাণিপথের যুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে চিঙ্গলী ও হুল সওয়ার নামে দুইজন পেন্ধারি-সর্দ্দার ১৫০০০ অশ্বারোহীর সহিত উপস্থিত ছিল।

পুণাপ্পা হইতেই এই দস্যুসম্প্রদায় এক প্রকার দলবদ্ধ ও রীতিমত মিলিত এবং 'দর্‌রা' বা এক একটী নিয়মিত দলে বিভক্ত হয়। পাণিপথের যুদ্ধের পর হইতে মালবের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হীরু ও বারণ নামে দুইজন সর্দ্দারের অত্যাচারের কথা শুনা যায়। উভয়ের পুত্রগণও পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তবে কোন সম্রান্তজাতির ন্যায় পুরুষানুক্রমে কেহ সর্দ্দার হইতে পারিত না। ইহাদের মধ্যে যে বেশী চতুর, বেশী বুদ্ধিমান, বলশালী ও দস্যুতায় সিদ্ধহস্ত, এইরূপ লোকই প্রায় সর্দ্দার হইয়া পড়িত।

প্রথমে পেন্ধারিরা কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে কৃষিকর্ম্ম করিত, তবে রাজ্যে অরাজকতা ঘটিলে ও সুবিধা পাইলে সামান্য দস্যুতায় পরাঙ্মুখ হইত না। কোন সম্রান্ত মহারাষ্ট্র এই নিম্ন শ্রেণীর সহিত মিলিত হইতেন না। মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়কালে ইহারা কোন মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারের পশ্চাতে থাকিত, কোন প্রকার বেতন না লইয়া কর্ম্ম করিত। বরং কথা থাকিত, যে ইহারা সর্ব্বদাই সর্দ্দারকে নজর দিবে অর্থাৎ লুণ্ঠনকালে যাহা পাইবে তাহার অংশ দিতে হইবে। মহারাষ্ট্রসর্দ্দারদিগের নিকট প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে ইহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও ভীতিজনক হইয়া পড়িয়াছিল। সহস্র পেন্ধারির মধ্যে অন্ততঃ চারিশত দক্ষ অশ্বারোহী থাকিত। প্রত্যেক অশ্বারোহীর হাতে বংশনির্ম্মিত ৮ হইতে ১২ হাত দীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ বর্শা এবং প্রতি ১৫ জনের মধ্যে একজনের হাতে বন্দুক থাকিত। এতদ্ভিন্ন আর সকলেই প্রায়

(১) স্থানীয় 'পেন্ধ' শব্দে তৃণগুচ্ছ বুঝায়।

(২) Grant's India, Vol. I. p. 746.

* Scott's Ferishta, Vol. I. p. 121.

অশিক্ষিত ও সামান্য বন্যঘোটকে যাইত। ইহারা লুটের দ্রব্য বহন করিত, কেবল চিৎকার করিয়া সাধারণের ভীতিসঞ্চার ও অগ্নিদানাদি কার্য্য করিত এবং চারিদিকে থাকিয়া সংবাদ বলিয়া দিত। এত অশিক্ষিত লোক লইয়াও ইহারা কিরূপে যে দ্রুতবেগে যাইত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষ এই দস্যুদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দেখিয়াছেন, যে সকল দুর্গম প্রদেশে সহজে কোন অশ্বারোহী যাইতে পারে না, সেরূপ পার্ব্বত্যপ্রদেশেও ইহারা অশ্বারোহণপূর্ব্বক একদিনে ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এই ক্ষিপ্রগামিতার কারণ সহজে ইহাদিগকে কেহ ধরিতে পারিত না। এই কারণেই বোধ হয় ইহারা তুকাজীরাও হোলকর ও মাধোজী সিন্দিয়ার সৈন্যদলে গৃহীত হইয়াছিল। উভয়দলের পেন্ধারি সৈন্যগণ যথাক্রমে 'হোলকরসাহী' ও 'সিন্দিয়াসাহী' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

সিন্দিয়াসাহী পিন্ধারিদলের মধ্যে চিতু (সিতু) ও করিম খাঁ নামে দুইজন বিখ্যাত সর্দ্দার ছিল। জাঠকুলে চিতুর জন্ম, দুর্ভিক্ষের সময় এক পিন্ধারি-দলপতি তাহাকে ক্রয় করে এবং তাহারই দররায় চিতু ভাবী জীবনের বৃত্তি শিক্ষা করে। কাল-ক্রমে সেও একজন দলপতি হইয়া পড়িল। দৌলতরাও সিন্দিয়া তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে একটী জায়গীর ও 'নবাব' উপাধি প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে তাহারও উচ্চাশা বর্দ্ধিত হইল ও কএকটী স্থান অধিকার করিয়া প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করিল। তাহার অভ্যুদয়ে সিন্দিয়া পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন এবং উচ্চ-সম্মান দিবার লোভ দেখাইয়া আপনার শিবিরে আনিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। চিতু সিন্দিয়াকে সাতলক্ষ টাকা দিয়া ৪ বর্ষ পরে মুক্তি পাইয়াছিল। মুক্তিলাভ করিয়াই তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জলিয়া উঠিল। চিতু অবিলম্বেই প্রায় ১২০০০ অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া ফেলিল ও সিন্দিয়ার অধিকৃত প্রদেশে দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। অবশেষে সিন্দিয়া ভূপালের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে আরও ৫টী জায়গীর দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। নর্ম্মদার কূলে নিমারে চিতুর গড় ছিল, কিন্তু নিকটবর্ত্তী শতবাস (শতবর্ষ) নামক স্থানেই সে অনেক সময় বাস করিত। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যদি এই চিতুর সঙ্গে উপযুক্ত রাজনীতি ও সমরনীতিকুশল লোক থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষে অশান্তির কারণ হইত সন্দেহ নাই।[১] অবশেষে চিতুর উপর বৃটীশ গবর্মে-ণ্টের দৃষ্টি পড়িল। ইংরাজসৈন্য গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। চিতু প্রাণভয়ে পুত্রপরিজনসহ নিবিড় জঙ্গলে চলিয়া যায়। শেষে ব্যাঘ্রকবলে পতিত হইয়া চিতু প্রাণত্যাগ করে।[১]

পেন্ধারিদিগের অপর প্রধান সর্দ্দার করিম খাঁ জাতিতে রোহিলা। যে সময় নিজাম দৌলতরাও সিন্দিয়ার সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া কর্দলার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, সেই সময় করিম খাঁ সিন্দিয়ার দলে থাকিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয়দ্বারা ভাবী সৌভাগ্যের উপায় করিতেছিল। ভূপালরাজবংশের এক কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই ব্যক্তি ক্রমে বহু অশ্বারোহী, পদাতি ও কতকগুলি কামান সংগ্রহ করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। তাহাতে সিন্দিয়া পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। এমন কি শেষে সিন্দিয়া তাহাকে উচ্চসম্মান প্রদান করিবার লোভ দেখাইয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সুজাহলপুরে তাহার মাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়াই তাহার বিপুল ধনসম্পত্তিসহ কোটার জালিমসিংহের নিকট গিয়া আশ্রয় লাভ করে। অবশেষে করিম ছয় লক্ষ টাকা দিয়া সিন্দিয়ার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল।

করিম নিজ দলের ভিতর আসিয়াই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, চিতুও সেই সঙ্গে যোগ দিল। এবার উভয় সর্দ্দার একত্র হইয়া সিন্দিয়ার যথোচিত অনিষ্টসাধন করিতে লাগিল। এই দুই দল দশেরা (বিজয়া দশমীর) দিন একত্র হইত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৬০০০০।[২] এইরূপে প্রভূত অর্থ ও বল সঞ্চয় করিয়া করিম খাঁ রাঘোজী ভোন্‌সের রাজ্য অধিকার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। চিতুকে রাঘোজী কতকগুলি জায়গীর দেওয়ায় সে করিমের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহাতেই উভয় সর্দ্দারের মনোমালিন্য ঘটে। এই কারণেই উভয়ের অধঃপতন শীঘ্রই সাধিত হয়।

উভয় দলে বিবাদের সময় সিন্দিয়ার সেনাপতি জগুবাপু করিমকে আক্রমণ করেন। চিতুও এই সময়ে গোপনে গোপনে সিন্দিয়াপক্ষে সাহায্য করিয়াছিল। করিম পরাস্ত হইয়া প্রথমে কোটায়, পরে তথায় সুবিধা না হওয়ায় আমীর খাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহন করিল। কিন্তু আমীর খাঁ কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়া হোলকরের হাতে সমর্পণ করিলেন। এই সময় করিমের দল অনেকটা ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে। তিনবর্ষ পরে মুক্তি পাইয়া করিম আপনার অবশিষ্ট দল লইয়া হীরুসর্দ্দারের পুত্র দোস্ত মহম্মদ ও বাসিল মহম্মদের দরায় মিলিত হইল। এই সময়ে চিতুর দলে ১৫০০০, করিম খাঁর দলে ৪০০০ ও দোস্ত ও বাসিল মহম্মদের দলে ৭০০০, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারের 'দরা' ধরিলে পেন্ধারি দস্যুদিগের সংখ্যা প্রায় ৩৪০০০ হইয়াছিল।

(১) Grant's India, Vol. I. p. 477; Prinsep's Transactions in India, 1813-18.

(১) Malcolm's Central India, Vol. I. p. 458.
(২) do. do.

১৮০৯ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পেন্ধারিরা বৃটীশ অধিকারে প্রবেশ করিয়া দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনদ্বারা শত শত গ্রাম ধ্বংস করিতে থাকে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্টও যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে দোস্ত ও বাসিলমহম্মদের দল ধ্বংস করিবার জন্য বড় লাট হেষ্টিংস রেবা ও বুন্দেলখণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে করিম খাঁকে ধরিবার জন্য কর্ণেল মালকোম প্রেরিত হন। তাঁহাদের উদ্যোগে মধ্যভারত হইতে পেন্ধারির অত্যাচার দূর হয়। করিম খাঁ নিরুপায় হইয়া কর্ণেল মালকোমের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ইহাতেও অপর পেন্ধারি দস্যুর অত্যাচার দূর হয় নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৮০০০ পেন্ধারি নর্ম্মদা-পার হইয়া মধ্যে মেজর ফ্রেজরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণাতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে নদী উত্তরণ সুবিধাজনক না হওয়ায় তাহারা পূর্ব্বমুখে গিয়া পথে সমস্ত উর্ব্বর ও বহুজনাকীর্ণ গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন ও বিষম অত্যাচার করিতে থাকে। এ সময়ে গোদাবরী ও বরদাতীরস্থ সমুদায় জনপদই এই দুর্বৃত্তদিগের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল। এবার তাহাদের গতি কেহ রোধ করিতে পারে নাই, প্রভূত ধনরত্ন লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে। এবার সফলকাম হইয়া অতি সত্বরই প্রায় দশ সহস্র পেন্ধারি অশ্বারোহী মসলিপত্তন-সীমায় উপস্থিত হইল; ১১ই মার্চ্চ তাহারা একদিনে ৩৮ মাইল চলিয়া ৯২টী গ্রাম ধ্বংস ও নিরস্ত্র অধিবাসিবৃন্দের নিকট হইতে অতি অল্প সময় মধ্যে যথাসর্ব্বস্ব লইবার জন্য যে কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তৎপরেও এইরূপ অত্যাচার ১১ দিন চলিয়াছিল, এই সময় শত শত গ্রাম বিধ্বস্ত, দগ্ধ ও যথাসর্ব্বস্বহীন হইয়াছিল। শুনা যায়, এই ১২ দিনে দস্যুদিগের হস্তে ১৮২জন অতি কঠোর ভাবে নিহত, ৫০৫ জন আহত এবং ৩৬০৩ জন অতি ঘৃণিতভাবে অত্যাচারপ্রাপ্ত হয়। পথে ইংরাজসৈন্য আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেও তাহারা লুণ্ঠিত বিপুল ধনরত্ন লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিল।

এখন বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য কেবল স্থানে স্থানে রক্ষী সৈন্য না রাখিয়া কি দুরারোহ পর্ব্বত প্রদেশ, কি নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ, যেখানে পিন্ধারি দস্যুর সন্ধান হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তখন মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস বড়লাট, তাঁহার এই কার্য্য দেশহিতকর হইলেও বিলাত হইতে শাসনসভার সভাপতি কানিং তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া উপদেশ পাঠাইলেন, "পেন্ধারিদিগকে নির্ম্মূল করিবার অনিশ্চিত অভিপ্রায়ে সাধারণ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না। এরূপ কার্য্যে অপর দেশীয় রাজগণের সন্দেহের কারণ হইতে পারে ও তাহাতে আমাদের বিপক্ষে শত্রুর দল উঠিতে পারে।" বড় লাটও তাহার যথোচিত উত্তর দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, সেই নিষ্ঠুর দস্যুদিগকে দমন করিতে না পারিলে প্রজার সুখ ও বৃটীশ রাজ্যের প্রভুতা থাকিবে না। বিলাত হইতে অধ্যক্ষগণ তাঁহার সদভিপ্রায় অবগত হইয়া পেন্ধারিদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে অনুমতি করেন। বড়লাট আরল ময়রাও পেন্ধারি-দমনের কঠোর শাসন চালাইয়াছিলেন। তখন পিন্ধারি সর্দারগণ অনেকেই মহারাষ্ট্র সামন্তগণের আশ্রয় লইল। অনেকেই বৃটীশ-হস্তে নিহত হইল। বৃটীশের হস্তে মহারাষ্ট্রজাতির অধঃপতনের সহিত এই পেন্ধারি-দস্যুদলও ক্রমে বিলুপ্ত হয়।* [পেন্ধারা দেখ।]

পেন্নকোণ্ডা (পেন্নুকোণ্ডা) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার পেন্নুকোণ্ডা তালুকের সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ১৪° ৫´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮´ ১০´´ পূঃ। এখানকার গিরিদুর্গ সুন্দর ও সুরক্ষিত। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে, তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমান-হস্তে পরাজিত হইয়া বিজয়নগরাধিপ এই পার্ব্বত্যদুর্গে আশ্রয়লাভ করেন। দুর্গটী দানাদার (granite) প্রস্তরে নির্ম্মিত। ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ, ভাস্করশিল্প ও হিন্দুমুসলমানের জীর্ণমন্দির ও মসজিদের স্মৃতি-চিহ্নগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গন্ধামহল নামক রাজপ্রাসাদটী কালের স্রোতে গতপ্রায় হইলেও আজিও পূর্ব্বকীর্ত্তির গৌরব সূচনা করিতেছে। ইহার ভিত্তিভাগ প্রাচীন হিন্দুশিল্পের পরিচায়ক ও স্থানীয় মহাদেব-মন্দিরের সমকালবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। উপরিতলের গঠন দেখিলেই যেন পরবর্ত্তী মুসলমান-রাজত্বকালে নির্ম্মিত ও তৎকালীন শিল্পে পরিপূর্ণ বোধ হয়। শেরআলীর মস্‌জিদ এখানকার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, এই অট্টালিকা কালপাথরে নির্ম্মিত। ইহার পরেই পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রায় ৬০০ ফিট্ উচ্চে মস্তক তুলিয়াছে। স্থানে স্থানে মস্‌জিদ, মিনার, পান্থশালা, সমাধিমন্দির, চূড়াস্তম্ভ (tower), প্রস্তরস্তম্ভ ও অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নগর মধ্যস্থ দুইটী জৈন-মন্দিরের একটীতে আজিও পূজাদি হইয়া থাকে। দুর্গমধ্যস্থ দুইটী প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর,

* পেন্ধারিগণের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য—Malcolm's Central India, Vol. I. pp. 426-62 ; Prinsep's Military Transactions of India, Beveridge's History of India, Vol. III. 45-53, Grant's Illustrated History of India, Vol. II. p. 476-481, Grant Duff's Mahratha, Vol. II. p. 15, Bombay Gazetteer, Vols XX. 209, XXI. 216, XXII. 430.

সমগ্র ভারতে এরূপ সূক্ষ্মকাজ বিরল। দুর্গের উত্তর-দ্বারের এককোণে হনুমানের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পড়িয়া আছে।(১) এখানে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি দুর্গপ্রান্তে ও কএকখানি গোপাল স্বামী, আঞ্জনেয়, রামস্বামী, কেশবস্বামী ও অবিমুক্তেশ্বর স্বামীর মন্দিরে এবং সত্যভোদরায়ল স্বামীর মঠে একখানি দৃষ্ট হয়। শের সাহেবের মস্‌জিদে ১৪৮৬শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়,—হয় মুসলমান-বিজেতারা মসজিদ-নির্ম্মাণকালে উহা অন্যস্থান হইতে আনিয়াছে, না হয় প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির উপর ঐ মস্‌জিদ স্থাপিত করিয়াছে।

পেন্নার, দক্ষিণভারতে প্রবাহিত দুইটী নদী। প্রাচীন নাম পিনাকিনী। উভয়েই মহিসুর রাজ্যের নন্দীদুর্গ পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে কর্ণাটরাজ্যে প্রবাহিত ও বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। ১ম, নন্দীদুর্গের উত্তরপশ্চিমে চেন্নকেশব পর্ব্বত হইতে উত্তর-পিনাকিনীর উদ্ভব। প্রায় ৩৫৫ মাইল বহিয়া সাগরসঙ্গম হইয়াছে, পাপঘ্নী ও চিত্রাবতী ইহার দুইটী শাখা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহার উপরিস্থ রেলের পুল ভাঙ্গিয়া যায়। মান্দ্রাজ ইরিগেশন কোম্পানির একটী কাটাখাল কৃষ্ণা ও উত্তর-পেন্নারকে মিলিত করিয়াছে। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এই নদীবক্ষে আনিকট নির্ম্মিত হয়। সময় সময় বন্যার জল আনিকট ছাপাইয়া বিস্তর ক্ষতি করে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের বন্যাই উল্লেখযোগ্য। ২য়, দক্ষিণ পিনাকিনীও চেন্নকেশব পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত এবং সেণ্ট-ডেভিদ্-দুর্গের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৫ মাইল। বঙ্গলূর জেলার কৃষিকার্য্যের জন্য ইহার জল পুষ্করিণী মধ্যে পূরিয়া রাখে। হোসকোট নামক পুষ্করিণীর বেড় প্রায় ১০ মাইল।

পেন্নাহোবিলম্ (পেন্নহোব্লাপগ্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গুটি হইতে ১৪ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন মন্দিরে বিজয়নগরাধিপ সদাশিবের রাজত্ব সময়ে তৎসেনাপতির উৎকীর্ণ ১৪৭৮ শকের একখানি শিলালিপি আছে।

পেপিয়া, স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষবিশেষ। (Carica Papaya) এই বৃক্ষের কাণ্ডদণ্ডে পত্র বা পল্লবাদি দেখা যায় না। তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির ন্যায় মাথার উপরে কেবলমাত্র ফল ও পত্রাদি জন্মিয়া থাকে। বৃক্ষদণ্ড যেরূপ সারহীন ও ফাঁপা, পত্রদণ্ডও তদ্রূপ। প্রত্যেক পত্রদণ্ডাগ্রে একটী করিয়া পাতা।

ভারতের নানা স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই এই বৃক্ষে ফল হয়। গ্রীষ্মকালেই ইহার আদর কিছু বেশী। ঐ সময়ে ইহার আস্বাদ সুমিষ্ট ও সুরস বলিয়া বোধ হয়। সরস মৃত্তিকা ও জলীয় বায়ুপ্রবাহিত স্থানে উদ্ভূত বৃক্ষের ফল, শীতপ্রধান শুষ্ক মৃত্তিকাযুক্ত স্থানাপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ মেক্সিকোপসাগরোপকূল, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রেজিলরাজ্যের কতকস্থান পেপিয়ার আদি জন্মস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই ফল ভারতে ছিল কি না তাহা বলা যায় না। উদ্ভিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, আমেরিকাদেশীয় 'পাপায়া' জাতির নাম হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে পেঁপের নাম 'থিম্বথি,' উহার অর্থ সমুদ্রগমনকারী জাহাজ কর্ত্তৃক আনীত। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ বণিকগণের আগ্রহে ইহা ভারতে ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশে বিস্তার লাভ করে। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ইহার বীজ নেপলস্ নগরে প্রেরিত হয়। পুং ও স্ত্রী ভেদে এই বৃক্ষ দ্বিবিধ।

ভারতের নানা স্থানে পেপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙ্গালা—পেঁপে, পেপিয়া, পপেয়া, হিন্দুস্থান—পপিয়া, অম্বা, পেপিয়া, পোপৈয়া; পঞ্জাব—অরন্দখরবুজা বা খরবুজা; দাক্ষিণাত্য—পোপাই; মরাঠা ও কচ্ছ—পপয়া; বোম্বাই—পপৈ; সিন্ধু—পপুত, চিভড়ো; গুজরাত—পপিয়া, পপায়ি, কথ, চিন্দ, এরণ্ডককৃদি; তামিল—পপ্পায়ি, পপ্পালী; তেলগু—বপ্পায়ি, মদন অনপকায়; কণাড়ী—পেরঙ্গী, পেরঞ্জী; মলয়—পপ্পায়া; ব্রহ্ম—থিম্বো, থিম্বথি, থিম্বো, সিম্বোসি, তিম্বোসি, পিম্বোসি; আরব ও পারস্য—অম্বহিন্দি, আনবহে হিন্দি; সিংহাপুর—পপও, পিপোল, কোচীন-চীন—কৈছন্দু।

পেঁপেগাছ কাটিলে গাত্র হইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার আটা নির্গত হয়। উহা নানারূপে ঔষধে ব্যবহার্য্য। আফ্রিকাদেশে ইহার আঁস (কোষ্ঠা) হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পক্ব-ফল সুমিষ্ট ও সারক। কাঁচাপেপেও রেচকাদি গুণবিশিষ্ট। পেপের ডান্‌লা ও মোহনভোগ প্রভৃতি অর্শরোগে উপকারী। কাঁচাফলের দুগ্ধবৎ আটা যকৃৎ রোগীকে সেবন করাইলে ফলদর্শে, ইহা উত্তেজক গুণযুক্ত, এই কারণ রোগীকে অল্পমাত্রায় সেবন বিধেয়। সহ্য না হইলে দুএকদিন বন্ধ রাখিতে হয়। ডাঃ লেমরচন্দ (Dr. Lemarchand) ইহার প্রয়োগের এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন;—টাটকা পেপের দুগ্ধ ও মধু উভয়ে এক এক চামচ মাত্রা গ্রহণপূর্ব্বক একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ৩ বা ৪ চামচ গরম জল ঢালিয়া দিবে, শীতল হইলে সেবন করিবে। ৭ হইতে ১০ বর্ষ বালকের পক্ষে উহার অর্দ্ধ ও তিন বর্ষবয়স্ক শিশুর পক্ষে তৃতীয়াংশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি যকৃতের বিকৃতিতে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত

(১) Madras Journal 1878, p. 166; District Manual, p. 63 ও Taylor's Oriental Annual 1840. গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ঔষধ সেবনের পরেই পরিষ্কৃত এরণ্ডতৈল নেবুর রসের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাতে যদি পেটের কামড়ানি বৃদ্ধি পায়, তবে তন্নিবারণার্থ শর্করাযোগে বস্তিপ্রয়োগ বিধেয়। রক্তপিত্ত, রক্তস্রাবিঅর্শ, প্লীহা, পিত্তরোগ, মূত্রদ্বার-ক্ষত ও ডিফ্‌থিরিয়া নামক গলনলীরোগে ইহার প্রয়োগ শান্তিকর। পেঁপের আটা হইতে 'পাপায়া যুস্' নামে একপ্রকার আরক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বল যকৃৎগ্রস্ত রোগীর পক্ষে হিতকর। দেশীয় রমণীরা গায়ের তিল বা আচিল উঠাইতে এই আটার প্রলেপ দিয়া থাকে। পেঁপের আটার আস্বাদ কটু। ইহা গাত্র-চর্ম্মের ক্ষতোৎপাদক। ইহার পত্রক্ষারে নিগ্রোজাতীয়েরা বস্ত্র ধৌত করে। কর্ণাভ্যন্তরে স্ফোটকাদি হইলে অথবা অন্য কোন কারণে কাণকট্‌কটানি হইলে ইহার শুষ্কনলের এক মুখ কাণে লাগাইয়া অপর মুখে অগ্নি দিলে যন্ত্রণা উপশম হয়।

পেয় (ক্লী) পীয়তে যদিতি পা-পানে কর্ম্মণি যৎ। (ঈদ্যতি। পা ৬৷৪৷৬৫) ইতি আত ঈৎ ততো গুণঃ। ১ জল। ২ দুগ্ধ। (শব্দচ°) ৩ অষ্টবিধ অন্নের অন্তর্গত অন্নবিশেষ।

"ভোজ্যং পেয়ং তথা চূষ্যং লেহ্যং খাদ্যঞ্চ চর্ব্বণম্।
নিষ্পেয়ঞ্চৈব ভক্ষ্যং স্যাদন্নমষ্টবিধং স্মৃতম্॥" (রাজনি°)

(ত্রি) ৪ পাতব্য। ৫ পানীয়, পানযোগ্য।

'মন্থমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্।' (শ্রুতি)

পেয়া (স্ত্রী) পীয়তে ইতি পা-যৎ ততষ্টাপ্। সিক্‌থ-সমন্বিত পেয় দ্রব্য, অল্পসিক্‌থপেয় দ্রব্যমণ্ডবিশেষ। পর্য্যায়-মুক্তাবলীর মতে পঞ্চদশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ করিলে তাহাকে পেয়া কহে।

"তোয়ে পঞ্চদশগুণে সিদ্ধা পেয়াল্পসিক্‌থকা।"

চক্রদত্তে লিখিত আছে, তণ্ডুলাপেক্ষা একাদশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ হইলে পেয়া হয়। পরিভাষাপ্রদীপে লিখিত আছে তণ্ডুলাদি অপেক্ষা চতুর্দ্দশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ হইলে তাহাকে পেয়া কহে। ইহার গুণ স্বেদ ও অগ্নিজনক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগনাশক। (রাজব°)

"পেয়া লঘুতরা জ্ঞেয়া গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টিদা।" (পরিভাষাপ্র°)

ইহা অতিশয় লঘু, গ্রাহক এবং ধাতুপুষ্টিকর।

২ আর্দ্রক্য আদা। ৩ শতপুষ্পী। (শব্দচ°) ৪ কষায়। (বৈদ্যকনি°) ৫ স্বচ্ছমণ্ড। ৬ শ্রাণা।

'পেয়ং পাতব্যপয়সোঃ পেয়া শ্রাণাচ্ছমণ্ডয়োঃ।' (মেদিনী)

৭ মিশ্রেয়া। (শব্দচ°)

পেয়াজ (পারসী) পলাণ্ডু। [পলাণ্ডু দেখ।]

পেয়াদা (পারসী) পাইক, পদাতি।

পেয়ার (দেশজ) ১ প্রিয়। প্রিয়শব্দের অপভ্রংশ।

পেয়ারা, স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষ বিশেষ। (Psidium Guyava) ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। স্থানবিশেষের উর্ব্বরতাভেদে ইহার ফলের উৎকৃষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দী— আমরুৎ, আমরূদ্, আম; বাঙ্গালা—পেয়ারা, পিয়ারা, গোয়া-আছি ফল, আসাম—মধুরিয়ম্, মুছরিয়ম; নেপাল—অমৃক; মধ্য—গম; উঃ পঃ প্রদেশ—আমরূদ, পিয়ারা; পঞ্জাব—অমরূদ, অমরুৎ, অঞ্জির জরদ; রাজপুতনা—অমরূৎ; সিন্ধু—জৈতুন্; বোম্বাই—পেরল, পেরু; মরাঠা—জম্বা, তুপকেল; গুজরাত— পিয়ারা, পেরু, জমরূদ, জমরুখ; দাক্ষিণাত্য—গোয়াবা, জাম; তামিল—সেগপু, কোয়য, কোয্য, গোয়্যা পঝম্; তেলগু— জাম, কোয়, জামপণ্ডু, গোয্যাপণ্ডু; কণাড়ি—সিবি, সিবি-হন্নু, সেপে; মলয়—পেলা, পেরা, পেরক্ক মলাক্কপ্পেরা; ব্রহ্ম— মালকাবেঙ্গ, মালকা; সিঙ্গাপুর—পেরা, পেরাগড়ি; সংস্কৃত— অমৃতফল, বহুবীজফল; আরব ও পারস্য—অমরূদ্।

কলম্বিয়া হইতে মেক্সিকো ও পেরু ব্রেজিল প্রভৃতি আমেরিকা দেশে এইবৃক্ষ প্রথমে দেখা গিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ সম্ভবতঃ ঐ ফল এ দেশে আনিয়া থাকিবে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ লিনিয়াস্ (Linnæus) গোলাকার ও অণ্ডাকৃতি পেয়ারাগুলিকে P. pomiferum এবং ঘটীর ন্যায় লম্বাকৃতি পেয়ারাগুলিকে P. pyriferum শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু স্থানের উর্ব্বরতা ও জলবায়ুভেদে ইহার ফলের আস্বাদ ও আকৃতির বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। এজন্য উত্তরপশ্চিম হইতে আনীত 'কাশীর পেয়ারা' ও বাঙ্গালা দেশজাত দেশী পেয়ারার প্রভেদ লক্ষিত হয়। একজাতীয় পেয়ারার শাঁস সাদা ও অন্যজাতির শাঁস কতকটা লাল।

পেয়ারার বীজ হইতে যে গাছ জন্মে, তিন চারি বর্ষ পরে তাহাকে ভিন্নস্থলে নড়াইয়া পুঁতিতে হয়। এই সময়ে বৃক্ষে দুই চারিটী ফুল ও ফল হইতে থাকে। দুই তিন বৎসর পরে বৃক্ষকে ফলভারে অবনত দেখা যায় এবং ৬৷৭ বর্ষ পর্য্যন্ত অপ-র্য্যাপ্ত ফল জন্মিতে থাকে। অবশেষে ফলের সংখ্যা কমিতে কমিতে বৃক্ষটী মরিয়া যায়। ফল উৎকৃষ্ট ও সুপুষ্ট করিবার জন্য তাহার উপর বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যেখানে বিস্তৃত পেয়ারার চাষ বা বাগান আছে, তথায় ইন্দুর, কাঠবিড়াল, বানর বা বাদুড় হইতে ফলরক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত থাকে।

আসাম প্রদেশে অন্যান্য গাছের ছালের সহিত ইহার ছাল ও পত্র মিশাইয়া একপ্রকার কাল কষ প্রস্তুত করে। উহাতে আসামীদিগের 'ধড়া' কাপড় রঞ্জিত হয়। উঃ পঃ প্রদেশ ও বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আম্র, মহুয়া ও পেয়ারা পত্রের কাথে চর্ম্মাদি পরিষ্কার করে।

পেয়ারা ফল ধারকতাগুণবিশিষ্ট। উদরাময় রোগে

দেশবাসিগণ ইহা খাইতে দেয়। ডাঃ ইউট্জ বালকের বহুদিন-ব্যাপী উদরাময় রোগে ইহার শিকড়ের ছালের ক্বাথ খাওয়াইয়াছিলেন১। পত্রেরও গুণ ঐরূপ। ইহাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট পুলটীশরূপে ব্যবহার করা যায়। দন্তক্ষত-রোগে (Scury) ইহা সিদ্ধ করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিলে উপকার দর্শে। বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে প্রয়োগ করিয়া বমনোদ্রেক ও মলত্যাগ নিবারিত হইতে দেখা গিয়াছে। পুরাতন উদরাময়ে রোগীকে কাচা পেয়ারা সেবন করাইলে পীড়ার উপশম হয়। কচি পেয়ারা-পাতা, দাড়িম্ব ফল ও বাব্‌লা পাতা একত্র কাচাজলে ভিজাইয়া উহার ক্বাথ বালককে সেবন করাইলে উদরাময়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পেয়ারাপাতা কাঠখোলায় ভাজিয়া অহিফেন-সংযোগে গুলি নামক একপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ভারতবাসী অর্দ্ধপক্ক (ডাঁসান) ও পরিপক্ক ফল খাইতে ভালবাসে। আস্বাদ অম্ল-মধুর। য়ুরোপীয়গণ অল্পজলে সিদ্ধ বা জেলি কিংবা 'গোয়াবা চীজ্' প্রস্তুত করিয়া খায়। ইহার কাষ্ঠ দৃঢ়। এক কিউবিক ফুটের ওজন ২১ সের। ইহাতে অস্ত্রাদির বাঁট ও খোদাই কার্য্য চলিতে পারে।

পেয়ালা (পারসী) পাত্রবিশেষ, বাটী।

পেযূষ (পুং ক্লী) পীয়-পানে (পীয়েরূষন্। উণ্ ৪।৭৬) ইতি উষন্ বহুলবচনাৎ গুণঃ। অভিনব দুগ্ধ। নবপ্রসূতা গাভির প্রথম সাতদিনের দুগ্ধ।

'আসপ্তরাত্রপ্রভবং ক্ষীরং পেযূষউচ্যতে।' (হারাবলী)

মনুতে এই দুগ্ধভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"শেলুং গব্যঞ্চ পেযূষং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৫।৬)

আয়ুর্ব্বেদাদিতে লিখিত আছে, এইরূপ দুগ্ধ বিশেষ অপকারক, এই জন্য ইহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। ২ অমৃত। ৩ অভিনব সর্পি, সদ্য প্রস্তুত ঘৃত।

পেরজ (ক্লী) উপমণিভেদ। (রাজনি°) [পেরোজ দেখ।]

পেরজাগড়, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় ভূভাগ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৩×৬ মাইল; চীমুর ও ব্রহ্মপুরী পরগণার মধ্যে অবস্থিত। সর্ব্বোচ্চ শিখরের নামেই পর্ব্বত-মালার নাম হইয়াছে। এই শিখরদেশ হইতে 'সাতবহিনী' নামে সপ্ত জলধারা প্রবাহিত। প্রবাদ, পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ গুহায় সাত ভগিনীতে তপস্যায় রত ছিলেন। ঐ সপ্তধারা তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্ন। পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে স্থানে স্থানে ধান্যের চাষ হইয়া থাকে।

(১) প্রস্তুত প্রণালী—শিকড়ের ছাল ½ উন্স, জল ৬ উন্স, শেষ ৩ উন্স। মাত্রা অবস্থাভেদে এক দুই চামচ। দিনে তিনবার।

পেরম্বলুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লি জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৮৬ মাইল। সমগ্র স্থানই প্রায় সমতল। উত্তরার্দ্ধের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন, দক্ষিণার্দ্ধের সর্ব্বত্রই পর্ব্বতময়। এখানে রাগী (Eleusine corocane), কাঙ্‌নি (Panicum miliaceum) ও কম্বু (Pennisetum typhoideum) প্রভৃতি শস্যের চাষই অধিক। উপবিভাগের প্রায় অর্দ্ধেক স্থানে তুলা জন্মে।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর ত্রিচীনপল্লি হইতে মান্দ্রাজ যাইবার পথে অবস্থিত।

পেরম্বাকম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৫৪´৩০´´৫ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৫´ ৪০´´ পূঃ। কাঞ্চীপুর নগর হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসী সকলেই হিন্দু। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরাজ-সৈন্যের দুরবস্থা ঘটে। কর্ণেল বেলী ৩৭০০ সৈন্য লইয়া এখানে উপস্থিত হইলে হাইদার আলীর সৈন্যদল উহা-দিগকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সকলকেই নিষ্ঠুররূপে নিহত করে। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে সর আয়ার কুট এখানেই হাইদার-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া সেলিনগড় পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান।

পেরলক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন তীর্থ। টলেমি এই স্থানকে Paralia নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঞ্জোর জেলার কোলেরুণ-নদীতীরবর্ত্তী স্থানকেই পেরলস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখানে প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির থাকায় ইহা হিন্দুর নিকট পরমপবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। [স্কন্দপুরাণের পেরলস্থল-মাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পেরবলি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। রেপল্লী হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে চোলরাজগণের প্রতিষ্ঠিত দুইটী প্রাচীন মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, মন্দিরগাত্রে কএকখানি শিলালিপি ও নিকটবর্ত্তী আরা-দিম্মপুরে কএকখানি তাম্রশাসন আছে।

পেরা (দেশজ) বাদ্যবিশেষ। (ভট্টি ১৭।৭)

পেরু (পুং) পীয়তে রসানিতি পীঙ্-পানে। (মিপীভ্যাং রুঃ। উণ্ ৪।১০১) ইতি রু। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ সমুদ্র। (ত্রি) ৪ রক্ষক।

"নরো হিতমবমেহস্তি পেরবং।" (ঋক্ ৯।৭৪।৪)

'নরো নেতারঃ পেরবং, পা-রক্ষণে মাপোরিম্বে রুন্নিতি রুন্-প্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য রক্ষকাঃ।' (সায়ণ) ৫ পূরক। (ঋক্ ৫।৮৪।২)

পেরু, দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত একটী স্বাধীন রাজ্য। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক স্মৃতি-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। [আমেরিকা দেখ।]

পেরু, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিজাতি (Partridge) ইহারা তিত্তির জাতীয়, কিন্তু আকৃতিতে উক্ত পক্ষীশ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। গাত্র সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যে মধ্যে লাল ও শাদার বিন্দু-সম্বলিত। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই শ্রেণীর *Perdicidœ* নামকরণ করিয়াছেন। আকৃতি বৈসাদৃশ্যে ইহাদের বিভিন্ন থাক আছে। আকৃতিতে কোন কোন জাতি হংস, মোরগ প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায়; কালিফর্নিয়া দেশে *Lophortya Culifonicus* নামক পক্ষীর মস্তকে ঝুঁট আছে। আফ্রিকার *H. Lepurcna* জাতীয় পেরু শিকারী। ইহারা 'বুল্‌বুল্‌' পক্ষীর ন্যায় পরস্পর লড়াই করিতে বিশেষ পটু।

পেরুক (পুং) রাজভেদ। (ঋক্ ৬৬৩৷৯)

পেরুগঙ্গী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-আর্কট জেলার একটী প্রাচীন স্থান। বালাজাপেট হইতে ৪৷৷০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। নানা স্থানে এখনও জৈন-প্রতিমূর্ত্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। মহারাষ্ট্রগণ এই স্থানের একটী প্রাচীন শিবমন্দিরের জীর্ণসংস্কার করেন।

পেরুনগর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মদুরান্তকম্ হইতে ৯৷৷০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে নানা কারুকার্য্যযুক্ত একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। একটী ধ্বংসাবশিষ্ট জৈনমন্দিরের কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড এখানকার প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কএকখানি শিলালিপি আছে।

পেরুন্দলয়ুর, কোয়ম্বাতোর জেলার একটী প্রাচীন নগর। সত্যমঙ্গলম্ হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন শিবমন্দিরে কএকখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে একখানি সুন্দরপাণ্ড্যদেবের ত্রয়োবিংশবর্ষে উৎকীর্ণ। মন্দিরের ব্যয়ভারবহনের জন্য মহিসুররাজ কৃষ্ণরাজ উদৈয়ারের প্রদত্ত এক খানি শাসন আছে।

পেরুন্দুরই, কোয়ম্বাতোর জেলার একটী প্রাচীন নগর। ইরোদ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একটী রেলষ্টেশন। এখানে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও পার্শ্ববর্ত্তী বিজয়-মঙ্গলগ্রামে একটী জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।[১]

পেরুমাল, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় (কেরল) রাজ্যের একটী প্রাচীন রাজবংশ। ত্রিবাঙ্কোড়ের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে পরশুরামাধিষ্ঠিত নম্বুরিগণের আধিপত্য শেষ হইলে, তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এক একজন ক্ষত্রিয় রাজা নির্ব্বাচিত করিতেন। অতঃপর পেরুমালবংশের আবির্ভাব। এই বংশের বিখ্যাত রাজা চেরমান পেরুমাল চেররাজ্যের অধীন সামন্তরূপে এ প্রদেশের শাসন কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই কেরলরাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তিরুবনকোড় নগরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের রাজধানী স্থাপিত হয়। ঐ বংশের চতুর্ব্বিংশ পুরুষে রাজা রবিবর্ম্মা পেরুমাল রাজা হন। [পরবর্ত্তী রাজগণের বিবরণ ত্রিবাঙ্কুর শব্দে বিবৃত হইয়াছে।]

পেরুমালমলয়, মদুরাজেলার অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ। পল্‌নি হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম ঢালুদেশে অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে।

পেরুমুকল, দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীননগর। তিণ্ডীবন হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°১২´ ১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৬´৩০″ পূঃ। এখানকার পর্ব্বতপৃষ্ঠে ৩৭০ ফিট উচ্চে একটী ক্ষুদ্রগড় আছে। পর্ব্বতের চূড়াদেশে একটী মন্দির আছে। পাহাড় ক্ষুদ্র হইলেও সহজে উপরে উঠা যায় না। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বন্দিবাস-যুদ্ধে পরাজয়ের পর পুঁদিচেরী অভিমুখে পলায়িত ফরাসীগণ এই দুর্গে সৈন্যসমাবেশ করেন। ইংরাজসেনানী কূট সদর্পে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শত্রুকে হটাইতে না পারিয়া নিজেই আহত হইয়াছিলেন। পুনরুদ্যমে ইংরাজগণ চারিদিকে আক্রমণ করিল। অল্পসংখ্যক ফরাসীসৈন্য গুলিবারুদ ও রসদাদি হারাইয়া মৃত্যুপ্রায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। ১৭৮০খৃষ্টাব্দে হাইদার আলী এই স্থান আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে উহা হাইদারের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় ইংরাজহস্তে পতিত হইয়াছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টিপু-সুলতান ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

পেরুর, কোইম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। অক্ষা° ১০°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। কেহ কেহ উত্তর-চিদম্বরে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে 'মেল' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই স্থান দাক্ষিণাত্যের একটী পবিত্রতীর্থ বলিয়া গণ্য। চোলরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন মন্দিরের উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এক সময়ে এই স্থান হয়শাল-বল্লালবংশীয় রাজগণের অধিকারে ছিল। বিক্রমচোড়দেব, সুন্দর-পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজগণের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি পাওয়া যায়। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পথঘাটে নানাস্থানে প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ও বীরকীর্ত্তিজ্ঞাপক প্রস্তরসমূহ পড়িয়া আছে।

২ মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অঙ্গারীপুর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন-মূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

(১) কেহ কেহ ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিচায়ক স্থির করিয়াছেন।

পের্ন্নর, তিন্নেবেল্লী জেলার মধ্যগত একটী প্রাচীন স্থান, শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে ১।০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পেরেক (দেশজ) লৌহনির্ম্মিত শলাকাবিশেষ।

পেরিয়প্পা, একজন নাট্যকার। যজ্ঞরামের পুত্র ও রামভদ্রের সমসাময়িক। ইনি 'শৃঙ্গারমঞ্জরী-শাহরাজী' নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন।

পেরিম, বাবেল-মান্দেব্ প্রণালীস্থিত একটী দ্বীপ, আরব উপকূল হইতে ১॥০ মাইল ও আফ্রিকা উপকূল হইতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°৪০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪৩° ২৩´ পূঃ। দৈর্ঘ্যে ৩॥০ মাইল ও প্রস্থে ১।০ মাইল। এইস্থান ইংরাজের অধিকৃত ও আদেন গবর্মেণ্টের শাসনাধীনে রক্ষিত। দ্বীপটী প্রায়ই পর্ব্বতময়। আগ্নেয়পর্ব্বত-নিঃসৃত ভস্মাবশেষ হইতে এই দ্বীপের উৎপত্তি। উপরে কেবল একটীমাত্র ২৪৫ ফিট উচ্চ পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয়, উহার অপরাংশ সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত। দ্বীপপৃষ্ঠে অন্যস্থলে যাহা দেখা যায়, তাহা স্থলবিশেষে প্রস্তর বাঁধান মেঝের ন্যায়, কিন্তু দ্বীপটী এরূপ পর্ব্বতাগ্রভাগে স্থাপিত হইলেও ইহার তীরভূমিতে জাহাজাদি লাগাইবার বন্দরের ন্যায় উপযুক্ত স্থান আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এই দ্বীপ 'দিওদোরস্ দ্বীপ' ও আরববাসী কর্তৃক 'ময়ুন' নামে অভিহিত। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-সেনানী আল্‌বুকার্ক লোহিতসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে এই দ্বীপের উচ্চস্থানে খৃষ্টের 'ক্রুশ' স্থাপনপূর্ব্বক ভেরা-ক্রুজ নাম দিয়া যান। পরে ইহা বাণিজ্যবিদ্বেষী দস্যুদিগের অধিকৃত হয়। ঐ দস্যুদল সর্ব্বদাই লোহিতসাগরের মুখে পণ্যদ্রব্য লুটিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত এবং এই দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লইত। তাহারা এখানে দুর্গাদি স্থাপন করিয়া বসবাস করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বহু পরিশ্রমে ৯০ ফিট পর্ব্বতভেদ করিয়াও তাহারা জল পায় নাই। পরে এই স্থান ত্যাগ করিয়া তাহারা মেদীদ্বীপে যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এই স্থান অধিকার করেন। ঐ সময়ে ফরাসী-সৈন্য টিপুর সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইজিপ্তরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।

'সুয়েজ কেনাল' কাটার পর লোহিতসাগর দিয়া য়ুরোপীয় বাণিজ্যপোতগুলির যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় ভারত-গবর্মেণ্ট ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে এখানে একটী 'লাইট-হাউস' নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই দ্বীপ পুনরায় দখল করেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ঐ আলোক-বাটিকা এবং সেই সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র সৈনিকাবাসও নির্ম্মিত হয়।

পেরিম, কাম্বে উপসাগরস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ১৮০০ গজ ও প্রস্থে ৩০০ হইতে ৫০০ গজ। সমুদ্রোপকূল হইতে ১।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২৩´ ৩০´´ পূঃ। পেরিপ্লাসে এই দ্বীপ বাইওনেস (Baiones) নামে উক্ত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বত্রই পর্ব্বতময়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই দ্বীপকে টার্টিয়ারি স্তরে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে কতকগুলি বৃহদাকার জীবের (Mammels) প্রস্তরাস্থি পাওয়া গিয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এখানে একটী আলোকগৃহ বা 'লাইট হাউস' নির্ম্মিত হয়। জোয়ারের সময় ইহার উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট, ২০ মাইল দূরবর্ত্তী জাহাজের উপর হইতে ইহার আলোকরশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরিয়া, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। কন্ননুর হইতে সামন্তবাড়ী যাইবার রাস্তা এই ঘাটের উপর। অক্ষা° ১১°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০´২০´´ পূঃ। ২ মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী নীচ অস্পৃশ্য জাতিবিশেষ। [পরিয়া দেখ।]

পেরিয়াকুলম্, মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৬৯ বর্গমাইল। ২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর। বরাহনদীতীরে অবস্থিত।

পেরিয়া-পাটন, বর্ত্তমান নাম হুনসুর। মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৪৭ বর্গমাইল, ইহার উত্তর-পশ্চিমে কাবেরী নদী ও দক্ষিণপূর্ব্বে লক্ষ্মণতীর্থ নামে পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। এখানকার পেট্টড়পুর-গিরিশৃঙ্গ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪৩৫০ ফিট উচ্চ।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হুনসুর নগরে সদর-কাছারি উঠিয়া যাওয়ায় এই স্থান এখন একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানটী অতিপ্রাচীন, ইহার পূর্ব্বনাম 'সিংহপাটন'। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে কোন চোলরাজ এখানে একটী মন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে কোড়গরাজ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান, মহিসুরের হিন্দুরাজসর্দ্দার পেরিয়া-উদৈয়ার এই দুর্গ অধি-কার করিয়া প্রস্তর দ্বারা উহা পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এখনও উহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। হিন্দুসেনাপতি পেরিয়া উদৈয়ার সিংহপত্তন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নামে পেরিয়া-পাটন নাম দিলেন। টিপু সুলতানের রাজত্ব সময়ে এখানে কোড়গ ও মহিসুর সৈন্যের যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। ইংরাজরাজ তিন-বার এই স্থান অধিকার করেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে জেনারল এবারক্রম্বির গতিরোধকরণার্থ টিপু এই নগরের কতকাংশ জ্বালাইয়া দেন।

পেরিয়ার, ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষা°

১০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৮´ পূর্ব্বে উত্থিত হইয়া কোড়ঙ্গ-লূরের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। মল্লাই, শেরধোনী, পেরিঙ্গ কোটাই, মুদ্রপল্লী, কুন্দনপাড়া ও এন্দামলয় প্রভৃতি কএকটী শাখা নদীই উল্লেখযোগ্য। পার্ব্বত্য-পথাতিবাহনে নদীর স্রোত স্থানবিশেষে নৌকা-গমনের অযোগ্য হইয়াছে।

পেরোজ (ক্লী) উপরত্নবিশেষ। পারসীক ফিরোজা। পর্য্যায়—হরিতাশ্ম, পেরজ। ইহা দ্বিবিধ—ভস্মাঙ্গ ও হরিত। ইহার গুণ—সুকষায়, মধুর, দীপন ও শূলনাশক, ইহার সংযোগে স্থাবর ও জঙ্গমবিষ এবং ভূতাদি দোষ বিনষ্ট হয়। (রাজনি°)

পেল, ১ কম্প। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, কম্পার্থে অক°, গত্যর্থে-সক°, পরস্মৈ, সেট্। লট্ পেলতি। লোট্ পেলতু। লিট্ পিপেল। লঙ্ অপেলিৎ। ণিচ্ পেলয়তি। লুঙ্ অপিপেলৎ।

পেল (ক্লী) পেলতি সদা চলতীতি পেল-অচ্। পুংচিহ্নাঙ্গ-ভেদ, অণ্ডকোষ। (হেম) (পুং) ক্ষুদ্রাংশ। ৩ গমন।

পেলব (ত্রি) পেলং কম্পনং বাতীতি বা-ক। ১ বিরল। ২ কৃশ। ৩ কোমল, মৃদু। ৪ সূক্ষ্ম। ৫ ভঙ্গুর। ৬ লঘু।

"পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥" (কুমার ৫।৪)

পেলি (পুং) পেল-ইন্। গন্তা, গমনশীল।

পেলিন (পুং) ঘোটক। (বৈদ্যকনি°)

পেলিশালা (স্ত্রী) অশ্বশালা, চলিত আস্তাবল।

পেব, সেবন। ভ্বাদি, সক° আত্মনে° সেট্। লট্ পেবতে। লোট্ পেবতাং। লিট্ পেবে। লঙ্ অপেবিষ্ট। ণিচ্ পেবয়তি-তে। লুঙ্ অপিপেবৎ-ত।

পেবলি, অভিনয়শূন্য কেবল অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যদ্বারা নৃত্য।

পেশ (পুং) পিশ-অচ্। রূপ। (নিঘণ্টু)

পেশ (পারসী) ১ সম্মুখভাগ। ২ বিশ্বস্ত।

পেশওয়াজ (পারসী) নর্ত্তকীদিগের পরিধেয়বস্ত্রবিশেষ।

পেশকবজ্ (পারসী) খড়্গভেদ, দুইপার্শ্বে ধারবিশিষ্ট অস্ত্রভেদ।

পেশকস্ (পারসী) ১ বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র কটিবন্ধনের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়। ২ কোমর-বন্ধন। ৩ উপঢৌকন, সম্মান রাখিবার জন্য যাহা কিছু নজর দেওয়া যায়।

পেশকার (পারসী) ১ অধ্যক্ষ। ২ সচিব। ৩ সহকারী। ৪ যিনি পেশ করেন। আদালতে বিচারকের নিকট যিনি মোকদ্দমার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ৫ জমিদারের কাগজপত্র যাহার জিম্মায় থাকে, এবং যে ব্যক্তি আবশ্যক মত উহা কাছারীতে বা জমিদারের নিকট পেশ করে ও কাগজপত্র হেপাজতে রাখে, তাহাকে পেশকার কহে।

পেশকারী (পারসী) পেশকারের কার্য্য।

পেশল (ত্রি) পেশ-অবয়বে ভাবে ঘঞ্, পেশং লাতীতি লা-ক। বা পেশোঽস্যাস্তীতি সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। ১ চারু।

"মন্ত্রিস্য বচঃ শ্রুত্বা পেশলং মন্ত্রিসত্তমঃ।" (দেবীভাগ° ৫।৯।৫৯)

২ সুন্দর। ৩ দক্ষ। ৪ চতুর, ধূর্ত্ত। ৫ কোমল।

"ইদং শরীরং পরিণামপেশলং পতত্যবশ্যং শ্লথসন্ধি জর্জ্জরং।
কিমৌষধৈঃ ক্লিশ্যসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥"
(মুকুন্দমালা ২১)

(পুং) ৬ বিষ্ণু। অমরটীকাকার ভরত লিখিয়াছেন, এই 'পেশল শব্দ' তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য ষ এবং দন্ত্য স এই তিন সকারমধ্যই হইবে অর্থাৎ 'পেশল, পেষল, পেসল' এইরূপ হইবে। ৬ সৌকুমার্য্য।

পেশলত্ব (ক্লী) পেশলস্য ভাবঃ ত্ব। পেশলতা, পেশলের ভাব বা ধর্ম্ম।

পেশবা (পেশওয়া, পেশওয়ে) (পারসীক) প্রধান রাজমন্ত্রী। ছত্রপতি শিবাজীর আদেশে রচিত "রাজব্যবহারকোষ" নামক পারসীক সংস্কৃত অভিধানে লিখিত আছে,—"প্রধানঃ পেশবা তথা।" প্রধান কাহাকে বলে ও তাঁহার কার্য্য কি কি, তৎসম্বন্ধে শুক্রনীতিগ্রন্থে এইরূপ-উল্লেখ পাওয়া যায়—

"পুরোধাশ্চ প্রতিনিধিঃ প্রধানঃ সচিবস্তথা।
মন্ত্রী চ প্রাড্বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্য দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশ॥"
"সর্ব্বদর্শী প্রধানস্তু সেনাবিৎ সচিবস্তথা॥" ৮৪॥
"সত্যং বা যদি বাসত্যং কার্য্যজাতঞ্চ যৎ কিল।
সর্ব্বেষাং রাজকৃত্যেষু প্রধানস্তদ্বিচিন্তয়েৎ॥" ৮৯॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, সমস্ত রাজপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর যিনি পরিদর্শক এবং সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যবিষয়ে যিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি পুরাকালে 'প্রধান' নামে পরিচিত ছিলেন।

মুসলমান নরপতিগণের বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের সুলতান-দিগের প্রধান মন্ত্রিগণ পেশবা নামেই অভিহিত হইতেন। কিন্তু পেশবা শব্দ তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর প্রধান মন্ত্রীও পেশবা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। মহারাজ শিবাজী স্বীয় রাজ্যাভিষেককালে সে উপাধির পরিবর্ত্তে প্রাচীন হিন্দু নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া "পণ্ডিতপ্রধান" উপাধির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার ইহলোকত্যাগের পর সমস্ত মহারাষ্ট্র-রাজমন্ত্রীই "পণ্ডিতপ্রধান" উপাধিধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি পারসীক পেশবা শব্দের প্রচার হ্রাস পায় নাই। বরং শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহুর রাজত্বকালে দেশে পারসীক শব্দের সমধিক প্রচারের সহিত 'পেশবা' শব্দ আবার রাজ-দর-

বারে' পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু তাহাতেও ইতিহাসে পেশবা শব্দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শাহুর রাজত্বকালে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র প্রথম বাজীরাও ও পরে তৎপুত্র বালাজী বাজীরাও কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাগুণে পেশবাপদ লাভ করেন। মহারাজ শাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য পুরুষপরম্পরার আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহাদিগের মন্ত্রিবংশের প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি পায় ও তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্র-সমাজের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। এই কারণেও তাঁহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর সমধিক ক্ষমতাশালী লোকের জন্ম হওয়ায় এবং সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যে তাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হওয়ায় "পেশওয়া" নাম ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মুসলমানদিগের আমলে সাধারণতঃ মুসলমানগণই 'পেশওয়ে'* পদে নিযুক্ত হইতেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রসমাজে নবশক্তির সঞ্চার হওয়ায় তাঁহারা যখন মুসলমানদিগের শাসন-শৃঙ্খল উচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশকে স্বাধীনতারত্নে ভূষিত করিলেন, তখন মহারাষ্ট্রবাসী যোগ্য ব্যক্তিগণের ভাগ্যে স্বদেশীয় নরপতির অধীনে গৌরবকর পেশওয়াপদের ও পেশওয়া উপাধির লাভ ঘটিতে লাগিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদিগের শাসন-কালেও দুই একজন মহারাষ্ট্রীয় আপনাদের অসাধারণকার্য্যগুণে মুসলমান-দরবারে অতি উচ্চপদলাভ করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে 'কম্বরসেন' নামক এক ব্যক্তি নিজামশাহীবংশের সুলতান বুহ্রান্‌শাহ নামক নরপতির প্রধান মন্ত্রী বা পেশবাপদ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-প্রথম পেশবা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

'কম্বর-সেন'—ফিরিস্তার ইতিহাসে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ফিরিস্তার অনুবাদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে 'কম্বরসেন' অপরে "কাওঙর সেন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদুভয় নামের মধ্যে কোনটীরই স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না। হিন্দুর নাম-নির্দ্দেশে মুসলমান ও ইংরাজ-লেখকগণ যেরূপ ভ্রম করিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কোঙার-সেন বা কুমারসেন নাম বৈদেশিক লেখক ও অনুবাদকগণের হস্তে বিকৃত হইয়া কাঁওয়ের সেন বা কম্বরসেন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সে যাহা হউক, এই কুমারসেন বা কম্বরসেন মহা-রাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আহ্মদনগরের নিজামশাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহ্মদশাহের পুত্র বুহ্রান্ নিজামশাহের (১৫০৮ হইতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রতিভা, ধর্ম্মভীরুতা, দূরদর্শিতা ও রাজনীতি-নিপুণতা প্রভৃতি গুণদর্শনে বুহ্রান্‌শাহ তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই কারণে, তদানীন্তন মন্ত্রী "পেশবা শেখ জাফরের" অত্যাচারে প্রজাবর্গ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে দেখিয়া সুলতান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া কম্বর-সেনকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। কম্বরসেনের নীতিকৌশলে বুহ্রান্‌শাহ প্রতিদ্বন্দ্বী সুবাদারগণের ও দিল্লীশ্বরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা এবং মরাঠা-রাজন্যবর্গের বিদ্রোহদমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার পর একশত বৎসরের মধ্যে কোনও মহারাষ্ট্রীয় কোনও দরবারে "পেশওয়া" উপাধি লাভ করেন নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাত্মা শিবাজী যখন মুসলমানদিগের হস্ত হইতে এক একটী করিয়া প্রদেশের উদ্ধার করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাগ্যে যোগ্যতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক উচ্চপদ লাভ করিবার সুযোগ ঘটিল।

শ্যামরাজনীলকণ্ঠ রাঞ্জেকর নামক একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণকর্ম্মচারী শিবাজীর বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্বরাজ্য-স্থাপন-বিষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। শিবাজীর অধিকার বৃদ্ধি হইলে ও তিনি রাজা উপাধি ধারণ করিলে শ্যামরাজনীলকণ্ঠ পেশওয়া পদ প্রাপ্ত হন। (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) মহারাষ্ট্রদেশে রাজমন্ত্রীদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সমরব্যাপারে সহায়তা করিতে হইত, এই কারণে শিবাজী শ্যামরাজনীলকণ্ঠকে একদল সৈন্যেরও অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। নীরা ও কোয়না নদীর মধ্যবর্ত্তী নববিজিত প্রদেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্দোবস্তের ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য শিবাজী শ্যামরাজনীল-কণ্ঠকে প্রেরণ করেন। কোঙ্কণ-প্রদেশে তখন জঞ্জিরার সিদ্দি-দিগের (আবিসীনীয়দিগের) আধিপত্য ছিল। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে যে সকল কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাহা করিতে অক্ষম হওয়ায় পেশওয়ে শ্যামরাজের এই অভিযান বিফল হইল। ফতেখাঁ সিদ্দি পূর্ব্বাহ্ণেই শ্যামরাজের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া অর্দ্ধ পথেই তাঁহাকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক পরাভূত করেন। শিবাজীর সৈন্য ইতিপূর্ব্বে আর কোনও স্থলে পরাজিত হয় নাই। সুতরাং এই প্রথম পরাজয়ে শিবাজী অতীব মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। শ্যামরাজনীলকণ্ঠকে এই পরাভবের জন্য পদচ্যুত হইতে হইল। মহারাজ শিবাজীর প্রথম পেশওয়া শ্যামরাজনীলকণ্ঠের একটী মুদ্রা (শীলমোহর) সাতারার রাজবাটীতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে,—

* মহারাষ্ট্রে 'পেশবা' শব্দ বহুবচনে সম্মানসূচক 'পেশওয়ে' নামেই ব্যবহৃত হয়।

"শ্রীশিব নরপতি হর্ষনিদান শ্যামরাজ মতিমত প্রধানঃ।"

শ্যামরাজনীলকণ্ঠের পর যিনি শিবাজী মহারাজের পেশওয়ে পদে বরিত হন তাঁহার নাম—

ময়ূরেশ্বর (মোরেশ্বর) ত্রিমল পিঙ্গলে।

তিনি সংক্ষেপে মোরেপণ্ড বা মোরো পণ্ডিত নামেও পরিচিত। ইঁহার পিতার নাম ত্রিমলাচার্য্য। তিনি শিবাজীর পিতা শাহজীর কর্ণাটকস্থিত জাইগীরের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মোরোপণ্ড পিতার সহিত কিছুদিন কর্ণাটদেশে অবস্থানের পর ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে আগমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে শিবাজীর অধীনতায় কর্ম্মগ্রহণ করিয়া পুরন্দরদুর্গের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হন। মোরোপণ্ডের কার্য্যে শিবাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি কৃষ্ণানদীর উৎপত্তিস্থলে সহ্যাদ্রিশিখরে একটী দুর্গনির্ম্মাণের ভারার্পণ করেন (১৬৫৫ খৃঃ)। এই কার্য্যও মোরোপণ্ড অতীব দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। ইহার পর আরও কতিপয় দুর্গনির্ম্মাণের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। স্থাপত্যবিদ্যার ন্যায় সামরিকবিভাগের কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। জাওলী প্রদেশ ও শৃঙ্গারপুররাজ্য-অধিকার-কার্য্যে তিনি শিবাজীকে বহু প্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি শিবাজীর প্রীতি বর্দ্ধিত হইল। অতঃপর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজপণ্ড যখন ফতেখাঁ সিদ্দির হস্তে পরাভূত হইয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন শিবাজী পেশওয়া মোরোপণ্ড পিঙ্গলেকে একদল সৈন্যের সৈনাপত্যপ্রদানপূর্ব্বক সিদ্দিগণের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। এই নবীন সেনাপতির সৈন্য-পরিচালন-কৌশলে ও শৌর্য্যগুণে ফতেখাঁকে বিব্রত হইতে হইল। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিজাপুর-সুলতানের প্রসিদ্ধ সেনাপতি আফ্‌জল খাঁ শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করায় মোরোপণ্ডকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়।

অনন্তর শিবাজীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আফ্‌জল খাঁ নিহত হইলে, তাঁহার দ্বাদশসহস্র সৈন্য ও প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণকে ছত্রভঙ্গপূর্ব্বক পরাজিত করিবার জন্য মোরোপণ্ড ও নেতাজী পাল্‌কর প্রভৃতি শিবাজীর সমরকুশল সেনানীগণ নিযুক্ত হন, এই যুদ্ধে সংক্রুদ্ধ পাঠান-সৈন্যের সহিত ব্রাহ্মণবীর মোরোপণ্ড বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষের ১৫০টী হস্তী, ৭ সহস্র তুরঙ্গ, ৪ শত উষ্ট্র ও ৭০ লক্ষ হোন (স্বর্ণ মুদ্রা) লুণ্ঠনপূর্ব্বক আনয়ন করেন। মহারাজ শিবাজী তাঁহার রণদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি প্রদানে গৌরবান্বিত করেন।

শিবাজীর দেশবিজয়ব্যাপারে এই ব্রাহ্মণযুবক বহু সহায়তা করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে বহু অভিযানে মোরেশ্বরপণ্ড বিজয়ী হইয়াছিলেন। রাজনীতিজ্ঞতায় ও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ কারণে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন দিল্লী গমন করেন, তখন তিনি সমস্ত রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার মোরোপণ্ডের স্কন্ধেই অর্পণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর অবর্ত্তমানে মোরোপণ্ড যে কেবল তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যরক্ষা ও যথাবিধি প্রজাপালন করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি কতিপয় অভিনব প্রদেশ জয় করিয়া শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের সীমাবিস্তারও করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজস্বসংক্রান্ত নিয়মাদিও রাজা ও প্রজার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়নপূর্ব্বক মথুরায় আগমন করিলে মোগলসম্রাটের অনুচরেরা তাহার অনুসরণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হয়। শিবাজীর সঙ্গে তাঁহার দশমবর্ষীয় পুত্র সাম্ভাজী ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করা সহজসাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া শিবাজী বিশেষ চিন্তিত হন। সে সময়ে মথুরায় মোরোপণ্ডের শ্যালক কৃষ্ণাজীপণ্ড ছিলেন। তিনি মহারাজকে বিপন্ন দেখিয়া সাম্ভাজীর রক্ষা ও নির্ব্বিঘ্নে দেশে পৌছাইয়া দিবার ভারগ্রহণ করিলে শিবাজী মথুরা ত্যাগ করেন। এদিকে মোগলের চরগণ সাম্ভাজীকে চিনিতে পারিয়া গোলোযোগ উপস্থিত করিল। কৃষ্ণাজীপণ্ড সাম্ভাজীকে স্বীয় ভাগিনেয় বলিয়া পরিচিত করিলেন এবং মোগলদূতের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও সাম্ভাজীর সহিত একত্র ভোজন করিলেন। তাহার পর তিনি স্বীয় যুগল সহোদরের সাহায্যে সাম্ভাজীকে লইয়া গোপনে দীর্ঘপথ অতিক্রমপূর্ব্বক রায়গড়ে উপস্থিত হন। শিবাজী তাহাদিগকে ধন ও 'বিশ্বাসরাও' এই উপাধিদানে তুষ্ট করিলেন।

শিবাজীর দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর তাঁহার সহিত মোগলদিগের যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহার অনেকগুলিতেই মোরোপণ্ডের সমরকুশলতা প্রকাশ পায়। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে পুণার উত্তরাঞ্চলস্থিত কয়েকটী প্রসিদ্ধ দুর্গ তিনি তাঁহার দ্বাদশসহস্র পদাতিক সৈন্যের বলে মোগলদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়েন। তন্মধ্যে "সাহ্লের" নামক দুর্গ অধিকার-কালে মোগল-সেনানী এখ্‌লাস খাঁর সহিত তাঁহার যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহা তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সাহ্লেরীর যুদ্ধে মোরোপণ্ড অসাধারণ শৌর্য্য ও সমরকুশলতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ২২জন প্রসিদ্ধ মোগল-সেনাধ্যক্ষকে বন্দী করেন। তদ্ভিন্ন এই যুদ্ধে ৬ সহস্র অশ্ব, ১২৫টী হস্তী, ৬ সহস্র উষ্ট্র ও বহু ধনসম্পত্তিও হস্তগত হয়। শিবাজী এই বিজয়বার্ত্তায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিজয়ী ব্রাহ্মণবীরের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য তাঁহাকে এক প্রশংসাপূর্ণ পত্র, ১ হস্তী, ১টী উৎকৃষ্ট অশ্ব ও ভূষণ পরিচ্ছদাদি পুরস্কারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

মহারাষ্ট্রদেশের একটী গ্রাম্য-গীতিতে এই সাহ্লেরীর যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুন যেরূপ কৌরবক্ষয় করিয়াছিলেন, সাহ্লেরীর সংগ্রামে মোরোপণ্ড পেশওয়ে সেইরূপ মোগলসৈন্য বিনষ্ট করেন।"

ইহার পর ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর যখন রাজ্যাভিষেক হয়, তখন মোরোপণ্ডের পেশওয়ে-পদ দৃঢ়ীকৃত হয় এবং শিবাজীর অষ্টপ্রধানের মধ্যে তিনি "মুখ্যপ্রধান" নামে অভিহিত হন। রাজ্যাভিষেককালে শিবাজী তাঁহার সচিবগণের পারস্যনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকথিত সংস্কৃত নামকরণ করেন। তদনুসারে মোরোপণ্ডকে "সমস্ত রাজকার্য্যধুরন্ধর রাজমান্য রাজশ্রী মোরেশ্বরপণ্ডিতপ্রধান" এই পাঠসহ পত্র লিখিতে হইবে, স্থিরীকৃত হয়।

পেশওয়ে পদের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে এই সময়ে যাহা নির্দ্ধারিত হয় তাহা এই,—(১) রাজকার্য্যবিষয়ক মন্ত্রণা; (২) সকল কর্ম্মচারীকে একমত করিয়া রাজকার্য্যনির্ব্বাহ ও সকলের প্রতি সমদর্শিতা; (৩) অনলস ভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যের হিতসাধনে মনোযোগ; (৪) সৈন্যবলের সাহায্যে নব দেশবিজয়; (৫) শত্রুপক্ষের ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদসংগ্রহ, (৬) রাজকার্য্যবিষয়ক পত্রাদি রাজমুদ্রাঙ্কিত ও স্বনামাঙ্কিত করা। মোরোপণ্ড এই সকল কার্য্যই করিতেন। তাঁহার বেতন ১৫ সহস্র হোন বা স্বর্ণমুদ্রা ছিল (বর্ত্তমানকালের ৩৮০ টাকায় সেকালের এক হোন হয়)।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে শিবাজী তঞ্জোর-বিজয় করিতে গমন করেন। সে সময়ে আনাজীদত্তো নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সচিবের উপর রাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত হইলেও মোরোপণ্ডকে সর্ব্ব রাজকার্য্যপরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। কারণ মোরোপণ্ড অপেক্ষা শিবাজীর অধিকতর বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী আর কেহই ছিল না। এই কারণে শিবাজী তাঁহাকে আপনার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ মনে করিতেন। মোরোপণ্ডই উত্তর-কোঙ্কণ ও বাগলান-প্রদেশ হইতে মোগলশাসনের উচ্ছেদ করিয়া উক্ত প্রদেশদ্বয় শিবাজীর অধিকারভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রায় ৭০টী দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া শিবাজীর স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অনেক নূতন দুর্গও তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুরতলুণ্ঠনে, পর্ত্তুগীজ ও আবিসিনীয়-দিগের দমনে, দুর্গাদি ও রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণাদিতে তিনি সর্ব্বদা অগ্রসর ছিলেন। নিজের স্বার্থের প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। কাজেই শিবাজীর তাঁহার প্রতি অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। আনাজীদত্তো নামক শিবাজীর অন্যতম ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারীও একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। কিন্তু মোরোপণ্ডের প্রতি শিবাজীর অধিকতর নির্ভরশীলতা দেখিয়া তিনি তাঁহার (মোরোপণ্ডের) বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিবাজীর জীবদ্দশায় সে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নাই।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হইলে, নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র-রাজ্যে বিষম গোলযোগের সূত্রপাত হয়। শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র সাম্ভাজী নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন বলিয়া শিবাজী তাঁহাকে পনালাদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, "সাম্ভাজী রাজা হইলে স্বীয় বুদ্ধির দোষে রাজ্যক্ষয় করিবে; কনিষ্ঠপুত্র রাজারামের দ্বারা রাজ্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব।" শিবাজীর এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজকর্ম্মচারীরা রাজারামকে রাজা করিয়া রাজ্য-পালন করিবার সঙ্কল্প করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল রাজারামের জননী সোয়রাবাই জীবিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সাম্ভাজীকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে রাজা করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে অরঙ্গজেবও এই সময়ে দাক্ষিণাত্য বিজয় করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্যসহ হাইদরাবাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রবিজয়ও তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজেই অকর্ম্মণ্য ও ক্রূরপ্রকৃতি সাম্ভাজীর পরিবর্ত্তে ধীরস্বভাব রাজারামকে সিংহাসনে স্থাপন করাই সকল রাজকর্ম্মচারিগণের বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই কারণে প্রথমে শিবাজীর মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়া পনালা-দুর্গ হইতে সাম্ভাজী যাহাতে অবতরণ করিতে না পারেন, তাহার জন্য সেখানকার হাবিলদারকে পত্র লিখিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পত্র সাম্ভাজীর হস্তগত হওয়ায় তিনি দুর্গস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া সিংহাসনলাভের জন্য কতিপয় মরাঠা-সর্দ্দারকে পত্র লিখিলেন। তাঁহার কৌশলে অনেকে তাঁহার বশীভূত হইল। তাহাদিগের সাহায্যে তিনি কয়েকজন সেনানীকে বন্দী করিয়া সসৈন্যে রায়গড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীমতী সোয়রা-বাইর আদেশে মোরোপণ্ড প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ রাজারামকে সিংহাসনারূঢ় করিয়াছিলেন। সাম্ভাজী রায়গড়ে উপস্থিত হইয়াই অগ্রে মোরোপণ্ডের ও আনাজী-দত্তোর গৃহাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন[১] এবং রাজবিদ্রোহাপরাধী কতিপয় ব্রাহ্মণেতর

(১) আমরা বখরলেখকের মতানুসরণ করিয়া এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। গ্রাণ্ট ডফ বলেন, অপরাপর কর্ম্মচারিগণের বিপদ্ দেখিয়া ও আনাজী দত্তোর সহিত নির্ব্বিবাদে কাজ করিতে না পারিয়া মোরোপণ্ড আত্মরক্ষার জন্য সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি কখনই সাম্ভাজীর বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন নাই।

জাতীয় কর্ম্মচারীর প্রতি তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। রাজারামও নজরবন্দী হইলেন। তাঁহার জননীকে অতীব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল!

সাম্ভাজী সিংহাসনারোহণকালে অভিষেকোৎসব উপলক্ষে মোরোপন্তকে মুক্ত করিয়াছিলেন। অপর কর্ম্মচারিগণও এই সময়ে মুক্তিলাভ করেন। শিবাজীর সময়ে যাঁহারা অষ্ট প্রধান ছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মোরোপন্তও পূর্ব্বপদ লাভ করেন, কিন্তু শিবাজীর সময়ে তাঁহার যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহা তিনি আর লাভ করিতে পারিলেন না। সাম্ভাজীর দুরাচারে অপর সকলের ন্যায় তাঁহাকেও হতমান হইতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার পূর্ব্ব তেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই। সাম্ভাজীর দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া কতিপয় কর্ম্মচারী রাজারামকে পুনর্ব্বার সিংহাসনাধিরূঢ় করিবার চেষ্টা করেন। এই ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে মোরোপন্তের প্রতিদ্বন্দ্বী আনাজী দত্তো অগ্রনায়ক ছিলেন। সাম্ভাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া বিপ্লবকারীদিগকে বন্দী করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই প্রাণদণ্ড হয়। আনাজী-দত্তোকেও দেহান্ত দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজ্যে এইরূপ ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সকলেই অতীব দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই এজন্য সাম্ভাজীকে কোনও কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। মোরোপন্তের প্রতি আনাজী দত্তোর বিদ্বেষ ভাব ছিল, তথাপি তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হত্যায় অসন্তুষ্ট হইয়া স্পষ্টাক্ষরে সাম্ভাজীকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনি একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী ও ব্রাহ্মণের বধসাধন করিয়া ভাল কার্য্য করিলেন না। আপনার কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত হইয়াছে, ইহার ফল আপনাকে একদিন ভোগ করিতে হইবে! মোরোপন্তের এই স্পষ্ট উক্তি সাম্ভাজীর নিকট প্রীতিকর হইল না। কাজেই ইহার জন্য মোরোপন্তকে একদিন গিরিদুর্গে বন্দিভাবে বাস করিতে হইয়াছিল। ইহার পর শিবাজীর কর্ণাটস্থিত প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা বহুমূল্য উপঢৌকনাদি সহ সাম্ভাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি সাম্ভাজীর রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যাবলীর জন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিলে সাম্ভাজী মোরোপন্তকে কারামুক্ত করেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহাকে আর পেশওয়ের পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ১৬৮৩।৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কষ্টময় বার্দ্ধক্যজীবনের অবসান হয়।

শিবাজী রাজ্যাভিষেককালে স্বীয় অষ্ট প্রধানের (সচিবের) যে সংস্কৃত নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহার একটী ভিন্ন অন্য সকলগুলিই মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের অবসান পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল। কিন্তু পেশওয়ে পদের "মুখ্যপ্রধান" এই সংস্কৃত নামটী শিবাজীর মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পারসীক "পেশওয়ে" শব্দের বহুল প্রচার হইয়াছিল।

নীলকণ্ঠ মোরেশ্বর পেশওয়ে।— ইনি ময়ূরেশ্বর ত্রিমল পিঙ্গলের পুত্র। মোরোপন্ত দ্বিতীয় বার বন্দী হইলে নীলকণ্ঠ পন্ত পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কিন্তু পেশওয়ে-পদ লাভ করাই তাঁহার সার হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত পদোচিত কোনও ক্ষমতারই অধিকারী হইতে পারেন নাই। কলশ বা কবজী নামক জনৈক কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ হীনমতি সাম্ভাজীর নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া কার্য্যতঃ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর (পেশওয়ের) পদ লাভ করেন। এই ব্যক্তির রাজকার্য্যে বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কবজী তন্ত্রশাস্ত্রে ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি মন্ত্রবলে রাজ্যবিস্তার ও ধনবৃদ্ধি করিতে সমর্থ, সাম্ভাজীর মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার তোষামোদে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে অনেক প্রাচীন কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির হস্তে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া সাম্ভাজী সুরাপানে মত্ত হইয়া অন্তঃপুরবিহার-সুখে নিমগ্ন হওয়ায় রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইল। শিবাজীর সময়ের সামরিক ও প্রজাপালনমূলক নিয়মাবলী লঙ্ঘিত হওয়ায় দেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল, প্রজাগণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মোগল ও বিজাপুর-রাজ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিল। এদিকে সাম্ভাজীর অবস্থাও বিলাসব্যসনে এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, কবজী ভিন্ন আর কাহারও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের আদেশ রহিল না। পরিশেষে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইল যে, কবজীও তাঁহার সম্মুখীন হইতে ভয় করিত। অবসর পাইয়া মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব এই সময়ে মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজ বণিকেরা এবং কোঙ্কণের হাবসীরাও (আবিসিনীয়েরাও) শত্রুতাসাধনে ত্রুটী করিলেন না। সাম্ভাজী কয়েকবার শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে তেজঃ নির্ব্বাপিত হইল। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ লইয়া কার্য্যকরা তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। নিজের রাজনীতিজ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাপতিদ্বয়ের সহায়তা পাইয়াও তিনি মোগলদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন না। কাজেই মহারাষ্ট্রে মোগলদিগের প্রতাপ বাড়িল। পরিশেষে তাঁহাকে স্বয়ং শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইতে হইল। এই অন্তিম কালে তিনি একবার স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিলেন। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিবার

সংকল্প করিলেন। কিন্তু সে গৌরব তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। মোগলদিগের হস্তে বন্দী হইয়া তাঁহাকে অতীব নির্দ্দয় ভাবে নিহত হইতে হইয়াছিল।

সাম্ভাজীর রাজত্বকালে নীলকণ্ঠ পণ্ড নামেমাত্র পেশওয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও কবজীই কার্য্যতঃ পেশওয়ের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত। কাজেই নীলকণ্ঠের প্রতি কর্ণাটক-প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ প্রদেশেই অবস্থান করিতেছিলেন।

সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজারাম মুক্তিলাভ করিয়া রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার অল্পবয়স্কতা ও মোগলদিগের প্রাধান্যবশতঃ তাঁহাকে আত্মীয় বান্ধবগণ সহ ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র ত্যাগপূর্ব্বক শাহজীর (মহারাজ শিবাজীর পিতার) জাইগীর তঞ্জোর অঞ্চলে গিয়া জিঞ্জিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নীলকণ্ঠ পণ্ড তঞ্জোরের সমস্ত বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যুদ্‌গমন করেন। মোগলেরা যাহাতে তাঁহার তঞ্জোর-প্রবেশে বাধা দিতে না পারে, তিনি তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর তথায় রাজারাম সিংহা-সনারোহণ করিয়া অষ্ট প্রধানের নিয়োগ করেন, তখন নীলকণ্ঠ পণ্ডের পেশওয়ে-পদ পুনর্ব্বার দৃঢ়ীকৃত হয়। বহু দিবস পর্য্যন্ত মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া যখন রাজারাম ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন নীলকণ্ঠ পণ্ডও তাঁহার সহিত বিশলগড়ে উপস্থিত হন। ইহার পর রাজারামের রাজত্ব কালের শেষ পর্য্যন্ত তিনি পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত অষ্ট প্রধানের মধ্যে পেশওয়াই মুখ্য প্রধান ছিলেন। রাজারামের সময়ে অষ্ট প্রধানের উপর "প্রতিনিধি" নামক একটী পদ সৃষ্ট হয়। প্রহ্লাদ নিরাজী নামে এক ব্রাহ্মণ রাজারামের জিঞ্জিগমনকালে তাঁহার পলায়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য ও কার্য্যকুশলতা বিশেষরূপে প্রকা-শিত হইয়াছিল। এই কারণে রাজারাম "প্রতিনিধি"-পদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নীলকণ্ঠপণ্ড পিতার ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও যশস্বী ছিলেন না। কাজেই প্রতিনিধির প্রতিপত্তি সে সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এমন কি পেশওয়ের নামও অনেকে যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়া ছিল। তাঁহার রাজমুদ্রায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী উৎকীর্ণ ছিল,—

"শ্রীরাজারাম নরপতি হর্ষনিধান।
মোরেশ্বর-সুত নীলকণ্ঠ মুখ্যপ্রধান॥"

রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী তারাবাই স্বীয় দশমবর্ষ বয়স্ক পুত্রকে অমাত্য রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ প্রতিনিধি প্রহ্লাদ নিরাজী ও পেশওয়ে নীলকণ্ঠের সাহায্যে মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তারাবাই অতিশয় বুদ্ধিমতী ও রাজনীতিকুশলা রমণী ছিলেন। মোগলেরা ভাবিয়াছিল, রাজারামের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রগণ হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তারাবাই যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের ধারণায় ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইল। তারাবাই অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বয়ং নানা দুর্গে উপস্থিত থাকিয়া দুর্গপতি-গণকে সমর-ব্যাপারে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মুসলমান-দিগকে প্রমাদ গণিতে হইল। অরঙ্গজেব ২০ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও বিফলপ্রযত্ন হওয়ায় ও মহারাষ্ট্রদিগের বিক্রম দিন দিন বর্দ্ধমান দেখিয়া প্রাণভয়ে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীমাসে আহ্মদনগরে উপস্থিত হইয়াই হতাশায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহাতে মহারাষ্ট্র-দিগের ক্ষমতা অধিকতর বাড়িয়া যায়। তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যস্ত হইয়া মোগলেরা ভেদনীতির অবলম্বন করেন। সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র শাহু ও তাঁহার জননী যশোদা (এসু) বাই মোগলদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করেন নাই। এক্ষণে উত্তেজিত মরাঠাগণকে শান্ত করিবার জন্য মোগলেরা শাহু ও তাহার জননীকে ছাড়িয়া দিয়া মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি-লেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, শাহুকে ছাড়িয়া দিলে এক রাজ্যে দুইজন রাজা হইবে, রাজারামের পুত্রের সহিত শাহুর বিবাদ ঘটিয়া সেই কলহাগ্নিতে মহারাষ্ট্ররাজ্য ভস্মশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদিগের সে আশাও সফল হইল না।

শাহুর মুক্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তারাবাই তাঁহাকে রাজ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জালশাহু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফলোদয় হইল না। শাহু মহারাষ্ট্রে আসিয়া কয়েকজন বড় বড় সর্দ্দারকে হস্তগত করিয়া তারাবাইর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাভবপূর্ব্বক স্বয়ং ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজারামের সময় সাতারায় মহারাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

শাহু মহারাষ্ট্রে আগমন করিলে নীলকণ্ঠপণ্ড পেশওয়ে তারাবাইর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু তাঁহার অধীন জনৈক সেনানী খান্দেশে পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ শাহুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও নীলকণ্ঠের মত পরিবর্ত্তন হয় নাই। তারাবাই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেও তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

নীলকণ্ঠপণ্ড স্বীয় জীবদ্দশায় কখনও স্বাধীনভাবে স্বীয় কার্য্য-দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

বহিরও (ভৈরব) মোরেশ্বর পিঙ্গলে।—মহারাজ শাহু ছত্রপতি উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হইলে নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহিরওপণ্ডকে স্বীয় পেশওয়ে নিযুক্ত করেন (১৭০৮ খৃঃ।) খৃষ্টীয় ১৭১৩ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি শাহুর প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করেন। নীলকণ্ঠপণ্ডের ন্যায় তাঁহার জীবনও বিশেষ ঘটনাপূর্ণ নহে। কল্যাণ, জুন্নর ও রাজমাঠী প্রভৃতি তালুকের রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি মহারাজ শাহুর রাজ্যবিস্তারকার্য্যে কোনও সহায়তা করিতে পারেন নাই, বরং ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কাহ্নোজী আঙ্গ্রের বিদ্রোহদমন করিতে গিয়া স্বয়ং পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তাহার রক্ষণাধীন রাজমাঠী প্রভৃতি স্থানও আঙ্গ্রের হস্তগত হইল। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারীর অভ্যুদয় হইতেছিল। তিনি আঙ্গ্রেকে পরাস্ত করিয়া বহিরওপণ্ডকে মুক্ত করিয়া আনিলে শাহু বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকেই পেশওয়ে বা মুখ্য-প্রধানের পদ প্রদান করেন। বহিরওপণ্ড পদচ্যুত হন। তদবধি বালাজী বিশ্বনাথের বংশধরগণের কার্য্যদক্ষতাগুণে মহারাষ্ট্ররাজ্যের পেশওয়ে-পদ তাঁহাদিগের বংশানুগত হইল। এমন কি পরিশেষে তাঁহারাই এক প্রকার মহারাষ্ট্রদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন।

পিঙ্গলেবংশের সহিত পেশওয়ে-পদের সম্বন্ধ এইখানেই ছিন্ন হইল। পিঙ্গলেবংশে এক মোরোপণ্ডই জন্মভূমির সুকৃতী সন্তান হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও বৈদিক-শ্রেণীর ন্যায় মহারাষ্ট্রেও দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ ও কহাড়ে এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। পিঙ্গলে-বংশীয়গণ দেশস্থ শ্রেণীর অন্তর্গত বা সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ছিলেন। অতঃপর পেশওয়ে-পদ যাঁহাদিগের পুরুষানুগত হয়, তাঁহারা কোঙ্কণস্থ বা সহ্যাদ্রির পশ্চিমস্থিত প্রদেশবাসী ছিলেন। কোঙ্কণস্থ পেশওয়েদিগের প্রভুত্ব-কালে দেশস্থগণ রাজকার্য্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কোঙ্কণ-দেশীয়েরা ইহার পূর্ব্বে রাজকার্য্যে বড় একটা প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই। বালাজী বিশ্বনাথের বংশধরগণের আমলে প্রায় সকল রাজকার্য্যেই কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের বাহুল্য ঘটিয়াছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ।—কোঙ্কণের অন্তর্গত "বাণকোট" নামক প্রণালীর উত্তরতীরস্থিত শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে বালাজী বিশ্বনাথের জন্ম হয়। শ্রীবর্দ্ধন গ্রাম তখন জঞ্জিরা দ্বীপের সিদ্দি বা আবিসিনীয়গণের অধীন ছিল। প্রাচীনকালে এই গ্রাম বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথের পিতামহ জনার্দ্দন পণ্ডভট্ট শ্রীবর্দ্ধন-গ্রামের দেশমুখ ও গ্রামলেখক ছিলেন। মহালের জমাবন্দীর কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ ও গ্রামের রাজস্ব আদায় প্রভৃতির ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। তাঁহার দুইটী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বনাথ-পণ্ড পৈতৃক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বালাজী বিশ্বনাথভট্টও দেশমুখ ও গ্রামলেখকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধ ছিল।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবর্ণদুর্গ (এই জলদুর্গ বাণকোট নামক প্রণালীর মোহানার নিকট অবস্থিত) ও উহার ১৫মাইল দক্ষিণস্থিত অঞ্জনবেল নামক দুর্গ এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ জঞ্জিরার সিদ্দিদিগের শাসনাধীন ছিল। এই কারণে বাণকোট-প্রণালীর উপরও তাঁহারা আপনাদিগের আধিপত্য রাখিয়াছিলেন। এদিকে আঙ্গ্রে উপাধিকারী মরাঠা-পরিবারের হস্তে মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনার আধিপত্য ছিল। কাজেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকার লইয়া তদানীন্তন নৌসেনানী কাহ্নোজী আঙ্গ্রের সহিত সিদ্দিগণের শত্রুতা চলিতেছিল। সময়ে সময়ে তাহাদিগের শত্রুতা বৃদ্ধি হইত। বালাজী বিশ্বনাথ-ভট্ট যখন যৌবনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যুবতী ও গুণবতীভার্য্যা রাধাবাই এবং বাজীরাও ও চিমাজী আপ্পা নামক পুত্রদ্বয়কে লইয়া শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাহ্নোজী আঙ্গ্রে ও জঞ্জিরার অধিপতি সিদ্দি কাসিমের মধ্যে বিষম বিবাদানল প্রজ্বলিত হয়। কাহ্নোজী সিদ্দির কর্ম্মচারীদিগকে ভাঙ্গাইয়া স্বদলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে কোনও দুষ্টব্যক্তি সিদ্দি কাসিমকে গিয়া বলে যে, "বালাজী বিশ্বনাথ গোপনে আঙ্গ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।" কাসিম অতিশয় লঘুমতি ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বালাজীকে সপরিবারে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। প্রথমে বালাজীর কনিষ্ঠ জানোজী ধৃত হন। সিদ্দি বিনা বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করেন। হতভাগ্য জানোজীকে একটা বস্তার মধ্যে পুরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করা হয় (১৭০১ খৃষ্টাব্দ)।

এই ঘটনায় বালাজী বিশ্বনাথ অতিমাত্র ভীত হইয়া আত্ম-

রক্ষার জন্য সপরিবারে সিদ্দির অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বাণকোট-প্রণালীর দক্ষিণাঞ্চলস্থিত বেলাস গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে হরি-মহাদেব-ভানুনামক এক সজ্জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বালাজীর সহিত তাঁহার বাল্যবন্ধুত্ব ছিল। বালাজী ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোঙ্কণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়া কোনও স্থানে চাকরী গ্রহণ করাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ভানু-পরিবারের অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। এ কারণে তাঁহারাও বালাজীর অনুবর্ত্তী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর ভট্ট ও ভানু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে সিদ্দি কাসিম বালাজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য অঞ্জনবেলের দুর্গাধিপতির প্রতি আদেশপত্র প্রেরণ করেন। সহ্যাদ্রির পাদমূলে তিওরাঘাট নামক স্থানে বালাজী ধৃত ও অঞ্জনবেলের দুর্গে বন্দিভাবে প্রেরিত হন। সিদ্দির আদেশে তাঁহাকে ঐ দুর্গে ২৫ দিন বাস করিতে হয়। এই বিপৎকালে হরি-মহাদেব-ভানু তাঁহার দুই ভ্রাতৃসহ বহু যত্ন করিয়া কেল্লাদারকে বশীভূত করেন। তাঁহাদিগের চেষ্টার ফলে বালাজীর মুক্তিলাভ ঘটে। এই ঘটনায় কৃতজ্ঞ হইয়া বালাজী স্বীয় উপার্জ্জনের চতুর্থাংশ ভানুদিগকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

সহ্যাদ্রি উত্তীর্ণ হইয়া ভট্ট ও ভানু পুণার নিকটস্থিত সাসবড়-গ্রামের অম্বাজীত্রিম্বক পুরন্দরে (গ্রাণ্টডফ্ ইহাকে আবাজীপন্ত করিয়াছেন) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। মহারাজ রাজারামের পত্নী তারাবাই মহারাষ্ট্র-রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগলদিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইতেছিল। যে ব্যক্তি কোনরূপে একটী ঘোড়া ও একখানি বল্লম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, সে-ই মোগলদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল। অমাত্য রামচন্দ্রপন্ত, প্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বক, সচিব শঙ্করজীনারায়ণ ও ধনাজীজাধব প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের বীর্য্যবিক্রমে সমগ্র দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইতেছিল। মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রুদ্রমূর্ত্তিদর্শনে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। মোগল-শাসিত প্রদেশে মহারাষ্ট্র অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল। সুতরাং কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ সময়ে দেশে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না।

অম্বাজীপন্ত, বালাজীপন্ত ও ভানু ত্রিতয়ের পরামর্শে প্রথমে কোনও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহাদিগের লাভজনক হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। তদনুসারে তাঁহারা প্রথমে তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারায় গমন করিলেন (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ)। তথায় অম্বাজী ও বালাজী রাজপ্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বকের অনুগ্রহে একটা তালুকের রাজস্ব আদায় করিবার ঠিকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের অধীনতায় ৫ শত অশ্বারোহী সৈন্য রহিল। অম্বাজীপন্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় দেশমুখের কার্য্যে সুদক্ষ ব্যক্তির পক্ষে সে কালে এরূপ কর্ম্মলাভ বিশেষ কষ্টকর ছিল না। সে যাহা হউক, সেই কার্য্যে তাহাদিগের দক্ষতা দেখিয়া প্রতিনিধি মহাশয় তাহাদিগকে সেনাপতি ধনাজীজাধব রাওয়ের অধীনতায় রাজস্ব-বিভাগে কারকুনের পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন (১৭০৬ খৃষ্টাব্দ)। বালাজীর বেতন বার্ষিক ১ শত মুদ্রা ধার্য্য হইল। ভানুত্রিতয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ রামাজী-মহাদেব সচিব শঙ্করজী-নারায়ণের অধীনতায় কর্ম্ম পাইলেন। হরি মহাদেব ও বালাজী মহাদেব ভানু, বালাজী বিশ্বনাথের নিকট, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যে নানা প্রকার বিপ্লব চলিতেছিল বলিয়া রাজস্ব আদায়ের তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। শাহু সিংহাসনে আরোহণ করিলে সে বিশৃঙ্খলার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয়। সুতরাং বালাজী বিশ্বনাথ রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যের বিশেষ সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃষিকার্য্যে উৎসাহদানপূর্ব্বক তিনি রাজস্ব আদায়ের এরূপ সুনিয়ম সংস্থাপন ও তৎসংক্রান্ত হিসাবের কাগজপত্রগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত করিলেন যে, অল্পদিবসের মধ্যেই রাজস্ব বিভাগের সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। তাঁহার এইরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া সেনাপতি জাধবরাও তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। মহারাজ শাহুর নিকটেও বালাজী বিশ্বনাথের কার্য্যতৎপরতার কথা অবিদিত রহিল না। ১৭০৯।১০ খৃষ্টাব্দে ধনাজী জাধবের মৃত্যু হইলে মহারাজ শাহু রাজস্ববিভাগের সমস্ত ভার বালাজী বিশ্বনাথের উপর অর্পণ করিলেন। জাধব রাওয়ের পুত্র চন্দ্রসেনের হস্তে কেবল সামরিকবিভাগের ভার রহিল। বালাজীর উপর সেনাপতি চন্দ্রসেনের আর কোনও কর্ত্তৃত্ব রহিল না। এই ঘটনায় চন্দ্রসেনের মনে বালাজীর সম্বন্ধে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। ইহার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহাতে সেই বিদ্বেষ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া চন্দ্রসেনকে বালাজীর ঘোর শত্রুরূপে পরিণত করে।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাদুর শাহ সেনাপতি জুলফকরখাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। মোগল-সেনানী হায়দরাবাদ জয়করণার্থ যাত্রা করিলে মহারাষ্ট্রপতি শাহু তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। জুলফকারখাঁ পূর্ব্বাবধি শাহুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বর্ত্তমান ঘটনায় তিনি বাহাদুরশাহকে বুঝাইয়া শাহুকে দক্ষিণা-

পথের চৌথ ও সরদেশমুখী (রাজস্বের দশমাংশ) স্বত্বের সনন্দ প্রদান করাইয়াছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুরশাহের মৃত্যু হইল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তদীয় পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের ফলে প্রথমে জহান্দর শাহ ও তৎপরে ফরুখ্‌শিয়ার রাজ্যারোহণ করেন। এই বিপ্লবের সময় জুলফকারখাঁ নিহত হন এবং চীনকিলিচখাঁ নামক এক মুসলমান-সর্দ্দার "নিজাম উলমুলক্" পদবীসহ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার-পদে নিযুক্ত হন।

এই নূতন সুবাদারের আগমনে দাক্ষিণাত্যের মোগলরাজ্য হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের চৌথ ও সরদেশমুখী আর পূর্ব্ববৎ যথা সময়ে আদায় হয় না দেখিয়া, মহারাজ শাহু ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি চন্দ্রসেনজাধবকে তাহা আদায় করিবার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। সংগৃহীত রাজস্বের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার সহকারীরূপে প্রেরিত হন। এই ঘটনায় সেনাপতির মনে হইল যে, বালাজী বিশ্বনাথকে তাঁহার কার্য্যপরিদর্শনের জন্যই প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে তিনি আপনাকে অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া বালাজী বিশ্বনাথের প্রতি অতীব জাতক্রোধ হইলেন এবং এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

অভিযানকালে একদিন মৃগয়াপ্রসঙ্গে বালাজীর অধীন জনৈক অশ্বারোহীর হস্তে দৈবক্রমে চন্দ্রসেনের জনৈক ভৃত্য আহত হয়। চন্দ্রসেন এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক অপরাধীকে কঠোর শাস্তিপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন। বালাজী স্বীয় অধীন অশ্বারোহীকে নিরপরাধ জানিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করেন। এতদুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। সেনাপতি বালাজী বিশ্বনাথকে বিপন্ন করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া সহসা স্বীয় সৈন্যদলসহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। বালাজীর সহিত তাঁহার দুইপুত্র ও অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে এবং স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাহাদিগের সহিত পলায়নপূর্ব্বক তিনি প্রথমে সাসবড় গ্রামে ও পরে তথা হইতে পুরন্দর-দুর্গে গমন করিলেন। ঐ দুর্গ শঙ্করজী নারায়ণ সচিবের রক্ষণাধীনে ছিল। তথাকার প্রধান কর্ম্মচারী বালাজীকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেনাপতি বহু সৈন্যসহ পুরন্দর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তিনি বালাজীকে প্রত্যাখ্যাত করিলেন। তথা হইতে সেনাপতির সৈন্যদল কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ পাণ্ডবগড়ের অভিমুখে আশ্রয়ার্থ অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে পিলাজীরাও ও নাথজী ধুমাল নামক দুইজন মরাঠা শিল্লাদারের চেষ্টায় পথিমধ্যে ৫।৬ শত সৈনিক সংগৃহীত হয়। বালাজীর সঙ্গে প্রায় শতাধিক সৈনিক ছিল। এক্ষণে তিনি এই ৬।৭ শত সৈন্য লইয়া নীরা নদীর তীরে চন্দ্রসেনের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সৈন্যের অল্পতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে হইল। চন্দ্রসেন তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না।

বহুকষ্টে বালাজী পাণ্ডবগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে অম্বাজীপন্ত পুরন্দরেকে মহারাজ শাহুর নিকট সাহায্য-প্রার্থনার জন্য গোপনে প্রেরণ করিলেন। শাহু বালাজীকে কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া জানিতেন। তিনি তাঁহার এই বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইবামাত্র তাঁহাকে অভয় পত্র প্রেরণপূর্ব্বক সাতারায় আহ্বান করিলেন। এদিকে চন্দ্রসেন পাণ্ডবগড় অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ অবগত হইয়া মহারাজ শাহুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বালাজীকে আমার হস্তে অর্পণ না করিলে আমি মোগলদিগের সহিত মিলিত হইব।" সেনাপতির এইরূপ ঔদ্ধত্যদর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দমনের জন্য সর-লস্কর হয়বৎরাও নিম্বালকরকে প্রেরণ করেন। নিম্বালকরের সহিত যুদ্ধে চন্দ্রসেনের পরাজয় ঘটে। পরাস্ত সেনাপতি মোগল সুবাদার নিজামউলমুল্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ সেই ভয়ঙ্কর বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া পুত্রদ্বয়সহ সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

হয়বৎরাও নিম্বালকর চন্দ্রসেনকে পরাজিত করিয়া মোগলরাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে নিজামউলমুল্ক চন্দ্রসেনকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। মহারাজ শাহু এই সংবাদ অবগত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথকে "সেনাকর্ত্তা"[১] এই গৌরবসূচক উপাধিপ্রদানপূর্ব্বক বহু সৈন্যসহ নিম্বালকরের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। বালাজী সর-লস্করের সহিত মিলিত হইলে পুরন্দরের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণের আংশিক জয় হয় (১৭১৩ খৃঃ)।

(১) মহারাষ্ট্ররাজ্যের প্রধান সেনাপতি চন্দ্রসেন শত্রুপক্ষ অবলম্বন করায় শাহুর সৈন্যসংখ্যা কমিয়া গেল। এই সময়ে তারাবাই চন্দ্রসেনকে হস্তগত করিয়া নানা উপায়ে শাহুর অপর সর্দ্দারগণকে স্বপক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ না করিলে শাহুকে বিপন্ন হইতে হইত। বালাজীর বুদ্ধিকৌশলেই শাহুর সর্দ্দারগণ তারাবাইর দলে মিলিত হইতে পারেন নাই। বরং বহুসংখ্যক নূতন সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বালাজী শাহুর সৈন্যাভাব দূর করেন। এই কারণেই তাঁহাকে "সেনাকর্ত্তা" উপাধি প্রদত্ত হয়। গ্রাণ্ট-ডফ্ "সেনাকর্ত্তা" শব্দের অর্থ Agent in charge of the army এইরূপ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না। মহারাষ্ট্র-লেখকেরা "সেনাকর্ত্তা" অর্থে "সৈন্যদলের সৃষ্টিকর্ত্তা" বুঝেন এবং তাহাই ঠিক।

এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাহুর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তারাবাই কোহ্লাপুরে স্বীয় পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তথায় এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে (গ্রাণ্ট-ডফের মতে জানুয়ারিতে) সেই বালকের মৃত্যু ঘটিলে অমাত্যগণ রাজারামের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ত্তজাত "সাম্ভাজী" নামক বালককে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কাজেই মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের মধ্যে কেহ শাহুর পক্ষ কেহ বা কোহ্লাপুরাধিপতি সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কেহ বা মোগলগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ কোনও পক্ষাবলম্বী না হইয়া স্ব স্বপ্রধান ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সর্দ্দারগণের মধ্যে দামাজী থোরাত ও উদয়জী চৌহানই প্রধান ছিলেন। উদয়জীর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাহু তাঁহাকে স্বীয়রাজ্যের একাংশের চৌথ আদায়ের স্বত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হন। কাহ্নোজী আঙ্গ্রে কোহ্লাপুরপতি সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়া শাহুর অধিকৃত কল্যাণ-প্রদেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অপর দিকে কৃষ্ণরাও খটাওকর নামক রাজা উপাধিধারী এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ মরাঠা-সামন্ত শাহুর অধীনতা স্বীকার করিতেন না।

বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিকৌশলে ও শৌর্য্যগুণে এই সকল অরাজকতা দূরীভূত হইয়াছিল। শাহুর আদেশ লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পুণার ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত "হিঙ্গন" গ্রামের সুদৃঢ় ক্ষুদ্র দুর্গের তিনি অধিপতি ছিলেন। হিঙ্গনদুর্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ২০ ক্রোশব্যাপী প্রদেশ থোরাতের শাসনে ছিল। বালাজীকে সসৈন্যে আগমন করিতে দেখিয়া দামাজী প্রথমে তাঁহাকে একবার বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পর নিতান্ত ভীতির ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি সন্ধিপ্রার্থী হইলেন এবং বিল্বপত্র ও হরিদ্রাস্পর্শপূর্ব্বক বশ্যতা-স্বীকারের শপথ করিয়া বালাজীকে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু বালাজী সদলে দুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র সে তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। অম্বাজীপন্ত পুরন্দরে প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক থোরাত তাহাদিগের নিষ্ক্রয়স্বরূপ বহু অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রপতি শাহু বালাজীবিশ্বনাথের মুক্তির জন্য প্রার্থিত দান করিতে বাধ্য হইলেন।

থোরাতের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সাতারায় ফিরিয়া আসিলে বালাজী-বিশ্বনাথের প্রতি কৃষ্ণরাও খটাওকরকে দমন করিতে যাত্রা করিবার আদেশ হয়। সচিব নারায়ণশঙ্কর থোরাতের বিরুদ্ধে এবং পেশওয়ে বহিরওপন্ত পিঙ্গলে কাহ্নোজী আঙ্গ্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। সাতারা হইতে তিনজন প্রায় একসময়েই তিনদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে বালাজীবিশ্বনাথই এ যাত্রায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। আউন্ধ নামক স্থানের নিকটে তিনি কৃষ্ণরাও-খটাওকরকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে পরাভূত করেন। থোরাতের সহিত যুদ্ধে নারায়ণশঙ্কর ও আঙ্গ্রের সহিত যুদ্ধে বহিরওপন্ত পরাজিত হইয়া বন্দী হন। আঙ্গ্রে কেবল বহিরওপন্তকে বন্দী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি লোহগড় ও রাজমাচী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন বালাজী-বিশ্বনাথের প্রতি আঙ্গ্রের দমনের ভার অর্পিত হইল। বালাজী বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ আঙ্গ্রের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া লোহগড় প্রভৃতি দুর্গ অধিকার ও শত্রু-সৈন্যের পরাজয় সাধন করিলেন এবং কাহ্নোজীকে সন্ধি করিয়া মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহুর শরণাপন্ন হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। আঙ্গ্রের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কৌশলে বশীভূত না করিলে তাহার দ্বারা রাজ্যের বহু অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল জানিয়াই বালাজী এই নীতির অবলম্বন করিলেন। বলা বাহুল্য, বালাজীর এই সামনীতি সুফলপ্রদ হইল। আঙ্গ্রে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শাহুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। বালাজীর মধ্যস্থতায় যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তাহার ফলে পেশওয়ে বহিরও-পন্ত কারামুক্ত হইলেন, কোহ্লাপুরের সহিত কাহ্নোজীর সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। শাহু মহারাজের যে সমস্ত দুর্গ আঙ্গ্রে বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, রাজমাচী ব্যতীত তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। আঙ্গ্রে শাহুর নিকট দশটী সুদৃঢ় দুর্গ ও ১৬টী সামান্য দুর্গ এবং শাহুর পক্ষে মহারাষ্ট্র-রণতরিসমূহের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত কাহ্নোজীকে "সর্খেল" উপাধি প্রদত্ত হইল। সর্খেল উপাধি ও পোতাধ্যক্ষতার সনন্দ শাহুর পক্ষ হইতে স্বয়ং বালাজী বিশ্বনাথ কাহ্নোজী আঙ্গ্রেকে প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে পেশওয়েকে কারামুক্ত, মহাবল আঙ্গ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সাধন করিয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শেষে মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারায় প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার এই সকল কার্য্যপরম্পরায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। বহিরওপন্ত-পিঙ্গলে আঙ্গ্রের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া ও তাঁহার

কার্য্যদক্ষতার অভাবদর্শনে মহারাজ শাহু তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কার-স্বরূপ তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন (১৭১৩ খৃঃ ১৬ই নবেম্বর)। পেশওয়ে-পদে তাঁহার নিয়োগ-কালে মহারাজ শাহু সমস্ত সামন্তগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দরবার করিয়া মহাসমারোহের সহিত তাঁহাকে পদোচিত পরিচ্ছদাদি প্রদান করিলেন।

পেশওয়ে বা মুখ্য প্রধানের পদের পরিচ্ছদাদির তালিকা—(১) চাদর, (২) স্বুবর্ণ-সূত্রখচিত পাগড়ি, (৩) জামেয়ার নামক পরিচ্ছদ, (৪) কটিবন্ধনী, (৫) স্বুবর্ণ-মুদ্রাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্র, (৬) কিংখাব, (৭) রাজমুদ্রা ও ছুরিকা, (৮) অসি-চর্ম্ম, (৯) জরী পটকা নামক জাতীয় পতাকা, (১০) চৌঘড়া নামক রাজসম্ভ্রমোচিত বাদ্যভাণ্ড, (১১) তিনটী হস্তী, (১২) একটী অশ্ব, (১৩) শিরপেঁচ, (১৪) মুক্তার মালা, (১৫) চোগা, (১৬) মুক্তাযুক্ত কর্ণভূষা, (১৭) মুক্তাগুচ্ছময় শিরোভূষণ, (১৮) কলমদান।

সকল পেশওয়ে বা মুখ্য-প্রধানকেই এই সকল রাজচিহ্ন প্রদত্ত হইত। "শ্রীমন্ত" এই উপাধি এই সময়েই পেশওয়েগণ প্রথম প্রাপ্ত হন। তদনুসারে বালাজী সরকারী কাগজপত্রে "শ্রীমন্ত বালাজী বিশ্বনাথ পণ্ড (পণ্ডিত) প্রধান" এই নামে উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজমুদ্রা এইরূপ ছিল,—

"শাহু নরপতি হর্ষ নিধান।
বালাজী বিশ্বনাথ মুখ্য প্রধা৮॥"১

বালাজী বিশ্বনাথের পেশওয়ে-পদ প্রদান-কালে তাঁহার বন্ধু অম্বাজী পণ্ড পুরন্দরেকে তাঁহার মুতালিক বা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। বালাজীর অনুরোধে মহারাজ শাহু হরি মহাদেব ভানুকে পেশওয়ের ফড়নবীশের (Sudet) কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এইরূপে যে বালাজী বিশ্বনাথ ছয় বৎসর পূর্ব্বে সিদ্দিদিগের ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া স্বীয় বন্ধুদিগকেও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শাহুর সহিত সন্ধির ফলে আঙ্গ্রে যে সকল দুর্গ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীবর্দ্ধন প্রভৃতি কতিপয় স্থান সিদ্দিগণ সুবিধা পাইয়া করতলগত করিয়াছিলেন। সিদ্দিগণের নিকট হইতে তাহা পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য কাহ্নোজী পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর বালাজী ও কাহ্নোজীর সমবেত অভিযানের ফলে সিদ্দিদিগকে পরাজিত হইতে হইল (১৭১৫ খৃঃ জানুয়ারি)।

ইহার পর বালাজী বিশ্বনাথ সেনাপতি মানসিংহ মোরে (চন্দ্রসেনের পর ইনিই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করেন) ও সর-লস্কর হয়বৎরাও নিম্বালকরের সহযোগে দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন (১৭১৫ খৃঃ)। সচিব নারায়ণ-শঙ্কর থোরাতের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অতএব দামাজীর বিরুদ্ধে সহসা যুদ্ধযাত্রা করিলে পাছে সে সচিবকে নিহত করে, এই ভয়ে বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত না হইয়া নিষ্ক্রয় প্রদানপূর্ব্বক সচিবকে মুক্ত করিলেন। সচিব অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে থোরাতের গড় আক্রান্ত হইল। বালাজীর তোপে গড় ভূমিসাৎ এবং পরে দামাজী বন্দী হইয়া সাতারায় নীত হইল।

এইরূপে সচিবকে রক্ষা করায় তাঁহার জননী এসুবাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে স্বীয় অধিকারস্থিত পুরন্দর দুর্গ ও পুণা-প্রদেশ দান করিলেন। বালাজী শাহু মহারাজের অনুমতি ও সনন্দপত্র লইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে পুণাপ্রদেশ মোগল-পক্ষীয় সর্দ্দার বাজীকদম নামক এক ব্যক্তির অধিকারে ছিল। বালাজী ঐ ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুণায় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় পুণার চৌরভয় নিবারিত ও কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি হইল (১৭১৮ খৃঃ অক্টোবর)। পরিশেষে পুণাই পেশওয়ে-বংশের প্রধান বাসস্থান ও মহারাষ্ট্র-শক্তির কেন্দ্রস্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল।

এই সময় হইতে মহারাজ শাহুর দরবারে বালাজী বিশ্বনাথের প্রতিপত্তি দিনদিন বাড়িতে লাগিল। এমন কি, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত রাজ্যের কোনও কার্য্যই সংসাধিত হইত না। তিনি প্রায় সকল বিষয়ে মহাত্মা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর অনুসরণপূর্ব্বক কার্য্য করিতেন। কিন্তু সাম্ভাজীর সময় হইতে মোগলদিগের অনুকরণে একটী কুৎসিত প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল যে, যে সর্দ্দার নিজ ভুজবলে যে প্রদেশ অধিকার করিতে পারিতেন, তাঁহাকে সেই প্রদেশ জাইগীর স্বরূপ প্রদত্ত হইত। শিবাজী এই নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। বালাজী তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শাহু মহারাজের দ্বারা অনেক সর্দ্দারকে অনেক সনন্দপত্র প্রদান করাইয়াছিলেন। ইহাতে রাজ্যের যে কি ক্ষতির সূত্রপাত হইতেছিল, তৎপ্রতি দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিভাশালী মুখ্য-প্রধানের দৃষ্টিপাত হয় নাই।

এই সময়ে উত্তর-ভারতে দিল্লীর দরবারে এক ভয়ানক

(১) পেশওয়েদিগের রাজমুদ্রায় এইরূপ উল্টা "৮" লিখিবার কারণ এই, পূর্ব্বে মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতে পিঙ্গলে-বংশের পুরুষেরা পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ শাহু পিঙ্গলে-বংশের হস্ত হইতে পেশওয়ের অধিকার "ভট্ট" বংশের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই বংশান্তরের চিহ্নরূপে "প্রধান" শব্দের নকার বিপরীত ভাবে লিখিবার প্রথা শাহু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।

গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অরঙ্গজেবের প্রপৌত্র ফরুখ্শিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হুসেন আলীখাঁর হস্তে তাঁহাকে অনেকটা ক্রীড়া-পুত্তলীবৎ থাকিতে হইত বলিয়া তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সৈয়দ-যুগলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে সৈয়দেরাও নানা উপায়ে আপনা-দিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা হইল। তখন সৈয়দ হুসেন আলী মহারাজ শাহুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি বলিলেন যে, শাহু যদি এই সময়ে তাঁহাকে ৫০ সহস্র সৈন্যসহ সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি বাদশাহের দ্বারা তাঁহাকে নর্ম্মদার দক্ষিণস্থিত সমস্ত মোগল-রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার সনন্দ প্রদান করাইবেন। তদ্ভিন্ন ঐ সৈন্যের ব্যয়ভার মাসিক ১৫ লক্ষ টাকা বহন করিতেও তিনি প্রস্তুত হইলেন।

এ সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্যে অন্তর্ব্বিগ্রহের পরিসমাপ্তি হইয়া সর্ব্বত্র শাহুর একাধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কাজেই সৈয়দ-দিগকে সৈন্য সাহায্য করা এ সময়ে মহারাষ্ট্রগণের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। মহারাজ শাহু সেনাপতি মানসিংহ মোরে, পরাসাজী ভোন্সলে, সান্তাজী ভোন্সলে, বিশ্বাসরাও পবার প্রভৃতি সেনানী-দিগকে ৫০ সহস্র সেনা লইয়া সৈয়দের সাহায্যার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের উপর এই সমস্ত সেনানীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল।

মহারাষ্ট্রসেনা দিল্লীতে উপস্থিত হইল। দিল্লীর গোল-যোগ কিন্তু ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সেই বিপ্লবে ফরুখ্শিয়র নিহত হইয়া মহম্মদ শাহ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন (১৭১৯ খৃঃ)! দিল্লী-বাসীরা সৈয়দ-যুগলের প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তাঁহাদিগের সাহায্যকারী মরাঠাদিগের উপরও তাঁহাদের জাতক্রোধ হইয়াছিল। একদিন বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দগণের সহিত বাদশাহের দরবারে গমন করিলে দিল্লীবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া মরাঠাদিগকে আক্রমণ করে। এই দুর্ঘটনায় প্রায় ১৫ শত মরাঠার জীবন বিনষ্ট হয়। কিন্তু সৈয়দ অর্থদানে যথাসাধ্য তাঁহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিলেন। তাঁহারা বাদশাহের মুদ্রাঙ্কিত একটী সনন্দ দ্বারা মরাঠাগণকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ, সরদেশমুখী ও স্বরাজ্যের[১] সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদান করিলেন।

এ স্থলে একটী পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক। শাহু মোগলদিগের শিবির হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাদশাহের নিকট হইতে একটী নিদর্শন বা সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন। মহাত্মা শিবাজীর উপার্জ্জিত স্বরাজ্যের তিনি বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী হইলেও তাঁহার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রে যে সকল গোলযোগ ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার খুল্লতাতপত্নী তারাবাই যেরূপে স্বীয় পুত্রকে রাজ্যের একমাত্র অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উত্তরাধিকার-স্বত্ব মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগের নিকট কতদূর স্বীকৃত হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার মনে স্বভাবতঃই সংশয় উদিত হইয়াছিল। কাজেই তিনি বাদশাহের নিকট স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার-লাভ সম্বন্ধে একটী সনন্দ লইয়াছিলেন। এই সনন্দের বলে তিনি আপনাকে দিল্লীর সম্রাটের অধীন সামন্ত রাজারূপে পরিচিত করিয়া মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর কিয়ৎপরিমাণে এই সনন্দের বলে, কতকটা স্বরাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া এবং কতকটা জাইগীর প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া শাহু অধিকাংশ মহারাষ্ট্রসেনানীকেই স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে শাহুর আগমনে মহারাষ্ট্ররাজ্যে দুইটী নূতন বিষয়ের সূচনা হইল—১ম শিবাজী, সাম্ভাজী ও রাজারাম প্রভৃতি ভোঁস্লে-নরপতিগণ আপনাদিগকে যে স্বাধীন হিন্দুনরপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাহা এই সময় হইতে বিলুপ্ত হইল। শাহু আপনাকে মোগল-সম্রাটের অধীন সামন্ত নরপতি বলিয়া স্বীকার করায় অতঃপর মহারাষ্ট্রে ছত্র-পতিগণের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইল। পরবর্ত্তীকালে মোগল-সম্রাটের ক্ষমতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও পেশওয়ে সিন্দে, হোলকর প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকেও নামমাত্র দিল্লীশ্বরের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ শিবাজীর সময়ে সরঞ্জামী জাইগীর বা সৈন্যপোষণের জন্য পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ভূসম্পত্তি-ভোগের স্বত্ব কাহাকেও প্রদত্ত হইত না। শাহু মহারাষ্ট্রসেনানীদিগকে স্বপক্ষ ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে বংশানুক্রমিক জাইগীর স্বত্ব প্রদান করায় যে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্ররাজ্যনাশের একটী কারণের বীজ উপ্ত হইল। সর্দ্দারেরা পুরুষানুক্রমে জাইগীর ভোগ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং সাম্রাজ্যঘটিত রাজনীতির সহিত তাঁহাদিগের জাইগীরভুক্ত প্রদেশের স্বার্থাদির সময়ে সময়ে বিরোধ ঘটিতে লাগিল এবং তাহারই পরিণামে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল।

যাহা হউক, শাহু বাদশাহের নিকট হইতে নির্ব্বিরোধে স্বরাজ্য ভোগ করিবার সনন্দপ্রাপ্ত হইলে ফরুখ্শিয়রের দাক্ষিণাত্য-সুবাদার নিজামউল্মুল্ক্ সে সনন্দ অবজ্ঞা করিয়া মহারাষ্ট্রদিগের

(১) স্বরাজ্য—ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর শাসিত প্রদেশগুলি মহারাষ্ট্র-দেশে "স্বরাজ্য" নামে পরিচিত! স্বরাজ্য বলিলে প্রধানতঃ পুণা, সুপা, ইন্দাপুর, বাই, মাবল, সাতারা, কহ্লাড়, খটাও, মাণ, ফলটণ, মলকাপুর, তারলে, পহ্লালা, অম্বেরা, জুন্নর, কোহ্লাপুর, কোঙ্কণ ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরস্থিত কোপল, গদক এবং হল্যাল পরগণা—এই সমস্ত ভূভাগ বুঝায়।

স্বরাজ্যের অনেক স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে মোগলদিগের সহিত মহারাষ্ট্রদিগের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ঘটিত। এই বিগ্রহের নিবারণ করিবার জন্য শাহুকে নূতন বাদশাহের নিকট হইতে নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইল। দিল্লীর গোলযোগ-নিবৃত্তির জন্য সৈয়দ তাঁহার নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিলে শাহু যে সকল স্বত্ব বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ দিল্লী হইতে আগমনকালে আদায় করিয়া আনিয়াছিলেন। শাহুর পক্ষ হইতে বালাজী বিশ্বনাথ নিম্নলিখিত স্বত্বগুলির প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

১। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর উপার্জ্জিত স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ উপভোগ যাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা করিতে পারেন, তাহার সনন্দ।

২। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজাপুর, হায়দরাবাদ, কর্ণাটক, তঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী ও মহিসুর এই ছয়টী বাদশাহী প্রদেশ হইতে চৌথ (জমাবন্দীর বা রাজস্বের চতুর্থাংশ) এবং সরদেশ-মুখী (রাজ্যের মোট আয়ের দশমাংশ) মরাঠাগণকে অর্পণ।

৩। মোগলদিগের অধিকৃত শিবনেরী দুর্গ (এই দুর্গে মহাত্মা শিবাজীর জন্ম হয়) ও ত্রিম্বক-দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যর্পণ।

৪। গোণ্ডবন ও বেরারের যে সকল প্রদেশ "সেনা সাহেব সুবে" কাহ্নোজী ভোঁসলে কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, সেগুলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া দেওয়া।

৫। শাহুর মহারাষ্ট্র-আগমনকালে তাঁহার জননী ও অপর আত্মীয়গণ প্রতিভূরূপে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহাদিগকে স্বদেশে গমনের অনুমতিপ্রদান।

৬। কর্ণাটকে মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার পিতা শাহজীর সময়ে যে সকল অংশ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা মরাঠাদিগকে পুনঃ প্রদান। খান্দেশে শিবাজীর যে সকল স্থানে অধিকার ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত পণ্টরপুর প্রভৃতি প্রদেশ-দান।

বাদশাহ এই সকল স্বত্বপ্রদান করিলে মহারাষ্ট্রপতি শাহু নিম্নলিখিত সর্ত্তে স্বীকৃত হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন :—

১। ছত্রপতি মহারাজ শাহু সামন্তরূপে দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক দশলক্ষ টাকা কর প্রদান করিবেন।

২। সরদেশমুখী স্বত্বলাভের প্রতিদানে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী হইতে হইবে। যে সকল প্রদেশ হইতে তাঁহারা সরদেশমুখী আদায় করিবেন, সেই সকল প্রদেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব ঘটিলে তাঁহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

৩। চৌথ আদায়ের স্বত্বের জন্য মহারাষ্ট্রগণকে ১৫ সহস্র সৈন্যসহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন যে কোনও স্থানে আবশ্যক হইবে, তখন সেই স্থানে বাদশাহী সুবাদারকে ১৫ সহস্র সৈন্য সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।

৪। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজী ও তাঁহার পক্ষীয় সর্দ্দারগণ কর্ণাটক, বিজাপুর ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি বাদশাহী প্রদেশে উপদ্রব অত্যাচার করিলে মহারাজ শাহুকে তাঁহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এমন কি সাম্ভাজীর অত্যাচারে বাদশাহী প্রজার ক্ষতি ঘটিলে তাহাও শাহুকে পরিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

হুসেনআলী এই সকল সর্ত্তের প্রায় সকলগুলিই পালন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের দিল্লী-গমন-কালে মহারাজ শাহু তাঁহাকে বাদশাহের নিকট হইতে দৌলতাবাদ ও বাঁদা এই দুটী দুর্গ এবং গুজরাত ও মালব-প্রদেশের চৌথ আদায় করিবার স্বত্ব আদায় করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বালাজী সৈয়দের সাহায্যে বাদশাহের নিকট হইতে স্বরাজ্যের সনন্দ পুনর্গ্রহণ করেন (১৭১৯ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ), একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহারাজ শাহুর জননী ও অপর আত্মীয়গণকেও তিনি মুক্ত করিয়া স্বীয় তত্ত্বাবধানে স্বদেশে আনয়ন করেন। শাহুর প্রার্থিত অপর সমস্ত অধিকারই তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। কেবল দুই একটী বিষয়ে সৈয়দেরা তাঁহার ইচ্ছার পূরণ করিলেন না। সেগুলি এই,—

(১) খান্দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রদিগের যে সকল দুর্গে অধিকার ছিল, তাহা। (২) ত্রিম্বক দুর্গ ও তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ। (৩) তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণস্থিত যে সকল প্রদেশ মরাঠারা বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা।

তদ্ভিন্ন সেনাসাহেব সুবে কাহ্নোজী ভোঁসলে বেরার অঞ্চলে যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া দিতে সৈয়দেরা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। গুজরাত ও মালব-প্রদেশে চৌথ আদায়ের অধিকার তাঁহারা মরাঠাগণকে দিয়াছিলেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। মহারাষ্ট্রীয় লেখকেরা বলেন, বাদশাহ তাহাদিগকে এ অধিকারও প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের মতে এই সকল অধিকার তাঁহাদিগকে সময়ান্তরে প্রদান করিতে সৈয়দেরা প্রতিশ্রুত হওয়ায় বালাজী বিশ্বনাথ তাহার সনন্দ আদায় করিবার জন্য দেবরাও হিঙ্গণে নামক জনৈক সুচতুর ব্রাহ্মণকে দিল্লীতে দূত-স্বরূপ রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি পথিমধ্যে জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি

স্থানের রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শাহুর সহিত যাহাতে তাঁহাদিগের মিত্রতা থাকে, এইরূপ সন্ধি করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের দিল্লী নগরে অবস্থান-কালে একটী ঘটনা ঘটে, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের মোগল-শাসিত প্রদেশে চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছে অবগত হইয়া দিল্লীর অধিবাসীরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়। সনন্দ লইয়া দরবার হইতে বালাজী যমুনার দক্ষিণতীরস্থিত আপনার শিবিরে গমনকালে তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে সনন্দপত্রগুলি কাড়িয়া লইতে হইবে,—দিল্লীর কতিপয় দুষ্টব্যক্তি এইরূপ পরামর্শ করে। বালাজী দরবার হইতে বহির্গত হইবার সময় এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার বন্ধু বালাজী মহাদেব-ভানুকে এ বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পরিশেষে ভানুর উপদেশে বালাজী বিশ্বনাথ সামান্য ভৃত্যের বেশে সনন্দগুলি লইয়া শিবির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বালাজী মহাদেব ভানু পেশওয়ের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শিবিকারোহণে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া গমন করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহাকে পেশওয়ে ভাবিয়া আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করিল। এ সময় সহচরেরা তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ নানা-ফড়ণবীস এই আত্মোৎ-সর্গকারী বালাজী-মহাদেব-ভানুর পৌত্র। পিতামহের ন্যায় পৌত্র নানা-ফড়ণবীসও পেশওয়েগণের রাজ্যরক্ষার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই সাতারায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার বিজয়ী পেশওয়ের সম্মানার্থ মহাসমারোহ সহকারে স্বয়ং প্রত্যুদ্-গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই সনন্দ-লাভের ফলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের মধ্যে যে সকল মোগল থানা ছিল, তাহার সকলগুলি উঠিয়া গেল। "স্বরাজ্য" মধ্যে আর কোনও স্থানে মুসলমান অধিকার রহিল না। তদ্ভিন্ন ইহার ফলে শাহুর প্রতিপত্তি বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইল। মহারাজ শাহু এই সকল কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে পুণা জেলার অন্তর্গত পাঁচটী মহালের সরদেশমুখী স্বত্ব ও কয়েকটী গ্রামের সমস্ত উপস্বত্ব-ভোগের অধিকার দান করিলেন। খান্দেশ ও বালাঘাট অঞ্চলের শাসনভার তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাবধি অর্পিত ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যের বহিঃশত্রুগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া এক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মনোযোগী হইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের আয় ব্যয়ের ও সর্দ্দারগণের প্রাপ্য অংশের কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রায়ই অংশীদারগণের মধ্যে কলহ ঘটিত। বালাজী বিশ্বনাথ তাহা নিবারণের জন্য জমাবন্দীর সূক্ষ্ম হিসাবপত্র দেখিয়া আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন। এই অভিনব নির্দ্ধারণের ফলে রাজকার্য্যের অনেক গোলযোগ নিবৃত্ত হইল এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের দিকে সকলের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিল। তদ্ভিন্ন মুসলমান-দিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ নূতন নূতন প্রদেশ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইল। এই কারণে সে নিয়মগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—

(১) সরদেশ-মুখীর আয় রাজার (গদির মালিকের) সম্পূর্ণ প্রাপ্য, ইহাতে অপর কাহারও স্বত্ব থাকিবে না।

(২) রাজ্যের অবশিষ্ট আয় "স্বরাজ্য" নামে খ্যাত হইবে। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর উপার্জ্জিত রাজ্যখণ্ডকে এতদিন স্বরাজ্য বলিত। বালাজী বিশ্বনাথ উহার পরিবর্ত্তে অন্য অর্থে ঐ শব্দের প্রবর্ত্তন করিলেন। সরদেশমুখী ভিন্ন অন্য সকল প্রকার স্বত্ব ও আয় এখন হইতে "স্বরাজ্য" নামে অভিহিত হইল। বালাজী বিশ্বনাথ তাহার ব্যয়ের নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যবস্থা করিলেন—

(ক) স্বরাজ্যের শতকরা ২৫৲ টাকা আয় রাজা পাইবেন। ইহার নাম "রাজবাবতী।"

(খ) স্বরাজ্যের অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশের নাম "মোকাসা"। ইহার মধ্যে ছুই অংশ রাজা স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের যে ছুই জনকে ইচ্ছা দান করিবেন। তন্মধ্যে স্বরাজ্যের সমস্ত আয়ের শতকরা ৬ অংশ একজনকে দেওয়া যাইবে। ইহা "সাহোত্রা" নামে পরিচিত। মহারাজ শাহু এই অংশ পন্ত-সচিবকে বংশপরম্পরা-ক্রমে দান করিয়াছিলেন।

(গ) অবশিষ্ট শতকরা ৬৯ অংশ "আয়েন্ মোকাসা" নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে তিন অংশ রাজা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিতে পারেন। এই অংশকে "নাড়গোড়া" বলিত।

(ঘ) স্বরাজ্যের সমগ্র আয়ের অবশিষ্ট ৬৬ অংশ সর্দ্দারদিগকে জায়গীর দিবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

(৩) "রাজবাবতী" আদায় করিয়া দিবার ভার পেশওয়ে, প্রতিনিধি ও সচিবের প্রতি অর্পিত থাকিবে।

মোকাসার মধ্যে আপনার প্রাপ্য অংশ সচিব মহাশয় আদায় করিয়া লইবেন। বহুদূরস্থিত তালুক হইতে রাজা স্বীয় কর্ম্ম-চারীদিগকে প্রেরণ করিয়া মোকাসার টাকা আদায় করাইবেন।

"নাড়গোড়া" ও "জায়গীর" যাহারা পাইয়াছে, তাহারা আদায় করিয়া লইবে।

(৪) সর্দ্দারগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব-বৃদ্ধির জন্য এক

জনের জায়গীরে অন্য জনের কতিপয় স্বত্ব থাকিবে, এইরূপ ব্যবস্থাও করা হইল।

এই অভিনব নিয়মাবলীর ফলে একজনের ক্ষতি বৃদ্ধির সহিত অপর ব্যক্তির স্বার্থ ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ হওয়ায় মরাঠা-সর্দ্দারগণের মধ্যে একতা-সংস্থাপনের পথ সুপরিষ্কৃত হইল এবং তাহারই ফলে ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই সকল নিয়ম-স্থাপন ভিন্ন মুসলমান-বিপ্লবে জর্জ্জরিত দেশের কৃষক-সমাজকে কয়েক বৎসরের জন্য নিতান্ত অল্পহারে খাজনা স্থির করিয়া কৃষিভূমির উন্নতিসাধনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দস্যু তস্করের ভয়-নিবারণার্থ তিনি ব্যবস্থার ত্রুটী করেন নাই। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কিছুদিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া বালাজী বিশ্বনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই অবস্থাতেও তাঁহাকে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ও কিছুদিন বিশ্রামলাভের বাসনায় মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া "সাসবড়" গ্রামে গিয়া বাস করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারিল না। ঐ স্থানে অবস্থানকালেই ১৭২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে (গ্রান্ট ডফের মতে অক্টোবর মাসে) তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বালাজীর মৃত্যুসংবাদশ্রবণে শাহু অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ সমরকুশল বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলেও সাহসী, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিশারদ বলিয়া বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। শাহু বাল্যকালে মোগল-রাজপরিবারে থাকিয়া প্রতিপালিত হওয়ায় কিয়ৎপরিমাণে বিলাসপরায়ণতার দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় কার্য্যদক্ষ পেশওয়ের সহায়তা না পাইলে তিনি কখনও মহারাষ্ট্রদেশে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুকালে তাহার স্ত্রী রাধাবাঈ, পুত্র বাজীরাও ও চিমাজী আপ্পা তাঁহার নিকটেই ছিলেন। ইহার পর ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাধাবাঈর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বালাজীর বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর হইবে। বাজীরাও ও চিমাজী ভিন্ন তাঁহার দুইটী কন্যাও ছিল।[১]

বাজীরাও বল্লাল পেশওয়ে—১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যাবধি পিতার সহিত প্রায় সকল অভিযানেই উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ভবিষ্যতে সর্ব্বপ্রকার শৌর্য্য ও সাহসের আধার হইতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রসেনের সহিত বালাজীর বিগ্রহকালে, দামাজীথোরাতের বিরুদ্ধে অভিযানকালে, ও সৈয়দদিগের কার্য্যোদ্ধারের জন্য দিল্লীগমনকালে বাজীরাও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে সৈয়দগণের প্রতিনিধি আলম্‌আলীর সহায়তা করিবার জন্য তিনি খানদেশে গমন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর ১৫ দিন পরে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল বাজীরাও শাহুর নিকট পেশওয়ের পরিচ্ছদাদিসহ উক্ত পদ লাভ করিলেন। শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি প্রভৃতি কয়েকজন রাজপুরুষ এ বিষয়ে শাহুকে অন্যপ্রকার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া ও তিনি ৬।৭ বৎসরের অধিক কাল পেশওয়েপদের সুখভোগ করিতে পারেন নাই ভাবিয়া মহারাজ শাহু বাজীরাওকে পিতৃপদে নিয়োজিত করিতে কালবিলম্ব করিলেন না।

পেশওয়েপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বাজীরাও মহারাজ শাহুর নিকট পুণায় স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় জননী ও আত্মীয়গণকে পুণায় আনিয়া রাখিলেন। বাপুজী শ্রীপতি নামক একব্যক্তি পুরন্দর-দুর্গের অধিপতি ছিলেন, বাজীরাও তাঁহাকে পুণার সুবেদার-পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি রম্ভাজী জাধব নামক একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে বাপুজীর অধীনতায় থাকিয়া পুণাগ্রামকে সহরে পরিণত করিবার ভারার্পণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুণায় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও কারিকরের বসবাস হইয়া উহা ক্রমে সহরে পরিণত হইল।

বাজীরাও যখন পেশওয়ের পদলাভ করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তাহা হইলে পাঠকেরা বাজীরাওয়ের কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্ম প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই সময়ে মরাঠা-সর্দ্দারগণের আত্মবিগ্রহ বহুল পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তবে রাজবংশের কলহে কতিপয় সর্দ্দার শাহুর পক্ষ ও অপরে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাজ শাহুর পক্ষই প্রবলতা লাভ করিয়াছিল এবং দেশের দস্যুদল সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছিল। দিল্লীর রাজপরিবর্ত্তন-ব্যাপারে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিশেষ সহায়তা করায় মহারাষ্ট্রশক্তির প্রতিপত্তি উত্তরভারতে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ মণিকাঞ্চনের জন্মভূমি এই সংবাদ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য-বণিকগণ ইহার পূর্ব্বেই এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

(১) তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা আনুবাঈ "ইচলকরঞ্জী' প্রদেশের জমীদার ব্যঙ্কটরাও ঘোরপড়ের সহিত ও কনিষ্ঠা কন্যা ভাওবাঈ বা ভিউবাঈ বারামতী নগরের প্রসিদ্ধ উত্তমর্ণ বাপুজী নায়কের সহোদর আবাজী নায়কের সহিত পরিণীতা হন।

প্রথমে পর্ত্তুগীজ-বণিকেরাই এদেশে আগমন করেন। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা স্বল্পদিনের মধ্যেই বণিকবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এদেশীয় রাজন্যবর্গের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত শক্তিপরীক্ষার বাসনাও তাঁহাদিগের বলবতী হইল। পশ্চিমসমুদ্রের তীরবর্ত্তী বহুসংখ্যক বন্দর তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণও মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলিষ্ঠ শত্রুর শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে।

পর্ত্তুগীজদিগের সমৃদ্ধি দেখিয়া ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরাও এ দেশের ধনসম্পত্তি-লুণ্ঠনের জন্য পশ্চিমভারতে শুভাগমন করিলেন। গোয়া, দমন, দীউ, বোম্বাই, খম্বায়ৎ, সাষ্টী, সুরাট, চৌল, বসই, পুঁদিচেরী, রাজাপুর, বেন্দুর্লে, করিকাল, যানান, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে এই সকল বৈদেশিক বণিকেরা আপনাদিগের পণ্যশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী অথবা ইংরাজেরা এ দেশের রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

এদিকে উত্তর-ভারতে মোগলবাদশাহের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছিল। সৈয়দগণের চেষ্টায় মহম্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে যেরূপ বিলাসপ্রিয় ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গও সেইরূপ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সুতরাং রাজদরবার যথেচ্ছাচার ও বিলাসব্যসনের লীলাভূমি হইল। প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল। অথচ বাদশাহের দৈনন্দিন ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযুক্ত রাজস্বও আদায় হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। বাদশাহ তখন ঋণ করিতে লাগিলেন। ঋণশোধের জন্য প্রজার উপর নিত্য নূতন কর বসিতে লাগিল। দুর্ব্বল প্রজার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে, এরূপ কেহ রহিল না।

এই সময়ে অরঙ্গজেবের আমলের একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিশারদ সর্দ্দার স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতে মুসলমানদিগের প্রণষ্টপ্রায় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবর্দ্ধমান মহারাষ্ট্রশক্তির গতিরোধের জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহা বহু পরিমাণে সফল হয়। এই বীরবরের নাম চিন্‌কিলিজ খাঁ বা নিজাম উল্‌মুল্‌ক্। সৈয়দেরাই তাঁহাকে মালবের সুবেদার রূপে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারে সৈয়দগণের অসাধারণ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া তিনি বিপদ গণিলেন। বাদশাহকে করতলগত করিবার তাঁহার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার আশা সুদূরপরাহত হইতেছে দেখিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে স্বীয় ক্ষমতাবিস্তারপূর্ব্বক নিজ বলবৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-ঘোষণা ও মালব হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ আক্রমণ করিলেন। আশীরগড় দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তিনি অধিকাংশ মোগলসর্দ্দারকে স্বপক্ষভুক্ত করিতে সফলকাম হন। সৈয়দেরা এই সংবাদ পাইয়া দিলাবর খাঁ নামক জনৈক সেনানীকে নিজাম উলমুলকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অরঙ্গাবাদ হইতে হুসেন আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলমআলীও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আলিমআলীর সাহায্যার্থ খণ্ডেরাও দাভাড়ে, দমাজী গায়কবাড়, বাজীরাও প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সেনানী গমন করিয়াছিলেন। বাজীরাও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। তবে অন্যান্য মরাঠা সর্দ্দারেরা এই যুদ্ধে বিশেষ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তথাপি নিজামের হস্তে আলম আলী ও দিলাবর খাঁকে পরাস্ত হইতে হয়। তাঁহাদিগের পরাভববার্ত্তা-শ্রবণে হুসেন-আলী দিল্লী হইতে বাদশাহকে লইয়া নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বোধ হয় বাদশাহের ইঙ্গিত ক্রমেই তাঁহাকে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে হয়। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাও বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

এইরূপে বিনা আয়াসে নিজাম উল্‌মুলকের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত করিয়া দিল্লীতে আহ্বান করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ১৭২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীগমনের অবকাশ পান নাই। সে যাহা হউক, বাজীরাও পেশওয়ে পদ লাভ করিয়া দেখিলেন যে, মুসলমানদিগের মধ্যে নিজাম উল্‌মুল্‌কই তাঁহার একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাক্ষিণাত্যে বিরাজ করিতেছেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বিপ্লবকালে খান্দেশ হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী-সংক্রান্ত প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। বাজীরাও পেশওয়ে হইয়াই শুনিলেন যে, খান্দেশের মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয় মোকাসাদারদিগের আদায়-কার্য্যে বাধা দিতেছে। ১৭২১ খৃঃ অব্দে তিনি রামচন্দ্র গণেশ নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সেনানীকে খান্দেশ ও মালবপ্রদেশে চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্ব আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র গণেশকে মোগলেরা প্রাণপণে বাধা দিতে ত্রুটী করে নাই। তথাপি তিনি বাহুবলে আপনাদিগের সমস্ত স্বত্ব আদায় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরেও আদায়ে গোলযোগ ঘটায় বাজীরাও উদাজী পবারকে সসৈন্যে মালবপ্রদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। উদাজী মালবের প্রত্যেক পরগণায়

রাজপুরুষের নামে মহারাজ শাহুর আদেশপত্র লইয়া ১৭২২ ও ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মালব হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়া আসেন। পরবর্ত্তী বৎসরে উদাজী পবারের সহিত বাজীরাও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পা মালবে গমন করেন। রাজা গিরিধর নামক তথাকার কোনও সুবেদার সমরলিপ্সু হইয়া তাঁহাদিগের গতিরোধ করেন। বলাবাহুল্য তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হয়।

বাজীরাওয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, মালব-দেশকে সম্পূর্ণরূপে স্বকরতলগত করিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন। তিনি শৌর্য্য ও উৎসাহের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে তিনি প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওর বিশেষ ঈর্ষ্যার ভাজন হইয়াছিলেন। বাজীরাও যাহাতে স্বীয় বিক্রম ও কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়া মহারাজ শাহুর অধিকতর প্রীতি ভাজন হইতে না পারেন, তিনি সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। মহারাজ শাহুর নিকট বাজীরাও উত্তর-ভারতে অভিযান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই শ্রীপতিরাও নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। কয়েক-বার এইরূপ ঘটায় মহারাজ শাহু সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত করিবার জন্য একদিন সভা আহ্বান করেন। দরবারে সকল সর্দ্দার ও সামন্তগণ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদে নানা কথার অবতারণা করেন। তিনি বলেন,—

"পেশওয়ে স্বপক্ষের বলাবলের বিচার না করিয়া কেবল আগ্রহাতিশয্যবশতঃ হিন্দুস্থান (উত্তর ভারত) বিজয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে একটা সামান্য বিদ্রোহদমনেরও এখন আমাদিগের সামর্থ্য নাই। নিজামের মহাবল পরাক্রম সৈন্যসমূহ আমাদিগের দ্বারদেশে আসিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছে। তাহাদিগের রণকণ্ডূতি নিবৃত্ত করিবার আমাদিগের শক্তি নাই। অধিক কি, আমাদিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বই আমরা সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে আদায় করিতে অসমর্থ। এ অবস্থায় বিদেশ-জয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া অগ্রে স্বরাজ্যের দৃঢ়তা-সম্পাদনে যত্নশীল হওয়াই কর্ত্তব্য। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর সহিত আমাদিগের যে বিরোধ আছে, তাহার মীমাংসা ও কর্ণাটক অঞ্চলে মহাত্মা শিবাজী যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার না করিয়া উত্তর ভারতে অভিযান করা আমি কিছুতেই রাজ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করি না। পেশওয়ের ন্যায় আমারও শৌর্য্য ও সাহস আছে। কিন্তু বিদেশে গিয়া শৌর্য্যপ্রকাশের ইহা উপযুক্ত সময় নহে।"

বাজীরাও একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি প্রতিনিধির এই প্রতিবাদের উত্তরে ওজস্বিনী ভাষায় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—"প্রতিনিধির উপদেশ অতীব বিস্ময়কর। বর্ত্তমান কালের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে মোগল-সাম্রাজ্যরূপ মহাতরু এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার এতদপেক্ষা উপযুক্ত অবসর আর হইতে পারে না। কারণ মোগল বাদশাহেরা এখন মরাঠাগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। বীরশ্রেষ্ঠ মরাঠাগণেরই সাহায্যে আপনার অধিকার রক্ষা করিতে এখন মোগলগণ চেষ্টা করিতেছেন। এ অবস্থায় মারাঠাগণ যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মোগল বাদশাহীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে। নিজাম উলমুল্কের ভয়ে মোগল-রাজ্য বিনাশের এ সুযোগ ত্যাগ করা আমি কখনই সঙ্গত মনে করি না। এরূপ ভীত হইলে রাজ্যবৃদ্ধি কিরূপে হইবে? পরলোকগত মহারাজ শিবাজী দৌলতাবাদে অওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রবল শত্রুর অবস্থিতিকালেও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বিরত হন নাই এবং উক্ত সুলতানদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিবার পূর্ব্বে কর্ণাটক অধিকারের সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। মহারাজ সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর মহারাজ রাজারামকেও বহুবার এরূপ সাহস প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। প্রতিনিধির ন্যায় ভীরুতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোনও কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন না। ফলতঃ নিজাম উলমুল্ককে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। কোহ্লা-পুরের সাম্ভাজীর সহিত যখন ইচ্ছা সন্ধি করিয়া কর্ণাটকের ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে না। অগ্রে হিন্দুদিগের নিজস্ব হিন্দুস্থান হইতে বৈদেশিকদিগকে বিতাড়িত করিয়া অলৌকিক যশোলাভ করিতে পারিয়াছি ও ঈশ্বরের কৃপায় যখন আমরা মোগলদিগের হস্ত হইতে প্রণষ্টপ্রায় স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে পারিয়াছি, তখন এই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বীর্য্যবলে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশস্থিত "আটকে" মহারাষ্ট্রীয় বিজয়-পতাকা রোপণ করিতে পারিব। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যদি মহৎকার্য্য সাধন করিতেই না পারিলাম, তাহা হইলে রাজ্যের উচ্চ পদলাভ করিয়া ফল কি?[১] মহারাজ আমাকে কেবল সনন্দ পত্রদান করুন। আমি নূতন সৈন্যদল গঠন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছি। নিজাম উলমুল্ককে দমন করিবার ভারও আমার উপর থাকিল। সমগ্র যবন-

(১) বাজীরাওয়ের এই বাক্য প্রতিনিধির অন্তরে বোধ হয় বিষম আঘাত লাগিয়াছিল।

রাজ্যের উচ্ছেদপূর্ব্বক ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য মহাত্মা শিবাজী মহারাজের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। মহারাজের (শাহুর) পুণ্যবলে আমি সে কার্য্য সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ পিতৃদেবের সহিত উত্তর-ভারতে গিয়া আমি সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। হিন্দুস্থানের দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আমাদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এখন কেবল মহারাজের আদেশ হইলেই আমি কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারি। কর্ণাটকের ও কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর ব্যাপার যদি প্রতিনিধি মহাশয়ের নিকট বিশেষ গুরুতর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্প্রতি যে সৈন্য সজ্জিত আছে, তাহা লইয়া কতিপয় বড় বড় সর্দ্দারের সহিত তিনি সেদিকে অভিযান করিতে পারেন। উত্তর-ভারত-বিজয়ের ভার মহারাজের আদেশ পাইলে আমি লইতেছি।"

বাজীরাওয়ের এই উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহারাজ শাহু অতীব প্রীত হইলেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"বালাজী পন্তের ঔরসে আপনার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ সম্ভবপর। আপনার ন্যায় কর্ম্মচারী যাহার অধীনতায় থাকেন, তাঁহার পক্ষে হিমালয়ের অপর পারস্থিত কিন্নরখণ্ডেও বিজয়পতাকা রোপণ কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। হিন্দুস্থান বিজয় ত অতি তুচ্ছ কথা। অতএব আপনি উত্তর-ভারতে গমন করুন, নিজাম উল্‌মুল্‌ক্ ও কর্ণাটক-বিজয়ের ভার আমাদিগের উপর রহিল।" এই বলিয়া মহারাজ শাহু ভূষণ-পরিচ্ছদাদি দানে বাজীরাওকে সম্মানিত করিলেন। সেদিনকার দরবারে বাজীরাওয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বক্তৃতার ফলে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার-সমাজে তাঁহার প্রশংসার সীমা রহিল না। সাতারার দরবারে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাওয়ের যে গৌরব ও প্রভুত্ব ছিল, এই ঘটনায় তাহা হ্রাস পাইল। মহারাজ শাহুও বাজীরাওয়ের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে উত্তর ভারত-বিজয়ের জন্য সনন্দপত্র প্রেরণ করিলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

রাজসভায় বাজীরাও যেরূপ বীররসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য ও সাহসও তদনুরূপ ছিল। তিনি এরূপ সুস্থকায় ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন যে, যুদ্ধাভিযান-কালে সময়ে সময়ে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়া এবং কাঁচা ছোলা ও ভুট্টা হস্তে মর্দ্দনপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ভক্ষণপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার বুদ্ধিও অতীব বিশাল ছিল। রাজকার্য্যে তাঁহার ন্যায় ধুরন্ধর ব্যক্তি মহারাষ্ট্রে আর কেহ ছিলেন না। তিনি অমায়িক ও কিয়ৎ পরিমাণে বিলাসপ্রিয় ছিলেন।

উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতা-বিস্তারের জন্য তিনি যে সৈন্যদল গঠন করেন, তাহার মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে মহ্লার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে (সিন্দিয়া), গোবিন্দরাও বুন্দেলা ও উদাজী পবার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] ইহারা সকলেই (উদাজী পবার ভিন্ন) পূর্ব্বে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন এবং বাজীরাওয়ের সঙ্গে থাকিয়া ইতিহাসে অমরত্ব-লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন।

মহারাজ শাহুর নিকট সনন্দ লাভ করিয়া বাজীরাও প্রথমতঃ মালব-বিজয়ের জন্য দুইবার অভিযান করেন। উভয় বারই তথাকার রাজা গিরিধরের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে করদানে বাধ্য করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর যে লুণ্ঠন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তাহাতে বহু সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয়। মহ্লার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে ও উদাজী পবার এই যুদ্ধে বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বাজীরাও তাঁহাদিগকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা আদায় করিবার বংশপরম্পরাগত অধিকারপত্র দান করিলেন এবং সৈন্য-পোষণের জন্য "মোকাসা" নামক আয়ের অর্দ্ধাংশ (তন্মধ্যে হোলকর শতকরা ২২॥০, শিন্দে ২২॥০ ও পবার ১০৲ হিসাবে) গ্রহণের আদেশ করিলেন (১৭২৫ খৃঃ অব্দ)।

---

(১) মহ্লার রাওয়ের পিতা পুণা জিলার অন্তর্গত নীরা নদীর তীরবর্ত্তী হোল নামক গ্রামের চৌগুলা বা গ্রামরক্ষকের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। মেষ-পালন তাঁহার পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় ছিল। মহ্লাররাও বাল্যকালে মেষচারণ করিতেন। যৌবনে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। বাজীরাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইহার পর ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতি হইয়া তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হন।

রাণোজী শিন্দে—গোয়ালিয়ারের সিন্দিয়া বংশের আদিপুরুষ। তিনি প্রথমে মোগলদিগের অধীনে কার্য্য করিতেন। মোগলদিগের অবনতির সূত্রপাত ও স্বজাতির অভ্যুদয়-দর্শনে তিনি পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের নিকট বারগীর বা অশ্বসাদীর কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সামান্য ভৃত্যভাবেই বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাণোজীর নিষ্ঠা দেখিয়া বাজীরাও তাহার পদোন্নতি করেন। মহ্লাররাওয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

গোবিন্দরাও বুন্দেলা রত্নগিরি-জেলার অন্তর্গত নেবরে গ্রামের কুলকরণীর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অন্নকষ্টে পীড়িত হইয়া বাজীরাওয়ের সেবকত্ব গ্রহণ করেন। কার্য্যতৎপরতা-গুণে ইনি বুন্দেলখণ্ডের সুবেদার নিযুক্ত হন।

মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় কর্ণাটক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইয়াছিল। নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী লাভ করিলে ঐ প্রদেশ আপন করতলগত করিয়াছিলেন। তাহা পুনরধিকার করিবার জন্য প্রতিনিধির বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। বাজীরাও মালববিজয়পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতিনিধি-মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে মহারাজ শাহু তাঁহাকে কর্ণাটক-জয়ার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সময় কর্ণাটদেশে অভিযান করিবার উপযুক্ত অবসর বলিয়া বাজীরাওয়ের নিকট বিবেচিত হইল না এবং তাঁহার অভিপ্রায় তিনি মহারাজ শাহুর গোচর করিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিনিধির তুষ্টিসাধ-নোদ্দেশে তাঁহাকে সেই সময়েই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। ফলে কর্ণাট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় হইল বটে; কিন্তু ঐ প্রদেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক-দিগের অনেকেই রোগে প্রাণত্যাগ করিল (১৭২৬ খৃঃ অঃ)।

বাজীরাওয়ের গতিরোধ করা সহজ নহে দেখিয়া নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ এক অভিনব কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়-দিগের অভ্যুদয়-নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়েরাই এই সময়ে নিজাম-উলমুল্কের একমাত্র ভীতির স্থল ছিলেন। দিল্লী-দরবারে প্রাধান্য লাভ করাই এতদিন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইল। কারণ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে গিয়া বাদশাহী দরবারের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলেন, তাহাতে বাদশাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব করা তাঁহার নিকট গৌরবকর বলিয়া বোধ হইল না। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই দিল্লী হইতে পদত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে আসিয়া স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি প্রথমেই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়া আপনাকে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন অধিপতি বলিয়া প্রচার করিলেন। দিল্লীর বাদশাহের জন্য তাঁহার কোনও ভয় ছিল না। দাক্ষিণাত্যে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ স্থাপন-বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরাই তাহার নিকট বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপাত-সাধনই এখন হইতে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব-বিজয়-পূর্ব্বক গুজরাত ও উত্তর-ভারতে আপনাদিগের অধিকার-বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া নিজাম প্রথমতঃ মনে মনে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৃষ্টি উত্তর-ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি বলসঞ্চয়ের অবকাশ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বাদশাহের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিগ্রহ ঘটিলে তাহার ফলে উভয় দলেরই দৌর্ব্বল্য ঘটিবার সম্ভাবনা—অন্ততঃ বাদ-শাহের শক্তি নিশ্চয়ই ক্ষয়িত হইবে। কিন্তু ইহা ভাবিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন।

মোগল বাদশাহের প্রদত্ত সনন্দের বলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রতি বৎসর নিজামের রাজ্য হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী-বিষয়ক কর আদায় করিতেন এবং তদুপলক্ষে তাঁহার রাজ্যে প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিবিধি হইত। তাহা বন্ধ করিবার জন্য তিনি শাহুর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজ যদি নিজাম রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব ত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিজাম তাঁহাকে একবারে কয়েক কোটী নগদ টাকা ও তাহার শাসনাধীন ইন্দাপুরের নিকটস্থ কয়েকটী পরগণা নিষ্কর জায়গীর-স্বরূপ প্রদান করিবেন। বাজীরাও এই প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবেন না, ইহা নিজামের অবিদিত ছিল না। এই কারণে বাজীরাওকে কর্ণাটকপ্রদেশে যুদ্ধে লিপ্ত দেখিয়া সেই অবসরে শাহুর নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। রাজসভায় তাহার প্রস্তাবের সমর্থন করিবার জন্য তিনি শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি মহাশয়কে বেরার অঞ্চলে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। লঘুমতি প্রতিনিধি মহারাজ শাহুকে বুঝাইয়া দিলেন যে, নিজামের প্রস্তাবমত কার্য্য করিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিশেষ লাভ হইবে। কাজেই সরলমতি শাহু ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

এমন সময়ে সহসা কর্ণাট-বিজয়-সমাপন করিয়া বাজীরাও সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি এই ঘটনার বিষয় শ্রবণমাত্র নিজামের কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি শাহু মহারাজকে বুঝাইলেন যে, কোনও কারণে নিজাম-রাজ্যে চৌথ ও সরদেশ-মুখী আদায়ের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে উক্ত রাজ্যে আমাদিগের প্রতিপত্তির হানি হইবে এবং নিজামের মহারাষ্ট্রভীতি কমিয়া গিয়া তিনি আমাদিগের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা পাইবেন।” তখন শাহু উক্ত প্রস্তাবে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। প্রতিনিধির উপর মহারাজের অসন্তোষ হইল এবং বাজীরাওয়ের সহিত প্রতিনিধি বদ্ধবৈর হইলেন।

এই কৌশলজাল ব্যর্থ হওয়ায় নিজাম আর এক কৌশল খেলিলেন। তিনি কোল্হাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহারাষ্ট্র-সমাজে গৃহ-বিবাদানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেন। বর্ষশেষে যখন শাহুর কর্ম্মচারিবর্গ চৌথ ও সরদেশমুখীর প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য নিজামরাজ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন নিজাম বলিলেন, “মহারাজ শাহু ও মহারাজ সাম্ভাজী উভয়েই আমার নিকট মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রাপ্য চৌথ প্রার্থনা

করিতেছেন। এ অবস্থায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী নির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা কাহাকেও প্রদান করিতে পারি না।” এই কথা বলিয়া তিনি মহারাজ শাহুর কর্ম্মচারীদিগকে স্বরাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। নিজামের এ কৌশলও বাজীরাওয়ের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিল না। তিনি বলিলেন, চৌথ আদায় করিবার বাদশাহী সনন্দ যাঁহার নামে আছে, নিজাম তাঁহাকেই চৌথ দিতে বাধ্য। শাহু তাঁহার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজামের কার্য্য গর্হিত বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিজামের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার হুকুম দিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বাজীরাও রাজ্যের যাবতীয় যোদ্ধৃপুরুষদিগকে লইয়া অভিযানের আয়োজন করিলেন। নিজামও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এই সময়ে নিজামের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাজীরাওয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। তিনি প্রথমে বুহ্বানপুর লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ ও নগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে নিজাম স্বীয় দলবল সহ বুহ্বানপুর-রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন। নিজামের সমস্ত সৈন্য ওদিকে গিয়াছে দেখিয়া তিনি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য বুহ্বানপুর অঞ্চলে প্রেরণ করিয়া প্রধান প্রধান সেনানী সহ সহসা গুজরাতে প্রবেশ করিয়া তথাকার সুবেদার সরবুলন্দ খাঁকে যুদ্ধে জর্জ্জরিত করিয়া সমগ্র গুজরাত লুণ্ঠন করিলেন। এদিকে নিজাম তাঁহার অপেক্ষায় বুহ্বানপুরে বহুদিন যাপন করিবার পর তিনি বাজীরাওয়ের গুজরাত আক্রমণের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি পুণা অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বাজীরাও এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র শ্যেনবৎ বিদ্যুদ্বেগে গুজরাত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাজীরাওকে পৃষ্ঠোপরি দেখিয়া নিজাম পুণার আভিমুখ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বাজীরাওয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুচতুর বাজীরাও তাঁহার সহিত বিবিধ খণ্ডযুদ্ধে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়া গোদাবরী-তীরবর্ত্তী এক বিকট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, নিজাম স্বীয় বিপদ্ আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। বাজীরাও নিজাম-পক্ষীয় সৈন্যের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের আশ্রয়-গ্রহণের পথ রুদ্ধ করিলেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রের সৈন্যেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল, তখন উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিজামের তোপখানা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাতে বহু মহারাষ্ট্র-সৈন্য বিনষ্ট হইল। তথাপি বাজীরাও সাহসপূর্ব্বক স্থানত্যাগ করিলেন না এবং নিজামের সৈন্যদল যাহাতে খাদ্যাদির সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। এতক্ষণে নিজাম স্বীয় বিপদ্ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজী, চন্দ্রসেন জাধব, রাও রম্ভা নিম্বালকর প্রভৃতি মরাঠা সেনানী ছিলেন। নিজাম তাঁহাদিগের সাহায্যে বাজীরাওয়ের পরাভব সাধন জন্য মহারাজ সাম্ভাজীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে নানাবিষয়ে মতভেদ হওয়ায় নিজামের দলে মহা গণ্ডগোলের অভিনয় আরম্ভ হইল। এদিকে খাদ্যাভাবে সকলেই দীনভাব ধারণ করিল। বাজীরাওয়ের সৈন্যদল হইতে শন্ শন্ শব্দে গুলি আসিয়া অনেকের ইহলীলা সাঙ্গ করিল। তখন নিরুপায় হইয়া নিজাম সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। নানা তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল,—

(১) নিজাম কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন।

(২) নিজাম-রাজ্যে যে সকল মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর চৌথ প্রভৃতি আদায় করিতে যান, তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য নিজাম স্বরাজ্যস্থ কতিপয় দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিবেন।

(৩) চৌথ ও সরদেশমুখীর প্রাপ্য সমস্ত বাকী টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন।

এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইলে নিজাম বাজীরাওকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন। অসাধারণ সাহসসম্পন্ন বাজীরাও ২।৩জন মাত্র ভৃত্যসহ একাকী শত্রু-শিবিরে গমনপূর্ব্বক নিজামের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা ১৭২৮ খৃঃ অব্দে ঘটে। এই সময়ে বাজীরাও সৈন্য-পোষণ-ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য শিন্দে (সিন্দিয়া) ও হোলকরকে ১২টী পরগণা জায়গীর-স্বরূপ দান করিলেন।

গুজরাতের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনেক দিন হইতে দৃষ্টি ছিল। নিজামের সহিত প্রথম যুদ্ধকালে বাজীরাও একবার গুজরাত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু সৈন্যসহ স্বীয় ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পাকে গুজরাতে প্রেরণ করেন এবং পরে নিজেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সরবুলন্দ-খাঁকে বলিলেন যে, গুজরাতের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের স্বত্ব তাহাদিগকে প্রদত্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাতের শান্তি-রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। সর বুলন্দ খাঁ তাহাতে সম্মত হইয়া যে সন্ধি করিল, তদনুসারে,—

(১) সুরত প্রদেশ ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত গুজরাতের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব মহারাজ শাহুকে প্রদত্ত হইল।

(২) গুজরাত-বাসীকে দস্যু তস্করের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রপতি সর্ব্বদা ২৫শত অশ্বসাদী গুজরাতে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(৩) গুজরাতের বিদ্রোহপ্রিয় জমীদারদিগকে কোনও মহারাষ্ট্রীয় কোনও প্রকারে সহায়তা করিতে পারিবেন না।

এই সন্ধির কালে বাজীরাও সেনাপতি-ত্রিম্বক রাও দাভাড়েকে তথাকার মোকাসা ও সরদেশমুখের স্বত্বের একাংশ প্রদান করেন।

এই সময়ে মালবের রাজা গিরিধর মহারাষ্ট্রদিগের চৌথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণ করেন। কাজেই যুদ্ধ বাধে। তাহাতে রাজা গিরিধর নিহত হন। তখন দিল্লীর বাদশাহ দায়বাহাদুর নামক স্বীয় জনৈক আত্মীয়কে মালবে প্রেরণ করেন। এই নবীন সুবেদারের শৌর্য্যবলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রথমে পশ্চাৎপদ হইলেও তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য চিমনাজী আপ্পা, পিলাজী জাধব ও মহ্লাররাও গমন করিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় লাভ হয় এবং দায়বাহাদুর যুদ্ধে নিহত হন।

ইহার পর মহম্মদ খান বঙ্গশ নামক জনৈক সেনানীর উপর মালবের শাসনকর্তৃত্ব অর্পিত হয়। আলাহাবাদ অঞ্চলও তাঁহারই শাসনাধীন ছিল। বুন্দেলখণ্ড নামক রাজ্য এই দুই রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহার পূর্ব্বে ছত্রপতি শিবাজীর উপদেশক্রমে ক্ষত্রিয়বীর ছত্রসাল কর্ত্তৃক এই দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। মহম্মদ খান এই হিন্দুরাজ্য নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হন। রাজা ছত্রসাল পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত মহম্মদখানের আক্রমণ রোধ করিতে পারিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া ও বাজীরাওকে হিন্দুদিগের একমাত্র বন্ধু জানিয়া ছত্রসাল তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন,—"পূর্ব্বকালে নক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমরাও অদ্য সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছি। বুন্দেলাগণ বাজী হারিতেছে, এ সময়ে হে বাজীরাও! তুমি তাহাদিগের লজ্জারক্ষা কর।"

এই কাতরোক্তিপূর্ণ শ্লোক পাঠ করিয়া বাজীরাওয়ের হৃদয় মুসলমানদিগের গ্রাস হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় সৈন্য দলসহ মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি স্বীয় পরাক্রমবলে বঙ্গশকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। সমরবিজয়ী বাজীরাও ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বৃদ্ধ নরপতি হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সকলের সমীপে তাঁহাকে স্বীয় তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত শত্রুর প্রতি মহারাষ্ট্রীয়েরা অতীব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য ছত্রসাল বাজীরাওকে যমুনাতীরবর্ত্তী ঝাঁসি (ঝান্সী) নামক দুর্গ ও তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সওয়া দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিলেন। এই ঘটনা ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল সংঘটিত হয়।[১]

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ছত্রসালের মৃত্যুকালে বাজীরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজা তাঁহাকে আরও একলক্ষ দশ হাজার টাকা আয়ের রাজ্যাংশ দান করেন। গোবিন্দরাও বুন্দেলা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সর্দারের প্রতি এই ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয়ের প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। কাল্পী ও সাগর প্রভৃতি নগর গোবিন্দরাও কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মহারাষ্ট্রশক্তির প্রতাপ গোবিন্দরাওয়ের বাহু-বলেই অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে ইহার মৃত্যু ঘটে।

ইহার পূর্ব্বে নিজাম বাজীরাওয়ের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন ও তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভের আশা অল্প ছিল বলিয়া তিনি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে গোপনে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে একটা গৃহবিবাদের সূচনা হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সে সুযোগ উপস্থিত হইল। গুজরাতে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সরবুলন্দ খানের সহিত যে সন্ধি হয়, বাজীরাও তাহাতে সহগামী সেনাপতি ত্রিম্বকরাও দাভাড়ের মতামত গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র বাজীরাওয়ের প্রতিপত্তি-দর্শনে তিনি তাঁহার প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তিনি আপনাকে নিতান্ত অবজ্ঞাত মনে করিয়া বাজীরাওয়ের উপর অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন।

নিজাম এই অসন্তোষের বিষয় অবগত হইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং এই বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন প্রক্ষেপের প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে সেনাপতিকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ত্রিম্বকরাও সসৈন্যে বাজীরাওকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

(১) আমরা এই তারিখ বাজীরাওয়ের সহকারী সেনানী পিলাজী জাধব রাওয়ের বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লিখিত মূলপত্র ও মহারাষ্ট্রীয় বখর অবলম্বনে নির্ণয় করিলাম। গ্রাণ্টডফ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনার অব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই পত্রে লিখিত আছে যে, বঙ্গশ পরাজিত ও অবরুদ্ধ হইলে, তাঁহার পুত্র ত্রিশসহস্র আফগান সৈন্যসহ পিতার উদ্ধারার্থ আগমন করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শত্রুপক্ষের তিন সহস্র অশ্ব ও ১৩টী হস্তী ও শতাধিক উষ্ট্র হস্তগত করেন।

তাঁহার উত্তেজনায় পিলাজী গায়কবাড় প্রভৃতি কয়েকজন সেনানী তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ গুজরাত হইতে বাজীরাওয়ের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য পুণা অভিমুখে অভিযান করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, বাজীরাওয়ের প্রতিপত্তি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় মহারাজ শাহুর শক্তি খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই কারণে তিনি পেশবার দর্প চূর্ণ করিয়া শাহুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ মরাঠা-সেনানী এই কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই কথা শুনিয়া অনেকে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল। বাজীরাও এই সংবাদ অবগত হইয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি যথা সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক সেনাপতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "সেনাপতি হিন্দু হইয়াও নিজামের পরামর্শক্রমে মহারাষ্ট্ররাজ্যে গৃহবিবাদের সূচনা করিতেছেন। অতএব যাঁহারা প্রকৃত স্বরাজ্যের মঙ্গলকামী তাঁহাদের সেনাপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য।" এই ঘোষণার ফলে বাজীরাওয়ের সৈন্যদল কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্ট হইল।

১৭৩০ খৃঃ, সেপ্টেম্বর, বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পা আত্মরক্ষার জন্য ১৮ সহস্র সৈন্য লইয়া সেনাপতি ত্রিম্বকরাও দাভাড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গুজরাতে উপস্থিত হইয়া সেনাপতির সহিত প্রথমেই সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ যে অনর্থের মূল, একথা না বুঝিয়া ও পেশওয়েকে ভীত জানিয়া সেনাপতি যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলেন। বড়োদার নিকটবর্ত্তী দভোই নামক স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম হইল। নিজাম উল্‌মুল্‌কের নিকট যে সাহায্য পাইবার আশা ছিল তাহা আসিল না। বাজীরাওয়ের অদ্ভুত সৈনাপত্যগুণে ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ বিপক্ষদল পরাজিত হইলেন। স্বয়ং সেনাপতিও যুদ্ধে গতাসু হইলেন। পিলাজী গায়কবাড়ের দুই পুত্রও এই যুদ্ধে নিহত হন। স্বয়ং পিলাজী আহত হইয়া পলায়ন করেন। হোলকর ও সিন্দিয়া এই যুদ্ধেও বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। (১৭৩১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী)।

পেশওয়ে গুজরাতের বন্দোবস্ত করিয়া সাতারায় ফিরিয়া আসিলে প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা মহারাজ শাহুকে বলিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে মহারাজ অতীব দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বাজীরাও সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করায় নিজামের উপর তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। তিনি সেনাপতিপুত্র যশোবন্তরাওকে সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক বাজীরাওয়ের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে আর যাহাতে কোনও প্রকারে কলহ না হয়, সে জন্য উভয়ের নিকট হইতে লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র গ্রহণ করিলেন। তদবধি গুজরাতের সম্পূর্ণ শাসনভার সেনাপতির উপর অর্পিত হইল। মালবে বাজীরাও সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন এবং স্থির হইল যে, গুজরাতের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ বাজীরাওয়ের হস্তে রাজকোষে প্রেরিত হইবে, সর বুলন্দ খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রদেশের আয় সেনাপতি স্বয়ং রাজসরকারে প্রেরণ করিবেন। এই সময়ে পিলাজী গায়কবাড়ের সঙ্গেও বাজীরাওয়ের সখ্য হয় এবং গায়কবাড় শাহুর নিকট "সেনাখাস খেল" উপাধি লাভ করেন (১৭৩১ খৃঃ আগষ্ট)।

সেনাপতি ত্রিম্বকরাও দাভাড়ে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে দেশবিদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যানুসারে তাঁহাদিগকে দক্ষিণাদি দানে পুরস্কৃত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই দক্ষিণাদান কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তদবধি বাজীরাও উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন। এই কার্য্যে বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইত। তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশওয়ের আমলে দক্ষিণার ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইংরাজেরাও ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দানকার্য্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে ঐ টাকার একাংশ কতিপয় শাস্ত্রালোচনাপ্রিয় ব্রাহ্মণ-পরিবারকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট টাকা "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটি" ও "দক্ষিণা ফেলোশিপ" পরীক্ষায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। "দক্ষিণা-প্রাইজ-কমিটি" হইতে অদ্যাপি মহারাষ্ট্রভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে যোগ্যতানুসারে ৫০ হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

সেনাপতির সহিত বিরোধ-শান্তির পর বাজীরাও নিজামকে এই গৃহবিবাদের মূল জানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিজাম ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে স্থির হইল যে নিজাম অতঃপর মহারাষ্ট্রদিগের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং বাজীরাও স্বাধীন ভাবে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র আধিপত্য করিবেন।

পরবর্ত্তী বর্ষে বাজীরাওর মালবে গমনকালে নিজামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া স্থির হয় যে,—মালবে গমনাগমনকালে বাজীরাওয়ের সৈন্য খান্দেশস্থিত নিজামের অধিকারে উপদ্রব করিতে পারিবে না এবং নিজাম চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা বিনা তাগাদায় পেশওয়েকে যথানিয়মে প্রতিবৎসর প্রদান করিবেন।

ইহার পর জঞ্জিরার সিদ্দিদিগের সহিত মহারাষ্ট্রপতির বিরোধ ঘটে। মহারাজ শাহু প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওকে তাহা-

দিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরাজয় ঘটিল। তখন শাহু মালব হইতে বাজীরাওকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বাজীরাও রাণোজী শিন্দে ও মহলাররাও হোলকরকে মালবের ভার দিয়া জঞ্জিরা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে সিদ্দি পরাজিত হয়। ঐ অঞ্চলের ১১টী মহালের আয়ের অর্দ্ধাংশ মহারাষ্ট্রীয়েরা পাইলেন। রায়গড় প্রভৃতি পাঁচটী প্রসিদ্ধ দুর্গও তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ শাহু বাজীরাওকে রায়গড় ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

অতঃপর উত্তর-ভারতের প্রতি বাজীরাওয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কতিপয় কারণ ঘটে। প্রথমতঃ বাজীরাও গুজরাত ও মালব-বিজয়ের পর ঐ প্রদেশের চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বের সমস্ত পত্র বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করেন। বাদশাহ পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ বালাজী বিশ্বনাথকে ঐ প্রদেশদ্বয়ের চৌথ প্রভৃতির সনন্দ দেওয়া হইবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল তাহা) বিস্মৃত হইয়া বাজীরাওয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সর বুলন্দ খান বাজীরাওকে ঐ স্বত্ব দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত ও অবজ্ঞাত করেন এবং তাঁহার স্থানে যোধপুরের রাজা অভয়সিংহকে গুজরাতের সুবেদার করিয়া পাঠান। অভয়সিংহ অতীব ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। তিনি পিলাজী গায়কবাড়কে পরাজিত করিয়া পরে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁহার বধসাধন করেন। এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা ভীত না হইয়া বরং অতীব উত্তেজিত হয়। তাঁহাদিগের উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে অভয়সিংহ ভয় পাইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন। ইহার পর মহম্মদখাঁনবঙ্গশের মৃত্যুর পর জয়পুরের রাজা সবাই জয়সিংহ মালবের সুবেদাররূপে প্রেরিত হন। তাঁহার সহিত বাজীরাওয়ের সখ্য ছিল। (বালাজীবিশ্বনাথের দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই সখ্য ঘটিয়াছিল।) তাঁহার সাহায্যে বাজীরাও বাদশাহের মৌখিকভাবে মালবের অস্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি গুজরাত ও মালবের চৌথ ও সরদেশমুখীর লিখিত সনন্দ প্রার্থনা করিয়াও পাইলেন না। এই সকল কারণে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন সিদ্দির বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন শিন্দে ও হোলকরকে আগ্রা পর্য্যন্ত মোগল-প্রদেশ আক্রমণ করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

এই সকল কারণ ভিন্ন আর একটী কারণ হইয়াছিল। বাজীরাওয়ের সৈন্য সামন্ত অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার অনেক ঋণ হইয়াছিল। সৈন্যগণ যথাসময়ে বেতন না পাওয়ায় অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, বাজীরাও বড় বিপন্ন হইলেন। মহাত্মা রামদাস স্বামী যেমন রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর গুরু ছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী নামে এক মহাপুরুষ বাজীরাওর গুরু ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন। বাজীরাও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া এই সময়ে তাঁহাকে পত্র লিখেন। উত্তরে স্বামীজী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে,—"বিপদের সময় ধৈর্য্য হারান তোমার ন্যায় ব্যক্তির অকর্ত্তব্য। তুমি মালবদেশ সম্পূর্ণ অধিকারপূর্ব্বক দিল্লী আক্রমণের চেষ্টা কর। তাহা হইলে অর্থকষ্ট নিবারণ, ম্লেচ্ছদমন ও হিন্দুসাম্রাজ্যের বিস্তার—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" ইত্যাদি উৎসাহপূর্ণ উপদেশসম্বলিতপত্র পাঠ করিয়া বাজীরাও ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংকল্প করিলেন।

বাজীরাওয়ের আদেশে মহারাষ্ট্রসেনা মালব হইতে চম্বল (চর্ম্মণ্বতী) নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। মহলাররাও হোলকরের অধীনতায় এক দল সৈন্য আগ্রা অতিক্রম করিল। তাহাদিগের তাণ্ডব-নৃত্য-দর্শনে বাদশাহ শঙ্কিত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী খান-দৌরান্ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বাদশাহের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বাজীরাওকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখী এবং গুজরাতের সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বাদশাহের অধীন তুরাণী সর্দ্দারগণের প্রতিবন্ধকতায় সে প্রস্তাব রহিত হইল। তখন খান-দৌরান্ বাজীরাওকে জানাইলেন যে, বাদশাহ তাঁহার সন্ধির বিনিময়ে চম্বলনদীর দক্ষিণাঞ্চলস্থিত মোগলশাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা দান করিতে এবং পশ্চিমে বুন্দী কোটা হইতে পূর্ব্বদিকে বুধাওর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপুতশাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করাদায়ের অধিকার দিতে প্রস্তুত আছেন। বাজীরাওকে শেষোক্ত অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়া উভয়েই গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত হইবেন এবং সেই সুযোগে মুসলমানগণ আপনাদিগের প্রনষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধারের অবকাশ পাইবেন। কিন্তু বাজীরাও ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অধিক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি এবার যে সকল স্বত্ব বাদশাহের নিকট চাহিলেন তাহার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী ও গয়া এই চারিটী প্রদেশ যাহাতে বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাসনাধীন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বাজীরাও বাদশাহকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাদশাহ কিছুতেই সে প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইলেন না। তাঁহার অপর

প্রার্থনাসমূহের মধ্যেও একটীর অধিক পূর্ণ হইল না। খান দৌরান্ বাজীরাওয়ের নিকট হইতে ৬ লক্ষ টাকা উপঢৌকন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের "সরদেশপাণ্ডে" নামক পদের স্বত্ব দান করিলেন। এই স্বত্বানুসারে দাক্ষিণাত্য-স্থিত নিজাম-উলমুল্‌কের শাসিত প্রদেশের সমস্ত আয়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। নিজামের সহিত খান দৌরানের মনোমালিন্য ছিল বলিয়া তিনি নিজামকে অবজ্ঞাত করিবার জন্যই বাজীরাওকে এই স্বত্ব দান করিয়াছিলেন। নিজামের উপর প্রভুত্ববিস্তারের সুযোগ ত্যাগ করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বাজীরাও ৬ লক্ষ টাকা দিয়া এই স্বত্ব বাদশাহের নিকট ক্রয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। ইহার ফলে নিজামের হৃদয়ে বাজী-রাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। এদিকে বাজী-রাওয়ের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ না করায় ও মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া বাদশাহ আত্মরক্ষার উপায়ান্তর অবলম্বন করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি নিজাম-উলমুল্‌ক্‌কে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট মহারাষ্ট্র-অভিযান-নিবারণের জন্য সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত বিদ্রোহাপরাধ ক্ষমা করিলেন। ইহাতে নিজামের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া সৈন্যদল সহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য উত্তর-ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সংবাদ অবগত হইয়া বাজীরাও সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। খান্ দৌরানের অধীনতায় বাদশাহী ফৌজ তাঁহার গতিরোধের জন্য আগ্রা যাত্রা করিল। অযোধ্যায় সুবেদার সাদত-খান সহসা একদল সৈন্যসহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কতিপয় মহারাষ্ট্রীয়-সৈন্য নিহত হওয়ায় হোলকর পশ্চাৎপদ হইয়া যমুনার অপর পারে হাটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এই জয়লাভে অযোধ্যা হইতে সাদত খান্ অতীব উৎফুল্ল হইয়া বাদশাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,— "আমরা দুই সহস্র মহারাষ্ট্রসেনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছি। মহলাররাও হোলকর সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন। একজন মরাঠা-সেনানী আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাণভয়ে চম্বলনদী উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। পলায়নকালে যমুনা পার হইতে গিয়া দুই সহস্র মরাঠাসৈন্য জলমগ্ন হইয়াছে।" বলা বাহুল্য এই পত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ অলীক। কিন্তু ইহাতে দিল্লীর দরবারে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। বাজীরাওয়ের দর্পচূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দিল্লীর উমরাহেরা উৎসব করিতে লাগিলেন এবং আগ্রাস্থিত মহারাষ্ট্রীয় দূতকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন (১৭৩৬ খৃঃ)।

বাজীরাও তখন রাজপুতনায় ছিলেন। তিনি বুধাওরের রাজপুত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করিয়া ও তথায় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহলাররাওয়ের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিতেছিলেন। এমন সময়ে হোলকরের পরাজয়বার্ত্তা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বড় বড় কুচ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-দূতের অবমাননার প্রতিকারস্বরূপ দিল্লীনগরীকে অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন দিল্লীবাসীরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাজীরাও দিল্লীলুণ্ঠন বা দাহ না করিয়া বাদশাহের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। বাদশাহের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই বাজীরাও দিল্লীর লুণ্ঠন বা দাহকার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। কিন্তু তথাকার উমরাহগণ বিপরীত বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা বাজীরাওকে ভীত মনে করিয়া ৮ হাজার সৈন্যসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে ৬ শত মোগল-সেনা নিহত হয়। মোগল-পক্ষীয় একজন সর্দ্দার আহত ও একজন সেনানী নিহত হন। মোগল-দিগের একটী হস্তী ও দুই সহস্র অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। বাজীরাওয়ের অতি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য এই যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল (১৭৩৭ খৃঃ)।

দিল্লীর উমরাহগণের তখন চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা বাদশাহের পক্ষ হইতে বাজীরাওয়ের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। এই অবকাশে বাজীরাও গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদী (দোয়াব) অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু সহসা শাহু মহারাজ তাঁহাকে কোঙ্কণে গিয়া পর্ত্তুগীজ-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কাজেই বাজীরাওকে বাদশাহের সহিত সন্ধি করিয়া যথাসম্ভব সত্বর সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। এই সন্ধির কালে বাজীরাও মালব-প্রদেশের একছত্র অধিকার ও যুদ্ধব্যয়স্বরূপ ১৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে মহারাষ্ট্র-নৌসেনানী আঙ্গ্‌রে সহিত পর্ত্তুগীজ-গণের মনোমালিন্য ঘটায় আঙ্গ্‌রে মহারাজ শাহুর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। মহারাজের আদেশে বাজীরাও পর্ত্তুগীজ-গণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। কোলাবার নিকট উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইয়া মরাঠা-সৈন্যের জয়লাভ ঘটে (১৭৩৭ খৃঃ)।

কোলাবার পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া বাজীরাও সাষ্টী (Salsette) ও বসই (Bassein) আক্রমণ করিলেন। তাহাতে বসইর নিকটবর্ত্তী ঘোড়বন্দর-দুর্গ মরাঠাগণের অধিকৃত হয়। তাহার পর ঠানা-নগর আক্রান্ত হয়। ঐ স্থানও পর্ত্তুগীজগণের

হস্ত হইতে বাজীরাও উদ্ধার করেন। ইহার পর তাহাদিগের বান্দরা নামক সেনা-নিবাসের প্রতি বাজীরাওয়ের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। বাজীরাও বান্দরার আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা বোম্বাই আক্রান্ত হইবার ভয়ে গোপনে পর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধসামগ্রীদানে সাহায্য করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বাজীরাও সমরদক্ষ আরবী, মাবলী ও হেটকরীদিগকে(১) স্বীয় সৈন্য দলভুক্ত করিলেন। কিন্তু বান্দরার আক্রমণের পূর্ব্বেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিনাশের জন্য দিল্লীতে নানা প্রকার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র হইতেছে। কাজেই তাঁহাকে পর্ত্তুগীজ-দমন পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল।

ইহার পূর্ব্বে বাদশাহকে সাহায্য করিবার জন্য নিজাম্ উল্‌মুক্ সসৈন্যে দিল্লীতে আহূত হইয়াছিলেন। নিজামকে এই কার্য্যে তৎপর করিবার জন্য বাদশাহ তাঁহার পুত্রকে মালব ও গুজরাত-প্রদেশের সুবেদারী প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীতে বাজীরাওয়ের হস্তে বাদশাহী সৈন্যের পরাজয় ঘটিবার পর নিজাম উল্‌মুক্ সসৈন্যে উত্তর-ভারতে উপস্থিত হন। বাদশাহ বাজীরাওয়ের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজামকে মরাঠাগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। স্বীয় সামন্ত নরপতিগণকেও নিজামের সহায়তা করিতে আদেশ করিলেন। বুন্দীর রাজা ভিন্ন আর সকলেই নিজামের সহিত মিলিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের সমস্ত সামন্ত-নরপতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদী হইতে ফিরিয়া মালবে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নিকট ৩৪ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এদিকে বাজীরাও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত প্রায় ৮০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে নিজাম সিরোঞ্জ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে ভোপাল নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধেই নিজামের পক্ষীয় ৫শত রাজপুত নিহত এবং শত্রুপক্ষের ৭ শত অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়। মহারাষ্ট্রপক্ষে ১ শত নিহত ও ৩ শত আহত হইয়াছিল। আর একদিন মুসলমানগণের ১৫শত সৈনিক নিহত হয়। বাজীরাও অসাধারণ দক্ষতার সহিত নিজামকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। নিজাম বিপদ্ গণিয়া বাদশাহের নিকট সহায়তা চাহিলেন। কিন্তু খানদৌরানের সহিত মনোমালিন্য ও বাদশাহের তাঁহার প্রতি আন্তরিক বিরাগ থাকায় দিল্লী হইতে সাহায্য আসিল না। তখন নিজামের সহকারী রাজপুতেরা বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু নিজামকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রথমে সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই খাদ্য-সামগ্রীর অভাবে নিজাম বিশেষ ক্লিশ হইতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্ এই সংবাদ পাইয়া পিতার সহায়তার জন্য সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বাজীরাওয়ের নিদেশক্রমে তাঁহার ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পা স্বীয় সৈন্যবল সহ তাহার গতিরোধ করিতে লাগিলেন। তখন নিজাম নিরুপায় হইয়া ২৪ দিবস অবরোধকষ্ট সহ্য করিয়া বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির হইল। সমস্ত মালবদেশ এবং নর্ম্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যাহাতে মহারাষ্ট্রীয়-গণের হস্তগত হয়, তিনি বাদশাহকে বলিয়া তাহাই করিয়া দিবেন এবং যুদ্ধব্যয়স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া নিজাম বাজীরাওয়ের কবল হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন (১৭৩৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারি)। এই যুদ্ধের ফলে মালবে মহারাষ্ট্রের অধিকার নিষ্কণ্টক হইল।

এদিকে কোঙ্কণে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের আবার কলহ উপস্থিত হইল। চিমনাজী আপ্পা ও শিন্দে-হোলকরের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ত্তুগীজগণ তারাপুরের যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিল (১৭৩৯ খৃঃ অঃ)। এই সময়ে রঘুজী ভোঁসলে শাহু মহারাজের বিনানুমতিতে পূর্ব্বদিকে কটক ও উত্তরে প্রয়াগ পর্য্যন্ত প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া আত্মশক্তি বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। কাজেই তাঁহার দমনের জন্য বাজীরাওকে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু সেনানীর মূর্খতায় ঐ সৈন্যদল পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসে। তখন বাজীরাও স্বয়ং রঘুজীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহাতে বাজীরাওয়ের উত্তর-ভারতে উপস্থিতি আবশ্যক হইল। বাজীরাও সংবাদ পাইলেন যে, ইরাণের বাদশাহ নাদির-শাহ দিল্লী আক্রমণপূর্ব্বক মোগলদিগের পরাভব ও ময়ূরসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিজাম পরাজিত, সাদতখান বন্দীভূত ও খানদৌরান নিহত হইয়াছেন—কেবল তাহা নহে, তিনি একলক্ষ সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্য আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। এই সংবাদে বাজীরাও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নাদিরশাহের গতিরোধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নাসিরজঙ্গকে পত্র লিখিলেন যে, নাদিরশাহ হিন্দুমুসলমান উভয়েরই শত্রু; অতএব এ সময়ে আমাদিগের গৃহবিবাদ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার গতিরোধ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তিনি চিমনাজী আপ্পাকেও কোঙ্কণে পর্ত্তুগীজ-দিগের দমন স্থগিত রাখিয়া সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে

(১) মরুগিরি অঞ্চলের বরকন্দাজদিগকে হেটকরী বলে। ইহারা লক্ষ্যবেধে সিদ্ধহস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। ফলে নাদিরশাহ যাহাতে চম্বল-নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, বাজীরাও তাহার আবশ্যক উপায় অবলম্বনে বিশেষ তৎপর হইলেন।

নাদিরশাহের দিল্লী আক্রমণের কারণাবলীর ও তৎকৃত অত্যাচার-উৎপীড়নের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তথাপি এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। নাদিরশাহ ভারত-আক্রমণের যে সকল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা দিল্লীর দরবার বহুদিন জানিতে পারেন নাই। এমন কি, তিনি সিন্ধুনদের উপর সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক পঞ্জাবে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনও সংবাদ রাখিবার অবসর পান নাই, ইহার কারণ একমাত্র বাজীরাওয়ের ভীতি। বাজীরাওয়ের দমনের আবশ্যকতা দিল্লীর দরবারে বিশেষরূপে অনুভূত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সেইদিকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সুযোগে নাদির বিনা বাধায় দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের কারণ যাহাই হউক ভারতের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তদনুসারে তিনি দিল্লী লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রায় ১৪০ কোটী টাকার ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। সুতরাং বাজীরাওয়ের আর যুদ্ধাভিযানের আবশ্যক হইল না।

এই সময়ে কোঙ্কণে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত একটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধে চিমনাজী আপ্পা জয় লাভ করেন। এই যুদ্ধের বিবরণ ও মরাঠাগণের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের কলহের কারণ এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোয়া, দভোল, দমন, দীব, সাষ্টী ও বসই প্রভৃতি স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা যে কেবল এই সকল স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক আপনাদিগের অধিকার দৃঢ় করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। এদেশবাসীর প্রতি ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন। তাঁহারা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বলপূর্ব্বক অপরকে খৃষ্টান করা তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বিধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা স্বদেশে একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতেও তাহার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। বিধর্ম্মীকে খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করাইবার জন্য এই সভার সদস্যেরা অপর সাধারণকে বন্দী, উপবাসাদি ক্লেশপ্রদান, বেত্রাঘাত, উত্তপ্ত ভাণ্ডোপরি স্থাপন, তাহাদের অঙ্গে জলন্তবর্ত্তিকা স্থাপন করিয়া প্রাণনাশ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতেন। বাস্তবিক খৃষ্টানেরা এই সময়ে এদেশে আসিয়া যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেরূপ জগতে বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীরা করেন নাই। ইহারা মুসলমান-দিগেরও প্রতি এইরূপ অত্যাচারে বিরত হইতেন না। আর হিন্দুদিগের ত কথাই ছিল না। পর্ত্তুগীজেরা আপনাদিগের অধিকৃত স্থানের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা-দানে উৎপীড়িত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক হিন্দু স্ব স্ব বাস্ত ভিটা ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রশাসিতদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। অনেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ-পূর্ব্বক দুঃসহ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া-ছিলেন। কেহ কেহ বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। পরি-শেষে তাহারা নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রপতি শাহুর ও পেশওয়ে বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তাহারা তাহা-দিগের নিকট এই বলিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন যে, মহারাষ্ট্রপতি যখন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, তখন বিধর্ম্মী পর্ত্তু-গীজদিগের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই আবেদনপত্র পাইয়া মহারাজ পর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মীদিগকে রক্ষার জন্য বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পাকে কোঙ্কণে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র-নৌসেনানী আঙ্গ্রে পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে শাহুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরে বাজীরাওর সাহায্যে আঙ্গ্রে পর্ত্তুগীজগণের উপর জয়লাভ করিলেও যে বাজীরাও স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের অন্যান্য নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ পূর্ব্বকথিত আবেদনপত্র। পর্ত্তুগীজদিগের দমনের জন্য গুরু ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীও চিমনাজী ও বাজীরাওকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পর্ত্তু-গীজদিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মীদিগের রক্ষার জন্যই—বাজীরাও দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেও, চিমনাজী আপ্পা বহুদিন কোঙ্কণ ত্যাগ করেন নাই। পর্ত্তুগীজদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া তিনি পূর্ণ দুইবৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া সাষ্টী প্রভৃতি বহু প্রদেশ অধিকার করিয়া-ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে আবশ্যক হইলে সম্মুখ সমরে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

দুই বৎসর কাল নানা স্থানে খণ্ড-যুদ্ধের পর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বসই আক্রমণ করেন। তিন মাস অবরোধের পরও দুর্গ তাঁহাদিগের হস্তগত হইল না। পর্ত্তুগীজেরা য়ুরোপ

হইতে সাহায্য আনাইয়াছিলেন। তাহাদিগের তোপের সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা পুনঃ পুনঃ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। মরাঠারা সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদের সাহায্যে দুর্গপ্রাচীর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাচীরে একটা ছিদ্রও করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। তখন চিমনাজী আপ্পা একদিন দুর্গ অধিকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীয় সর্দ্দারগণকে বলিলেন যে,—"তোমরা যদি দুর্গে প্রবেশ করিতে না পার, তাহা হইলে আমাকে তোপের মুখে বাঁধিয়া গোলার সহিত দুর্গ মধ্যে নিক্ষেপ কর।" তখন দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত সকলে পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় হইল। মরাঠারা বসইর দুর্গস্থিত ক্রুশচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিলেন (১৭৩৯ খৃঃ অঃ, ১৬ই মে)। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেরূপ অতি অল্প সময়েই দেখাইতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের ৭ শত ও মরাঠাদিগের ৫ সহস্র সৈনিক নিহত হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ দুই বৎসরের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সমরে ১৪ সহস্র মহারাষ্ট্রসেনা হতাহত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে গোয়া ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ ভিন্ন পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত বহু স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে হিন্দুগণের নির্যাতনভোগেরও অবসান হইয়াছিল। বসইদুর্গ অধিকার-কালে দুর্গাধিপতির পরিবারস্থ একটী মহিলা মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকবৃন্দের হস্তগত হয়। কিন্তু চিমনাজী আপ্পা তাহাকে সসম্মানে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ করেন। বসইর খৃষ্টানদিগের মুখে এখনও এ সম্বন্ধে চিমনাজী আপ্পার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়।

এদিকে নাদিরশাহের প্রস্থানের পর দিল্লীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, বাজীরাও চেষ্টা করিলে অনায়াসে মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মহারাষ্ট্র-বিজয়পতাকা রোপণ করিয়া মোগল-বাদশাহীর বিলোপসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে সাক্ষীগোপালস্বরূপ একজন বাদশাহকে রক্ষা করা তাঁহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তিনি দিল্লীশ্বরের এই বিপন্নদশাতেও তাঁহাকে ১০১টী মোহর উপঢৌকন পাঠাইয়া একখানি বশ্যতাস্বীকারপত্র প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ সেই পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারপূর্ব্বক বাজীরাওকে গজবাজিসহ ভূষণ-পরিচ্ছদাদিদানে প্রতিসম্মানিত করিলেন। কিন্তু নিজামউল্‌মুল্কের সহিত ভোপালে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে বাজীরাওকে মালবপ্রদেশের নূতন সনন্দ দিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা রক্ষিত হইল না। বাজীরাও সেজন্য আর পীড়াপীড়ি করা আবশ্যক মনে করিলেন না।

এই সময়েও শিন্দে-হোলকর প্রভৃতি বাজীরাওয়ের সর্দ্দারেরা কোঙ্কণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। এই কারণে ইত্যবসরে বাজীরাও রাজপুত ও বুন্দেলখণ্ডের রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া লইলেন। নিজামের বিরুদ্ধে অভিনব অভিযানের উদ্দেশ্যেই তিনি রাজপুত-রাজাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে নিজামের অস্তিত্ব লোপ করাই তাঁহার এই সময়ে প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল। কিন্তু তদুপযোগী আয়োজনের তাঁহার অভাব ছিল। তদ্ভিন্ন রঘুজী ভোঁসলে ও দমাজী গায়কবাড় তাঁহার প্রতি আদৌ সদ্ভাবসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহাদিগের শত্রুতার জন্যও বাজীরাওকে এই সময়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রঘুজীর সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক নিজামের সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন এবং কর্ণাটক হইতে নিজামের উচ্ছেদ করিতে পারিলে লুণ্ঠন সামগ্রীর একাংশ তাঁহাকে দিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিলেন।

রঘুজী তখন কর্ণাটক-বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। নিজাম তখনও উত্তরভারতে ছিলেন, এই কারণে বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে তাঁহার পুত্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে প্রথমে বাজীরাওয়ের পরাজয় ঘটিলেও তিনি পরিশেষে জয় লাভ করিলেন। কিন্তু নাসিরজঙ্গও সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। কাজেই বাজীরাওকে বহুদিন তাঁহার সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইল। এই সকল যুদ্ধে তাঁহার বিজয় লাভ হইলেও এরূপ জয়লাভে মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিশেষ কোনও স্থায়ী লাভ হইবে না দেখিয়া তিনি নাসিরের সহিত প্রতিষ্ঠান-নগরে এক সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির ফলে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী দুইটী প্রদেশ তিনি নিজামের পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

নাসিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধের পরিণাম তাঁহার ইচ্ছামত না হওয়ায় তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্রমাগত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় বাজীরাও বিশেষরূপে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাজনদিগের তাগাদায় তিনি বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন,—"আমি বিবিধ বিপদ্, ঋণ ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়া নিতান্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যে অবস্থায় লোকে বিষপান করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি এক্ষণে সেই অবস্থাপন্ন

হইয়াছি। মহারাজের নিকট আমার অনেক শত্রু আছে। এ সময়ে আমি সাতারায় গমন করিলে তাহারা আমাকে বিপন্ন করিতে ছাড়িবে না। এই সময়ে মৃত্যু যদি আমার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিব।"

কিন্তু বাজীরাও বিপদে অধীর হইবার লোক ছিলেন না। তিনি সাতারা বা পুণায় প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া নূতনদেশ বিজয় দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য উত্তরভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি নর্ম্মদানদীর তীরে উপস্থিত হইলে সহসা তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া নবজ্বরে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল (বৈশাখ শুক্লা ত্রয়োদশী দিবসে) ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার জন্য শিন্দে ও হোলকরকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে বাজীরাওয়ের বয়স ৪৫ বৎসর ছিল। তাঁহার বীরত্ব ও শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র মহারাষ্ট্রে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। মহারাজ শাহু শোকে অধীর হইয়াছিলেন। এমন কি কথিত আছে, যে, নিজামউল্‌মুল্কও তাঁহার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে বিমর্ষ হইয়াছিলেন।

বাজীরাও বিংশতিবর্ষকাল পেশওয়েপদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালের অধিকাংশই যুদ্ধাভিযানে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরত্বের ন্যায় তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও অসাধারণ ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষকে যবনদিগের শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার চরিত্রে কোনও অংশে নীচতা ছিল না। তিনি দূরদর্শী, সরল ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়ালুতাগুণে নিজাম উলমুল্ক্ কয়েকবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। অনেকের বিবেচনায় এই দয়ালুতার জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ বিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক কঠোরতার সহিত শরণাপন্ন নিজামের বিনাশসাধন করিলে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের একটী প্রধান কণ্টক দূরীভূত হইত।

স্বরাজ্যে বাজীরাওয়ের অনেক শত্রু ছিলেন। প্রতিনিধি রঘুজী ভোঁস্‌লে, সেনাপতি দাভাড়ে ও গায়কবাড় প্রভৃতি সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করিতেন। বালাজী বিশ্বনাথ সচিবগণের রাজস্ব-বিভাগের যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণে ইষ্ট, সেইরূপ আবার একটা মহৎ অনিষ্টেরও সূচনা হইয়াছিল। মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিস্তারে সচিব ও সেনানীগণের স্বার্থ সম্বন্ধ হওয়ায় উহা রাজ্যবৃদ্ধির যেমন কারণ হইয়াছিল, সেইরূপ রাজপুরুষদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাবিদ্বেষও উহারই কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

বাজীরাওয়ের সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের সম্পূর্ণ দমন হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজবণিকেরা অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পর্ত্তুগীজদিগের গতিবিধির বিষয় চিমনাজী আপ্পাকে সময়ে সময়ে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ইহার ফলে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বসই অধিকৃত হইলে তিনি তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রে বাণিজ্যবিস্তারের অধিকার প্রদান করেন।

বাজীরাও দেখিতে সুশ্রী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি একটু বিলাসীও হইয়া পড়িয়াছিলেন। মস্তানী নাম্নী এক অপরূপ লাবণ্যবতী মুসলমান-যুবতীর প্রেমে পড়িয়া তিনি কিছুদিন রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া অন্তঃপুরবিহারসুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। মহারাজ শাহু এজন্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা চিমনাজী বৈরাগ্যগ্রহণপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলেন। তখন বাজীরাও প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই অবসরে তাঁহার শত্রুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। ঋণদাতাগণ তাঁহাকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া পরিশোধের জন্য উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। তখন তাঁহার যে মনস্তাপ হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীকে লিখিত পত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে।

বাজীরাওয়ের তিনটী পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বালাজী বাজীরাও, মধ্যমপুত্রের নাম জনার্দ্দন বাবা ও কনিষ্ঠপুত্রের নাম রঘুনাথরাও। জনার্দ্দন বাবা দ্বাদশবর্ষ বয়সে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বাজীরাওয়ের ঔরসে মস্তানীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম সমশের বাহাদুর।

বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে।

১৭২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইহার জন্ম হয়। বাল্যাবধি রাজকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বালাজী অল্পবয়সেই সে বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাজীরাও ও চিমনাজী যুদ্ধে গমন করিলে বালাজীই শাহুর নিকট থাকিয়া পিতৃপদের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় খুল্লতাতের সহিত কোঙ্কণে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে রঘুজী ভোঁস্‌লে কর্ণাটকে ত্রিচিনপল্লীর দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বাজীরাওয়ের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাবুজী নায়ক নামক জনৈক বন্ধুকে

সঙ্গে লইয়া যথাসম্ভব সত্বরে সাতারায় উপস্থিত হইলেন। বাজীরাওয়ের পদে যাহাতে বাবুজী নায়কের নিয়োগ হয়, সে সম্বন্ধে তিনি মহারাজ শাহুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাবুজী নায়ক অতিশয় ধনশালী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিলে মহারাজ উপঢৌকন স্বরূপ বহু অর্থ লাভ করিতে পারিবেন, একথাও রঘুজী তাঁহাকে বুঝাইলেন। কিন্তু প্রতিনিধি ও গায়কবাড় এ সময়ে রঘুজীর অনুকূলতা না করায় এবং চিমনাজী আপ্পাকে লইয়া বালাজী শাহুর নিকট উপস্থিত হওয়ায় রঘুজীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বাজীরাওয়ের কার্য্যকলাপের বিষয় স্মরণ করিয়া শাহু তাঁহার পুত্রকেই পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিলেন।

বালাজী বাজীরাওকে পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিবার সময় যথারীতি দরবার আহূত হয়। সেই সময়ে নবীন পেশওয়েকে মহারাজ শাহু যে উপদেশ করেন তাহা এই,—"বাজীরাও মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইরাণীকে (নাদির শাহকে) দমিত করিবার জন্য আমি তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারও সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইরাণী এ দেশ হইতে যে ধনরত্নাদি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া আনিবার তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। কিন্তু তাঁহার আয়ুঃ শেষ হওয়ায় সে কার্য্য সাধিত হয় নাই, তুমি তাঁহার পুত্র; অতএব তাঁহার ও আমার এই বাসনা পূর্ণ করিতে তোমার যত্ন থাকা উচিত। আটকের অপর পারে মরাঠা অশ্বসাদীদিগকে লইয়া গিয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন কর।" বলা বাহুল্য ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বালাজী শাহুর এই সংকল্পানুসারে কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে মহারাজ শাহু তাহা দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন না!

বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে নিযুক্ত হইলে রঘুজী পুনর্ব্বার কর্ণাটকে গমন করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ত্রিচিনাপল্লী অধিকৃত হইল। পেশওয়ের সৈন্যগণের প্রতি এই দুর্গরক্ষার ভার অর্পিত হইল এবং আর্কটের রাজস্ব হইতে বালাজীকে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইবে স্থির হইল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইহাই বালাজীর প্রধান লাভ হইল।

বাজীরাও ইহলোক ত্যাগ করিবামাত্র দিল্লীর বাদশাহ আজিম উল্লা খান নামক জনৈক সর্দারের প্রতি মালবের সুবেদারী অর্পণ করিলেন। বালাজী বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পা বাদশাহকে পূর্ব্বকৃত সন্ধি ও প্রতিশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া মালবের অধিকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে পূর্ব্বকৃত সন্ধির বাবতে ১৫ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলেন এবং মালবের অধিকারদান সম্বন্ধে সর্ত্তস্থির করিবার জন্য তৎপরতা দেখাইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কতিপয় সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল; কিন্তু বাদশাহ তদনুসারে কার্য্য করিয়া বালাজীকে মালবের অধিকার দান করিলেন না।

বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর চিমনাজী আপ্পা ও বালাজীরাও যখন সাতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন শঙ্করজী নারায়ণ ও খণ্ডোজী মাণকর নামক দুই ব্যক্তিকে কোঙ্কণে আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে রাখিয়াছিলেন। সেই দুই বীরপুরুষের চেষ্টায় সিদ্দি (হাবসী) ও পর্ত্তুগীজেরা বহু স্থানে পরাভূত হইল এবং রেওদণ্ডা, যগোবাতগড়, মনোহরগড়, মাণ্ডবী, ঘোড়বন্দর ও উরণ প্রভৃতি স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই চিমনাজী আপ্পা ইহলোক ত্যাগ করেন (১৭৪১ খৃঃ অঃ জানুয়ারি।) প্রসিদ্ধ সদাশিব রাও বা ভাউসাহেব তাঁহারই পুত্র।

চিমনাজীর মৃত্যুর পর বালাজী মালবত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর একবৎসর কাল পুণা ও সাতারায় থাকিয়া তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারের সংস্কার সাধন করিলেন। এই কার্য্যে বালাজীর বিশেষ দক্ষতার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ শাহু তাঁহাকে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে বিজিত প্রদেশসমূহের অধিকার প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি গুজরাত ও মালবের করআদায়ের সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পেশওয়ের ক্ষমতা অতীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এই সময়ে বঙ্গদেশে ও বিহার অঞ্চলে রঘুজী ভোঁসলের সৈন্যগণ প্রবেশ করিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। রঘুজী মহারাজ শাহুর আদেশ না লইয়াই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার দমনের জন্য বালাজী প্রেরিত হইলেন। বারাণসী, প্রয়াগ, গয়া ও মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি মুসলমানদিগের শাসন হইতে উদ্ধার করিবার বাজীরাওয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তাই বালাজী প্রথমে প্রয়াগ অধিকারপূর্ব্বক বেহারে গিয়া রঘুজীকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু রঘুজীর ইঙ্গিতে এই সময়ে গুজরাত হইতে গায়কবাড় মালব আক্রমণ করায় বালাজীকে প্রয়াগ অধিকারের ও বিহার অঞ্চলে গমনের সংকল্প কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হইল। গায়কবাড়ের আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য বালাজী ধার-রাজ্যের অধিপতি আনন্দরাও পবারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি নিজাম্ উলমুল্ক্ (তিনি তখনও উত্তর-ভারতেই ছিলেন) ও জয়সিংহের মধ্যস্থতায় বাদশাহের নিকট উত্তর-ভারতের মোগল-শাসিতপ্রদেশের চৌথ প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবর্দ্ধমান শক্তিদর্শনে ভীত হইয়া বাদশাহ

বহুমূল্য খেলাতসহ সে অধিকার তাঁহাকে দান করিলেন বটে; কিন্তু সে বিষয়ে লিখিত সনন্দ প্রদান করিলেন না। তিনি কখনও বর্ষশেষে চৌথের টাকা নগদ পাঠাইয়া দিতেন, কখনও বা অন্য প্রদেশ হইতে আদায় করিবার বরাত দিতেন। বাদশাহ ভাবিয়াছিলেন, বার্ষিক নগদ টাকা দিয়া বালাজীকে কিছুদিন সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সেই অবকাশে রঘুজীর সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিবার সুবিধা হইবে এবং বাদশাহ সনন্দদানের দায়ে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইবেন। বালাজী কিছু শান্তিপ্রিয় ছিলেন বলিয়া ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে বঙ্গে রঘুজীর সর্দ্দার ভাস্কর-পন্তের অত্যাচার বর্দ্ধিত হওয়ায় বাদশাহ বালাজীকে মালবের সনন্দ ও আজিমাবাদের চৌথ আদায় করিবার অধিকার প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশের রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। বালাজী সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। পথে যাহাতে সৈন্য-গণের উপদ্রবে কৃষকদিগের কোনও প্রকার ক্ষতি না হয়, সেজন্য তিনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে আলিবর্দ্দি তাঁহাকে সৈন্যের ব্যয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। বালাজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রঘুজী বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন। তথাপি বালাজী দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহার বহুসৈন্য নাশ করিলেন।

এই জয়লাভের পর বালাজী মালবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাদ-শাহের নিকট প্রতিশ্রুত সনন্দ প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহের পক্ষে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার কোনও কারণ আর রহিল না, তথাপি মালবের ন্যায় একটা প্রদেশের সনন্দ দান করিতে তাহার অনিচ্ছা থাকায় তিনি নিজাম ও জয়সিংহের পরামর্শক্রমে স্বীয় পুত্র আহম্মদ শাহকে মালবের নামে মাত্র অধিপতি করিয়া বালাজীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে মালব-শাসনের ক্ষমতা প্রদান করিলেন (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে)।

এই সনন্দ লাভ করিয়া বালাজী যে সন্ধিপত্র লিখিয়া দেন তাহার সর্ত্তগুলি এই,—

(১) মালবের বহির্ভূত অপর কোনও মোগল-প্রদেশে কোন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার গমনপূর্ব্বক হাঙ্গামা করিবেন না।

(২) বাদশাহের নিকট একজন উপযুক্ত মরাঠা-সর্দ্দার ৫ শত অশ্বারোহীসহ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) বাদশাহের কোন স্থানে অভিযানকালে বালাজী ১২ সহস্র অশ্বসাদী তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন। ইহার মধ্যে ৮ সহস্র সৈন্যের ব্যয় বাদশাহকে দিতে হইবে।

(৪) চম্বল নদীর উত্তরাঞ্চলস্থিত জমিদারগণের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত 'পেশকাশ' অপেক্ষা অধিক অর্থ কখনও প্রার্থনা করা হইবে না এবং ঐ প্রদেশের কোনও জমিদার বিদ্রোহী হইলে তাহার দমনের জন্য ৪ সহস্র সৈন্য দিয়া বাদ-শাহকে সাহায্য করা হইবে।

(৫) মালবের লোকে বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর ও দেবোত্তর-সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা মহারাষ্ট্রীয়েরা অব্যাহত রাখিবেন।

এই সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বাদশাহের পক্ষে জয়সিংহ ও বালাজীবাজীরাওয়ের পক্ষে রাণোজী শিন্দে, মহ্লার-রাও হোল্‌কর, যশোবন্তরাও পবার ও পিলাজীজাধব জামীন হইলেন। বলা বাহুল্য, এ জামিনের কোনও মূল্য ছিল না।

এই মহৎ কার্য্য শেষ করিয়া বালাজী সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব মহারাজ শাহুকে বুঝাইয়া দেন। এ সময়ে বিলাসব্যসনাসক্ত শাহু নামে মাত্র মহারাজ হইলেও সমস্ত ক্ষমতা বালাজীরই হস্তগত হইয়াছিল। তথাপি তিনি কখনও প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করিয়া প্রতিবৎসর রাজ্যের সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব যথারীতি শাহুকে বুঝাইয়া দিতেন।

এই সময়ে রঘুজী বালাজীর সহিত মিত্রতাস্থাপনেচ্ছু হইয়া পত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেরার ত্যাগ করিলেন। রঘুজী এইরূপে বালাজীকে প্রতারিত করিয়া সাতারা আক্রমণ করিবার যথা-সম্ভব আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে গুজরাত হইতে গায়কবাড় সাতারার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য আসিতে-ছিলেন। সাতারায় শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও বালাজীর ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তিনি রঘুজীর সহিত মিলিত না হইলেও গায়ক-বাড়ের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যাহা হউক, এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় বালাজীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি স্বীয় সৈন্যবলের সাহায্যে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা সামনীতি অবলম্বন করা অধিকতর বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। এ সময়ে আত্মবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া মুসলমানদিগকে মস্তক উত্তোলনের অবসর প্রদান কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়া তিনি শাহুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বঙ্গাদি দেশের চৌথ আদায়ের অধিকার রঘুজীকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। মহারাজ শাহুর মধ্যস্থতায় রঘুজীর সহিত তাঁহার যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তদনুসারে রঘুজী লক্ষ্ণৌ, পাটনা, বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশের কর আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। বালাজীর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের উপার্জ্জিত জায়গীর ও মোকাসাস্বত্ব, কোঙ্কণ ও মালবপ্রদেশের আধিপত্য, আলাহাবাদ, আগ্রা, অজমীর, মোগলশাসিত মঙ্গলবেঢ়ে প্রভৃতি

প্রদেশের চৌথ এবং পাটনা অঞ্চলের তিনটী পরগণা, আর্কট অঞ্চল হইতে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা ও বেরারের অন্তর্গত রঘুজীর অধীন কতিপয় গ্রামের স্বত্ব বালাজী অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পাইবেন স্থির হইল। এই সন্ধির ফলে বালাজীর সহিত রঘুজীর বিরোধ বিলুপ্ত হইল এবং গায়কবাড় নিতান্ত সহায়শূন্য ও একক হইয়া পড়িলেন।

শাহুর মৃত্যুর পর সাতারার সিংহাসন স্বয়ং অধিকার করিবার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রঘুজীর মনে বহুদিন হইতে জাগরিত ছিল, তাহা এই সন্ধির ফলে প্রশস্ত হইয়া বঙ্গাদিদেশে যথেচ্ছা স্বীয় আধিপত্য-বিস্তারের দিকে তাঁহার অধিকতর মনোযোগ পড়িল।

এই সময় পর্য্যন্ত উত্তরভারতে নর্ম্মদা, সুবর্ণরেখা ও গঙ্গা এই নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বালাজীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে মহারাজ শাহু বালাজীকে গঙ্গার উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার-বিস্তারের অধিকার প্রদান করিয়া একটী সনন্দ লিখিয়া দিলেন (১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে)।

ইহার পর রঘুজী বঙ্গদেশে পুনর্ব্বার স্বীয় অধিকার বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ ভাস্করপন্তকে প্রেরণ করিলেন। এ সময়ে পূর্ব্বকৃত বাদশাহী সন্ধিঅনুসারে বালাজী আলিবর্দ্দিকে সহায়তা করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু রঘুজীর সহিত সংপ্রতি যে নূতন সন্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি রঘুজীর বঙ্গবিজয়ে বাধা দিতে পারিলেন না। এজন্য বাদশাহ তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার কোনও সন্তোষকর উত্তর দিতে না পারিয়া স্বরাজ্যের কার্য্য পরিদর্শন লইয়া বিশেষ ব্যস্ত আছেন, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত উত্তরভারতে বা মালব অঞ্চলে না গিয়া সাতারায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পরবর্ত্তী বর্ষে অর্থাৎ ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে বালাজী স্বীয় খুল্লতাতপুত্র (চিমনাজী আপ্পার পুত্র) সদাশিবরাওকে মহাদাজী পন্ত পুরন্দরের কারকুন সখারাম বাপুর সহিত সসৈন্যে কর্ণাটক-বিজয়ার্থ প্রেরণ করিলেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের পর পেশওয়েগণের পক্ষীয় কেহ এ পর্য্যন্ত কর্ণাটক-জয়ের চেষ্টা করেন নাই। কর্ণাট-প্রদেশের উপর প্রতিনিধি ও তাঁহার পক্ষীয়গণের দৃষ্টি ছিল। এই কারণে আত্মবিগ্রহের ভয়ে বাজীরাও কর্ণাটকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে নিজামের ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রঘুজীকে কর্ণাটকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তৎপুত্র বালাজী এতদিন কর্ণাটকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওয়ের পরলোকপ্রাপ্তির পর কর্ণাটকরক্ষার বিশেষ কোনও চেষ্টা হইতেছে না, এবং ঐ প্রদেশের দেশমুখেরা মহারাষ্ট্রীয় স্বত্বাপহারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় আদায়কারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে, তখন তিনি সদাশিবরাওকে পূর্ব্বোক্ত অব্দে কর্ণাটকের বিদ্রোহদমনার্থ প্রেরণ করিলেন। সদাশিবরাওয়ের সহিত যুদ্ধে সাবনুরের নবাব পরাস্ত হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বার্ষিক ৫০ সহস্র টাকা আয়ের রাজ্যাংশ তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট সমস্ত সাবনুর প্রদেশ অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরাঞ্চলস্থিত সমস্ত প্রদেশ মহারাষ্ট্র-রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। কর্ণাটকে প্রনষ্ট মহারাষ্ট্রশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া সদাশিবরাও সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে মহারাজ শাহু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিমনাজী আপ্পা বাজীরাওয়ের অধীন সহকারী সেনানায়ক ছিলেন। সদাশিবরাওকে বালাজীর অধীনে সেই পদ প্রদত্ত হইল। এই সদাশিবরাও ভাউ ইতিহাসে 'ভাউসাহেব' নামে পরিচিত।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের রাজার সহিত বালাজীর এক নূতন সন্ধি হয়। তাহার ফলে তিনি বাজীরাওয়ের প্রাপ্ত রাজ্যাংশ ব্যতীত ছত্রসালের পুত্রের নিকট বার্ষিক ১৬৷৷০ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ পাইলেন। পান্নার হীরকখনি হইতে যে আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ এই সময়েই তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এদিকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোযোগী হইয়া কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। দস্যু তস্করের হস্ত হইতে গ্রামবাসীদিগের রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থার প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিলেন। অপরাপর বিভাগেও তাঁহার চেষ্টায় বহু সংস্কার সাধিত হইল। রাজ্যের সর্ব্বত্র উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে উত্তর ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও কর্ণাটকে কতিপয় ঘটনার সূত্রপাত হওয়ায় বালাজীকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হইল।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ আব্দালী প্রথমবার ভারত আক্রমণ করেন এবং মোগলদিগের হস্তে পরাভূত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। এই ঘটনার একমাস পরে মহম্মদশাহের মৃত্যু ঘটে। তাহার পুত্র আহ্মদশাহ দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইহার দুই তিন মাস পরে ১০৪ বৎসর বয়সে নিজাম্ উলমুল্কের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে বিষম বিগ্রহ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে বালাজী দাক্ষিণাত্য হইতে নিজামের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সাতারায় যে শোচনীয় ব্যাপারের অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহার জন্য বালাজীর তথায় উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত একে একে শাহুর দুইটী পত্নী ও একটী তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র পরলোক গমন করায় তিনি রাজকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন হইয়া পড়িলেন। ১৮৪৮ খৃঃ, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা সগুণা বাইয়ের মৃত্যুতে তিনি শোকাকুল হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে উন্মাদগ্রস্তবৎ হইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভঙ্গ হইতে লাগিল। তাঁহার চিত্তের স্থিরতা বিলুপ্ত হইল। একদিন সামান্য কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি বালাজীকে পদচ্যুত করিবার বাসনা প্রকাশ এবং পেশওয়ের সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন। বালাজী উপঢৌকনস্বরূপ সর্ব্বস্ব দানে প্রতিশ্রুত হওয়ায় শাহু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। পেশওয়ে একাকী তাহার সম্মুখীন হইলেন। শাহু তাঁহাকে দেখিবামাত্র শূন্যপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সুচতুর বালাজী তাঁহার পাদুকাগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তখন শাহু পশ্চাতে ফিরিলেন। তৎক্ষণাৎ বালাজী হস্তস্থিত পাদুকাদ্বয় তাঁহার চরণের সমীপবর্ত্তী করিলেন। ইহাতে শাহু নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ক্রমশঃ তাঁহার মানসিক বিকৃতির উপশম হইল। কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি কোনও প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। বাঁচিবার আশা অল্প জানিয়া তিনি রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাঁহার অষ্ট প্রধান ও সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর কোহ্লাপুরের তারাবাইর পৌত্র রাজা রামকে দত্তকগ্রহণ করিতেছি। তাঁহাকে রাজা করিয়া সকলে বিশ্বস্ততার সহিত রাজ্যপালন করিবে।"

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজের পাটরাণী সকবারবাই নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তারাবাইয়ের পৌত্র রাজা হইলে তাঁহার প্রভুত্ব লোপ হইবে। এই কারণে তিনি স্বীয় মনোনীত একটী বালককে দত্তক লইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধি জগজীবনরাও ও তাঁহার মুতালিক যমাজী শিবদেও তাঁহার পক্ষপাতী হইলেন। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীকেও তিনি স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তারাবাই তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিবার জন্য যশোরাও ন্যায়াধীশ মহাশয়কে আদেশ করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর মতানুসারে কার্য্য করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি সকবারবাই নিতান্ত বিদ্বেষপরায়ণ হইলেন। তদ্ভিন্ন দরবারেও তাঁহার অনেকে শত্রু ছিলেন।

মহারাজের স্বাস্থ্য দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইতে লাগিল। সকবারবাই বালাজীর পক্ষের কোনও ব্যক্তিকে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিবেন না, এই আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে মহারাজ অতীব দুঃখিত হইলেন। তিনি সকবারবাইকে বুঝাইলেন যে, বালাজী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী ও উপযুক্ত ব্যক্তি এখন রাজ্যের মধ্যে কেহ নাই। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কে পারিবে? এই বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে বালাজী ভিন্ন কে পারিবে? রাণী সে কথা বুঝিলেন না। তিনি প্রতিনিধি প্রভৃতিকে রাজ্যরক্ষার সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। শাহু বলিলেন, "তোমার চেষ্টা সফল হইবে না। পেশওয়ের ক্ষমতা অতুল, বুদ্ধিকৌশল অপ্রতিহত। অতএব তাঁহার পরামর্শ মতে কার্য্য কর।" রাণীর সঙ্কল্প তথাপি টলিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"হয় মৃত্যু নয় উদ্দেশ্যসাধন। চেষ্টা বিফল হইলে পতির সহমৃতা হইয়া ভাবী অবমাননার শান্তি করিব।" ইহার পর তারাবাইর পৌত্রকে জাল রাজারাম বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। এদিকে বালাজী বা তাঁহার পক্ষীয় কেহ প্রাসাদে প্রবেশ করিলে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আয়োজন করিতেও তিনি বিরত হইলেন না। বালাজীর অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন হইল।

বালাজীর সাহসও অতুল ছিল। এই অবস্থাতেও তিনি মহারাজের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন পরম বিশ্বাসী গোবিন্দরাও চিটনবীসের সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজ শাহু রাজ্যের ভাবী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বালাজীর নামে একটী আদেশপত্র লিখিলেন। তাঁহার এই শেষ আদেশপত্রানুসারে বালাজী বাজীরাও সমস্ত মহারাষ্ট্রসেনার আধিপত্য ও সৈনাপত্য লাভ করিলেন। সাতারা ও কোহ্লাপুরের রাজ্য যাহাতে একত্র না হয় এবং রাজারামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া যথানিয়মে রাজকার্য্য যেন পরিচালিত হয়, তাহারও আদেশ এই পত্রে লিখিত ছিল। তদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য ও হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, তৎসমস্ত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। অতঃপর এই আদেশপত্রানুসারে কার্য্য করিবার জন্য তিনি পেশওয়েকে শপথ করিতে বলেন, পেশওয়ে তদনুসারে শপথ করিলে পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্র তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। এই আদেশপত্রের বলে বালাজী বাজীরাও শাহুর পরলোকপ্রাপ্তির পর মহারাষ্ট্রসমাজের নেতা হইলেন।

শাহু রাজ্যের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপে বন্দোবস্ত করিলেও সকবারবাই নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি পাশবশক্তির সাহায্যে তারাবাইর পৌত্রকে রাজ্যচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প গোপনের জন্য তিনি রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, মহারাজের শারীরিক অমঙ্গল ঘটিলে তিনি

তাঁহার অনুমৃতা হইয়া পতিপ্রেমের চরমদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। মহারাজ শাহু রাণীর এই অভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া বালাজীকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য এ সময়ে সৈন্যসংগ্রহ করা আবশ্যক। বালাজী তৎক্ষণাৎ ৩৪ সহস্র সৈন্যসজ্জিত করিলেন। সকৃবারবাইও ৭।৮ হাজার সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীকেও সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। এদিকে মহারাজের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর শুক্রবারে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

পেশওয়ে এই সংবাদ পাইবামাত্র নিমেষ মধ্যে প্রতিনিধি ও তাঁহার মুতালিক যমাজী শিবদেওকে বন্দী করিয়া পুরন্দর নামক গিরিদুর্গে প্রেরণ করিলেন। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজী এ গোলযোগের সহিত সংস্রব রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া সকৃবারবাইর পক্ষত্যাগ করিয়াছিলেন। রঘুজীকে ও গায়কবাড়কে রাণী সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সময়ে আসিতে পারিলেন না। বালাজী সর্ব্বত্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন সকৃবারবাই প্রমাদ গণিলেন। মহারাজের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইল। অতঃপর বালাজীর ও তারাবাইর অধীনতা স্বীকার করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুশ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তিনি নারীধর্ম্মানুসারে অনুমৃতা হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সহগমনকালে তিনি পেশওয়ের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ বালাজীকে একটী অঙ্গুরীয় ও চৌকড়া নামক কর্ণভূষণ প্রদান করিলেন। বালাজী রাণীর ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনন্তর যথারীতি শাহুর সংকার ও রাণীর সহগমনব্যাপার সুসম্পন্ন হইল।

এ বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে গ্রাণ্টডফ প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ বালাজীর চরিত্রে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ ও প্রতিবাদ আবশ্যক। প্রথমতঃ ডফ বলিয়াছেন, বালাজী রাণীকে স্বামীর অনুমৃতা হইতে প্রকারান্তরে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন, আপনার ভগিনী মহারাজের সহমৃতা না হইলে আপনাদিগের বংশের কলঙ্ক সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে এবং সমগ্র মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সম্মান লাঘব হইবে। তদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাকে জায়গীরদানেরও লোভ দেখাইয়াছিলেন। ডফ্ সাহেব এ তত্ত্ব কোথায় পাইলেন তাহা আমরা জানি না। মহারাষ্ট্র-বখর (ইতিহাস) লেখকদিগের মত আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে বালাজীকে দোষী করা যায় না। বরং রাণীর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীর সহগমন করা তাঁহার সেই হতাশ অবস্থার নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। স্বামীর সহগমন সে সময়ে মহারাষ্ট্রসমাজে ও রাজপরিবারে অবশ্যপালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাও নহে। সকৃবারবাইর ষড়যন্ত্র সফল হইলে তিনি তাঁহার পূর্ব্বঘোষিত সহগমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেও সমাজে নিন্দাভাগিনী হইতেন না। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবার পরও যদি তিনি পূর্ব্বঘোষণানুসারে সহমৃতা না হইতেন তাহা হইলে যে তাঁহার সম্মানের কিছুমাত্র লাঘব হইত না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা বালাজী বুঝাইয়া না দিলে যে তিনি বুঝিতে পারিতেন না তাহা আমাদের বোধ হয় না। বরং সকৃবারবাইর ন্যায় অভিমানিনী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না রমণী যে ইষ্টসাধনে অসমর্থ হইলে সহমৃতা হইয়া বিফলজনিত অবমাননা সংগোপিত করিবেন, পূর্ব্বেই এরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

তাহার পর গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় বলিয়াছেন যে, দেশের প্রকৃত ইতিহাসে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ঘটনাকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এরূপ ভাবে সহগমনে বাধ্য করা অপেক্ষা সকৃবারবাইর প্রতি কোনও দোষারোপ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করাও ভাল ছিল। একদল লোক বালাজীর শত্রু ছিল। তাহাদিগকেই কি ডফ মহোদয় ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? জনসাধারণের মতামত তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন। কোনও মহারাষ্ট্রীয় রচনায় এরূপ ভাব প্রকাশিত হয় নাই। অন্যান্য স্থলেও এইরূপে জনসাধারণের মতের দোহাই দিয়া ডফ মহোদয় অতীব অদ্ভুত সিদ্ধান্তসমূহের স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শিবাজীচরিত্রের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, চন্দ্ররাও মোরের হত্যায় যে শিবাজীর দোষ ছিল, একথা মহারাষ্ট্র-বাসীরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আফজল খাঁ-হত্যায় শিবাজীর দোষ ছিল, একথা কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তি ভিন্ন সাধারণে স্বীকার করে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় কোনও গ্রন্থে এরূপ ভাবের আভাস নাই। পক্ষান্তরে স্বজাতীয় হিন্দু রাজাকে শিবাজী হত্যা করাইয়াছিলেন, একথা যাহারা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহারা বিধর্ম্মী আফজল খাঁর হত্যায় শিবাজীর কপটতা স্বীকার করে না, একথাই বা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? বরং মহারাষ্ট্রীয় বখর গ্রন্থে ডফ মহোদয়ের উক্তির বিরোধী বিবরণই পাওয়া যায়। এই কারণে এক্ষেত্রেও বালাজী সম্বন্ধে তিনি বিজ্ঞ মহারাষ্ট্রবাসীর দোহাই দিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপনে

প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য-বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। সেই সকবার-বাইর ভ্রাতাকে জায়গীর দানের প্রলোভনপ্রদর্শন সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকেরা যখন নীরব, তখন কোনও লিখিত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে কথাতেও আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

শাহুর শেষ আদেশপত্র বিষয়েও ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা নানা প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্র প্রকৃত পক্ষে শাহু মহারাজের লিখিত ছিল কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ বালাজী বাজীরাও কৌশলে সমস্ত রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এরূপ মনে করিবার কারণ কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পেশওয়েগণের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ ভিন্ন এরূপ মনে করিবার কারণ আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। কারণ, শাহুর সন্তানাদি না থাকায় ও রাজবংশে রাজ্যশাসনযোগ্য পুরুষ কেহ না থাকায় শাহুর পক্ষে তাঁহার অষ্ট প্রধানের উপর রাজ্যের ভার দিয়া দত্তকগ্রহণ ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। অষ্ট প্রধানের মধ্যে পেশওয়ে পদমর্য্যাদায়, কার্য্যদক্ষতায় ও ক্ষমতায় প্রকৃতপক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উপর রাজকার্য্য-পরিদর্শনের সমস্ত ভার দেওয়াই শাহুর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে বালাজীর ন্যায় ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও রাজ্যের প্রধান রক্ষক নিযুক্ত করিলে যে অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যনাশ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। শাহু ইহা বুঝিতে পারিয়াই স্বেচ্ছায় বালাজীকে রাজকার্য্যের সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছিলেন। সকবার-বাইর আকাঙ্ক্ষা উচ্চ হইলেও তাঁহা দ্বারা যে বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইয়া রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই শাহু বালাজীকে রাণীর সংকল্প বিজ্ঞাপন করিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। তাহার পর শাহুর দত্তকপুত্র যেরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে যে কেহ রাজ্যের কার্য্য-পরিদর্শক থাকিলেও তাঁহাকে তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলবৎ অবস্থান করিতে হইত। সুতরাং সে বিষয়ে বালাজীকে দোষ দেওয়া বা তাঁহাকে রাজ্যাপহারক বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

শাহুর মৃত্যুর পর বালাজী তারাবাইর পৌত্র রাজারামকে সাতারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিলেন। রাজ্যের ভাবী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য শাহুর জীবদ্দশাতেই রঘুজী ভোঁসলে গায়কবাড় ও সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতি সর্দ্দারগণ আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক রঘুজী ভিন্ন তাঁহারা কেহই এ সময়ে আসিলেন না। রামরাজার অভিষেককালে এক রঘুজী ও জায়গীরদারগণ ভিন্ন সাতারায় আর কেহ উপস্থিত হন নাই। মহারাজ শাহু চিটনবীস ও পেশওয়েকেই সমস্ত রাজকার্য্যপরিচালনের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। রামরাজা কোহ্লাপুরপতি সাম্ভাজীর ভয়ে স্বীয় মাতৃস্বসার আলয়ে গোপনে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেককালে তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে অজ্ঞাতবাসনিবন্ধন রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞানই ছিল না। এদিকে মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য তখন প্রায় অর্দ্ধ-ভারতব্যাপী হইয়াছিল। ভোঁসলে তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। গায়কবাড় ও দাভাড়ে সাতারার রাজকার্য্য অপেক্ষা স্ব স্ব জায়গীরের উন্নতিবিধানে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। কাজেই পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওয়ের স্কন্ধে বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভার পড়িল। নূতন রাজার আমলে রঘুজী ও অপর জায়গীরদারগণকে বালাজী নূতন সনন্দ প্রদান করিলেন। মহারাজ শাহু রাজ্যের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই উহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে পেশওয়ে প্রধানতঃ পুণায় থাকিতেন। সুতরাং সেই স্থানে থাকিয়া তিনি যাহাতে অধিকাংশ রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতে পারেন, চিটনবীস ও রঘুজীর সম্মতিক্রমে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিল, তাহাতে সাতারার সহিত মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সম্বন্ধ কমিয়া গিয়া পুণাই মহারাষ্ট্ররাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইল।

রামরাজের অকর্ম্মণ্যতায় বালাজী মহারাষ্ট্র-সমাজের নেতৃত্ব পাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষবিজয়পূর্ব্বক মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের উচ্ছেদ-সাধন ও দেশীয় হিন্দুরাজবর্গকে মহারাষ্ট্রদিগের অধীনতা-স্বীকারে বাধ্য করিবার বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন—অন্ততঃ তাঁহার লিখিত পত্রাদি পাঠ ও তাঁহার কার্য্যকলাপের পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপই মনে হয়।

শাহুর মৃত্যুর সময় শিন্দে ও হোলকর বালাজীর নিকট সাতারায় উপস্থিত ছিলেন। রাজারাম নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনারূঢ় হইলে বালাজী যখন জায়গীরদারদিগকে নূতন সনন্দ করিয়া দিলেন, সেই সময়ে মালবের আয় শিন্দে ও হোলকরকে বিভাগ করিয়া দেন। মালবের সর্ব্বশুদ্ধ দেড় কোটী টাকা আয়ের মধ্যে হোলকর ৭৪॥০ লক্ষ ও শিন্দেকে ৬৫॥০ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর সৈন্যপোষণের ব্যয় স্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর-ভারতে গমন করিবার আদেশ

প্রদান করিলেন, তাঁহারা মালবে গমনকালে নিজামের পুত্রকে দক্ষিণ আর্কটের সমরব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া খান্দেশের অন্তর্গত ধোড়প প্রভৃতি কতিপয় দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক হস্তগত করিলেন। এদিকে গুজরাতের রাজস্ব বহুদিন হইতে দাভাড়ের নিকট পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্য পেশওয়ে রঘুনাথ-রাওকে ঐ প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। গুজরাতের খাজনা প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছিল (১৭৫০ খৃঃ)। এদিকে নিজাম উলমুলুকের মৃত্যুর সময় তাঁহার রাজ্যে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া বালাজী মহারাষ্ট্র-রাজ্যবিস্তারের যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা মহারাজ শাহুর মৃত্যুকালীন গোলযোগের জন্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে রাজারামকে সাতারায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি নিজামের ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। ইহার মধ্যে নিজামের দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ পিতার গদি অধিকার করিলেন। নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন দিল্লীর রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া যথাসময়ে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এদিকে নিজামের অপর পঞ্চপুত্রের ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মজফর-জঙ্গের মধ্যে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইল। ফরাসীরা মজফরের ও ইংরাজেরা নাসিরের পক্ষাবলম্বী হইয়া এই প্রসঙ্গে কিছু লাভ করিয়া লইলেন। ইহার পর গুপ্তঘাতকের হস্তে সেই উভয় প্রতিদ্বন্দী নিহত হইলে, ফরাসীরা নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গকে সিংহাসন অধিকারে সহায়তা করিলেন। এই সকল সুন্দর সুযোগে ইংরাজ ও ফরাসীরা করমণ্ডল-তীরে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বালাজীও এ সুযোগে মহারাষ্ট্র-রাজ্য পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা করিবার সংকল্প করিলেন।

সাতারায় তাঁহার শত্রুপক্ষ এই সময়ে সলাবৎজঙ্গকে বালাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে গোপনে উত্তেজিত করিলেন। বালাজী সলাবৎজঙ্গের দমনের জন্য নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজী-উদ্দীন্‌কে দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে আহ্বান করিয়া নিজামের সিংহাসন প্রদান করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন, এবং তাহা গাজীউদ্দীন্‌কে জ্ঞাপন করিবার জন্য উত্তর-ভারতে শিন্দে ও হোলকরকে পত্র লিখিলেন। সলাবৎকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ ও রাজ্যাংশগ্রহণ করাই বালাজীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে তিনি শিন্দে ও হোলকরকে লিখিলেন যে, তাঁহারা যেন গাজী উদ্দীন্‌কে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দানের প্রতিশ্রুতি না করেন, তাঁহাকে কেবল আশায় মুগ্ধ করিয়া যেন দাক্ষিণাত্য অভিমুখে পাঠান হয়।

প্রথমতঃ সলাবৎকে কথঞ্চিৎ ভীত করিবার জন্য বালাজী ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অরঙ্গাবাদের নিকট তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ১৫ লক্ষ টাকা করস্বরূপ আদায় করিয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণাতীরে রায়চুরের নিকট তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গাজীউদ্দীন্‌কে সিংহাসন ছাড়িয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সলাবৎজঙ্গ তখন সাতারার রাজপুরুষদিগের আহ্বানে তাঁহাদিগের সহায়তা পাইবার জন্য গমন করিতেছিলেন। সহসা পেশওয়েকে গাজীউদ্দীনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে দেখিয়া সলাবৎজঙ্গ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

এদিকে উত্তর-ভারতে শিন্দে ও হোলকর রোহিলাদিগের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের তদানীন্তন উজীর অযোধ্যার নবাব সফদরজঙ্গের সহিত রোহিলাদিগের ঘোরতর শত্রুতা চলিতেছিল। রোহিলারা পুনঃ পুনঃ অভিযান করিয়া উজীরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কাজেই উজীর শিন্দে হোলকরের সহায়তায় তাহাদিগের দমনের ব্যবস্থা করিলেন। উজীর সফদরজঙ্গের আহ্বানে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শিন্দে ও হোলকর গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে উপস্থিত হইয়া সমগ্র দোয়াব প্রদেশ ছারখার করিলেন। ৫০।৬০ হাজার রোহিলা-সৈন্য বিধ্বস্ত হইল। উজীর ইহার জন্য দোয়াবের একাংশ শিন্দে ও হোলকরকে দান করিলেন। তদ্ভিন্ন লুণ্ঠনাদিতে বহু সহস্র গজবাজী ও ধনসম্পত্তিও তাঁহা-দিগের হস্তগত হইল। এই সংবাদ অবগত হইয়া পেশওয়ে শিন্দে ও হোলকরের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। মরাঠী সৈন্য গঙ্গাযমুনা উত্তীর্ণ হইয়া পাঠানদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক উজীরকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া তিনি হর্ষপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে উজীরের জন্য রোহিলাদিগের সর্ব্বনাশ করা ভাল হয় নাই। তাঁহার মতে রোহিলাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে দমন করিয়া উজীরের নিকট হইতে পুরস্কার ও রোহিলাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট হইতে দোয়াবের একাংশ গ্রহণ করাই এ ক্ষেত্রে উচিত ছিল, এ কথাও তিনি শিন্দে-হোলকরকে জানাইলেন। ফলতঃ এ ক্ষেত্রে রোহিলা-দিগের সহিত সন্ধি না করিয়া উজীরের নিকট হইতে দোয়াবের একাংশ গ্রহণ যে রাজনীতি হিসাবে দোষাবহ হইয়াছিল, তাহা পাণিপথের যুদ্ধের সময় শিন্দে-হোলকর বুঝিতে পারিলেন।

রোহিলা-দমনে নিযুক্ত হওয়ায় গাজীউদ্দীন্‌কে লইয়া দাক্ষি-ণাত্যে আগমন করিতে শিন্দে-হোলকরের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। এদিকে বালাজী বাজীরাও রায়চুরের নিকট সলাবৎজঙ্গকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ ও রাজ্যাংশ গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সাতারা হইতে এক ভয়-ঙ্কর বিপ্লবের সংবাদ আসিল; সুতরাং সলাবতের নিকট দুই

লক্ষ টাকা লইয়াই বালাজীকে অতিশয় ব্যস্ততার সহিত সাতারায় উপস্থিত হইতে হইল।

রাজারাম সাতারার সিংহাসনে আরূঢ় হইলে তারাবাই পেশওয়ে বালাজীকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ-পূর্ব্বক নূতন পেশওয়ে-নিয়োগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারাবাই কিরূপ বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। এই রমণী শাহুকে "জালশাহু" প্রতিপন্ন করিবার জন্য ও তাঁহার রাজ্যাধিকার লোপ করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শাহু রাজ্যারূঢ় হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অল্প ষড়যন্ত্র করেন নাই। এই কারণে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে শাহু তাঁহাকে ধৃত করিয়া সাতারার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ৭০ বৎসর বয়সে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার স্বীয় অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধি জগজীবনরাও ও যমাজী শিবদেওকে বালাজী পূর্ব্বেই মুক্তিদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে তারাবাইর সহায় হইলেন এবং তাঁহারই ইঙ্গিত ক্রমে তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বালাজীর ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাহাতে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয় এবং শিন্দে ও হোলকর যাহাতে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তারাবাইর পক্ষাবলম্বী হয় এবং রঘুজী ভোঁসলে যাহাতে বালাজীকে পরিত্যাগ করিয়া মোগল পক্ষাবলম্বন করেন, তিনি তাহারও যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটী করিলেন না। নিজাম সলাবৎজঙ্গকেও তিনি স্বীয় সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতি কৌশলে তারাবাইর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

বালাজী প্রথমতঃ প্রতিনিধির বিদ্রোহদমনের জন্য ভাউসাহেবকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। রামরাজা স্বেচ্ছায় এই অভিযানে ভাউসাহেবের সহায়করূপে গমন করিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিনিধি সন্ধিপ্রার্থী হইলেন না। সাঙ্গোলা নামক স্থানে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইয়া প্রতিনিধি ও যমাজী শিবদেও পরাস্ত হইলেন। পেশওয়ে ও তারাবাইর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহার পরিণাম শুভকর হইবে না বিবেচনা করিয়া এবং সাম্রাজ্যশাসনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া রামরাজা এই সময়ে পেশওয়েকে সমস্ত রাজকার্য্য-পরিচালনের সনন্দপত্র প্রদান করিয়া স্বয়ং বার্ষিক ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ লইয়া নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে সাঙ্গোলা দুর্গেই এবিষয়ের শেষ বন্দোবস্ত করিয়া তিনি সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গুজরাতে দাভাড়ের শাসনাধিকার ছিল। কিন্তু পরলোকগত ত্রিম্বকরাও দাভাড়ের পুত্র নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন বলিয়া গুজরাতে প্রায়ই অশান্তি ঘটিত। এই কথায় ও বাকী খাজনার উল্লেখ করিয়া ভাউসাহেব এই সময়ে বালাজীর নামে গুজরাতের অর্দ্ধাংশের সনন্দ প্রার্থনা করিলেন। রামরাজা তাহাও প্রদান করিলেন। কর্ণাট অঞ্চলে বাবুজীনায়ক সুবেদার ছিলেন। উপঢৌকন ও অধিক রাজস্বদানে স্বীকৃত হইয়া পেশওয়ে এই সময়ে তাহাও রামরাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তারাবাই নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু রামরাজা সে গুরুভারবহনে অসম্মতিজ্ঞাপন করিলে তারাবাই তাঁহাকে সাতারাদুর্গে বন্দী করিলেন (২৪শে নবেম্বর ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ)। পেশওয়ে তাঁহাকে যে জায়গীর দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা না দিয়া তাঁহাকে বার্ষিক নগদ ৬৫ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ঘটনায় সাতারার সিংহাসনের মাহাত্ম্য নিতান্ত কমিয়া গেল।

রামরাজাকে বন্দী করিয়া তারাবাই তথাকার সেনাপতির প্রতি আদেশ করিলেন যে,—"সাতারায় যাবতীয় কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের (বালাজী পেশওয়ে কোঙ্কণপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন) প্রতি বন্দুকের গুলিবর্ষণ করিয়া সাতারা ত্যাগে বাধ্য কর!" কেবল তাহাই নহে, তিনি দামাজী গায়কবাড়কে লিখিলেন যে, "মরাঠা ক্ষত্রিয়ের রাজ্য ব্রাহ্মণেরা অপহরণ করিতেছে! এ সময়ে তাহা রক্ষা করিতে আপনার সাহায্য করা কর্তব্য।" এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র দামাজী সসৈন্যে সাতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নিজামউলমুলুকের তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গ তারাবাইর আহ্বানে তাঁহার সহায়তার জন্য সাতারায় গমন করিতেছিলেন। বালাজী কৃষ্ণাতীরে গিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন। সলাবৎ সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। এমন সময় দামাজীর সাতারা অভিমুখে গমনের সংবাদ বালাজীর কর্ণগোচর হইল। সুতরাং তিনি সলাবৎজঙ্গের প্রার্থনা মত ১২ লক্ষ মাত্র টাকা লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিপূর্ব্বক প্রভঞ্জনবেগে গায়কবাড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি সাতারারক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। তারাবাই যাহাতে দুর্গত্যাগ করিতে না পারেন, সে বন্দোবস্তও তাঁহাকে করিতে হইল। এদিকে গায়কবাড়কে বাধা দিবার জন্যও তিনি প্রস্তুত হইলেন। সালপিঘাটের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। তাহাতে প্রথমে বালাজীর সৈন্যেরা পশ্চাৎপদ হইলেও পরিশেষে দামাজী গায়কবাড়ের পরাজয় ঘটে। গায়কবাড় তখন অন্য পথে সাতারায় গিয়া তারাবাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে মহাদজী অম্বাজী পুরন্দরে পেশওয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। পেশওয়ের ভয়ে প্রতিনিধি আর এ সময়ে তাঁহার

সাহায্যের জন্ত আগমন করিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং গায়কবাড়কে পেশওয়ের সহিত সন্ধি করিতে হইল।

দাভাড়ের নিকট গুজরাতের রাজস্ব বহুদিন হইতে বাকী ছিল। দামাজী দাভাড়ের মুতালিক ছিলেন বলিয়া এই সময়ে বালাজী তাঁহার নিকট বাকী রাজস্ব প্রার্থনা করিলেন। দামাজী সে বিষয়ে অসম্মত হওয়ায় বালাজী যুদ্ধ দ্বারা অকারণে রক্তপাত করিয়া তাহার সৈন্যদলকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিলেন।[১] (১৭৫১ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসে) গুজরাতের খাজনার জন্ত দাভাড়েকেও বন্দী করা হইল। পরে উভয়েই শরণাগত হইয়া পেশওয়ের শত্রুতাচরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায় ও গুজরাতের অর্দ্ধাংশ প্রদান করায় দাভাড়েকে ১৭৫১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ও দামাজীকে ১৭৫২ অব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তারাবাইকে রাজবংশীয়া জানিয়া বালাজী বন্দী করিতে চেষ্টা না করিয়া মিষ্টবচনে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। তখন বালাজী সাতারার তারাবাইকে ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে তারাবাইর কঠোরতায় রামরাজা সাতারার দুর্গে একটী আর্দ্র প্রকোষ্ঠে কদন্নভক্ষণে রুগ্নদেহে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারাবাই পরলোক গমন করিলে বালাজীর পুত্র পেশওয়ে মাধবরাও তাঁহাকে মুক্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে বালাজী কয়েকবার তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্ত তারাবাইকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধাকে কিছুতেই সে বিষয়ে সম্মত করিতে পারেন নাই। গ্রাণ্টডফ বলেন, রামরাজাকে মুক্ত করা বালাজীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না এবং রাজা মুক্ত হইবার পরও পেশওয়ে তাঁহাকে সাতারানগরের বাহিরে স্বচ্ছন্দাচরণের অধিকার দেন নাই। পেশওয়ের এইরূপ ব্যবহার সামান্য নীতির চক্ষে দূষণীয় হইলেও রাজনীতিহিসাবে তাহা বিশেষ দোষার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কারণ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সুনীতির মর্য্যাদা রক্ষা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত থাকা রাজ্যের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর।

তারাবাইর বিপ্লবদমনে যখন বালাজীবাজীরাও বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গৃহে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক। রামচন্দ্রবাবা শেণবি নামক ব্যক্তিকে বাজীরাও রাণোজীশিন্দের দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাণোজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়াপ্পা শিন্দের দেওয়ানের পদলাভের জন্য রামচন্দ্রবাবা ভাউসাহেবকে লক্ষাধিক মুদ্রা নজর দিয়া পেশওয়ের নিকট স্বপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। জয়াপ্পার সহিত রামচন্দ্রবাবার মনোমালিন্য ছিল, হোলকরের সহিতও তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। কাজেই বালাজী রামচন্দ্রবাবাকে পদচ্যুত করিলেন। এই ব্যাপারে ভাউসাহেবের অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া রামচন্দ্ররাওকে স্বীয় দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। মহ্লাররাও হোলকর রামচন্দ্র বাবার পদচ্যুতিব্যাপারে সহায়তা করিয়া ভাউসাহেবের বিদ্বেষভাজন হইলেন। এই বিদ্বেষের ফলে পরিশেষে পাণিপথে মহারাষ্ট্রবৈভবের পূর্ণাহুতি হইল।

রামচন্দ্র বাবা এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত ভাউ সাহেবকে বালাজীর নিকট পেশওয়ের প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের পদ প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদজীপন্ত পুরন্দরে তখন পেশওয়ের মুতালিক ছিলেন। পুরন্দরে পরিবারের সহিত পেশওয়ে-বংশের বহুদিন হইতে সদ্ভাব ও সখ্য ছিল। সুতরাং তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বালাজী সম্মত হইলেন না। তখন রামচন্দ্র বাবা কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর নিকট হইতে ভাউ সাহেবের নামে পেশওয়ে-পদ-গ্রহণের জন্ত আমন্ত্রণপত্র আনয়ন করিলেন। ভাউ সাহেবকে কোহ্লাপুরপতি পেশওয়ে পদ প্রদান করিলে তিনি বালাজীর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবেন এবং তাহার ফলে রাজ্যনাশ হইবার সম্ভাবনা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বদেশভক্ত মহাদজী পন্ত পুরন্দরে স্বয়ং পদত্যাগ করিয়া ঐ পদে ভাউ সাহেবকে নিযুক্ত করিতে বালাজীকে অনুরোধ করিলেন। বালাজীকে তাহাই করিতে হইল। মহাদজীর আত্মত্যাগফলে এইরূপে পেশওয়ের গৃহবিবাদ মিটিয়া গেল। বালাজী পুরন্দরেকে অতঃপর একদল সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন।

রামচন্দ্র বাবার সহিত হোলকরের দেওয়ান গঙ্গাধর যশোবন্তের প্রণয় ছিল। এই কারণে তিনি তাঁহার মধ্যস্থতায় মহ্লাররাও হোলকরকে তারাবাইর পক্ষাবলম্বনে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিন্দেকেও এইরূপে তারাবাইর

---

(১) গ্রাণ্ট ডফ বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বালাজী দামাজীকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী এ সম্বন্ধে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ শিন্দে ও হোলকরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, প্রথমে দামাজী তাহার সহিত সন্ধিবিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি তাঁহাকে বন্দী করিতে বাধ্য হন। শত্রুপক্ষীয়েরা যে, দামাজীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা গোপন করিয়া বালাজীর স্কন্ধে মিথ্যাদোষারোপ করিতেছে, একথাও ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, এই পত্র গ্রাণ্টডফের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পক্ষে টানিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পেশ-ওয়ের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন; বিশেষতঃ শিন্দের প্রভুভক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া রামচন্দ্র বাবার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ফলতঃ রামরাজা সিংহাসনারূঢ় হইবার পর দুই এক বৎসরের মধ্যে তারাবাই বালাজীকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও অসাধারণ ধৈর্য্য, সাহস ও নীতিকৌশলে সমস্ত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তারাবাইর সমস্ত সাহায্যকারীদিগকে দমিত ও বশীভূত করিলেন। তখন তারাবাই নিরুপায় হইয়া সাতারায় শান্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পেশওয়ে বালাজী তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ৬০।৭০ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারও যথারীতি ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন তিনি ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে পেশওয়েকে জায়গীর ফেরত লইয়া নগদ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। সমগ্র মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ধুরীণত্ব গ্রহণের জন্য যিনি পেশওয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহার এইরূপ অক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি হ্রাস হইল, ইহা বলাই বাহুল্য। তারাবাইর বিপ্লব-দমনের জন্য বালাজীকে ২৫ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়া ১৫ সহস্র নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার পূর্ব্বতন ৪০ সহস্র সৈন্য ছিল।

তারাবাইর উদ্ভাবিত অন্তর্বিপ্লবের নিরাকরণকালে বালাজী বাজীরাওয়ের প্রধানসহায় শিন্দে ও হোলকর রোহিলা-দমনে নিযুক্ত থাকায় আহূত হইয়াও যথা সময়ে তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে দূরদেশগত দেখিয়া সলাবৎজঙ্গ ফরাসীদিগের সাহায্যে বালাজী বাজীরাওকে আক্রমণ করিলেন। সাতারার বিপক্ষগণ তখন সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছিলেন বলিয়া বালাজীও নির্ভীকচিত্তে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সলাবৎ অগ্নিসংযোগে সমস্ত দেশ ছারখার করিতে করিতে পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তলেগাঁও নামক স্থানের নিকট উভয় পক্ষের সংঘর্ষ ঘটে। প্রথম দিবস মরাঠারা চন্দ্রগ্রহণ (১৮৫১ খৃঃ অব্দ ২২এ নবেম্বর) উপলক্ষে স্নানদানাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে রাত্রিকালে ফরাসী সেনানী বুসী সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। পরদিনেই মহারাষ্ট্রীয়েরা এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সেই সংঘর্ষে সলাবতের বহু সৈন্য নিহত হয়। ফরাসী-সেনানী বুসীর তোপখানার আশ্রয়ে থাকিয়া মোগল-সৈন্য কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা পায়। কাহ্নের ত্রিম্বক একবোটে নামক জনৈক মরাঠা সেনানী এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া "ফাঁকড়ে" অর্থাৎ মহাবীর উপাধি লাভ করিলেন। এই সময়ে সলাবৎ জঙ্গ সংবাদ পাইলেন যে, খান্দেশ-স্থিত ত্রিম্বক নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ বালাজীর জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি উহার উদ্ধারের জন্য আহ্মদ-নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রঘুজী ভোঁস্‌লে পূর্ব্ব-দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করায় ও বহুদিন হইতে বেতন না পাইয়া সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠায় সলাবৎজঙ্গকে বালাজীর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া হায়দরাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। ইহার দিন কয়েক পরেই তাঁহার মন্ত্রী রামদাসপন্ত (রাজা রঘুনাথ দাস) বিদ্রোহী সৈনিকগণের হস্তে নিহত হইলেন (১৭৫২ খৃঃ অঃ ৭ই এপ্রিল)। এই রামদাস পন্তের ভ্রাতুষ্পুত্রকে তারাবাই বালাজী বাজীরাওয়ের পদে পেশওয়ে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

সলাবৎজঙ্গকে দুর্ব্বল করিবার জন্য পূর্ব্বেই বালাজী ভেদনীতির অবলম্বনেও ত্রুটী করেন নাই। হায়দরাবাদের দরবারে বৈদেশিক ফরাসীদিগের প্রাবল্য দেখিয়া সর-লস্কর ও নিম্বালকর প্রভৃতি নিজামের মরাঠা-সর্দ্দারেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বালাজী তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, গাজীউদ্দীন্‌কে দাক্ষিণাত্যে আনয়ন করিয়া হায়দরাবাদে স্থাপন করিতে পারিলেই ফরাসীদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাবল্য বর্দ্ধিত হইবে। এই কথায় নিজামের মরাঠা সর্দ্দারেরা বালাজীর পক্ষাবলম্বী হইলেন।

এদিকে এই সকল ব্যাপারে বালাজী অতীব ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। একে অর্থাভাব, তাহার উপর তারাবাইর গোল-যোগের আশঙ্কায় বালাজী গাজীউদ্দীনকে যথাসম্ভব সত্বর দাক্ষিণাত্যে আনিবার জন্য শিন্দে ও হোলকরকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সফদরজঙ্গের সাহায্যে বাদসাহের নিকট হইতে গাজীর নামে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী সনন্দ লইয়া ঘোর বর্ষাকালেই অরঙ্গাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পেশওয়েও গাজীকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বালাজীর পক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ দেড় লক্ষ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। গাজী হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইলে বালাজী তাঁহার নিকট পারিশ্রমিক স্বরূপ তাপ্তী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বেরারের পশ্চিমাঞ্চলস্থিত সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ স্থির হইল।

পেশওয়ের সৈন্যসংখ্যা ও গাজীউদ্দীনের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া সলাবৎজঙ্গ ভীত হইলেন। পেশওয়ের সহিত সন্ধি করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে নিজাম উলমুল্কের কনিষ্ঠ পুত্র নিজাম আলীর জননী সহসা গাজীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন (১৭৫২ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর)।

ইহাতে পেশওয়ে ও শিন্দে হোলকর অতীব বিষণ্ণ হইলেন। তথাপি তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনও বাধা হইল না। কারণ এ সময়ে পেশওয়ের অধীনতায় প্রায় সমস্ত মরাঠা-সর্দ্দারেরা যেরূপ ভাবে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাতে গাজীর অঙ্গীকৃত প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান না করিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ফরাসী সেনানী বুসীও মরাঠাদিগের সৈন্য-সঞ্চয়-দর্শনে ভীত হইয়া সলাবৎজঙ্গকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। বালাজী বেরার, তাপ্তী ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ বিনা যুদ্ধে লাভ করিলেন।

অতঃপর গুজরাত অধিকার করিবার জন্য বালাজী রঘুনাথ-রাওকে প্রেরণ করিলেন। প্রথমবার গুজরাতে গিয়া রঘুনাথ কিছু করিতে পারেন নাই। তখন সুরত অধিকার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তারাবাইর গোলযোগের জন্য তাঁহাকে শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বালাজী আদেশ করেন। এই কারণে দ্বিতীয়বার তাঁহাকে রামরাজার প্রদত্ত সনন্দ অনুসারে গুজরাতের অর্দ্ধভাগ অধিকার করিবার জন্য ১৭৫১ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে পাঠান হয়। কিন্তু ইহার পরই নিজাম পুণা আক্রমণ করায় তাঁহাকে বালাজীর সাহায্যের জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। এক্ষণে নিজামের সহিত সন্ধি হওয়ায় রঘুনাথরাও পুনরায় গুজরাত যাত্রা করেন (১৭৫৩ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি)। ইহার পূর্ব্বে ১৭৫২ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে দামাজী গায়কবাড় পুণার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পেশওয়ের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, গুজরাতের বাকী খাজনা বাবতে গায়কবাড় পেশওয়েকে ১৫ লক্ষ টাকা দিবেন, গুজরাতের অর্দ্ধাংশও তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে, তদ্ভিন্ন গায়কবাড় যে নূতন প্রদেশ জয় করিবেন, তাহার খরচ বাদে আয়ের অর্দ্ধাংশ পেশওয়ে প্রাপ্ত হইবেন এবং পেশওয়ের অভিযানকালে দামাজী ১০ সহস্র সৈন্য সহ তাঁহার সহায়তা করিবেন। দাভাড়ের মুতালিকরূপে পেশওয়েকে তিনি ৫।০ লক্ষ টাকা বার্ষিক করদান ও সাতারার রামরাজার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্যও কয়েক লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর দান করিবেন। এদিকে রঘুজী ভোঁসলের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র জানোজী ভোঁসলে "সেনাসাহেব সুবের" পদ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। বালাজী তাঁহাকে সাতারার মহারাজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা প্রদান ও আবশ্যক সময়ে বালাজীকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাহা হউক, রঘুনাথ রাও পূর্ব্বোক্ত সন্ধি অনুসারে দামাজীর নিকট হইতে গুজরাতের অর্দ্ধাংশের অধিকার গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইয়া ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে আহ্মদনগর অধিকার করিলেন[১] এবং গায়কবাড়ের নিকট প্রাপ্ত সমস্ত প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দামাজীর পুণা-অবরোধকালে মোগলপক্ষীয় জোয়ানমর্দ্দ খাঁ আহ্মদনগরদুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আহ্মদ-নগর-অধিকারকালে খান্দেশের অন্তর্গত মালেগাঁওএর দুর্গ-নির্ম্মাতা নারোশঙ্কর ও বিঞ্চুর অঞ্চলের জায়গীরদার বিট্‌ঠল শিবদেও অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুক্তিপুরী দ্বারকাও এই সময়ে পেশওয়েদিগের হস্ত-গত হয়। তথায় প্রত্যহ যাহাতে একশত ব্রাহ্মণ ভোজন হয়, তাহার জন্য পেশওয়েসরকার হইতে ৫ সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

গুজরাত হইতে রঘুনাথরাও সসৈন্যে মালব অতিক্রমপূর্ব্বক শিন্দে ও হোলকরের সাহায্যে কাঠিবাড়, বুন্দী, কোটা, রাজগড়, উদয়পুর, জুনাগড়, নরবার, গোয়ালিয়ার, ঝাঁসী, কাল্পী প্রভৃতি স্থান হইতে চৌথ ও কর আদায় করিতে করিতে ভরতপুরে উপস্থিত হন। জাঠেরা কুম্ভেরীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পেশওয়েকে করদান করিতে সম্মত হন এবং নগদ ৬০ লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি করেন (১৭৫৪ খৃঃ অব্দে)। তাহার পর রঘুনাথ দিল্লী, রোহিলখণ্ড, কুমায়ূঁ, কাশী, প্রয়াগ, জয়নগর, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে মহারাষ্ট্রশক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিয়া ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি বাদশাহ আহম্মদশাহকে ও তাঁহার উজীর সফদরজঙ্গকে পদচ্যুত করিয়া ইজুদ্দীন্ শাহ নামক রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের সহায়তায় শাহবুদ্দীন্ গাজী তাঁহার মন্ত্রিত্বলাভ করেন (১৭৫৪ খৃঃ ২রা জুন)। কিন্তু এই সকল ঘটনার ও অভিযানের সহিত বালাজী বাজীরাওয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় সে প্রসঙ্গ এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

(১) গ্রাণ্ট ডফ আহ্মদনগরবিজয়ের সময়-নির্দ্দেশ-স্থানে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ফলতঃ ঐ সময়ে শ্রীপতিরাও শেণবি নামক জনৈক সর্দ্দারের অধীনতায় মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার ঐ স্থান অধিকৃত হয়। মিরাট-আহম্মদী নামক পারসী ইতিহাসে ও রঘুনাথ রাওয়ের লিখিত বিবিধ পত্রে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেরই উল্লেখ দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় অধিকাংশ বখর-লেখকেরাই এই অব্দের সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, ইহার পূর্ব্বে রঘুনাথ যে দুইবার গুজরাতে অভিযান করিয়াছিলেন এবং ১৭৬০ খৃঃ যে অভিযান করেন, তাহারও কোন সংবাদ গ্রাণ্টডফ অবগত নহেন। তিনি একস্থলে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, রঘুনাথ রাওয়ের অভিযানাদির বিবরণ তিনি সম্যক্ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

এইরূপে রঘুনাথরাও এবং শিন্দে হোলকর প্রভৃতি সর্দ্দারেরা যখন উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন, তখন বালাজীরাও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সলাবৎজঙ্গের সহিত সন্ধির পরেই কর্ণাটক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ভাউসাহেব কর্ণাট প্রদেশের ৩৬টী পরগণা বা সাবন্থরের নবাবের রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

কর্ণাট অঞ্চলের জমীদারেরা নিতান্ত অবাধ্য বলিয়া প্রায় মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের দমনের ও রাজস্ব আদায়ের জন্য পেশওয়েকে সৈন্যপ্রেরণ করিতে হইত। এদিকে কয়েক বৎসর নানা কারণে পেশওয়ে কর্ণাটের রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তাই এক্ষণে ভাউসাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং উহা আদায়ের জন্য অভিযান করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্য্যন্ত শ্রীরঙ্গপত্তন, সৌন্দা, বিদরুকী প্রভৃতি প্রদেশের বিদ্রোহী জমীদারদিগকে করদানে বাধ্য করিয়া পুণায় প্রত্যাগত হন। পর বৎসর আবার অবশিষ্ট কর্ণাটে আধিপত্য স্থাপন জন্য ভাউসাহেব ও রামচন্দ্র বাবা প্রেরিত হন। তাঁহারা হোলী-হুন্নর নামক দুর্গ বাহুবলে দখল করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করেন। তদ্দর্শনে কর্ণাটের সমস্ত জমীদারেরা বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাকী রাজস্ব প্রদান ও ভবিষ্যতে নির্ব্বিরোধে যথাসময়ে রাজস্ব দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। স্বল্পায়াসে এই অভিযানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় ভাউসাহেব জুনমাসে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।[1]

কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের আধিপত্য স্থাপন বালাজীর উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে ১৭৫৫ খৃঃ অঃ জানুয়ারি মাসে তিনি বিদনুর অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করেন। ঐ স্থান সাবনুরের নবাবের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু নিজাম সলাবৎজঙ্গ পূর্ব্বাঞ্চলে ভোঁস্‌লের অধিকৃত স্থানসমূহ অধিকার করিবার চেষ্টা করায় তাঁহাকে তাহার প্রতিশোধার্থ গমন করিতে হয়। সে বৎসর বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ হওয়ায় তীর্থযাত্রা করিবার জন্য তিনি নাসিকে গমন করাতেও বিদনুরের ব্যাপার সে সময়ে অসম্পন্ন রহিল।

পরবর্ত্তী বর্ষের প্রারম্ভেই বালাজী বাজীরাও রঘুনাথরাও, ভাউসাহেব, মহাদজী পুরন্দরে, মহ্লাররাও, জানোজী ও মুধোজী ভোঁস্‌লে, বিট্‌ঠল শিবদেও বিঞ্চুরকর প্রভৃতি সর্দ্দার সহ সাবনুর আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুজফর-খান নামক জনৈক সর্দ্দার মহাদজী পুরন্দরের সহিত কলহ করিয়া সাবনুরের নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্যপ্রণালীক্রমে সৈন্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্য পেশওয়ে নবাবকে পত্র লিখায় নবাব সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। ইহাতে বালাজী বাজীরাও আপনাকে অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিকালে নবাব বাগলকোট নামক দুর্গ পেশওয়েকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই সময়ে তাহাও অধিকৃত হয়। সলাবৎজঙ্গকেও পেশওয়ে এই সময়ে স্ব-পক্ষভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও এই বিগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। কড়প্পা ও কর্ণুলের নবাব এবং মুরাররাও ঘোরপড়ে নামক জনৈক মরাঠা জমীদার সাবনুর-নবাবের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু সময়ে তাহারা কেহই উপস্থিত না হওয়ায় নবাব কয়েকমাস পর্য্যন্ত একাকী সাবনুর দুর্গ রক্ষা করেন। পরিশেষে মহ্লারাওয়ের চেষ্টায় উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১১ লক্ষ টাকা ও মিশ্রিকোট, হুবলী, কুন্দগোল প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন সোন্দে ও বিদনুর প্রদেশের করাদানের অধিকার বালাজী প্রাপ্ত হন। নবাব নগদ ১১ লক্ষ টাকার সমগ্র একেবারে দিতে না পারায় বঙ্কাপুরের দুর্গের অধিকার কিছুদিনের জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। মুজফরজঙ্গ পুনরায় পেশওয়েগণের অধীনতা স্বীকার করেন। ইহার পর সোন্দে অঞ্চলে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপনের জন্য বালাজী গোপালরাও পটবর্দ্ধন নামক এক ব্রাহ্মণ-সর্দ্দারকে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ প্রদেশের দেশাইদিগকে (জমীদারদিগকে) দমিত করিয়া আট লক্ষ টাকা কর প্রদানে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। তন্মধ্যে তাঁহারা ২॥০ লক্ষ টাকা নগদ ও অবশিষ্ট টাকার পরিবর্ত্তে মর্দ্দনগড় বা ফোণ্ডা (Ponda) দুর্গ সমর্পণ করেন। এইরূপে ১৬৭৪ খৃঃ ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী যে ফোণ্ডা দুর্গ জয় করিয়া স্ব-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, এবং যাহা সাম্ভাজীর রাজত্বকালে মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা এতদিন পরে আবার মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরধিকার করেন। অতঃপর পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে গমনপূর্ব্বক নূতন-প্রাপ্ত বিদনুর প্রভৃতি প্রদেশ হইতে করগ্রহণপূর্ব্বক পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দশবৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের দক্ষিণ সীমায় কৃষ্ণানদী ছিল,

(১) ১৭৫০ খৃঃ হইতে ১৭৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত কালের ইতিহাস গ্রাণ্টডফ যথাযথরূপে প্রদান করিতে পারেন নাই। কুম্ভেরী হইতে রঘুনাথরাও কোন্ কোন্ প্রদেশে অভিযান করেন, ১৭৫৩ খৃঃ বালাজী যে কর্ণাটকে গমন করেন, তাহা গ্রাণ্টডফ জানিতে পারেন নাই। সংপ্রতি পেশওয়েদিগের যে সকল মূল বিধি পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অবলম্বনে এই দশবৎসরের অনেক ঘটনা যাহা গ্রাণ্ট ডফের নিকট অবিদিত ছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে তুঙ্গভদ্রা তাঁহাদিগের স্বরাজ্যের দক্ষিণ সীমা-স্বরূপ হইল (১৭৫৬ খৃঃ জুলাই)।

এই সময়ে তুলাজী আঙ্গে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার নিবারণ করা বালাজীর পক্ষে আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নৌ-সেনানী আঙ্গের সহিত জলযুদ্ধ বড় সহজ ব্যাপার নহে বুঝিতে পারিয়া বালাজী ইংরাজ বণিকদিগের সাহায্যে আঙ্গেকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ স্থির হয় যে, ইংরাজের ও পেশওয়ের নৌসেনা সম্মিলিত হইয়া ৬৫টী তোপসহ সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ আক্রমণ করিবেন। অতঃপর এই নির্দ্ধারণ অনুসারে কার্য্য হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরা স্থলপথে ও ইংরাজেরা জলপথে আঙ্গেকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে জাঞ্জিরা, সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ অধিকৃত হইল। পেশওয়ে সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ পাইলেন। বাণকোট দুর্গ ও তৎসন্নিহিত ১০টী গ্রাম ইংরাজেরা লইলেন (১২ই অক্টোবর ১৭৫৬ খৃঃ)। এই সময়ে মুস্যো বুসী নামক ফরাসী-সেনানীকে স্বীয় আশ্রয়ে রাখিয়া মরাঠা সৈন্যদিগকে পাশ্চাত্যসমরপ্রথা শিক্ষা দিবার বাসনা বালাজী বাজীরাওয়ের মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু বুসী যে সকল সর্ত্তে এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, তাহা বালাজীর নিকট সঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায় তাঁহাকে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি, বালাজীরাও ভাউসাহেবকে সঙ্গে লইয়া ৬০ সহস্র সৈন্যসহ দক্ষিণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। মুরাররাও ঘোরপড়ে ৬ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। পথিমধ্যে বাকী কর দান করিয়া মার্চ্চমাসে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হন এবং তথাকার অধিপতির প্রধান মন্ত্রীর নিকট বাকী খাজনার টাকা পরিশোধ করিতে বলেন। টাকার পরিমাণ লইয়াও গোলযোগ বাধিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পেশওয়ে শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিয়া ১৭ দিবস পর্য্যন্ত তাহার উপর গোলা বর্ষণ করিলেন। একদিন একটী গোলা নগরমধ্যস্থিত শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরশিখরে পতিত হইল। ঠিক সেই সময়ে বালাজীর তোপখানার একটী তোপ ফাটিয়া গিয়া কয়েকজন গোলন্দাজ নিহত হইল। এই ঘটনায় উভয় পক্ষ দৈবপ্রতিকূল মনে করিয়া সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। পেশওয়ে ৩২ লক্ষ টাকা লইয়া অবরোধ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। নন্দরাজ তন্মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা নগদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার পরিবর্ত্তে অবশিষ্ট টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিলেন। এই চতুর্দ্দশ পরগণার কর সংগ্রহের জন্য ১৪টী মহালের অধিকার পেশওয়ে তথায় আপনার পক্ষীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও শান্তিরক্ষার জন্য ৬ সহস্র সৈন্য রাখিয়া শিরে নামক প্রদেশ আক্রমণ করেন। শিরে, হোসকোট, কোলার, বালাপুর ও বঙ্গলূর (Bangalore) প্রভৃতি পাঁচটী পরগণা ছত্রপতি শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সকল প্রদেশকে পুনর্ব্বার স্বরাজ্যভুক্ত করিবার বাসনা বালাজীর হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হইল। তদনুসারে তিনি ঐ পঞ্চ পরগণার অধিকাংশ স্থানে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিলেন। বালাজী শিরে পরগণার নবাব (কর্ণাটকে যাঁহাদের সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তাহারাও আপনাদিগকে নবাব নামে খ্যাত করিতেন) মীর ফৈজুল্লাকে সামান্য জায়গীর শিরে নগর দান করিয়া দুর্গাদি সহ সমস্ত পরগণা মহারাষ্ট্র-রাজ্যভুক্ত করিলেন।

অতঃপর বর্ষাকাল সমীপবর্ত্তী হইলে বলবন্ত রাও গণপৎ মেহেন্দলে নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সর্দ্দারকে তথায় শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিবার আদেশ করিয়া বালাজী বাজীরাও পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ঐ অঞ্চলের কড়পা নামক স্থানের নবাব কর্ণূল, সাবনুর প্রভৃতি স্থানের পাঠান নবাবদিগকে এবং মুরাররাও ঘোরপড়ে, মান্দ্রাজের ইংরাজ সৈন্য ও চিত্তলদুর্গের জমীদারদিগকে সঙ্গে লইয়া সহসা বলবন্ত রাওকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাহাদিগের কেহই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না। সুতরাং বলবন্তরাওয়ের সহিত যুদ্ধে কড়পার নবাব নিহত ও হোসকোট, কড়পা প্রভৃতি স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। বর্ষাকালেই এই যুদ্ধ হয়। আর্কটের নবাবের নিকট হইতেও বলবন্তরাও ৪৷৷০ লক্ষ টাকা কর-স্বরূপ আদায় করিলেন। ইহার দুই লক্ষ টাকা নগদ ও আড়াই লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ পেশওয়ের হস্তগত হইল।

বর্ষাকালে পেশওয়ের সৈন্যকে অন্যদিকে যুদ্ধে লিপ্ত দেখিয়া হায়দর আলীর পরামর্শক্রমে শ্রীরঙ্গপট্টনের নন্দরাজ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে স্বল্পকাল পূর্ব্বে প্রদত্ত ১৪ পরগণা হইতে বিতাড়িত ও তথায় পুনর্ব্বার স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সলাবৎজঙ্গের রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় বলবন্ত রাও নন্দরাজকে তাঁহার ঔদ্ধত্যের প্রতিফল দিতে না পারিয়া সসৈন্যে পেশওয়ের সাহায্যের জন্য প্রস্থিত হইলেন। এই সময়ে বিদনুর প্রদেশে অধিকারস্থাপনও বালাজীর ও মেহেন্দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নিজামের সহিত বিগ্রহ ঘটায় তাহা সিদ্ধ হইল না। এ সময়ে নন্দরাজকে দণ্ডিত ও বিদনুর প্রদেশ হস্তগত করিতে পারিলে দাক্ষিণাত্যে হায়দারআলীর অভ্যুদয় হইত কি না সন্দেহ।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট, সলাবৎজঙ্গের ভ্রাতা বুসালৎজঙ্গ ও নিজামআলী প্রধান মন্ত্রী শাহ নবাজখানের সাহায্যে সলাবৎ জঙ্গকে পদচ্যুত ও ফরাসীদিগকে নিজামরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হয়। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখিয়া বালাজী স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তৎপর থাকিতে আদেশ করিলেন। কাজেই বলবন্তরাও মেহেন্দলেকে কর্ণাটপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হয়। এই ষড়যন্ত্রে বিপ্লবকারীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শাহ নবাজ নিহত ও বুসালৎজঙ্গ প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফরাসীদিগের প্রভাব বর্দ্ধিত হইল। ইংরাজেরা এই গোলযোগের সুযোগে বলপূর্ব্বক সুরত দখল করিবার চেষ্টা করিলেন এবং বালাজী বাজীরাও নিজামআলীর উপদেশ মত যুদ্ধ করিয়া বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ লাভ করিলেন (১৭৫৮ খৃঃ অঃ এপ্রিল)।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বালাজী গোপালরাও গোবিন্দ-পটবর্দ্ধন* ও আনন্দরাও রাস্তের অধীনতায় একদল সৈন্য কর্ণাটে প্রেরণ করিলেন। পেশওয়ের সর্দ্দারেরা কর্ণাটে প্রবেশ করিয়াই নন্দরাজের পূর্ব্বদত্ত ১৪টী পরগণায় আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। গোপালরাও চেনাপট্টন অধিকারপূর্ব্বক বঙ্গলুর অবরোধ করিলে হায়দারআলী তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। তিনি এরূপ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেখানে মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী সৈন্য আপনার বিক্রম প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইবে না। এই অভিযানকালে গোপালরাওয়ের সঙ্গে অধিক সংখ্যক কামানও ছিল না। এদিকে গুপ্ত ও আকস্মিক নৈশ আক্রমণ সম্বন্ধে হায়দার সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তথাপি গোপালরাও ও আনন্দরাও তিনমাস পর্য্যন্ত নানা খণ্ড যুদ্ধে হায়দারআলীকে ব্যতিব্যস্ত ও তাঁহার অধিকৃত কতিপয় স্থান অধিকার করিলেন। হায়দার অধ্যবসায়সহকারে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে ছাড়েন নাই। পরিশেষে উভয়েই এই যুদ্ধব্যাপারে বিরক্ত হইয়া সন্ধি করিলেন। তদনুসারে শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধকালে স্বীকৃত ৩২ লক্ষ টাকার অবশিষ্ট ২৭ লক্ষ ও আরও ৫ লক্ষ টাকা লইয়া গোপালরাও ১৪টী পরগণার অধিকার ত্যাগ করিলেন। এইরূপ সন্ধিস্থাপন করায় বালাজী কথঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া গোপালরাওয়ের প্রতি অকর্ম্মণ্যতার আরোপ করিয়াছিলেন।† এ সম্বন্ধে গোপালরাও বালাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, যে, "আমরা হায়দারকে যুদ্ধে জর্জ্জরিত না করিলে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি যে, নগদ ৩২ লক্ষ টাকা (ইহার মধ্যে ১৬ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল) দিয়া সন্ধি ক্রয় করিবেন, ইহা কি সম্ভবপর?" গোপালরাও যে যথার্থ কথাই লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে বালাজী বুঝিতে পারেন।

ইহার পর স্থানীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধবিগ্রহাদিতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা সুবিধামত একপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঐ প্রদেশের কতিপয় স্থান ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে উত্তরভারতে পাণিপথের যুদ্ধে তাঁহাদিগের যে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল, তাহাতে তিনচারি বৎসর পর্য্যন্ত কর্ণাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাহাদিগের হইল না। ইহার মধ্যে বালাজী বাজীরাওয়েরও জীবনকাল শেষ হইয়া গেল।

পাণিপথের যুদ্ধযাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে নিজামের সহিত একবার বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। আহ্মদনগর-দুর্গ খান্দেশের অন্তর্গত হইলেও নিজামের অধিকারে ছিল। বিসাজী কৃষ্ণনামক বালাজীর জনৈক সেনানী সেখানকার দুর্গরক্ষককে অর্থদানে বশীভূত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন (১০ই অক্টোবর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে)। এই কারণে সলাবৎজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পেশওয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। এই সময়ে ভাউসাহেব পাণিপথের জন্য সেনাদল সজ্জিত করিয়া উত্তরভারতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মঞ্জিরানদীর তীরে উদয়গিরি নামক স্থানে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ জয়লাভ করেন এবং নিজামপক্ষের ৩ সহস্র লোক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসিঘাতে নিহত হয়। দশটী হস্তী ও ৪টী তোপ হস্তগত হয়, মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও বহু সৈন্যনাশ হয়। নিজামআলী তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। বালাজীরাও, রঘুনাথরাও প্রভৃতি এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিলেও সৈন্যাপত্য ভাউসাহেবের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া নিজামকে সমূলে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সলাবৎজঙ্গ ও নিজামআলী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিহ্নস্বরূপ স্বরাজ্যের রাজমুদ্রা (Seal of State) খানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন নিজামকে নিতান্ত শরণাগত জানিয়া ভাউসাহেব সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন। দৌলতাবাদ, আশীরগড়, শিবনেরী, বিজাপুর, বুহাণপুর, সাল্হের ও মাল্হের এই ছয়টী* দুর্গ এবং বিজাপুর, বিদর ও অরঙ্গাবাদ প্রদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক ৬২ লক্ষাধিক টাকা আয়ের রাজ্যাংশ সন্ধির মূল্যস্বরূপ দান করিয়া নিজাম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শত্রুরাজ্য জয় করিয়া যে সকল প্রদেশ পাওয়া যাইত, তাহার

* গ্রাণ্ট ডফ্ ভ্রমক্রমে 'গোপালহরি' নামে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

† কর্ণেল উইল্কস্ এই যুদ্ধে হায়দর বশম্বী হইয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অধিকাংশই পেশওয়েগণ সর্দ্দারদিগকে অধিক সৈন্যরক্ষার জন্য জায়গীর স্বরূপ দান করিতেন। এ ক্ষেত্রেও ৬২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা আয়ের রাজ্যাংশের মধ্যে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকার প্রদেশ সর্দ্দার ও কর্ম্মচারিগণকে সৈন্যপোষণের জন্য অর্পিত হইয়াছিল। বালাজীর পুত্র মাধবরাও এবং তাঁহার খুল্লতাত পুত্র ভাউসাহেব প্রভৃতি আত্মীয়গণই এবার অধিকাংশ জায়গীর পাইয়াছিলেন। এ সময়ে নিজাম-রাজ্যের পরিমাণ যেরূপ অল্প হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রদিগেরই করতলগত হইত। কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধে তাহারা যে আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতে ভবিষ্যৎ ঘটনার স্রোত অন্য মুখে ধাবিত হইল।

বালাজীর শাসনকালে দক্ষিণ তুঙ্গভদ্রাতীর পর্য্যন্ত যেরূপ মহারাষ্ট্ররাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, উত্তরে সেইরূপে উহা আটকনদীর পরপার পর্য্যন্ত আপনার সীমা বিস্তার করিয়াছিল। দক্ষিণভারতে যেরূপ স্বয়ং বালাজী ও ভাউসাহেব মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, উত্তরভারতে সেইরূপ রঘুনাথরাও ও শিন্দে হোলকর প্রভৃতি সর্দ্দারেরা মুসলমানগণের ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা আপনাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত দেখিয়া আহ্মদশাহ আব্দালীর সাহায্যে পুনরায় ভারতে মোগল বাদশাহী স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাহারই ফলে পাণিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নাদিরশাহ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী ছারখার করিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ আছে। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অল্পদিন পরেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার অন্যতম সর্দ্দার আব্দালী ইরাণের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আব্দালী মূলতান ও লাহোর অধিকারপূর্ব্বক সরহিন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং মোগলসৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। তথাপি তাঁহার সর্ব্বনাশকর শক্তির পরিচয় পাইয়া দিল্লীর উমরাহেরা ভীত হইয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাহাতে আব্দালী পুনর্ব্বার ভারতে প্রবেশ করিলে তাঁহার আক্রমণ-নিবারণ বাদশাহী সৈন্যের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই সময়ে রোহিলাদিগের দমনও বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে আব্দালীর ও রোহিলাদিগের দমনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা-গ্রহণ দিল্লীর দরবারে আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল। তদনুসারে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ আহ্মদ শাহ উজীর সফদরজঙ্গের পরামর্শক্রমে বালাজী বাজীরাওয়ের নামে শিন্দে ও হোল্‌করের মধ্যস্থতায় যে "অহদনামা" বা ফরমাণ প্রদত্ত হইল, তাহাতে আব্দালী রোহিলা ও সিন্ধুপ্রদেশের আমীরগণকে দমন করিবার ও রাজপুতানা ও দিল্লীপ্রদেশের শান্তিরক্ষার জন্য বালাজী বাজীরাও বাধ্য হইলেন এবং তাহার প্রতিদানস্বরূপ লাহোর, মূলতান, রোহিলখণ্ড ও সিন্ধু-রাজপুতনা এই চারিটী প্রদেশের চৌথ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই সন্ধিপত্রের প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য রোহিলাদিগের সহিত এবং আব্দালীর সহিত পেশওয়েকে যুদ্ধ করিতে হয়। এই সনন্দপত্রে তাঁহারা যে চৌথ আদায় করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য অবাধ্য রাজপুতদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।[১]

১৭৫১ খৃঃ, শিন্দে হোলকর যে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল লুণ্ঠনাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির সর্ত্ত পালনে উহার প্রধান প্রবর্ত্তক হইয়াছিল। তাঁহারা যখন রোহিলা-সমরে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় আব্দালী দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। কিন্তু শিন্দে-হোলকর লইয়া উজীর তাঁহার প্রতিরোধার্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই বাদশাহ তাঁহাকে পঞ্জাব দানপূর্ব্বক বিদায় করেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে সেই প্রদেশদ্বয় আব্দালীর হস্ত হইতে উদ্ধার করা মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু গাজীউদ্দীনকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে গমনের জন্য সে বৎসর পঞ্জাবের উদ্ধার সাধিত হইল না। ইহার পর রঘুনাথ রাও উত্তর-ভারতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত সনন্দপত্রের বলে রাজপুতনা, কুম্ভেরী, নাগোর, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিতে করিতে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকাল নিকটবর্ত্তী হয়; সুতরাং রঘুনাথ রাও স্বদেশাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া আগষ্ট মাসে পুণায় উপস্থিত হন। পরবর্ত্তী বর্ষে জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত সাবনুরের অবরোধ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া বর্ষাকালের অবসান হইবামাত্র গুজরাতের কতিপয় মুসলমান-সর্দ্দার বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দমিত করিয়া রঘুনাথ রাও মালবে গমন করেন। এই সময়ে আব্দালীর আগমনবার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য বালাজীর অনুমতি লইয়া

(১) এই অহদনামার বিষয় ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা পরিজ্ঞাত না থাকায় উত্তর ভারতে বালাজীর সর্দ্দারেরা যে সকল অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এই অহদনামা ও পেশওয়ের সর্দ্দারগণের বহুসংখ্যক পত্র সম্প্রতি জনৈক মহারাষ্ট্রীয়-ইতিহাস-সংগ্রাহকের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল পত্রাবলম্বনে আমরা পাণিপথের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

যথাসাধ্য সত্বর দিল্লী অভিমুখে প্রস্থিত হন। এদিকে বালাজী স্বয়ং শ্রীরঙ্গপত্তনে গমন করেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রঘুনাথ রাও মহলার রাও হোলকরের সহিত আব্দালীর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য শিন্দেকে শীঘ্র প্রেরণ করিতে বালাজীকে পত্র লিখেন। তখন সলাবৎজঙ্গের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহার জন্য দত্তাজী শিন্দে সসৈন্যে পেশওয়ের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এই পত্র পাইয়া বালাজী তাঁহাকে রঘুনাথ রাওয়ের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের সহিত এ সময়ে ছয় সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না। তথাপি তিনি আব্দালীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বিতীয় অভিযানে পঞ্জাবের যে সকল প্রদেশ আব্দালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নূতন উজীর মীর শাহাবুদ্দীন গাজী তৎসমস্ত পুনরধিকার করেন। তাহার পর তিনি আপনাকে নিষ্কণ্টক ভাবিয়া অন্তাজী মাণিকেশ্বর নামক পেশওয়ের জনৈক ব্রাহ্মণ সর্দ্দারের প্রতি দিল্লীর শান্তিরক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং বিলাসসুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অনবহিত দেখিয়া বাদশাহ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বাধীনতালাভের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। নজীব খাঁ নামক গাজীর অধীন ও তাহারই অন্নে পরিপুষ্ট জনৈক রোহিলা-সর্দ্দার প্রভুর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। মোগলদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের রক্ষণাধীন হওয়ায় অনেক আমীরের পক্ষে তাহা অবজ্ঞাজনক বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু গাজীকে পদচ্যুত না করিলে দিল্লী হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাবল্য তিরোহিত হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা আব্দালীকে হিন্দু-রক্ষকের হস্ত হইতে মোগলরাজধানী দিল্লীর উদ্ধারসাধন জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। নজীব খান ও শাহজাদী মল্কা-জমানী এই ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিলেন।

পঞ্জাব হস্তচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া এই নিমন্ত্রণপত্র পাইবার পূর্ব্বেই আব্দালী ভারতাক্রমণের সংকল্প করিয়াছিলেন। অতঃপর সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক তিনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, খাইবার গিরিসঙ্কটে তুষারপাত আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে কান্দাহার ত্যাগ করিলেন। তিনি সরহিন্দে উপস্থিত হইলে শাহাবুদ্দীন্ গাজীর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি যথাসত্বর কতিপয় সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক নজীবখানকে আব্দালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। আব্দালীর সৈন্য দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নজীব প্রকাশ্যভাবে শত্রুর সহিত মিলিত হইলেন। নজীবের এই বিশ্বাসঘাতকতায় গাজী ও দিল্লীর বাদশাহ ইরাণী বাদশাহের হস্তে বন্দী হইলেন এবং দিল্লীতে আফগান-সেনার পৈশাচিক তাণ্ডবে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। অন্তাজী মাণিকেশ্বর তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল সহ পলায়ন করিলেন। দিল্লীর লুণ্ঠন ও বহুসংখ্যক অধিবাসীর হত্যাকাণ্ড সমাপন করিয়া আব্দালী মার্চ্চমাসে মথুরায় গমন করেন। সে সময়ে তথায় পর্ব্বোপলক্ষে (সম্ভবতঃ দোল উপলক্ষে) নানাদেশীয় হিন্দুদিগের সমাগম হইয়াছিল। নির্ম্মম আফগান সৈন্যের খড়্গাঘাতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসী, বালক ও রমণী ছিন্নশীর্ষ হইলেন! রমণীদিগের প্রতি পাশব অত্যাচার ও গোরক্তে হিন্দু দেবদেবীকে স্নাত করিতেও পাপিষ্ঠেরা বিরত হয় নাই। এদিকে উত্তর-ভারতে নিদাঘের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় আব্দালীর সৈন্যদলে মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। এই কারণে তিনি তৈমুর শাহকে পঞ্জাবে রাখিয়া যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাসহকারে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এই ঘটনা ১৭৫৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে ঘটে।[১]

এদিকে জুলাই মাসের প্রারম্ভে রঘুনাথ রাও দিল্লীর উপকণ্ঠ ভাগে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ইহার মধ্যে অপরাপর সর্দ্দারেরাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার একখানি পত্রপাঠে বোধ হয়, তিনি দিল্লীর সমীপবর্ত্তী হইয়া আব্দালীর স্বদেশগমনবার্ত্তা শ্রবণে কথঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। তাই মহারাষ্ট্রীয় বখরকারেরা বলেন যে, রঘুনাথ রাওয়ের আগমনোদ্যোগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই আব্দালী ভয়ে স্বদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।

গাজী ও বাদশাহ আলমগীর শরণাপন্ন ও কুশলপ্রার্থী হওয়ায় আব্দালী তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করেন নাই। কিন্তু তিনি নজীবখানকে দিল্লীশ্বরের সৈন্যাপত্য প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দিল্লীতে নজীবের প্রভুত্বের সীমা রহিল না। পেশওয়ের প্রতিনিধি অন্তাজী মাণিকেশ্বরও দিল্লীতে পুনরাগমন করিতে পারিলেন না। এই কারণেও গাজীর সহিত নজীবের বিরোধ ও পেশওয়ের সহিত সখ্যপ্রযুক্ত গাজীকে সঙ্গে লইয়া রঘুনাথ

(১) গ্রাণ্টডফ মহোদয়ের মতে ১৭৫৫ খৃঃ আব্দালী আর একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। কীন সাহেবের মতে ১৭৫৭ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর আব্দালী কর্ত্তৃক দিল্লী লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু রঘুনাথ রাও ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা দিল্লীপ্রদেশ হইতে যে সকল পত্র বালাজী বাজীরাওকে ও অপর কর্ম্মচারীদিগকে লিখিয়াছেন, সে সকলে প্রকাশ যে, আব্দালী চান্দ্র চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মথুরায় থাকিয়া বৈশাখ মাসের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই কান্দাহার অভিমুখে প্রস্থান করেন। একাধিক পত্রে যখন এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন কীন বা ডফের উল্লিখিত তারিখ আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

দিল্লী আক্রমণ করিলেন। ১৫ দিন পর্য্যন্ত কোনও প্রকারে সহর রক্ষা করিয়া পরিশেষে নজীবখান শরণাপন্ন হইলেন। রঘুনাথ নজীবকে কপটাচারী বলিয়া তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য তাঁহার দোয়াবস্থিত জায়গীর (এই জায়গীর নজীব গাজীর অনুগ্রহেই লাভ করিয়াছিলেন) বাজেয়াপ্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু মহ্লার রাও হোলকরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে বিনাদণ্ডে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। মহ্লার রাওয়ের সৈন্যদল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নজীব অক্ষতশরীরে রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত শুক্রতালনগরে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন। বলা বাহুল্য, মহ্লাররাও এজন্য নজীবের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ পাইয়াছিলেন। এই কপটাচারী নজীবের জন্যই পাণিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

অতঃপর রঘুনাথরাও দিল্লীর সহর ও দুর্গ অধিকার ও বাদশাহকে স্বহস্তে পুনরভিষিক্ত করিয়া অন্তাজী মাণিকেশ্বরকে পুনর্ব্বার সেখানকার শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দিল্লীপ্রদেশের ও রোহিলখণ্ডের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। আব্দালীর অনুগ্রহে ঐ সকল প্রদেশ আফগানসেনা কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া "বে-চিরাগ" (দীপশূন্য) হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ও মথুরার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আব্দালীর প্রতি তাঁহার বিশেষ ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং তিনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন। লাহোর প্রভৃতি প্রদেশ তখন আব্দালীর পুত্র তৈমুরশাহের শাসনাধীন ছিল। রঘুনাথের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র তিনি সসৈন্যে কান্দাহারে পলায়ন করিলেন। রঘুনাথ লাহোর অধিকারপূর্ব্বক লক্ষ্মীনারায়ণ নামক ঐ দেশীয় এক জন কার্য্যদক্ষ কায়স্থ কর্ম্মচারীর হস্তে উহার শাসন-ব্যবস্থার ভারার্পণ করিয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইলেন (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মে)। অতঃপর তিনি প্রভঞ্জনবেগে মূলতান ও পঞ্জাবের অপরাপর অংশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অধিকার করিতে করিতে ভারতের উত্তর সীমায় আটক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহারাষ্ট্রীয় বিজয়চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগের জাতীয় গৈরিক পতাকা উড্ডীন করা হইল এবং কৃষ্ণাতীরজাত দাক্ষিণাত্য অশ্বসমূহ আটকে সিন্ধুনদীর জলে অবগাহন ও তাহার বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। এই ঘটনা মহারাষ্ট্রীয় বখরসমূহে অতীব গৌরবের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থানেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিভবোন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইল। মহারাজশাহু বালাজী বাজীরাওকে পেশওয়ে পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় যে কার্য্য সিদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে সিদ্ধ হইল। কিন্তু পেশওয়েদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই খানেই শেষ হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান শাসনের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপন বালাজী-জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বহুবি? পত্রে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। রঘুনাথরাওয়ের আকাঙ্ক্ষা এতদপেক্ষাও মহৎ ছিল। কান্দাহারে প্রবেশ করিয়া আব্দালীর দর্পচূর্ণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি এই সময়ে বালাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"অকবর বাদশাহের অধীনতায় যে সকল প্রদেশ ছিল, পেশওয়েদিগের অধীনতায় তৎসমূহ থাকিবে না কেন?" এ পর্য্যন্ত কাবুল কান্দাহারে মহারাষ্ট্র আধিপত্য স্থাপন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভাউসাহেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সমুদ্রবলয়াঙ্কিতা ভারতভূমির অতিক্রমপূর্ব্বক "কনষ্টান্টিনোপলে" মহারাষ্ট্রবিজয়কেতু উড্ডীন করিবার ইচ্ছা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

যাহা হউক, একমাসকাল আটকে অবস্থান করিয়া রঘুনাথরাও ও মহ্লাররাও হোলকর লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে বর্ষাকাল সমীপবর্ত্তী হওয়ায় স্বদেশে প্রতিগমন করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইল। তিনি লাহোর ত্যাগ করিলেই আব্দালী পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইবেন, ইহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। কিন্তু বর্ষাকালে বিদেশে থাকাও সম্ভবপর নহে বিবেচনায় তিনি সীমান্তরক্ষার ভার কতিপয় সর্দ্দারের উপর অর্পণ করিয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দত্তাজীশিন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে রঘুনাথ তাঁহাকে নজীবখানকে হতবল করিবার আদেশ প্রদান করিয়া কুচ করিতে করিতে পুণায় উপস্থিত হইলেন (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর)।

এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র পেশওয়েগণের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। মহিসুর, হায়দরাবাদ, মারবাড় ও দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহাদিগের প্রভুত্ব ছিল। পঞ্জাব, আজমীর, মালব, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও কর্ণাট অঞ্চলে তাঁহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। রাজপুতনা ও অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগের চৌথ নির্ব্বিঘ্নে আদায় হইত। নিজাম, মহিসুরের নবাব প্রভৃতি প্রবলশক্তিসমূহ পেশওয়ের প্রতাপে বিনত হইয়া তাঁহাদিগকে করদান করিতেন। পেশওয়েগণ দিল্লীর সিংহাসনে স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিকে বাদশাহ করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ক্রীড়াপুত্তল করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহাদিগের আর কেহ ভীতিপ্রদ শত্রু ছিল না। মহারাষ্ট্ররাজ্যের সর্ব্বত্র এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও পেশওয়েগণ স্বদেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে

ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। বালাজীর সময়ে ও তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় দেশমধ্যে প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার বহুল চর্চ্চা আরব্ধ হয়। তিনি বেদ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি বর্ষে পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অর্থদানে তুষ্ট করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যে তিনি সময়ে সময়ে বার্ষিক ১৮লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। কাশী, রামেশ্বর, মিথিলা প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রতিবর্ষে পরীক্ষাদানপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্রহণের জন্য পুণায় সমবেত হইতেন। দক্ষিণার্থ সমাগত ব্রাহ্মণদিগের পরীক্ষাগ্রহণ ও দক্ষিণাদানের জন্য পুণায় একটী স্বতন্ত্র আবাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরস্কারের লোভে দেশের ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা শাস্ত্রজ্ঞানলাভে মনোযোগী হইলেন। দেশবিদেশ হইতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তৎসমূহের প্রতিলিপি করাইয়া পুণার রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও গীতবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণও তাঁহাদিগের আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হন নাই। দেশীয় কৃষক ও বণিকশ্রেণীর উন্নতির দিকেও বালাজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। [এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মহারাষ্ট্র শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই সময়ে যেরূপ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আরও কিছুদিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তারে এবং কলাবিদ্যার বিশিষ্ট সংস্কারে পেশওয়েগণ মনোযোগী হইতে পারিতেন।

কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিল না। একেবারে বহুরাজ্য বিজয় করায় তাঁহাদিগের শত্রুরা ক্ষমতায় হীন হইলেও সংখ্যায় অধিক হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, সর্দ্দারদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকায় ও তাঁহাদিগের মনে পাপবুদ্ধির উদয় হওয়ায় পেশওয়েরাজ্য ক্ষয়িতমূল হইতেছিল। গৃহবিবাদ ও আত্মীয়গণের মনোমালিন্যও তাঁহাদিগের শক্তিহ্রাসের এক প্রধান কারণ হইল। পাণিপথে যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্ব হইতে যে প্রকারে এই সকল অনিষ্টকর উপাদানের সঞ্চয় হইতেছিল এবং যে প্রকারে তৎসমুদয় পাণিপথে পেশওয়েগণের বৈভবনাশের কারণ হইল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনানিচয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইতেছে।

রঘুনাথ রাও দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দত্তাজী শিন্দে নজীব খানের বিনাশের জন্য যাত্রা করিলেন। পেশওয়ে দত্তাজীর প্রতি আর কয়েকটী কার্য্যেরও ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে (১) লাহোরের বন্দোবস্ত করিয়া তথা হইতে রাজস্ব সংগ্রহপূর্ব্বক প্রেরণ, (২) সুজা উদ্দৌলাকে বশীভূত করিয়া বারাণসী, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও গয়া এই চারি প্রধান তীর্থক্ষেত্রের অধিকার গ্রহণ, এই দুইটাই এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। লাহোরের বন্দোবস্ত করিয়া দত্তাজী নজীবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এমন সময়, মহলারাও হোলকর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অন্যবিধ পরামর্শ দান করিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, "সমগ্র ভারতে ধূর্ত্ত নজীব ভিন্ন এক্ষণে পেশওয়ের আর কেহ শত্রু নাই। সেই নজীবকে বিনষ্ট করিলে আমাদিগকে পেশওয়ে আর পূর্ব্ববৎ সম্মান করিবেন না। পেশওয়ে নিষ্কণ্টক হইলে সামান্য দূত প্রেরণ করিয়া আটক হইতে অনায়াসে রাজস্বাদি আদায় করিবেন এবং আমাদিগকে "নির্ম্মাল্যবৎ" অনাবশ্যক জ্ঞানে অনাদর করিবেন। অতএব নজীবকে রক্ষা করিয়া পেশওয়েকে দমিত রাখা কর্ত্তব্য। সুজা উদ্দৌলার পরিবর্ত্তে নজীবকে সখ্যদ্বারা বশীভূত করিলেও অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি প্রদেশ হস্তগত হইতে পারিবে।" মহলার রাওয়ের এই দুষ্ট উপদেশে মুগ্ধ হইয়া শিন্দে সে সময়ে বালাজীর আদেশ অবজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নজীবকে রক্ষা করিয়া যে দুগ্ধদানে সর্প পোষণ করিতেছেন, তাহা অল্পদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন।

বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে-কুলের মধ্যে অসাধারণ রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। পেশওয়ে-পদ প্রাপ্তির পর হইতে নানা প্রকার আত্ম-বিগ্রহের দমনে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি সমগ্র ভারতে পেশওয়েগণের অপ্রতিহত প্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার গুরু রামদাস স্বামীর সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের হৃদয়ে যে হিন্দপৎ বাদশাহী বা হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের বাসনা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা বালাজী বাজীরাওয়ের সময়েই সফল হইবার অবসর উপস্থিত হইল। কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার সর্দ্দারেরা উত্তরভারতে যে সকল অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহ করেন, তাহাতে অনেক স্থলেই তাঁহার উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া তাহা ইষ্ট-ফলদায়ক হইল না। সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই স্বার্থলুব্ধ ও কিয়ৎপরিমাণে পেশওয়ের অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শাসন করিবার শক্তি বালাজীর ছিল না এবং সে সময়ে সর্দ্দারদিগের শাসন সম্পূর্ণ সম্ভবপরও ছিল না। সমগ্র ভারত জয় করিয়া সুশাসিত রাখা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে অতীব দুষ্কর কার্য্য ছিল, সেজন্য বহু সৈন্যপোষণ আবশ্যক হইয়া ছিল। বালাজী ইহা বুঝিতে পারিয়া বহু সৈন্য পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্দ্দারগণের অনেকেই যথাসময়ে রাজস্ব আদায় করিয়া পেশওয়ের নিকট প্রেরণ না করায় পেশওয়ে-সরকারকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

বালাজীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সর্দ্দারগণ যে ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পাণিপথে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ হয়। বালাজীর লিখিত বহু পত্রে এক জনের সহিত শত্রুতা

ও অপরের সহিত মিত্রতা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি উত্তরভারতে সকলের সহিত এককালে শত্রুতাচরণ করিতে সর্দ্দারগণকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা দত্তাজীর নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গাজী উদ্দীন্‌কে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে উজীর-পদ দান করিলে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। সেইরূপ নজীব খানও দিল্লীশ্বরের সৈনাপত্য লাভ করিলে ত্রিশলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী রাও এতদুভয়ের কোনও প্রস্তাবেই সম্মতি দান করা সঙ্গত মনে করেন নাই। কারণ, গাজী উদ্দীন্ মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই আশ্রিত ছিলেন; সুতরাং বিনা দোষে তাঁহাকে পদচ্যুত করা তাঁহার সঙ্গত বোধ হইল না। বিশেষতঃ সুজাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলে তিনি তাঁহার বন্ধু জাঠদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শত্রুতাচরণ করিতে পারেন, এইরূপ সন্দেহ বালাজীর মনে উদিত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি অন্যরূপ প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন যে, অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগ হিন্দুদিগের এই তিনটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র মুসলমান-শাসন হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলে তিনি সুজাকে বঙ্গদেশের একাংশ জয় করিয়া দিবেন। সুজার এ প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি ছিল না। বালাজীর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে উহা যে মহারাষ্ট্রশক্তির পক্ষে মঙ্গলকর হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিন্দে হোলকরের বুদ্ধির দোষে তাহা ঘটিল না। তাঁহারা নজীব খানের সহিত মিত্রতা-স্থাপন করিলেন। সুতরাং সুজা উদ্দৌলার সহিত সখ্য স্থাপিত হইল না।

নজীব খানের বিনাশ করিবার জন্য বালাজী সর্দ্দারদিগকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ্চ ও ২রা মে তারিখে তিনি এ বিষয়ে দত্তাজী ও জনকোজী শিন্দেকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ মূলপত্র হইতে এ স্থলে অনূদিত হইল,—"নজীব খানকে বক্সীগিরি (সৈনাপত্য) প্রদান করিলে সে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে পারে; কিন্তু নজীব খানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক ও পাকা জুয়াচোর বলিয়া জানিবে। তাহাকে দিল্লীর বক্সীগিরি দেওয়া ও আব্দালীকে দিল্লী দান করা একই কথা। নজীব খানকে সহায়তা করা সর্পকে দুগ্ধদানে পোষণ করার ন্যায় অনিষ্টকর হইবে। নজীব খানকে অর্দ্ধ আব্দালী জানিয়া তাহার সহিত মৈত্রীস্থাপনে বিরত থাকিবে।" পেশওয়ের এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ ও আদেশ সত্ত্বেও মল্লাররাও হোলকরের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া শিন্দে নজীবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন না। অন্তাজী মাণিকেশ্বর, নারোশঙ্কর প্রভৃতি বালাজীর অপর সর্দ্দারেরা এমন কি স্বয়ং জনকোজী শিন্দেও নজীবের দমনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু মল্লারজী হোলকর ও দত্তাজী শিন্দে এবং গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলা প্রভৃতি সর্দ্দারগণের অবাধ্যতায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলার মধ্যস্থতায় শিন্দে হোলকর নজীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। বিশ্বাসঘাতক নজীবও তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে লাগিল, সে সুজার সহিত ও মহারাষ্ট্র-বিদ্বেষী যোধপুরপতি বিজয়সিংহের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিয়া ফরক্কাবাদের নবাব ও দিল্লীশ্বরের সাহায্যে আব্দালীকে আহ্বান করিল। শিন্দে-হোলকর এ সকল ষড়যন্ত্রের কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। দূরদর্শী বালাজীর উপদেশও তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহার ফল সমগ্র মহারাষ্ট্র-জাতিকে ভোগ করিতে হইল। স্বয়ং দত্তাজীকে কুটিল নজীবের হস্তে ইহার অল্পদিন পরেই প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। [তাহার বিবরণ শিন্দে (সিন্দিয়া) শব্দে দ্রষ্টব্য।]

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকারপূর্ব্বক উহার একাংশ সুজাকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগ গ্রহণ করিবার পেশওয়ের সংকল্প ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আব্দালী যখন দিল্লী ভস্মসাৎ করিতেছিলেন, ইংরাজেরা তখন পলাশী-যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভারতে আপনাদিগের সাম্রাজ্যস্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পেশওয়ের সংকল্প সিদ্ধ হইলে ভারতের ইতিহাস অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিত। পেশওয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রথমে লাহোর প্রদেশের সুবন্দোবস্ত করিয়া সমস্ত সৈন্য দিল্লীতে সমবেত করিতে সর্দ্দারদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহারা সুজা উদ্দৌলার সহযোগে বঙ্গদেশ অধিকারের জন্য যাত্রা করিবার উপদেশ পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ অধিকারের জন্য রঘুনাথরাও প্রেরিত হইবেন স্থির হইয়াছিল; কিন্তু সামান্য লাভের জন্য নজীবের সহিত সখ্য করিয়া শিন্দে-হোলকর বালাজীর সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিলেন। তাঁহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধির ফলে লাহোরের বন্দোবস্ত স্থায়ী হইল না, সুজা উদ্দৌলার সহিত বন্ধুত্ব ঘটিল না। 'ভুজঙ্গপ্রকৃতি' নজীবের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিলেন, এদিকে নজীবের প্ররোচনায় সমস্ত উত্তর-ভারতে মুসলমানেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে লাগিলেন; আব্দালী আহূত হইয়া বিপুল সৈন্যসহ ভারতাক্রমণ করিলেন।

এইরূপে বালাজীর উপদেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। নজীবের ষড়যন্ত্র পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত

হওয়ায় আব্দালী পঞ্জাবে সমাগত হইলে শিন্দে-হোলকরের চৈতন্যোদয় হইল। তখন তাঁহারা আব্দালীকে আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে, আব্দালীর হস্তে তাঁহাদিগের বহু সৈন্য সামন্তের নাশ হইল। এই সংবাদ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুণায় উপস্থিত হইল।

এই সংবাদ পাইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে উদয়গিরির যুদ্ধে পেশওয়ে নিজামকে পরাভূত করিয়াছিলেন। অতঃপর হায়দার-আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা বালাজীর উদ্দেশ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র দাক্ষিণাত্য হইতে মুসলমান-শাসনের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু আব্দালীর হস্তে শিন্দে-হোলকরের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করায়, তাঁহাকে সে সংকল্প স্থগিত রাখিয়া উত্তর-ভারতে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। এই সৈন্যের অধিনায়কত্ব কাহাকে প্রদত্ত হইবে এ বিষয়ে এই সময়ে বহু বাক্‌বিতণ্ডা হয়। রঘুনাথ রাওয়ের অভিযানের ফলে রাজ্যের আয়বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, আরও ৮০ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল। এই কারণে এবার সদাশিব ভাউকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া আব্দালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। সঙ্গে বিশ্বাস রাও নামক বালাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্রও গমন করিলেন। অনেকের মতে সদাশিব রাও ভাউকে সৈনাপত্য প্রদান করায় বালাজীর বিষম ভ্রম হইয়াছিল। অনেকে আবার সে সম্বন্ধে মতানৈক্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভাউ সাহেব স্বীয় বিপুলবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমরপ্রাঙ্গণে আহ্মদশাহ আব্দালী, নজীবখান রোহিলা, সুজা উদ্দৌলা, কুতবশাহ, আহম্মদ খান, তুন্দেখান প্রভৃতি রোহিলা, পাঠান ও দুরাণী সর্দ্দারগণ স্ব স্ব চতুরঙ্গবলের সহিত সমবেত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারি তারিখে উভয় পক্ষের ঘোর সংগ্রাম হয়। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্পূর্ণ পরাভূত হন। [এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ভাউ সাহেব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উত্তর-ভারতে শত্রুপক্ষের প্রাবল্য অনুভব করিয়া বালাজী বাজীরাও সসৈন্যে ভাউ-সাহেবের সাহায্যার্থ উত্তর-ভারতে যাত্রা করিলেন। তিনি নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়াই পাণিপথের পরাভববার্ত্তা শ্রবণ করেন। যে ব্যক্তি এই সংবাদ আনয়ন করিয়াছিল, সে একজন শাহুকারের (মহাজনের) দূত ছিল। তাহার নিকট যে পত্র ছিল, তাহাতে সংক্ষেপে লিখিত ছিল যে,—"পাণিপথে দুইটী মুক্তা স্খলিত হইয়াছে, ২৭টী মোহর হারাইয়াছে এবং টাকা পয়সা যে কত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।" ইহা হইতে পেশওয়ে বুঝিলেন যে, ভাউসাহেব ও বিশ্বাসরাও তাঁহাদিগের ২৭জন সেনানীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। দিনকয়েক পরেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় উপস্থিত হয়। তখন পাণিপথে তাঁহার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি হতাশ-হৃদয়ে পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হন।

পাণিপথের দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসীম ক্ষতি হইল। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও লক্ষাধিক সৈনিক এই সংগ্রামানলে ভস্মীভূত হইলেন। মহারাষ্ট্রদেশের প্রায় সমস্ত সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার পাণিপথে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। বহুসংখ্যক মরাঠা-পরিবারের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। মহারাষ্ট্রের একটী পরিবারও এই ঘটনায় আত্মীয়-বিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই; সুতরাং গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বালাজী বাজীরাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাস রাও ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ভাউ সাহেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের এরূপ শোচনীয় পরিণামের বিষয় শ্রবণ করিয়া বালাজীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। ভাউ সাহেবের শোকে ও বিয়োগবিধুর অসংখ্য প্রজার হাহাকার রব-শ্রবণে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই (১৭৬১ খৃঃ জুন মাসের শেষে) গতাসু হইলেন। তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী নেতার অভাবে মহারাষ্ট্র-সমাজের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইল। পেশওয়ের অমিত প্রতাপ এখানেই খর্ব্ব হইল।*

[অবশিষ্ট পেশওয়েগণের বিবরণ মাধব রাও নারায়ণ, বাজীরাও রঘুনাথ ও ফড়নবীস "নানা" প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পেশস্‌ (ক্লী) পিশ-অসুন্‌। ১ রূপ। "কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা।" (ঋক্‌ ১।৬।৩) 'পেশোরূপমভিব্যঞ্জমানং।' (সায়ণ) ২ হিরণ্য। (নিঘণ্টু)

পেশস্কার (ত্রি) পেশো রূপান্তরং করোতি কৃ-অণ্‌। স্বরূপকর কীটভেদ।

পেশস্কারী (স্ত্রী) পেশস্কার-স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। রূপকর্ত্রী। "পতিং নিরুক্ত্যৈ পেশস্কারী।" (শুক্ল যজু ৩০।৯) 'পেশস্কারীং রূপকর্ত্রীং' (মহীধর)

পেশস্কৃৎ (পুং) পেশো রূপান্তরং করোতীতি পেশস্‌-কৃ-কিপ্‌ (হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্‌। পা ৬।১।৭১) ইতি তুগাগমঃ। কীটবিশেষ, চলিত—কুমীরকে পোকা। এই কীট যে কোন

* 'পেশবা' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ১১০২ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনই প্রথমে 'মন্ত্রী' উপাধি স্বরূপ এই "পেশবা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কীটকে ধরে, সেই সকল কীটই নিজ রূপ পরিত্যাগ করে, এইজন্য এই কীটের নাম পেশস্কৃৎ হইয়াছে।

"কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥"(ভার° ১১।৯।২৩)

পেশা (পারসী) ব্যবসা।

পেশাদার (পারসী) যে পেশা করে, যে অপরের নিকট অর্থ লইয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন করে।

পেশাদারী (পারসী) পেশাদারের কার্য্য।

পেশাবর, (পেশোয়ার) পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীনে কমিসনর-শাসিত একটী বিভাগ। অক্ষা° ৩২° ৪৭´ হইতে ৩৫° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৩৪´ হইতে ৭৪° ৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পেশাবর, হাজারা ও কোহাত জেলা এবং খাইবার গিরিসঙ্কট হইতে লুন্দীকোটাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধশাসিত পার্ব্বত্যজাতির আবাসভূমি এই বিভাগের অন্তর্গত। ভূ-পরিমাণ ৮৩৮১ বর্গমাইল। উত্তর ও পশ্চিমসীমায় আফগানরাজ্য ও পর্ব্বতবাসী স্বাধীন-সামন্তরাজ্যসমূহ, পূর্ব্বে কাশ্মীর এবং দক্ষিণভাগে রাবলপিণ্ডি ও বাণুজেলা। সমগ্রবিভাগে ১৬টী নগর ও ২২২৪টী গ্রাম দেখা যায়। এখানকার লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আফগানযুদ্ধসজ্জা, রেলপথ-স্থাপন ও স্বাতনদীর কাটা-খাল নির্ম্মাণ, জনতাবৃদ্ধির এক মাত্র কারণ। অধিবাসিবৃন্দের শতকরা ৯৩ জন মুসলমান, উহারা শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান প্রভৃতি বিভিন্নমতাবলম্বী। অবশিষ্ট হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টান।

নগর ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী, কতক লোক গবাদি চরাইয়া খায়। এতদ্ভিন্ন বাণিজ্য, মহাজনী, কারিগরী ও সৈনিকবৃত্তিদ্বারা অন্যান্য লোকে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সকল প্রকার রবি-শস্য ও হৈমন্তিক (খারীফ্) শস্যের চাষ এখানে প্রভূত পরিমাণে হয়। উপত্যকাবিশেষে এখানে উৎকৃষ্ট চাউল জন্মে। ইহাই 'পেশোয়ারী' চাউল নামে প্রসিদ্ধ। কোহাতে প্রায় ১৪টী লবণের খনি আছে, তন্মধ্যে জাত্তা, মল্‌গিন্, নরী, খড়ক ও বাহাদুর-খেল নামক স্থানের ৫টী খনিতে এখনও লবণ উত্তোলিত হয়। কাঁচা ও পাকা রাস্তা ব্যতীত উত্তরপঞ্জাব-রাজকীয়-রেলপথ পেশাবর নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এখানে ৪০টী দেওয়ানী ও ৪৭টী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন। অক্ষা° ৩৩° ৪৩´ হইতে ৩৪° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ২৫´ হইতে ৭২° ৪৭´ পূঃ। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুনদী হইতে খাইবার গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃতস্থানে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৫০৪ বর্গমাইল।

উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে সফেদ-কো ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা, দক্ষিণপূর্ব্বে সিন্ধুনদী এবং পূর্ব্বোত্তরে স্বাত ও বোনের পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতাদিতে পাঠানবংশীয় স্বাধীনজাতির বাস। জেলার মধ্য দিয়া কাবুল ও স্বাত নদী প্রবাহিত, উভয়ের পূর্ব্বে ওৎমাম, বুলাক, মর্দন ও হাস্তনগর (অষ্টনগর) এবং পশ্চিমদিকে দোয়াব, দাউদজৈ, পেশাবর ও নোসহর।

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পেশাবর উপত্যকা পরিপূর্ণ। চারিদিকের বিস্তৃত শৈলমালা যেন রঙ্গভূমির সোপানশ্রেণীবৎ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণদিকে খটক পর্ব্বতমালা ক্রমশঃই ৩ হাজার ফিট উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে ৭ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং ক্রমে কাবুলনদীর উপত্যকাভূমি অতিক্রম করিয়া খাইবার গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে মুল্লাধর নামক শৃঙ্গদেশ ৭০৬০ ফিট উচ্চ। কাবুলনদীর উত্তরাংশ হইতেই হিন্দুকুশ গিরিমালার বিস্তার। হিন্দুকুশ ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী নাতি-উচ্চ পর্ব্বতমালা স্বাত নামে পরিচিত। এই পর্ব্বতাবচ্ছিন্ন দেশসমুদায়ে যুসুফজৈ প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির বাস। হোতিমর্দ্দনের সন্নিকটস্থ করমার শৃঙ্গ ও পঞ্জপীর পর্ব্বত সাধারণের আবাসযোগ্য। কাবুল, স্বাত, কালাপাণি ও বাড় প্রভৃতি কএকটী স্রোতস্বিনী এই সকল পর্ব্বতের অববাহিকাদেশ ধৌত করিয়া সিন্ধুনদীতে আসিয়া মিলিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের প্রাকৃতিক অবস্থান হইতে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ আলোচনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, 'পোষ্ট টার্টিয়ারী' যুগপ্রারম্ভে এই উপত্যকাভূমি হ্রদে পূর্ণ ছিল। কালের ক্ষয়শীল আক্রমণে উহার রুদ্ধ জলনির্গমপথ উন্মুক্ত হইলে, ক্রমে সেই জলরাশি ঢালুপথে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। পেশাবরের বর্ত্তমান গর্ভগভীরতা, বালুকাসংযুক্ত পলির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তরাদির অবস্থান, ও আটকদুর্গের অনতিদূরে নদীর জল ভূমি দিয়া গমন হইতেই প্রকৃত ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম ও মধ্যভাগে কাবুল ও স্বাত-নদী-প্রবাহিত স্থানে বিস্তৃত চাষবাস হয়। অন্যত্র জলকষ্ট থাকিলেও সকল ঋতুতেই উৎকৃষ্ট ও প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে। পর্ব্বতাচ্ছাদিত পশ্চিম দিকের প্রাকৃতিক শোভা মনোহর। সুগভীর বনরাজী, ভীতিসঙ্কুল গিরিসঙ্কট ও সুপ্রাচীন চূড়াশোভিত মসজিদ সকল পর্ব্বতশিখরদেশসমূহে মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে। সম্মুখদিকে শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্রাদি ও পশ্চাদ্ভাগে সুদূরদেশস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বতচূড়াগুলি রজতাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাশালী দেখাইতেছে। আটক নগরের উত্তর কাবুল ও সিন্ধুনদীতে সোণা পাওয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ ও আশ্বিন কার্ত্তিকে নৌকাবাহিগণ সাধারণতঃ

স্বর্ণরেণু ধৌত করিয়া বাহির করে। স্বর্ণব্যতীত এখানে কঙ্কর এবং বাজোরে লৌহ, সুরমা, চাথড়ি প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। মনেরির নিকট জরদবর্ণের এক প্রকার মর্ম্মর প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহাতে স্ফটিকের মালা ও চুড়ী প্রভৃতি অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যুসুফজৈ ও হস্তনগরের সমীপবর্ত্তী এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় বনমধ্যে তুত, শিশু, শিরিষ, ঝাউ, চকোর, শাল প্রভৃতি নানা জাতীয় মূল্যবান বৃক্ষসমূহ জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল অরণ্য-বিভাগে হরিণ, শূকর, উরিয়াল, মারখোর, চিতা, নেকড়ে, হায়না, শৃগাল ও নানাজাতীয় পক্ষীর বাস আছে। স্থানীয় অধিবাসী ও নানাস্থানের শীকারীগণের উপদ্রবে এখানকার পশুসংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। সম্রাট্ বাবর এখানে গাণ্ডার-শীকারে আসিয়াছিলেন। [গণ্ডার দেখ।]

আর্য্য হিন্দুগণের ভারতাধিষ্ঠান হইতেই পেশাবর উপত্যকার ইতিহাস আরম্ভ। মহাভারতাদিতে এই স্থান গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় গন্ধার-রাজগণ পেশাবর নগরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইহার পরুষকস্থলী ও পুরুষপুর নাম ছিল, মুসলমান আধিপত্যে এইরূপ বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পেশাবর রাজ্য সেন্‌কল-বংশীয়গণের অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত বংশীয় রাজন্যগণ পারস্য-সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষকে শত্রুর আক্রমণ ও বৈদেশিককে করদান হইতে রক্ষা করিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দে তাঁহারা রাজপুতবংশীয় কেদরাজকে* (Keda Raja) পেশাবর-বিজয়ে বিমুখ করিয়াছিলেন। আলেকসান্দর পুরুরাজকে পরাজিত করিবার মানসে এ প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, এখানকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ বাঁধা দিয়াছিল। যুসুফ্‌জৈ বিভাগের শেরগড়ের সন্নিকটে প্রাপ্ত সম্রাট্ অশোকের অনুশাসন হইতে এপ্রদেশে তাঁহার শাসনবিস্তার কল্পনা করা যায়। ১৬৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বৌদ্ধ-বিতাড়নপ্রসঙ্গে পুষ্পমিত্রের প্রভাব পেশাবর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বক্ত্রিয়া-রাজ মিলিন্দের (Menander) সময়ে সিন্ধুতীরে গ্রীকগণের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। তদ্বংশধর বোক্রাত (Eucratides, 145 B. C.) পঞ্জাব পর্য্যন্ত নিজ রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে শকনরপতিগণের অভ্যুদয়ে খোরাসান, আফগান, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ একটী রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। শকনৃপতিগণের প্রভাব দূর হইলে, এস্থান খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দ পর্য্যন্ত লাহোর ও দিল্লীর হিন্দুরাজগণের অধীনস্থ থাকে। মসুদী, আবুরিহান্ ও অল্‌বেরুনি প্রভৃতি আরবভৌগোলিকগণ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে এ স্থানের পর্শাবর (পরশাবর) নামোল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দে সম্রাট্ বাবরের লিপিমালায় পর্শাবর নাম পাওয়া যায়। সম্রাট্ অকবর পর্শাবরের অর্থবোধে অক্ষম হওয়ায় 'পেশাবর' বা সীমান্তনগর নাম রাখিয়া দেন।

আরিয়ানের বর্ণনায় জানা যায়, আলেকসান্দর-সেনানী হিফাষ্টিয়ান্ হস্তীকে (Astes) পরাজিত করিয়া পুষ্কলাবতী অধিকার করেন[১]। চিংতি-অনুবাদিত বসুবন্ধুচরিতে গান্ধার রাজ্যের রাজধানী পুরুষপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ৪০০ খৃষ্টাব্দে ও সুঙ্গ্-যুন্ ৫২০ খৃষ্টাব্দে পেশাবর নগরে আসিয়াছিলেন[২]। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এ প্রদেশে আগমন করেন। তিনি এই রাজধানীকে পুরুষপুর (পো-লু-ষ-পু-লো) নামে অভিহিত করিয়া এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[৩]। তাঁহারই বিবরণ হইতে আমরা অবগত হই যে, তাঁহার ভারতাগমনকালে এই গান্ধার-রাজ্যের কতকাংশ কপিশ বা কাবুলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর বর্ণনা (৬৩০ খৃ অঃ) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুরুষপুর রাজধানীর বেড় ৪০ লি বা প্রায় ৬৷৷০ মাইল; পূর্ব্বতন রাজবংশ লোপ হওয়ায়, কপিশ-রাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এই প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; নগর ও গ্রামাদি শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, একমাত্র পুরুষপুর-রাজপ্রাসাদের নিকটে প্রায় হাজার ঘর লোকের বসতি। এস্থান ফল, পুষ্প ও কলায়ে পূর্ণ। ইক্ষুরস হইতে দেশবাসীরা মিছরি প্রস্তুত করে। এখানে নারায়ণদেব, অসঙ্গবোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব, ধর্ম্মত্রাত, মনোহিত ও আর্য্য পার্শ্বিক প্রভৃতি বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এখানে বিদ্যাচর্চ্চা এতই প্রবল ছিল যে, হিউএন্‌সিয়াং দেশবাসিগণকে ভীরু ও কোমল স্বভাবাপন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায় ব্যতীত তথায় অন্যান্য সম্প্র-

* ইনি দরায়ুসের পিতা বিস্তাস্পের সমসাময়িক।

(১) পুষ্কলাবতী দেখ। স্বাত-নদী তীরবর্ত্তী হস্তনগরের (Hashta nagar) ধ্বংসাবশেষই পুষ্কলাবতীর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন। বৌদ্ধাধিপত্যে এই স্থান নানা স্তূপে ভূষিত হইয়াছিল।

(২) Beal's Travels of F. H. & S. Y, p 34 ; and Bud. Rec. of West. World, Vol I. ফা-হিয়ান্ পুরুষ (ফো-লু-ষ) নামাভিধানে পেশাবর নগরের উল্লেখ এবং সুঙ্গ্‌যুন্ কনিষ্কস্তূপের বিবরণ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।

(৩) S. Jullien's Mem. de H. T. t 1, p 104.

দায়েরও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ কীর্ত্তিসমূহের নিদর্শনস্বরূপ লতাগুল্মাচ্ছাদিত ও ধ্বংসাবশিষ্ট এক হাজার সঙ্ঘারাম দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ স্তূপই কালের ক্রোড়ে শায়িত। রাজধানী মধ্যে যে কয়টী অমূল্য বৌদ্ধ কীর্ত্তি রহিয়াছে, পরিব্রাজক তাহাদেরই যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছেন,—১ ভিক্ষাপাত্র-স্তূপ[৪], ২ পিপুল বৃক্ষ[৫], ৩ কনিকস্তূপ,[৬] ও সঙ্ঘারাম[৭] বৌদ্ধকীর্ত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি ও পূর্ব্বতন বৌদ্ধযুগীয় প্রস্তরস্তম্ভাদিও আছে। আলেকসান্দরের পঞ্জাববিজয়ের পর এখানে গ্রীকজাতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎকালের খোদিত মূর্ত্তি বা অপরাপর কীর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ ও গ্রীক ভাবে পরিপূর্ণ (Græco-Buddhistic sculpture)। পেশাবরের কোন বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নদেশে ২৭৪ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে[৮]।

পুস্তকাদি পাঠে আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে এস্থান হিন্দুপ্রধান ছিল। স্থানীয় ইতিবৃত্তে ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভেই আফগান বা পাঠানজাতির শুভাগমন সূচিত হইয়াছে, অতঃপর পেশাবর-উপত্যকা দিল্লীর হিন্দু-সাম্রাজ্য ও আফগানরাজ্যের মধ্যে পড়িয়া উভয়পক্ষীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। এ সময়েও আফগানগণ মহম্মদপ্রবর্ত্তিত ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তাহারা হাজারা ও রাবলপিণ্ডিবাসী গক্করজাতির সাহায্যে কাবুলনদীর দক্ষিণতীরস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিয়া বাস করে, কিন্তু হিন্দুগণ পেশাবর, হস্তনগর ও যুসুফজৈ প্রদেশে রাজত্ব করিতে ছিলেন। ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে খোরাসানরাজ সবক্তগিনের সহিত লাহোররাজ জয়পালের যুদ্ধ হয়। রাজা জয়পাল পরাজিত ও পলায়িত হইলে, সবক্তগিন্ পেশাবর অধিকার করিয়া তথায় ১০ সহস্র অশ্বারোহী নিযুক্ত রাখিয়া যান। তৎপুত্র সুলতান মাহ্মুদ[৯] অনেকবার পেশাবর উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাবলপিণ্ডির চচ-ক্ষেত্রে অনঙ্গপালের সহিত যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসে একটী ঘোর দুর্ঘটনা। মাহ্মুদ পেশাবরে থাকিয়াই ভারতাক্রমণের আয়োজন করিতেন, তৎপরে প্রায় শতাব্দীকাল ইহা গজনীরাজের অধীন থাকে[১০]।

মাহ্মুদের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে দিল্‌জাক নামক দুর্দ্ধর্ষ পাঠানবংশ এখানে অধিকার বিস্তার করে। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পর ঘোরের পাঠানবংশ সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত স্থান দখল করিয়া ছিল। কিন্তু দিল্‌জাকগণ কিছুতেই পেশাবর ছাড়িয়া দেয় নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই এখানে আফগানজাতি বাস করিতে আরম্ভ করে।

তৈমুরবংশধর উলুঘবেগ খথৈ পাঠানদিগকে[১১] কাবুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, যুসুফজৈ, গিগিয়ানি ও মুহম্মদজৈ নামক তিনটী জাতীয় নামে তাহারা পেশাবর উপত্যকায়

(৪) শাক্যবুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পর, তদীয় ভিক্ষাপাত্র নানাদেশ হইয়া অবশেষে কান্দাহারে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং তদুপরে একটী সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত হয়। সর হেনরী রলিন্‌সন্ বলেন, তথাকার মুসলমানেরা উহাকে পবিত্র কীর্ত্তিবোধে ভক্তি করিয়া থাকে। গৌতমবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রের এই অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণ হইতে প্রাচীন খৃষ্টান সন্ন্যাসিগণের নিকট গৌতম সেণ্ট-জোসাফৎ (বোধিসত্বের অপভ্রংশ) নামে পরিচিত ছিলেন, একথা মোক্ষমূলর প্রভৃতি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) হিউএন্-সিয়াং এই বৃক্ষকে ১ শত ফিট উচ্চ এবং তন্নিম্নে পূর্ব্ববর্ত্তী চারিবুদ্ধের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সুঙ্‌যুন্ এই বোধিবৃক্ষ (ফো-থি) ও তৎপার্শ্বস্থ মন্দির রাজা কনিষ্কের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল-সম্রাট্ বাবর ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে এই বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন।

(৬) রাজা কনিষ্কের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রস্তরস্তূপ। ফা-হিয়ান্ ইহাকে ৪ শত ফিট উচ্চ এবং হিউএনসিয়াং উহাকে ৫ তল ও তদপেক্ষা অধিক উচ্চের প্রায় হাজার হাত (১।০ লি) পরিধিবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার আগমনকালে এখানে অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। হিউএন্-সিয়াং এই স্তূপকে অগ্নিদগ্ধ দেখিয়াছিলেন।

Beal's Bud. Rec. West. World, Vol. 1. p. 101-3.

(৭) ইহাও মহারাজ কনিষ্ক কর্ত্তৃক উক্ত বৃহৎ স্তূপের পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিচিত। হিউএন্‌সিয়াং যখন এখানে আসেন, তখনও সঙ্ঘারামের ভগ্নপ্রায় দ্বিতল গৃহাদি অবশিষ্ট ছিল। হিউএন্‌সিয়াং হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণকে এই সঙ্ঘারামে বিদ্যাভ্যাস করিতে দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। Journ. As. Soc. Beng, 1849, p. 494.

(৮) উহাকে কনিষ্কসংবতের (শক) অব্দ ধরিয়া লইলে ৩৫১-২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গণ্ডফেরিশের (Gondaphares) তফৎ-ই বহির শিলালিপিতে ১০৩ সংবৎ পাওয়া যায়। গণ্ডফেরিশরাজের প্রচলিত মুদ্রা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রচলিত সংবতাব্দ যে বিক্রমাব্দ (B. C. 57) অথবা অন্য কোন অব্দ সূচক হইবে এবং তিনিও যে বিক্রম সম্বৎ বা তৎসাময়িক কোন ঘটনা-সমাশ্রিতকাল গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। (Ind. Ant. XVIII. p. 257.)

(৯) ইঁহারই যত্নে পাঠানগণ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে ভারতাধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। [মাহ্মুদ দেখ।]

(১০) গজনী হইতে লাহোর পর্য্যন্ত গজনীরাজ্যের বিস্তার হয়। পেশাবর উক্তরাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে। মাহ্মুদ ভারত হইতে যাহা কিছু লুটিয়া লইতেন, সকলই পেশাবর দিয়া যাইত। তাঁহার এই উপর্য্যুপরি আক্রমণে ও লুণ্ঠনে এই স্থান ক্রমশঃই জনমানবহীন ও ব্যাঘ্রগণ্ডারাদিতে পূর্ণ হইয়া যায়।

(১১) ভ্রমণকারী পাঠান জাতিভেদ।

আসিয়া বাস করে। দিল্‌জাক্‌গণ তাহাদের বাসের জন্য কতকটা অনুর্ব্বর জমী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অনতিবিলম্বে উভয়দলে বিবাদ বাধে। আতিথ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহারা দিল্‌জাকদিগকে হাজারা অভিমুখে তাড়াইয়া দেয়। গিগিয়ানিগণ স্বাত ও কাবুলনদীর সঙ্গমস্থলে, মুহম্মদজৈগণ হস্তনগরে এবং যুসুফজৈগণ যুসুফ্‌জৈর উর্ব্বরক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে।

এইরূপে তিনটী স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত হইয়া পাঠানগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছিল। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্‌ বাবর দিল্‌জাক্‌ সর্দ্দারগণের সহিত মিলিত হইয়া এই পাঠান-জাতিত্রয়কে বশে আনিয়াছিলেন। বাবর ও শেরশাহবংশীয়গণের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে পেশাবরের ভাগ্যে অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া ছিল। হুমায়ুন দিল্‌জাকদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক মাত্র অকবরশাহের বিশাল সামদণ্ড পেশাবরকে শত্রুবিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজহান্‌ ও অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে পেশাবরবাসিগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিল্লীসিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে অরঙ্গজেবের রাজ্যকালেই পাঠানেরা বিদ্রোহী হইয়া মোগল-অধীনতা-পাশ উন্মোচন করিতে সমর্থ হয়।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নাদিরশাহের করতলগত হয়। পরবর্ত্তী দুরাণীরাজবংশের অধিকারকালে কাবুলরাজসরকারের কার্য্যাদি পেশাবর রাজধানীতেই সমাহিত হইত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তৈমুরশাহের মৃত্যুতে আফগানরাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ভাগ্যবশে পেশাবরকেও সেই বিপ্লবে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবসর বুঝিয়া শিখগণ মুসলমান শত্রুর প্রতিহিংসা-সাধনে অগ্রসর হইলেন এবং উন্মুক্ত কৃপাণে তাঁহারা (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) পর্ব্বতের পাদ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান পদদলিত করিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শিখযশোভাতি নির্ব্বাপিত করিতে আজিম খাঁ কাবুল হইতে পেশাবর অভিমুখে অগ্রসর হন; কিন্তু রণজিৎ কর্তৃক পরাহত হইয়া তাঁহার পদে রাজদণ্ড রক্ষা করিয়াছিলেন। রণজিৎ কেবলমাত্র রাজস্বের ভিখারী ছিলেন, শাসনকার্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরাজিত রাজগণ তাঁহাকে উপযুক্ত নজরাণা অথবা রাজকর দান করিয়া অব্যাহতি পাইতেন[১২]। যথা সময়ে রাজকরপ্রেরণে অসমর্থ হইলে, তাহাদের রাজ্য ছারখার হইত, লুণ্ঠনদ্রব্যে শিখরাজকোষ পূর্ণ হইয়া যাইত। আফগান ও শিখসৈন্যের কিছুকাল যুদ্ধের পর পেশাবরে শিখ-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সর্দ্দার অবিতাবিলে (General Avitabile) এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এখানকার সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অনেক কষ্টে জেনারল নিকলসন নৌসহর ও হোতিমর্দ্দানের সিপাহীগণকে পরাজিত করেন। পলাতকের মধ্যে যাহারা বন্দীভাবে আনীত হইয়াছিল, ইংরাজরাজ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া অথবা কামানমুখে উড়াইয়া তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন।

৩ পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। পেশাবর রাজধানী হইতে খাইবার গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৩৭৪ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগীয় সদর। বারানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪°১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৬´ ৪০´´ পূঃ। স্বাত ও কাবুলসঙ্গম হইতে ৬॥০ ক্রোশ, জমরুদ দুর্গ হইতে ৫।০ ক্রোশ ও লাহোর রাজধানী হইতে ১৩৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহাই প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতেছে। [জেলার ইতিহাস দেখ।] বর্ত্তমান নগরের গৃহবাটিকাদির গঠনকার্য্য তাদৃশ উপযোগী নহে। শিখ সর্দ্দার অবিতাবিলে এই নগরের চতুঃসীমা মৃত্তিকাপ্রাচীরে পরিবৃত করেন। নগর-প্রবেশের ১৬টী দ্বার আছে। দ্বার রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে প্রতিরাত্রে তোপধ্বনি হইয়া থাকে। 'কাবুল গেট' ৫০ ফিট প্রশস্ত।[১৩] সর হার্বাট এড্‌ওয়ার্ডিসের স্মরণার্থ ইহা পুন-র্নির্ম্মিত হয়। নগরের মধ্যস্থলে একটী গাঁথা খাল প্রবাহিত, তদ্দ্বারা প্রক্ষালনাদি ধৌতকার্য্য সম্পন্ন হয়। পানের জল ইদারা হইতে উঠান হয়। প্রাচীন গৃহাদি উপর্য্যুপরি যুদ্ধবিপ্লবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি মসজিদ্‌ নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হয়, বর্ত্তমান ঘোর-খত্রি নামক বৃহৎ বাটিকা সেই সঙ্ঘারামের উপর নির্ম্মিত। এখন উহা সরাই ও তহশীলের কাছারীর জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীরের বহির্ভাগে উত্তরপশ্চিমদিকে বালা-হিসারের প্রাচীন দুর্গ[১৪]। নগরের দক্ষিণপশ্চিমে বানামরি বাঘবন ও বাঘশাহী নামক উপকণ্ঠে নানা জাতীয় ফল জন্মে। নগরবাসিগণ সানন্দে তত্তৎ প্রদেশে বিচরণ করিয়া থাকে।

(১২) মহারাজ রণজিতের আদেশে খড়্গসিংহ পেশাবরে পাঠানরাজ য়ার-মহম্মদকে পরাজিত করেন। য়ার মহম্মদ রণজিতের পদে উপযুক্ত নজরাণা দিয়া নিষ্কৃতি পান।

(১৩) কাবুল হইতে এই দ্বার পর্য্যন্ত একটী সোজা রাস্তা আছে।

(১৪) ইহা চতুষ্কোণ। ইহার পর্য্যাণক ইষ্টকনির্ম্মিত দেউল সমতলক্ষেত্র হইতে ৯২ ফিট উচ্চ এবং দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখস্থ মৃত্তিকাস্তূপ ৩০ ফিট। চারিকোণে চারিটি বুরুজ, প্রত্যেকটীতে ৩টী কামান সজ্জিত আছে।

নগরের একক্রোশ পশ্চিমে পেশাবরের বিখ্যাত গোরাবাজার (Military Cantonment) অক্ষা° ৩৪°০´১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১°৩৪´৪৫´´ পূঃ। ১৮৪৮-৯ খৃঃ অব্দে এই নগর ইংরাজের অধীন হয়। দুরাণী সর্দ্দার আলী মর্দ্দানখাঁর উদ্যানবাটিকাতেই রেসিডেণ্টের আবাস। দপ্তরখানা ও রাজকোষ এই গৃহেই বর্ত্তমান। গোরাবাজারের সেনানিবাস তিন সারে সজ্জিত। সমগ্র স্থানের বেড় প্রায় ৪।০ ক্রোশ। নৌসহর, জমরুদ ও চেরাটের কেল্লা ইহার অধীন।

কাবুল, বোখারা ও মধ্য এসিয়ার অন্যান্য রাজ্যের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের ইহা কেন্দ্রস্থান। বিলাতী বস্ত্র, শাল, চিনি, ঘৃত, লবণ, গম, তৈল, শস্যাদি, ছুরি, কাঁচি ও শল্মার কারুকার্য্য প্রভৃতি দ্রব্য ভারত হইতে মধ্য এসিয়া, এবং কাবুল, বোখারা ও বজৌর নগরে প্রেরিত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে কাবুল প্রভৃতি নানাদেশোৎপন্ন বোখারার চর্ম্ম, অশ্ব, অশ্বতর, রেশম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, পশম, ওষধি, পুস্তিন্, চোগা, স্বর্ণ মুদ্রাখণ্ড, সোণা ও রূপার সূতা ও ফিতা প্রভৃতি দ্রব্য প্রথমে পেশাবরে প্রবেশ লাভ করে। তথা হইতে পঞ্জাব, কাশ্মীর, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পেশি (পুং) পিশ (হৃপিশীতি। উণ্ ৪।১১৮) ১ শতকোটি। (স্ত্রী) ২ মাষবিদল। ৩ অণ্ড, ডিম্ব। ৪ অঢ়কাদি দ্বিদল। (বৈদ্যকনি°) ৫ আম্রাদি শলাটি, আমচূর প্রভৃতি। ৬ খণ্ডীকৃত আর্দ্রক শলাটি। (বাভট চিকি° ৭ অঃ)

পেশিতৃ (ত্রি) প্রতিমাদির অবয়বকর্ত্তা। "দেবলোকায় পেশিতারম্" (শুক্ল° যজু ৩০।১২) 'পেশিতারং পেশ অবয়বে পিংশতীতি পেশিতারম্ প্রতিমাত্ববয়বকর্ত্তারম্' (বেদদীপ)

পেশী (স্ত্রী) পিশ-ইন্ বা ঙীষ্। ১ অণ্ড, ডিম্ব। ২ বজ্র। ৩ মাষবিদল। ৪ সুপক্ব কলিকা। (সুশ্রুত উত্তরত° ৪০ অঃ) ৫ মাংসী। ৬ খড়্গাপিধান, খাপ। ৫ নদীভেদ। ৬ পিশাচীভেদ। ৭ রাক্ষসীভেদ। (শব্দরত্না°) ৮ বাদ্যবিশেষ।

"তথা ভের্য্যশ্চ পেশ্যশ্চ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥" (ভারত ৬।৪২।৩)

৭ মাংসপিণ্ডী। ৮ গর্ভাবেষ্টনচর্ম্মময় কোষ।

"বিন্দু মাংসাদয়োঽবস্থাঃ শুক্রশোণিতসম্ভবাঃ।
যাসামেব নিপাতেন কললং নাম জায়তে॥
কললাৎ বুদ্বুদোৎপত্তিঃ পেশী চ বুদ্বুদাৎ স্মৃতা॥"
(ভারত শান্তি° ৩৩২ অঃ)

মাংসপিণ্ডীকে পেশী কহে। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—পেশী প্রত্যঙ্গ মধ্যে পরিগণনীয়। সমুদায়ে পেশীর সংখ্যা পাঁচশত। ইহার মধ্যে হস্তপাদে চারিশত এবং কোষ্ঠে, ৬৬, গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে ৩৪ এই একশত। প্রতি অঙ্গুলিতে তিন করিয়া পনর, পায়ের উপরিভাগে দশ, কূর্চ্চদেশে দশ, পদতলে ও গুল্‌ফদেশে দশ, গুল্‌ফ ও জানু উভয়ের মধ্যস্থলে বিংশতি, জানুতে পাঁচ, উরুদেশে বিংশতি, এবং বঙ্ক্ষণে দশ। এইরূপে প্রত্যেক পাদে একশত করিয়া দুইশত, এবং হস্তদ্বয়ের পেশীর সংখ্যা ও অবস্থানপদের সদৃশ। এইরূপে চারি হস্তপদে চারিশত পেশী।

পায়ুদেশে তিন, মেঢ়্রে এক এবং মেঢ়্রদেশের সেবনীর স্থানে এক, মুষ্কদ্বয়ে দুই, দুই নিতম্বে পাঁচ করিয়া দশ, বস্তির উপরিভাগে দুই, উদরে পাঁচ, নাভিতে এক, পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে পাঁচ করিয়া দশ দীর্ঘ ভাবে সন্নিবিষ্ট, উভয় পার্শ্বে ৬টী, বক্ষঃস্থলে দশ, স্কন্ধ সন্ধির চতুর্দ্দিকে সাত, হৃদয় ও আমাশয়ে দুই, যকৃৎ, প্লীহা ও উণ্ডুকে ছয়, গ্রীবাতে চারি, হনুতে আট, কাকলকে ও গলদেশে এক করিয়া দুই, তালুতে দুই, জিহ্বাতে এক, ওষ্ঠদ্বয়ে দুই, নাসিকাতে দুই, চক্ষুতে দুই, গণ্ডদ্বয়ে চারি, কর্ণদ্বয়ে দুই, ললাটে চারি এবং মস্তকে এক। শরীরের এই সকল স্থানে পাঁচশত পেশী অবস্থিত। শরীরের শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব এবং সন্ধি সমস্ত পেশীদ্বারা আবৃত থাকাতেই কার্য্যক্ষম হয়। স্ত্রীলোকের শরীরে ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিংশতি পেশী আছে। তাহার মধ্যে স্তনদ্বয়ে পাঁচ করিয়া দশ। যৌবনকালে এই সকল পেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপত্য পথে চারি, তাহার মধ্যে ঐ পথের মুখে দুই ও বাহিরে দুই, গর্ত্তচ্ছিদ্রে তিন এবং শুক্রশোণিতের প্রবেশের পথে তিন। পুরুষের মুষ্কদেশে যে সকল পেশী থাকে, স্ত্রীলোকের শরীরে সেই সকল পেশী অন্তর্ভূত ফলকোষ (গর্ভাশয়) আবৃত করিয়া থাকে।
(সুশ্রুত শারীরস্থা° ৫ অঃ)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতেও মানবদেহ পেশীমণ্ডিত, এজন্যে দেহযষ্টির অপর একটী ইংরাজী নাম Muscular System। যে সকল পেশীদ্বারা শারীরিক অংশসমূহ সঞ্চালিত বা প্রসারিত হয়, তাহাদিগকে Tensor এবং উত্তোলনকারী পেশীগুলি Levator নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা স্থিতিস্থাপক, রক্তাভ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুময় পদার্থ (Myoline) দ্বারা আচ্ছাদিত। শরীরমধ্যস্থ মাংসপেশীগুলি অস্থির সহিত কণ্ডার (Tendon) সহযোগে গ্রথিত। পেশীচ্ছেদ (Myotomy) দ্বারা জানা যায় যে, পেশীতে জলের ভাগ অধিক এবং জীবিত দেহে ইহা প্রায় অর্দ্ধস্বচ্ছ। কতকগুলি পেশী অনুপ্রস্থ (Transversalis) ও কতকগুলি ত্রিশীর্ষ (Triceps) অবস্থায় শরীর মধ্যে প্রলম্বিত রহিয়াছে। প্রত্যেক পেশীতন্তু যেরূপ ঝিল্লী (Myolemma) দ্বারা আচ্ছন্ন, তদ্রূপ এক একটী পেশী-

খণ্ডও ঝিল্লী (Aponeurosis) সম্বদ্ধ আছে। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর পেশী শরীর মধ্যে বিদ্যমান। তন্মধ্যে কতকগুলি মানবেচ্ছায় সঞ্চালনক্ষম (Voluntary) এবং অপরগুলি ইচ্ছাক্রমেও সঞ্চালিত হয় না (Involuntary)। অন্নবহা-নালী, মূত্রাশয়, জননেন্দ্রিয়, ধমনী, শিরা ও লসিকানালীসমূহের প্রাচীর-স্থানে অচল ও অবশিষ্টাংশে সঞ্চালনক্ষম পেশীই বর্ত্তমান দেখা যায়।

ডাক্তারি-মতে পেশীর সংখ্যা প্রায় আয়ুর্ব্বেদ মতের সমান, তবে যে গুলির ক্রিয়া সাধারণতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদের যথাসম্ভব তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। করোটী-প্রদেশের ১ ললাট ও পশ্চাৎ কপালের (Occipito frontalis) পেশী দ্বারা ভ্রূযুগলের উত্তোলন, ললাটের আকুঞ্চন ও মুখমণ্ডলের বিভিন্নভাব প্রকাশিত হয়। ২, দুইটী মস্তকপেশী (Recti Minoris) ; ৩ অক্ষিপুটপেশীর সাহায্যে আমরা নয়নমুদ্রণে সমর্থ হই। ৪ ভ্রূসঙ্কোচক পেশী, ৫ অক্ষিপুটাগ্র আকর্ষক পেশী, ৬ অক্ষিপল্লবের উর্দ্ধোত্তোলক পেশী, ৭ অক্ষিগোলকের উর্দ্ধপেশী, ৮ তন্নিম্নপেশী, ৯ অক্ষিঘূর্ণনপেশী (Trochlearis) এবং ১০ অক্ষিগোলককে পশ্চাৎ ও বহির্দ্দিকে ঘূর্ণন এবং কনীনিকাকে অক্ষিকোটরের বাহ্য ও উর্দ্ধকোণে নয়নকারী পেশীগুলি প্রধান।

সমস্ত মুখমণ্ডলের মধ্যে নাসিকায় ৩, ওষ্ঠে ৬, অধরে ৪, হনুতে ৫, কর্ণে ৩, কর্ণাভ্যন্তরে ৪, গ্রীবায় ৩৩, তালুতে ৮ এবং পৃষ্ঠদেশে ৭, বক্ষে ৫, উদরে ৬, বিটপে ৮ (স্ত্রীলোকদিগের ৭টী মাত্র), উর্দ্ধশাখার স্কন্ধে ও প্রগণ্ডে ১৫, প্রকোষ্ঠে ২২, হস্তে ১১ ও সকৃথি বা নিম্নশাখার ৫২টী পেশীই প্রধান, এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় দ্বিশতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখাযুক্ত পেশী আছে। নাসিকাদেশে যে তিনটী পেশী আছে, তদ্দারা নাসিকার নমনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ওষ্ঠস্থ পেশীসমূহের মধ্যে কোনটী মুখ বুজিতে, কোনটী নাসা ও ওষ্ঠ তুলিতে সমর্থ। কোনটীর দ্বারা মুখের দুইকোণ ভিতরে, কোনটীর দ্বারা উর্দ্ধে আকর্ষণ করা যায়। একটীতে হাস্যক্রিয়া সাধিত ও অপরটীর দ্বারা নাসাপুট বদ্ধ করিতে পারা যায়। অধরস্থ পেশীসমূহের মধ্যে কোনটী অধরকে উর্দ্ধে ও কোনটী নিম্নে আকর্ষণ করে। অধঃ মাঢ়িপ্রদেশের পেশী (Menti), চর্ব্বণপেশী (Masseter), তূরীধ্বনি-পেশী (Buccinator), প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যশীল। গ্রীবাদেশের পেশীগুলিদ্বারা গ্রীবাদেশের ত্বক্ আকুঞ্চিত ও মুখ নমিত হয়। মস্তকের সঞ্চালক পেশী (Sterno-Cleido-Mastoidus), জত্রুপেশী (Clavicle), উরোরহিত পেশী (Sterno thyroid), স্কন্ধাস্থিপেশী (Trapezius), কণ্ঠত্রিক (Sterno mastoid clavicle) এবং স্কন্ধদেশ জিহ্বামূলাস্থি (Os hyoides) পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রীবাপেশীই (Omohyoidus) বিশেষ কার্য্যকারী। জিহ্বাস্থ পেশীসমূহ (Mesoglossi) জিহ্বামূলাস্থির নমন, ভিতরে বা বাহিরে আকর্ষণ ও উত্তোলনাদি কার্য্যক্ষম। কোন একটা পেশী-দ্বারা জিহ্বার পার্শ্বে বা বাহিরে সঞ্চালন ও অবনমনক্রিয়া সাধিত হয় ; এজন্য উহার একটী সাধারণ নাম Polychrestus, জিহ্বামূল ও নিম্ন হনূর মধ্যস্থলের জিহ্বাপেশী Genio-glossus নামে খ্যাত।

তালব্যপেশী কোমল তালু উত্তোলিত করে। প্রত্যেক পেশীর কার্য্য স্বতন্ত্র। কেহ তালুকে টানে, কেহ আলজিহ্বা উত্তোলন করে। কোনটী তালু অবরোধ করে, কোনটী বা গলাধঃকরণে সহায়। আর একটী পেশীর দ্বারা পশ্চাদ্দিকের নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ করিতে পারা যায়।

মেরুদণ্ডের সম্মুখ প্রদেশের দুইটী পেশীদ্বারা মস্তক অবনত হয়। অন্য পেশীদ্বারা মস্তক দুইপার্শ্বে আকৃষ্ট হইয়া যায়। অপর একটী পেশীদ্বারা গ্রীবাবলম্বী কশেরুকাসমূহের আকুঞ্চন ও ঈষৎ ঘূর্ণন সম্পাদিত হয়। দুইটী পেশী গ্রীবাকে পার্শ্বে আনমন বা প্রথমপর্শুকা উত্তোলন করিতেছে। অন্য পেশীদ্বারা গ্রীবা পশ্চাদ্দিকে অবনমিত বা দ্বিতীয় পর্শুকা উত্তোলিত হইতেছে। মেরুদণ্ডের পশ্চাৎপ্রদেশের একটী পেশীদ্বারা মস্তক বহির্দ্দিকে এবং অপর একটীর দ্বারা পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট ও অল্প ঘূর্ণিত হইতেছে। অন্য পেশীর সাহায্যেও মস্তক ঐরূপে ঘুরিতে ফিরিতে সক্ষম।

যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বাক্য উচ্চারণে বা স্বরলহরীর উত্তান ও বিক্ষেপণে সমর্থ হই, সেই স্বরযন্ত্রের তন্ত্রীগুলিকে লম্বিতভাবে টানিয়া রাখিতে একটী পেশী আছে। অন্য একটী পেশী স্বরতন্ত্রী টানিয়া রাখিয়া তাহার উপাস্থিকে বাহিরদিকে ঘুরাইয়া থাকে। আর একটী স্বরতন্ত্রীগুলিকে ছোট ও শিথিল করিয়া দেয়। পৃষ্ঠদেশ ও পৃষ্ঠবংশে সংলগ্ন পেশীগুলির একটী দ্বারা মস্তক বহির্দ্দিকে আকৃষ্ট হয়। অপর পেশীর সাহায্যে উর্দ্ধ-বাহুকে নিম্ন ও পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ, কিংবা পর্শুকাগুলিকে উত্তোলন এবং দেহকাণ্ডকে সম্মুখদিকে আকর্ষণক্ষম দেখা যায়। অপর একটী পেশী (Supinator) বাহুকে উর্দ্ধোত্তোলনে সমর্থ। অংসপেশীদ্বারা অংসের কোণ উত্তোলন, অপরটী দ্বারা তাহার বাহিরে ও উর্দ্ধে আকর্ষণ এবং অন্য একটী দ্বারা অংস উর্দ্ধ ও পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। শ্বাসগ্রহণকালে একটী পেশী পর্শুকাগুলিকে উত্তোলিত রাখে ও অপরটী শ্বাসত্যাগ-সময়ে পর্শুকা সকলকে অবনমিত করে। কোন একটী পেশী মস্তককে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রীবা উন্নত রাখে। চারিটী পেশীর সাহায্যে পৃষ্ঠবংশ সোজা রাখিয়া দেহকাণ্ডটী পশ্চাদ্দিকে বক্র রাখিতে পারা যায়। একটী দ্বারা পৃষ্ঠবংশ ঋজু, অপর

দুইটী দ্বারা গ্রীবা সোজা, আর একটীর সাহায্যে মস্তকস্থিতি এবং অপর একটী দ্বারা মস্তককে ঘুরাণ ফিরাণ শক্তিবিশিষ্ট দেখা যায়। একটী গ্রীবাস্থ মেরুদণ্ড স্থির রাখে ও অপর তিনটী পৃষ্ঠবংশ সোজা রাখিয়া ঘুরাইতে সমর্থ হয়।

বক্ষপ্রদেশের একটী পেশী শ্বাসগ্রহণকালে পঞ্জরগুলিকে তুলিতে ও বহির্দিকে উল্টাইতে পারে। অপর একটী পেশী শ্বাসত্যাগকালে বক্ষের পর্শুকাগুলি নমিত ও পর্শুকার উপাস্থি-সমূহ সম্মুখে উত্তোলিত করে। অন্য একটী দ্বারা শ্বাস গ্রহণে সাহায্য পাওয়া যায়। শ্বাস ত্যাগ করিবার সময় কোন একটী পেশী উপাস্থিগুলিকে নিম্নে আকর্ষণ ও অপরটী পর্শুকাগুলি উত্তোলিত করে। বক্ষঃ উদরের মধ্যস্থলে ব্যবধানরূপে একটী পেশী (Diaphram বা Midriff) আছে। উদরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমুদয়কে চাপিয়া রাখিতে ও বক্ষঃস্থলকে বস্তির উপর অবনত রাখিতে দুইটী পেশী বিদ্যমান আছে। অপর কয়টী পেশীই বক্ষকে বস্তির উপর বা বস্তিকে বক্ষের উপর নমিত ও পার্শ্বভাবে নত ও উদরযন্ত্রকে সম্যক্ প্রকারে নিপীড়িত করিতে সমর্থ।

মানবদেহের দ্বারপথে পেশী আছে। আবশ্যক মতে যে গুলি মুদ্রিত হয়, তাহাকে বেষ্টক বা সঙ্কোচক (Sphincter) পেশী বলে। স্ত্রী বা পুরুষের বিটপদেশে যতগুলি পেশী আছে, তন্মধ্যে গুহ্যসঙ্কোচ-পেশীই (Sphincter Ani) মলদ্বার অবরুদ্ধ রাখে। মূত্রনালী পেশীর (Ejaculator) মধ্যে একটী মূত্র-নির্গম বৃদ্ধি ও শিশ্নের উত্থানসাধন এবং অপরটী পুংলিঙ্গের উত্থান সংরক্ষা করে। কোন পেশী সরলান্ত্রের নিম্নাংশ ও মূত্রাশয়কে ধারণ করে এবং প্রস্রাবের স্রোত রোধ করিয়া থাকে। শঙ্খাবর্ত্তপেশী শঙ্খাবর্ত্তকে ধারণ করে ও পশ্চাদ্দিকে বস্তির নির্গমপথ রোধ করিয়া রাখে। একটী পেশী যোনিকে সঙ্কুচিত রাখে এবং অপর একটী ভগাঙ্কুরকে উন্নমিত করে।

একটী বৃহৎ পেশী প্রগণ্ডকে সম্মুখে ও নিম্নাভিমুখে আক-র্ষণ এবং গর্ত্তে শ্বাসগ্রহণে পর্শুকাগুলিকে উত্তোলন করে। অপর গুলির মধ্যে শ্বাসগ্রহণকালে কেহ পঞ্জরাস্থি বা পর্শুকা-গুলি ও স্কন্ধাগ্রকে উত্তোলিত, কেহ জক্র অস্থি অবনমিত, কেহ বা প্রগণ্ডাস্থি সম্মুখপশ্চাতে উত্তোলিত ও আবর্ত্তিত করিতেছে। কোন পেশীদ্বারা প্রকোষ্ঠ আকুঞ্চিত ও চিৎ হইতেছে। নিম্ন বাহু আকুঞ্চিত ও প্রকোষ্ঠ প্রসারিত করিবার দুইটী স্বতন্ত্র পেশী আছে। বঙ্ক্ষণাস্থি (Ischium) হইতে জানুদ্বয়ের ঊর্দ্ধাস্থি (Femur) পর্য্যন্ত বিলম্বিত পেশী (Quadratus Femoris) ঊরুদেশকে শক্তিশালী এবং ঐ কুচ্কী হইতে নিতম্বাংশে বিস্তৃত Glutæus নামক মাংসপেশীত্রয় নিতম্বপ্রদেশকে দৃঢ়সংবদ্ধ ও সঞ্চালন-ক্ষম করিয়াছে। কটিদেশের উভয়পার্শ্বে-ই Psoas magnus ও Psoas parvus নামে দুইটী শ্রোণিপেশী আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমটী জানুদ্বয়কে অগ্রবর্ত্তী হইবার শক্তি দেয় এবং শেষোক্তটী পৃষ্ঠবংশকে বস্তিগহ্বরের উপর বাঁকিয়া থাকিতে সমর্থ করে। শ্রোণীদ্বয়ে Obturator Externus ও Ob. internus নামক দুইটী পেশী রোধকশক্তিবিশিষ্ট, এই পেশীদ্বয় ও জানুদেশস্থিত Obturator নামক স্নায়ুই গুহ্যাদি দেশ অবরুদ্ধ ও জানুদ্বয়কে সুসংলগ্ন রাখিতে সমর্থ। Obturator Externus নামক শ্রোণীপেশীর নিম্নে Masculi gemini or Gemellus (Superior ও inferior) নামে আরও দুইটী মাংসপেশী আছে। নিম্নপদের পেশীগুলি Cruralis Craræus বা জঙ্ঘাপেশী নামে খ্যাত। নিম্নপদের ডিম্বদ্বয় বা জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশী (Gastrocnemii) মানবগণকে ভ্রমণক্ষম করে। এতদ্ভিন্ন শরীরের প্রকোষ্ঠ, হস্ত ও নিম্নশাখায় আরও কতকগুলি পেশী আছে, তাহারা তত্তৎ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনোপযোগী।

পেশীসমূহ শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে সঞ্চালিত করে। মনুষ্যগণ পেশীর সাহায্যে উঠিতে বসিতে, দাঁড়াইতে, চলিতে ফিরিতে, ছুটাছুটী করিতে, কাঁদিতে, হাসিতে ও কথা কহিতে সমর্থ হয়। পেশী যতক্ষণ সক্রিয় থাকে, ততক্ষণ মানব স্বেচ্ছা-মত কার্য্য করিতে পারে। পেশী বলিষ্ঠ হইলে মানব অমিতবল-শালী হয়। পৈশিকশক্তির (Myodynamia) আধিক্যে মানব-বাহু বিশ্ববিজয়ী হইতে পারে। কণ্ঠের সুমোহন স্বরে জগন্মুগ্ধ একমাত্র পেশীসমূহের গুণ। স্নায়ুগণের সাহায্যে পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। [স্নায়ু দেখ।] স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে ক্রমশঃই পৈশিক দুর্ব্বলতা (Myasthenia) ও পৈশিক সঙ্কোচ-নীয়তা (Myotility) আসিয়া পড়ে। পেশীসমূহের বেদনা বা কামড়ানিকে পেশীশূল (Myalgia) বলা যায়। শ্রোণীপেশীর প্রদাহের নাম Psoites। বিভিন্ন স্থানের পেশীর বেদনায় স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয়।

পেশীকোষ (পুং) পেশ্যাঃ কোষঃ। অণ্ডকোষ।

পেশোরা সিংহ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পালিত পুত্র। রাণী দয়া কুমারী দুইটী বালককে গ্রহণ করিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নিজ পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই পুত্রদ্বয়ের (কাশ্মিরা ও পেশোরা) ভরণপোষণার্থ শিয়াল-কোটের অন্তর্গত পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের একটী জায়গীর দান করিলেন। মহারাজের পুত্রগণের মধ্যে নিজ শৌর্য্যবীর্য্যবলে পেশোরাই প্রতিভাবান্ হইয়া উঠে। দলীপের মাতুল জবাহির-সিংহের শাসন সময়ে কাশ্মিরা সিংহ গুপ্ত শত্রুদ্বারা নিহত হন, কিন্তু খাল্সা সৈন্য পেশোরার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ থাকায় তদীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে

প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনি নিজ গুজরানবালার জায়গীর-সত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এরূপ ভাবে কাল কাটাইতে তাঁহার মন উঠিল না, লাহোরের সিংহাসনে নিজ অধিকার স্থাপন করিতে তিনি গোলাবসিংহ কর্তৃক প্ররোচিত হইলেন। একদিকে গোলাব যুবরাজকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে উজীর জবাহিরকে মন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। বালবুদ্ধি পেশোরা সৈন্যগণের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় বিমুগ্ধ হইয়া লাহোরে উপস্থিত হইলেন এবং সেনামণ্ডলী হইতে সাদরসম্মান লাভ করিলেন। এখানে দলীপ-মাতা মহারাণীও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। ভগিনীর এতাদৃশ আচরণ জবাহিরের ভাল লাগিল না, তিনি দরবার মধ্যেই যুবরাজকে উপেক্ষা করিলেন। এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যুবরাজ নগর বাহিরে সর্দ্দার অবিতাবিলের উদ্যান-প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সৈন্য পঞ্চায়তও তাঁহাকে সাহায্যার্থ স্বীকৃত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা মহারাণীর পুরস্কার প্রতিশ্রুতিতে আপনাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল ও পেশোরাকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। রাজপুত্রও সদ্বিবেচনার সহিত স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যে পল্টনে তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়াছিল, উদারচেতা উজীর সেই সেই দলস্থ সেনাপতিদিগের নাক কাণ কাটিয়া নিজ প্রতিহিংসাব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। লাহোর-দরবার ও পেশোরা সিংহের মধ্যে কোন বিবাদ সংঘটিত হইল না দেখিয়া, জম্বুরাজ গোলাব যুবরাজের গুপ্তহত্যার জন্য মন্ত্রী জবাহিরকে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু খালসাদিগের ভয়ে তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না।

এ সময়ে পেশোরা শিয়ালকোটে ছিলেন। তদধীনস্থ শিখগণের কর্ম্মত্যাগে আপনাকে বলহীন দেখিয়া তিনি আটক নগরে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পাঠান জাতির সহযোগে দলপুষ্ট হইয়া আটকদুর্গ অধিকারপূর্ব্বক আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাবুলপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত তিনি পত্রদ্বারা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার এই ঔদ্ধত্য দমনের জন্য লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই যুবরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হইল না, কাজেই দলে দলে আসিয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিল।

খালসা সৈন্যদিগের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত ও প্রতারিত হইয়া লাহোর-মন্ত্রিসভা সর্দ্দার ছত্রসিংহ আঠরিবালা ও ফতে খাঁ তিবাল নামক দুই বিশ্বস্ত সেনানীকে আটক অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আটকে পৌঁছিয়া পেশোরার বল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা সন্ধির কথা পাড়িলেন। খালসা-বলে প্রদীপ্ত পেশোরা সিংহ তাঁহাদের কথায় কাণ দিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের সরলতা, সৌজন্যতা ও তোষামোদে পরিতৃপ্ত হইয়া অবশেষে তিনি আটক দুর্গ পরিত্যাগে স্বীকৃত হইলেন। তিনি সসম্মানে ও সসৈন্যে পরিবৃত হইয়া দুর্গ ছাড়িয়া রাজধানীতে আসিলেন[১]। বাহ্য আড়ম্বরে ও বদান্যতায় তিনি গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু শঠতায় রক্ষিহীন ও বন্দী হইয়া আটকদুর্গস্থ কালাবুরুজ নামক অন্ধ-কূপে নিক্ষিপ্ত হন। ঐ স্থানে রাত্রিতে শত্রুপক্ষ আসিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করে (১৮৪৫ খৃঃ অব্দ) ও সিন্ধুজলে ভাসাইয়া দেয়। যখন এই নিদারুণ হত্যাসংবাদ খালসাদলের কাছে পৌঁছিল, তখন তাহারা উন্মত্তের ন্যায় দলে দলে সমবেত হইয়া জবাহিরের প্রাণবিনাশে প্রস্তুত হইয়াছিল।

পেশ্যণ্ড (ক্লী) মাংসপিণ্ডাকার অণ্ড।

"কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্॥" (ভাগ° ৩।১২)

'পেশী মাংসপিণ্ডাকারং অণ্ডং' (স্বামী) ২ মাংসগোলক।

পেষ, ১ সেবন। ২ নিশ্চয়। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ পেষতে। লোট্ পেষতাং। লঙ্ আপেষত। লুঙ্ অপেষিষ্ট। লিট্ পিপিষে। ণিচ্-পেষয়তি-তে। লিট্ পেষয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপিপেষৎ-ত।

পেষক (ত্রি) পেষণকারী।

পেষণ (ক্লী) পিষ-ভাবে-ল্যুট্। ১ অবয়ববিভাগ দ্বারা চূর্ণন।

"তপ্তকুম্ভে নিপততি ততো যাত্যতি পেষণম্॥" (মার্ক°পু° ১৪।৮৭)

২ খল। ৩ শতগুপ্তা। ৪ ত্রিধারস্নুহী বৃক্ষ, চলিত—তেঁকাটা সিজ।

পেষণি | পেষণী (স্ত্রী) পিষ্যতে হনয়েতি পিষ-অণি, বা ঙীষ্। পেষণ-শিলা। শিলে দ্রব্যাদি-পেষণ করা হয়, এই জন্য ইহাকে পেষণী কহে। পর্য্যায়—পেষণী, পট্ট, গৃহাশ্মা, গৃহ-কচ্ছপ। (শব্দরত্না°) ইহা পঞ্চসূনার মধ্যে একটী। পেষণীতে দ্রব্যাদি পেষণ করিবার সময় নানা কীট্ প্রভৃতির প্রাণ হানি হয়, এই জন্য পেষণকারীর স্বর্গ হয় না।

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥" (মনু ৩।৬৮)

পেষণীয় (ত্রি) পিষ-অনীয়র্। পেষণার্হ। পেষণযোগ্য।

(১) সর্দ্দার জবাহির সিংহ দরবারের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখেন যে, আটক ত্যাগ জন্য লাহোর-দরবার তাঁহাকে শিয়ালকোট ব্যতীত আর একটী লক্ষমুদ্রা আয়ের জায়গীর দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন এবং তিনি সদর্পে ও সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হইবেন।

পেষল (ত্রি) পেষো হস্যাস্তীতি পেষ-সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। পেশল।

পেষাক (পুং) পিষ-আকন্। পেষণি।

পেষি (পুং) পিষ-ইন্। বজ্র। (উজ্জ্বল)

পেষী (স্ত্রী) হিংসিকা, পিশাচিকা। "কুমারং পেষী বিভর্ষি" (ঋক্ ৫।২।২) 'পেষী হিংসিকা পিশাচিকা' (সায়ণ)

পেষ্টৃ (ত্রি) পিষ-তৃচ্। পেষণকারী।

পেষ্য (ত্রি) পেষণযোগ্য।

পেস, গতি, ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক, সেট্। লট্ পেসতি। লোট্ পেসতু। লিট্ পিপেস। লুঙ্ অপেসিষ্ট। ণিচ্ পেষয়তি। লিট্ পেষয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপিপেষৎ।

পেসল (ত্রি) পেস-লচ্, বা পেশল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পেশল।

পেস্থক (ত্রি) পিস-বাহু° উকন্। অভিবর্দ্ধনশীল। (শতপথব্রা° ১।৭।৩।১৮)

পেস্তা, স্বনামপ্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষবিশেষ (Pistacia vera) ইহার ফলগুলি বাদামের ন্যায়। উপরের কঠিন আবরণ খুলিয়া ফেলিলে ভিতরে সবুজবর্ণের যে শাঁস দেখা যায়, তাহাই পেস্তাদানা বা পেস্তা, ইহা অতি উপাদেয় ও বলকারক খাদ্য। ইংরাজিতে ইহা Pistachia nut এবং হিন্দি, বাঙ্গালা, আরব, পারস্য ও আফগান প্রভৃতি ভাষায় পেস্তা বা পিস্তা নামে পরিচিত।

ইহার বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্রাকার। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট উচ্চে বেলেপাথরের স্তরে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। সিরীয়া, দামাস্কাস, মিসোপোটেমিয়া, তেরেক, ওর্ফা, বাদখী, খোরাসান(১), পালেস্তিন ও পারস্যের নানাস্থানে এই বৃক্ষের প্রভূত চাষ হয়। পেস্তা বাগানগুলি নিবিড় অরণ্যের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। রোমরাজ টাইবিরিয়াসের রাজ্যশেষে এই বৃক্ষ ভিটেলিয়াস্ (Vitellius) কর্ত্তৃক ইতালীদেশে রোপিত হয়, পরে তথা হইতে ফ্লাবিয়াস্ পোম্পিয়াস্ কর্ত্তৃক স্পেনরাজ্যে বিস্তারলাভ করে।

গাছের ডাল হইতে একপ্রকার আটা নির্গত হয়। সদ্যোজাত অবস্থায় উহা তরল ও সদ্গন্ধযুক্ত, ঠাণ্ডা লাগিলে জমিয়া কঠিন হয়, তখন উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও ভঙ্গপ্রবণ। গুলযুক্ত পাতা (গুল্-ই-পিস্তা বা বোজা-গঞ্জ্), বীজকোষ (পোস্ত-ই-পিস্তা) ও অপুষ্টফলগুলি রেশম রঙ্ ও দৃঢ় করিতে ব্যবহৃত হয়। এজন্য পারস্য, তুর্কিস্থান ও ভারতবর্ষে ইহার আমদানি হইয়া থাকে। পেস্তার বীজে তৈল আছে। উহা চর্ব্বির ন্যায় গাঢ় হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, সুমিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত। ঔষধার্থে উহার প্রায়ই ব্যবহার দেখা যায়। পেস্তার গুণ উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রক্তশোধক, বলকারক, কামোদ্দীপক ও বমনাবসাদক। আরবদেশীয় হাকিমগণ পেস্তা হইতে যে 'লোঘ' নামক ঔষধ প্রস্তুত করে, ফরাসী ঔষধালয়ে তাহাই *Looch vert des pistaches* নামে পরিচিত। গুলগুলি ধারক, আটাল, বেদনা-নাশক ও বর্ণোজ্জ্বলকারী, তৈল স্নিগ্ধ ও রক্তপরিষ্কারক, ছাল বলকারক ও জীর্ণকারক।

প্রত্যেক পেস্তা ফলের উপরে একটী কঠিন খোলা আছে। উহা ভাঙ্গিলেই বীজ বা পেস্তাদানা পাওয়া যায়। যে অপুষ্ট ফলগুলিতে বীজ ধরে না, তাহা তদ্দেশবাসী সহজেই বুঝিতে পারে। বন্যবিভাগ-জাত পেস্তাগুলি অল্প তার্পিণের গন্ধযুক্ত। আফগানবাসীরা লবণজলে পাক করিয়া উহা খাইতে ভালবাসে। উহা 'খারা পেস্তা' নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। টাট্‌কা পেস্তা-তৈল খাইতে উত্তম ও সুস্বাদু; কিন্তু খানিক রাখিয়া দিলে অম্লরসাক্ত হইয়া যায়।

য়ুরোপীয় পেস্তার রাসায়নিক বিভাগ এইরূপ—জল ৫.৯, শুক্রাংশ ২৪.৪, শ্বেতসার ৩.৫, তৈল ৬২.৫, আঁশ ১.৩ ও ছাই ২.৪, কিন্তু আফগানিস্থানজাত পেস্তায় আরও ১১ ভাগ তৈলাংশ পাওয়া যায়। ছাগল, ভেড়া, উষ্ট্র প্রভৃতি ইহার পত্র আদরের সহিত খায়। ইহার কাষ্ঠ লাঙ্গলাদি কৃষিযন্ত্রের উপযোগী। আফগান-প্রদেশে পেস্তাকাষ্ঠে নির্ম্মিত হাতা বা চামচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পেস্বর (ত্রি) পিস-শীলার্থে বরচ্। গতিশীল।

পেহিতা (স্ত্রী) প্রসারণী, চলিত গন্ধভাদুলিকা। (বৈদ্যকনি°)

পৈ, শোষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ পায়তি। লোট্ পায়তু। লিট্ পপৌ। লুঙ্ অপাসীৎ।

পৈঙ্গ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত সভা° ৪ অঃ)

পৈঙ্গরাজ (পুং) পক্ষিভেদ।

"বাচস্পতয়ে পৈঙ্গরাজোহলজঃ" (শুক্লযজু° ২৪।৩৪)

'পৈঙ্গরাজঃ পক্ষিবিশেষঃ' (সায়ণ)

পৈঙ্গরায়ণ (পুং-স্ত্রী) পিঙ্গলস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। পিঙ্গল ঋষির গোত্রাপত্য। 'পৈঙ্গরায়ণ' স্থলে পিঙ্গার ঋষির গোত্রাপত্য বা 'পিঙ্গর' ইহার র স্থানে ল করিয়া পিঙ্গল হইবে।

পৈঙ্গল (পুং) পিঙ্গলস্যাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, পিঙ্গল্য, তস্য ছাত্রাঃ কর্ণাদিত্বাদণ্, যলোপঃ। পিঙ্গলাপত্যের ছাত্রসমূহ। ইহা বহুবচনান্ত। ২ উপনিষদ্‌ভেদ। ৩ পিঙ্গলকৃত ছন্দোশাস্ত্র।

(১) আফগানিস্থানের অন্তর্গত খোরাসান ও বাল্খী নামক স্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আপনিই পেস্তাগাছ জন্মিয়া থাকে। ভারতে কাশ্মীর, শ্রীনগর ও রাবলপিণ্ডি অঞ্চলে ইহার ঝোপ দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষ বিবরণ Brigade Surgeon Aitchison কৃত *Notes on the Products of Western Afghanistan and North Eastern Persia* নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পৈঙ্গলোদায়নি (পুং-স্ত্রী) পৈঙ্গলোদায়নস্যাপত্যং ইঞ্। প্রাচ্যভব তন্নামক ঋষির গোত্রাপত্য। ততো যূনি ফক্, তস্য পৈলাদিত্বাৎ লুক্। ২ তদীয় যুবা অপত্য।

পৈঙ্গল্য (পুং-স্ত্রী) পিঙ্গলস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। পিঙ্গল ঋষির গোত্রাপত্য। (ক্লী) পিঙ্গলকৃত ছন্দোগ্রন্থ। (ত্রি) ৩ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

পৈঙ্গাক্ষীপুত্র (পুং) ঋষিভেদ।

পৈঙ্গি (পুং-স্ত্রী) পিঙ্গস্যাপত্যমিঞ্। পিঙ্গ ঋষির পুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পৈঙ্গী। "পৈঙ্গীপুত্রাৎ পৈঙ্গীপুত্রঃ" (শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)

পৈঙ্গিন্ (পুং) পিঙ্গেন ঋষিণা প্রোক্তঃ কল্পঃ ইনি। পিঙ্গ ঋষি-প্রোক্ত কল্পসূত্র।

পৈঙ্গ্য (পুং) পিঙ্গ-বাহুলকাৎ অপত্যে যঞ্। পিঙ্গ ঋষির পুত্র, ইনি একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি।

পৈচ্ছিল্য (ক্লী) পিচ্ছিলস্যেদং অণ্। পিচ্ছিলসম্বন্ধি, পিচ্ছিলতা।

পৈজবন (পুং) পিজবনস্যাপত্যং অণ্। নৃপভেদ, পৈজবন নামক নৃপ, সুদাস রাজা। [সুদাস দেখ।]

"বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈজবনে নৃপে।" (মনু ৮।১১০)

পৈজবনের পাঠান্তর—'পৈযবন' ও 'প্রৈযবন'।

পৈজূলায়ন (পুং) পিজূলস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। পিজূল ঋষির গোত্রাপত্য।

পৈঞ্জূষ (পুং) পিঞ্জূষে সাধুঃ অণ্। কর্ণ, শ্রোত্র। (হেম)

পৈটক (পুং) ১ পিটকস্যাপত্যং (শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। পিটকাপত্য। (ত্রি) বৌদ্ধপিটকসম্বন্ধীয়।

পৈটকিক (ত্রি) পিটকেন হরতি (হরত্যুৎসঙ্গাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১৫) ইতি ঠক্। পিটকদ্বারা হরণকারী।

পৈটাক (পুং) পিটাক-শিবাদিত্বাৎ অপত্যার্থে অণ্। পিটাকাপত্য।

পৈঠর (ত্রি) পিঠরে সংস্কৃতং পক্বং, পিঠর-অণ্। স্থালীপক্ব মাংসাদি। "প্রতপ্তৈঃ পৈঠরৈশ্চৈব মার্গমায়ূরতৈত্তিরৈঃ॥" (গো° রামায়ণ ২।১০০।৬৩)

পৈঠান, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। গোদাবরী-তীরে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই স্থান প্রতিষ্ঠানপুরী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথে এই নগরে এক সময়ে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, পেরিপ্লাস্ হইতে আমরা জানিতে পারি, এস্থান হইতে অকীক (Agate) প্রস্তরাদি ভরুকচ্ছ বন্দরে আসিয়া নানা-দেশে রপ্তানি হইত। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই নগ-রের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

পৈঠিক (পুং) অসুরভেদ। (হরিবংশ ১৬১ অঃ)

পৈঠীনসি (পুং) মুনিবিশেষ, একজন স্মৃতিকার। ২ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

পৈড়, (উড়িয়া) অপক্ব নারিকেল ফল, ডাব।

"চম্পাতি পৈড় কপূর যব না মিলব তবহুঁ মিলব হরি সঙ্গে।" (পদকল্পতরু)

পৈড়িক (ত্রি) পিড়কা সম্বন্ধীয়।

পৈণ্ডপাতিক (ত্রি) ভিক্ষোপজীবী।

পৈণ্ডায়ন (পুং-স্ত্রী) পিণ্ডঋষের্গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। পিণ্ডঋষির গোত্রাপত্য।

পৈণ্ডিক্য (ক্লী) পিণ্ডং পরপিণ্ডং ভক্ষ্যতয়াঽস্ত্যস্য ঠন্ ততো স্বার্থে ষ্যঞ্ বা। পরপিণ্ডোপজীবিত্ব, ভিক্ষোপজীবন। (ত্রিকা°)

পৈণ্ডিন্য (ক্লী) পিণ্ডং পরপিণ্ডং ভক্ষ্যতয়াঽস্ত্যস্যেতি পিণ্ড-ইন্, ততঃ ষ্যঞ্। ভৈক্ষজীবিকা। (ত্রিকা°)

পৈণ্ড্য (ত্রি) পিণ্ড্যাং ভবঃ (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) পিণ্ডীভব।

পৈতদারব (ত্রি) পীতদারোর্বিকারঃ (প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।৪।১৫৪) ইতি অঞ্। পীতদারুর বিকার।

পৈতরাবণ (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

পৈতা (দেশজ) উপবীত, যজ্ঞোপবীত।

পৈতাপুত্রীয় (ত্রি) পিতাপুত্রসম্বন্ধীয়।

পৈতামহ (ত্রি) পিতামহস্যেদং পিতামহ-(তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্। পিতামহ-সম্বন্ধি ধনাদি।

"পৈতামহঞ্চ পিত্র্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্বয়মর্জ্জিতম্।
দায়াদানাং বিভাগেষু সর্ব্বমেতদ্বিভজ্যতে॥" (কাত্যায়ন)

পৈতামহিক (ত্রি) পিতামহাদাগতং (বিদ্যাযোনিসম্বন্ধেভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।৭৭) ইতি বুঞ্। পিতামহ হইতে আগত, পিতামহ হইতে প্রাপ্ত।

পৈতৃক (ত্রি) পিতুরাগতং পিতুরিদং বেতি, পিতৃ-ঠঞ্। পিতৃ-সম্বন্ধী। পিতৃপিতামহসম্বন্ধীয়।

"ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ॥" (মনু)

পৈতৃকভূমি (স্ত্রী) পৈতৃকী পিতৃসম্বন্ধিনী ভূমিঃ। পিতৃ-সম্বন্ধি-স্থান। পিতৃপিতামহাদিসম্বন্ধীয় স্থান, পিতৃপুরুষেরা যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহাকে পৈতৃক ভূমি কহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে—পৈতৃক ভূমি সকল তীর্থস্বরূপ। তীর্থে বাস করিলে যেরূপ ফল হয়, পৈতৃক ভূমিতে বাসও তদ্রূপ ফলদায়ক। পৈতৃক ভূমিতে যদি পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে সকল নিষ্ফল হয়। পিতৃ ও দেবকার্য্য পৈতৃক-ভূমিতে করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ এই স্থলে ঐ সকল কার্য্য সম্পূর্ণ ফলদায়ক। পুত্র, পৌত্র, কলত্র এবং প্রাণ হইতেও পৈতৃকভূমি গরীয়সী। পৈতৃক ভূমিস্থিত পুষ্করিণীতে স্নান

তীর্থস্নানতুল্য। পৈতৃক ভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তীর্থ মৃতের ফল হয়।*

পৈতৃকভূমিকে জন্মভূমিও কহে, এইজন্য কথিত হইয়াছে—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

পৈতৃমত্য (ত্রি) পিতৃমত্যাং অনূঢ়ায়াং কন্যায়াং ভবঃ কুর্ব্বাদিত্বাৎ ণ্য। (পা ৪।১।১৩২) অনূঢ়া কন্যাতে জাত, কানীন পুত্র।

পৈতৃমেধিক (ত্রি) পিতৃমেধসম্বন্ধীয়।

পৈতৃযজ্ঞিক (ত্রি) পিতৃযজ্ঞসম্বন্ধীয়। (কাট্যা° ৫।১।১৫)

পৈতৃযজ্ঞীয় (ত্রি) পিতৃযজ্ঞ-ছ। পিতৃযজ্ঞসম্বন্ধীয়। পিতৃযজ্ঞাঙ্গভূত।

"ন পৈতৃযজ্ঞীয়ো হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে।
ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ॥" (মনু ৩।২৮২)

পৈতৃষ্বস্রীয় (পুং-স্ত্রী) পিতৃস্বসুরপত্যমিতি (পিতৃস্বসুশ্ছণ্। পা ৪।১।১৩২) ইতি ছণ্, ততঃ ষত্বম্। পিতৃভগিনীপুত্র, পিস্তুত ভাই।

পৈতৃষ্বস্রেয় (পুং-স্ত্রী) পিতুঃ স্বসুরপত্যং (ঢকি লোপঃ। পা ৪।১।১৩৩) ইতি জ্ঞাপকত্বাৎ ঢক্ অন্ত্যলোপশ্চ ততঃ ষত্বং। পিতৃস্বসার অপত্য, পিস্তুত ভাই।

"পৈতৃষ্বস্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥" (মনু ১১।১৭২)

পৈত্ত (ত্রি) পিত্তাদাগতং পিত্তস্য শমনং কোপনং বেতি পিত্ত-অণ্। পিত্তজ ব্যাধি। পিত্তজন্য রোগ।

"কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরূক্ষক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা।
আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্॥"
(মাধবনি° গুল্মাধিকা°)

* "বাসুদেব ন যাস্যামি ভূমিং তাং পৈতৃকীং পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থপরাৎ শুদ্ধাং দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে।
পারক্যে ভূমিদেশে চ পিতৄণাং নির্ব্বপেত্তু যঃ।
তদ্ ভূমিস্বামিপিতৃভিঃ শ্রাদ্ধকর্ম্ম নিহন্যতে।
পিতৄণাং নিষ্ফলং শ্রাদ্ধং দেবানামপি পূজনম্।
কিঞ্চিৎ ফলপ্রদঞ্চৈব সম্পূর্ণং পৈতৃকে স্থলে।
পুত্রপৌত্রকলত্রেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সী সদা।
দুর্লভা পৈতৃকী ভূমিঃ পিতুর্মাতুর্গরীয়সী।
তৎ শস্তঞ্চ পবিত্রঞ্চ দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে।
ক্রীতঞ্চ তদ্গতে দানং পরদত্তমশুদ্ধকম্।
ম্রিয়তে পৈতৃকী ভূম্যাং তীর্থতুল্যং ফলং লভেৎ।
পিতৄণাং তর্পণং তত্র পবিত্রং দেবপূজনম্।
পৈতৃকী জন্মভূমিশ্চেৎ ফলং তদ্দ্বিগুণং লভেৎ।
পৈতৃকী ভূমিতুল্যা চ দানভূমিঃ সতামপি।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১০৩ অঃ)

২ পিত্ত সম্বন্ধী। (পুং) ৩ তিলক্ষুপ, তিলগাছ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পৈত্তল (ত্রি) পিত্তল-অণ্। পিত্তলসম্বন্ধী।

পৈত্তিক (ত্রি) পিত্তেন নির্বৃত্তঃ ইতি পিত্ত-ঠঞ্। পিত্তজ ব্যাধি, পিত্তজন্য রোগ।

"প্রতত্বং কাসমানশ্চ জ্যোতীংষীব চ পশ্যতি।
শ্লেষ্মাণং পিত্তসংসৃষ্টং নিষ্ঠীবতি চ পৈত্তিকে॥" (চরক চিকি° ২২ অঃ)

পৈত্র (ক্লী) পিতুরিদমিতি পিতৃ-অণ্। ১ পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য স্থলকে পিতৃতীর্থ কহে। (ত্রি) ২ পিতৃসম্বন্ধী, পিতৃসম্বন্ধি শ্রাদ্ধাদি।

"ঐন্দ্রং যাম্যং বারুণং বৈত্তপাল্যং
পৈত্রং ত্বাষ্ট্রং কর্ম্ম সৌম্যঞ্চ তুভ্যম্।" (ভারত ৭।১৯৯।৭১)

পৈত্রাহোরাত্র (পুং) পৈত্রঃ অহোরাত্রঃ। পিতৃলোকের দিবা-রাত্র। একমাসে পিতৃ অহোরাত্র হইয়া থাকে।

'মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ।' (অমর ১।৪।২১)

পৈত্র্য (ত্রি) পিতৃসম্বন্ধীয়।

পৈদ্ব (পুং-স্ত্রী) অশ্ব। (নিঘণ্টু) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পৈনদ্ধক (ত্রি) পিনদ্ধ-চতুরর্থ্যাং বরাহাদিত্বাৎ কক্। পিনদ্ধ-সমীপাদি।

পৈনাক (ত্রি) পিনাকসম্বন্ধী।

পৈপ্পলাদ (পুং) পিপ্পলাদেন ঋষিণা প্রোক্তমধীয়তে অণ্। পিপ্পলাদঋষি-প্রোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়নকারী লোকসমূহ। ২ তদর্থ-বেত্তা। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পৈপ্পলাদক (ত্রি) পিপ্পলাদের শিক্ষাসম্বন্ধী।

পৈপ্পলাদি (পুং) পিপ্পলাদস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। পিপ্পলাদ ঋষির অপত্য। ইনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

পৈযবন, [পৈজবন দেখ।]

পৈযুক্ষ (ত্রি) পীযুক্ষায়াঃ বিকারঃ (তালাদিভোঽণ্। পা ৪।৪।১৫২) ইতি বিকারার্থে অণ্। পীযুক্ষাবৃক্ষের বিকার।

পৈযূষ (ক্লী) পীযূষ।

পৈল (পুং) পীলায়াং পীলনাম্যাং স্ত্রিয়ামপত্যং (পীলায়া বা। পা ৪।১।১১৮) ইতি অপত্যার্থে অণ্। পীলার অপত্য। পক্ষে ঠক্। পৈলেয়, পীলার অপত্য। ২ একজন ব্রাহ্মণ। বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিলে পৈল ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন।
(ভাগ° ১।৪।১১৮)

পৈলগর্গ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি যে আশ্রমে ছিলেন, তাহা তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৮৩ অঃ)

২ যুধিষ্ঠিরের কুলপুরোহিত ধৌম্যের পুত্র। ইনি রাজসূয়-যজ্ঞে হোতৃপদে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে ইনি নিদা-নের রচয়িতা।

পৈলব (ত্রি) পীলৌ দীয়তে কার্য্যং বা ব্যুষ্টাদিত্বাৎ অণ্। ১ পীলুতে দীয়মান। ২ পীলুতে কার্য্য। (ত্রি) ৩ পীলুসম্বন্ধী।
"ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাসৌ ক্ষত্রিয়ো বাটথাদিরৌ।
পৈলবোডুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥" (মনু ২।৪৫)

পৈলুমূল (ত্রি) পীলুমূলে দীয়তে কার্য্যং বা (ব্যুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭) ১ পীলুমূলে দেয়।

পৈলুবহক (ত্রি) পীলুবহে ভবঃ (প্রস্থপুরবহান্তাচ্চ। পা ৪।২।১২২) ইতি বুঞ্। পীলুবহ জলাদি ভব।

পৈলাদি (পুং) পৈল আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। 'পৈলাদিভ্যশ্চ' এই সূত্রানুসারে যুব প্রত্যয় লুক্ নিমিত্ত শব্দগণ। যথা—পৈল, শালঙ্কি, সাত্যকি, সাত্যঙ্কামি, রাহবি, রাবণি, ঔদঞ্চী, ঔদব্রজী, ঔদমেঢ়ি, ঔদমজ্জি, ঔদভৃজ্জি, দৈবস্থানি, পৈঙ্গলোদায়নি, রাহক্ষতি, ভৌলিঙ্গিরাণি, ঔদন্যি, ঔদ্গাহমানি, ঔজ্জিহানি, ঔদশুদ্ধি। (পাণিনি)

পৈশল্য (ক্লী) পেশল-ষ্যঞ্। পেশলতা। কোমলতা।

পৈশাচ (পুং) পিশাচস্যায়মিতি পিশাচ-অণ্। ১ অষ্টম প্রকার বিবাহের অন্তর্গত বিবাহভেদ। মনুতে লিখিত আছে—
"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ কথিতোঽষ্টমঃ॥" (মনু ৩।৩৪)
নিদ্রায় অভিভূতা অথবা মদ্য পানে বিহ্বলা, বা উন্মত্তা স্ত্রীকে গোপনভাবে বিবাহ করিলে তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক এবং অধম। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—
"রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকা ছলাৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৬১)
ছলক্রমে অর্থাৎ কন্যার নিদ্রাদি অবস্থায় হরণপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ। (ত্রি) ২ পিশাচ সম্বন্ধীয়। ৩ পিশাচকৃত। ৪ সুশ্রুতোক্ত রাজস কায়ের অন্তর্গত কায়বিশেষ।
"উচ্ছিষ্টাহারতা তৈক্ষ্যং সাহসপ্রিয়তা তথা।
স্ত্রীলোলুপত্বং নৈর্লজ্জং পৈশাচকায়লক্ষণম্॥" (সুশ্রুত ২।৪ অ°)
উচ্ছিষ্ট আহার করা, স্বভাবের তীক্ষ্ণতা, অতিমাত্র সাহসিতা, সর্ব্বদা নারীকামনা এবং নির্লজ্জতা এই সকল পৈশাচকায়ের লক্ষণ। ৫ হারিতোক্ত দানভেদ। স্বার্থে অণ্। ৬ পিশাচ শব্দার্থ। (পুং) পিশাচ পর্শ্বাদিত্বাৎ অণ্। ৭ আয়ুধজীবি সঙ্ঘভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৮ প্রাকৃত ভাষাভেদ। [প্রাকৃত দেখ।]

পৈশাচিক (ত্রি) ১ পিশাচ সম্পর্কীয়, বীভৎস।

পৈশুন (ক্লী) পিশুনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইতি অণ্। পিশুনের ভাব বা কর্ম্ম, পিশুনতা।

পৈশুনিক (ত্রি) পশ্চাৎ হইতে নিন্দাকারী, উত্তেজনকারী, কর্ণেজপ।

পৈশুন্য (ক্লী) পিশুনস্য ভাবঃ পিশুন (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। পিশুনতা, খলতা। ইহা দশবিধ পাপের অন্তর্গত বাঙ্ময় পাপবিশেষ।
"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পৈষ্ট (ত্রি) পিষ্টস্যেদমিতি পিষ্ট-অণ্। পিষ্টসম্বন্ধী।
"যন্তপদন্তকঃ পূষা পৈষ্টমত্তি সদা চরুম্।
অগ্নীন্দ্রেশ্বরসামান্যাৎ তণ্ডুলোঽত্র বিধীয়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

পৈষ্টিক (ক্লী) পিষ্ট-ঠঞ্। ১ পিষ্টসমূহ। (ভরত) ২ মদ্যবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অঃ) পৈষ্টী মদ্য।

পৈষ্টী (স্ত্রী) পিষ্টেন নির্বৃত্তেতি পিষ্ট-অণ্-ঙীপ্। বিবিধ ধান্য বিকার-জাত অম্ল মদ্য, সুরাবিশেষ। চলিত—ধেনোমদ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, অতি দীপন, বাতনাশক, কফবর্দ্ধক, ঈষৎ পিত্তকর এবং মোহজনক। (রাজনি°)
"গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী নির্য্যাসা কথিতাপরা।
ইতি চতুর্বিধা জ্ঞেয়াঃ সুরাস্তাসাং প্রভেদকাঃ॥" (হারীত ১১ অঃ)
এই পৈষ্টী মদ্যসেবন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহারা এই মদ্য পান করে, তাহারা মহাপাতকী মধ্যে গণ্য।
"ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতে সর্ব্বে পৃথক্ জ্ঞেয়া মহাপাতকিনো নরাঃ॥" (মনু ৯।২৩৫)
'সুরাপঃ দ্বিজাতিঃ পৈষ্ট্যাঃ পাতা ব্রাহ্মণশ্চ পৈষ্টীমাধ্বীগৌড়ীনাম্' (কুল্লূক) [মদ্য ও সুরাশব্দ দেখ।]

পৈস্থকায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

পো (ত্রি) পবতে পুনাতি বা পু, পূ বা বিচ্। ১ শুদ্ধ। ২ শোধক। (দেশজ) ৩ সন্তান।

পোআ (দেশজ) পাদ শব্দের অপভ্রংশ, সেরের চারিভাগের একভাগ। ২ ঢেঁকির দুই পার্শ্বে হাড়িকাষ্ঠের আকৃতি কাষ্ঠখণ্ড।

পোআতি (দেশজ) প্রসূতি শব্দের অপভ্রংশ, নবপ্রসূতা স্ত্রী। ২ গর্ভবতী স্ত্রী। স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় তাহাকে পোআতি কহে।

পোআন (দেশজ) কুম্ভকারের পণ, কুমারেরা যাহাতে ঘটাদি প্রস্তুত করে এবং যাহাতে করিয়া পোড়ায়।

পোআল (দেশজ) তৃণ।

পোমরণ, পশ্চিম বঙ্গবাসী পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

পোঁচ (দেশজ) একবার বা ফের। যেমন এক পোঁচ কলি দেওয়া। ২ এক কোপ।

পোঁচড়া (দেশজ) তুলিকা, দেওয়ালে কলি প্রভৃতি দেওয়ার তুলি।

পোঁচমাটি (দেশজ) পোঁচ দিবার মৃত্তিকা।

পোঁচা (পারসী) হাতের কব্জী, মণিবন্ধ।

পোঁচান (দেশজ) পুঁছিয়া ফেলা, পোঁচাইয়া কাটা।

পোঁটল (দেশজ) পুটলী।

পোঁটা (দেশজ) ১ নাড়ী, অন্ত্র, আঁত। ২ শ্লেষ্মা।

পোঁদ (দেশজ) পায়ু শব্দের অপভ্রংশ। গুহ্যদেশ, গুদ।

পোঁদছেচ্ড় (দেশজ) ১ দুষ্ট প্রকৃতি। ২ পোঁদ ঘস্ড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া।

পোঁদপট্কা (দেশজ) ১ পোঁদ গলা। ২ দুর্ব্বল।

পোঁদাপোঁদী (দেশজ) পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

পোকরণ (পোকর্ণ) রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৬° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৭´ ৪৫´´ পূঃ। ফুলোদি হইতে জয়শালমীর যাইবার পথে অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন অনেকাংশে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার বিস্তৃত লবণময় জলাপ্রদেশে লবণ প্রস্তুত হয়। প্রাচীন নগরের নামে তৎপার্শ্বে বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে। একটী জৈন মন্দির ও তথাকার রাজবংশধরগণের প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিস্তম্ভাদি এই পূর্ব্বতন পরিত্যক্ত নগরের অক্ষয় কীর্ত্তি। নগরের চারিদিক্ প্রস্তর-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। রাজপুতানার অন্যান্য নগর ও সিন্ধু-প্রদেশের সহিত এখানকার বিস্তৃত বাণিজ্য চলে। যোধপুর-রাজবংশের জনৈক ব্যক্তি এখানকার প্রধান পদে অধিষ্ঠিত।

পোকর্ণ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে[১]। ইহারা বলে, 'পুষ্পকর্ণ' নামের অপভ্রংশ তাহাদের পোকর্ণ নাম হইয়াছে। এই নামকরণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে একটী গল্পও প্রচলিত আছে—তাহারা বৈষ্ণব ও লক্ষ্মীর পূজা করিতেন। একদা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা মাংসভোজনে অস্বীকার করায় অভিশপ্ত হন এবং জয়শালমীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধু, কচ্ছ, মুলতান ও পঞ্জাবের নানাস্থানে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হন। অন্যান্য জাতীয়েরা বলে যে, ব্রাহ্মণ-ঔরসে মোহিনী ধীবরকন্যার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি[২]। উপনয়নপ্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহকালে অথবা কোন পুণ্যতীর্থে যৎসামান্য বিধি-বিহিত কর্ম্মের পর উপবীত দান করা হয়। কোন স্বব্রাহ্মণ তাহাদের সহিত একত্র ভোজন করে না। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। জাত বালকের ৬ষ্ঠ দিনে (ষেটেরা পূজার দিন) গৃহস্থরমণীগণ গান করিতে করিতে বালকের মাতুলালয়ে গমন করে এবং তথা হইতে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘোটক লইয়া আইসে। বিবাহকালে পুরুষেরা নৃত্য করে ও স্ত্রীলোকগণ অশ্লীল গান গাইয়া থাকে। যে কুঠারে তাহারা পুষ্কর খনন করিয়াছিল, এখনও পঞ্জাববাসী পোকর্ণগণ সেই কুঠারের পূজা করে। রাজপুতনাবাসী ভাটীয়ারগণের ইহারাই একমাত্র ব্রাহ্মণ। সকল প্রকার নিত্য কর্ম্মই ইহাদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। জাত্যংশ ও সামাজিক আচার ব্যবহারে ইহারা সারস্বত ব্রাহ্মণাপেক্ষা অনেকাংশে হেয়। সিন্ধুপ্রদেশে সারস্বতগণের সহিত ইহাদের প্রচলন দেখা যায়। পোকর্ণেরা প্রায়ই নিরামিষভোজী, হিন্দুদিগকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের প্রধান কার্য্য। ইহারা মস্তকদেশে উষ্ণীষ ধারণ করে। সিন্ধুপ্রদেশের পোকর্ণগণ স্বজাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য কঠোর আচরণে দিনযাপন করিয়া থাকে।

পোক (দেশজ) কীট, কৃমি।

পোকাখেগো (দেশজ) যাহা কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে।

পোক্ত (পারসী) ১ পরিপক্ব, পাকা, মজবুদ। ২ দৃঢ়, কঠিন।

পোক্তান (পারসী) দৃঢ়তা, পক্বতা, সম্পূর্ণতা।

পোখরাজ (হিন্দী) পুষ্পরাগমণি। [পুখ্‌রাজ দেখ।]

পোগণ্ড (পুং) পুনাতীতি পূ-বিচ্ পৌঃ শুদ্ধো গণ্ডো যস্য। দশ বর্ষীয় বালক।

"রোগী বৃদ্ধস্ত পোগণ্ডঃ কুর্ব্বস্ত্যন্যৈর্ব্রতং সদা।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

পাঁচ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালককে পোগণ্ড কহে। পৌঃ গণ্ড ইব একদেশোঽস্য। ২ অপোগণ্ড। ৩ স্বভাবতঃ ন্যূনাধিকাঙ্গ। ঊনবিংশাঙ্গুল বা একবিংশাঙ্গুল প্রভৃতি কোন অঙ্গের ন্যূনতা বা আধিক্য থাকিলে তাহাকে পোগণ্ড কহে।

'পোগণ্ডো বিকলাঙ্গে স্যাৎ' (হলায়ুধ)

পোগিল্লি, (মহারাজ) পশ্চিমচালুক্যরাজ বিনয়াদিত্যের অধীনস্থ জনৈক সেন্দ্রকবংশীয় সামন্তরাজ।

পোঙ্গল, দক্ষিণভারতে হিন্দুগণের অনুষ্ঠিত পর্ব্বোৎসবভেদ। পৌষমাসে যখন সূর্য্যদেব মকরসংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া বিষুবৎ-বৃত্তের অভিমুখে অগ্রসর হয়, সেই মকরসংক্রান্তি হইতেই এই উৎসব আরব্ধ হইয়া থাকে।

পোঙ্গা (দেশজ) পায়ু শব্দের অপভ্রংশ, পায়ু, গুহ্যদেশ।

পোট (পুং) পুটত্যত্রেতি পুট-সংশ্লেষে আধারে ঘঞ্। ১ বেশ্ম, ভূমি। পুট-শ্লেষে ঘঞ্। ২ সংশ্লেষ। ৩ স্পর্শ। ৪ মিলন।

---

(১) কেহ কেহ বলেন পুষ্কর হ্রদের নাম হইতে ইহাদের পুষ্কর্ণ বা পোকর্ণ নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, এই জাতি পুষ্কর হ্রদ খনন করিয়াছিল, সেই কার্য্যের জন্য তাহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে সম্মানিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ জয়শালমীরের নিকটবর্ত্তী পোকর্ণ নামক স্থানে বাস হেতু ইহাদের পোকর্ণনাম হইয়া থাকিবে।

(২) সিন্ধুবাসীরা বলে, এক ব্রাহ্মণ ঋষিকে ঐ মোহনী ধীবরকন্যা স্ব ইচ্ছায় নদী পার করিয়া দেন। তাহাদের পুত্রগণ পোকর্ণ ব্রাহ্মণ। Burton's Sindh, p. 310.

পোটগল (পুং) পোটেন সংশ্লেষেণ গলতীতি গল-অচ্। ১ নল, চলিত—খাগড়া। ২ কাশ, কেশে।

"পোটগলো বৃহৎকাশঃ কাকেক্ষুঃ স চ খড়্গাকঃ।" (বৈদ্যকরত্ন°)

৩ মৎস্য। (মেদিনী) ৪ বৈকরঞ্জ-সর্পভেদ।

"রাজিলেন গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ পোটগলঃ।"

(সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ)

পোটলক (ক্লী) পোটেন লীয়তে লী-ড, স্বার্থে-ক। সংশ্লিষ্ট বস্ত্রাদি, চলিত পুটুলি। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।১।১৪)

পোটল, তিব্বত-রাজধানী লাসানগরীস্থ বিখ্যাত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম।

পোটলা, বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত একটী প্রাচীন নগর ও বন্দর। এই নগর সিন্ধুনদীর মোহানাস্থিত 'ব' দ্বীপাংশে অবস্থিত ছিল। শাক্যগণ কপিলবস্তুতে আসিয়া বাস করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে বাস করিত।

পোটলিকা (স্ত্রী) পোটেন সংশ্লেষেণ লীয়তে ইতি লী-ড, ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। সংশ্লিষ্ট বস্ত্রাদি, চলিত পুটুলি।

পোটা (স্ত্রী) পুটতি স্ত্রীপুরুষস্বরূপং সংশ্লিষ্যতীতি পুট-অচ্ টাপ্ চ। পুংলক্ষণা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীর স্তন ও শ্মশ্রু আছে, তাহাকে পোটা কহে।

পোটিক (পুং) পোটঃ সংশ্লেষো হস্ত্যস্যেতি ঠন্। বিস্ফোটক।

পোট্টলিকা (স্ত্রী) পোটলিকা, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুটুলী।

পোট্টলী (স্ত্রী) পোটেন সংশ্লেষেণ লীয়তে ইতি লী-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, ঙীপ্। পোট্টলিকা, বস্ত্রশুদ্ধ দ্রব্য, চলিত পুঁটুলি।

"শুদ্ধ্যর্থং ত্রিফলা ক্বাথে গুড়ূচ্যা ক্বাথ এব বা।

দোলাযন্ত্রে পুরঃ পাচ্যঃ পোট্টল্যা বস্ত্রবদ্ধয়া॥" (বৈদ্যক)

পোট্টিল (পুং) অবসর্পিণীর জিনোত্তমভেদ। (হেমচন্দ্র)

পোড়ন (দেশজ) দহন, জলন।

পোড়া (দেশজ) দগ্ধ, কৃতদাহ।

পোড়াকপাল (দেশজ) ছুরদৃষ্ট। হতভাগ্য।

পোড়াকপালিয়া (দেশজ) ছুরদৃষ্টযুক্ত।

পোড়ান (দেশজ) ১ দগ্ধ করা। ২ কষ্ট দেওয়া।

পোড়ানি (দেশজ) অতিশয় জালা করা।

পোড়ানিয়া (দেশজ) পোড়াইবার যোগ্য।

পোড়ামণিয়া, পক্ষিবিশেষ (Laxia Puncticularia)।

[মণিয়া দেখ।]

পোড়ু (পুং) পুড়তীতি পুড়-উন্। কপালাস্থিতল। (রাজনি°)

পোত (পুং) পুনাতি ইতি পূ-(হসীতি। উণ্ ৩।৮৬) ইতি তন্। ১ বহিত্র। ২ গৃহস্থান। চলিত—পোতা, ঘরের পোতা। ৩ বস্ত্র। (মেদিনী) ৪ দশবর্ষীয় হস্তী। (হেম) ৫ প্রস্তরবিশেষ। ৬ সমুদ্রযান। চলিত—জাহাজ ও নৌকাদি।

"সম্প্রাপ্য মানুষভবং সকলাঙ্গযুক্তং

পোতং ভবার্ণবজলোত্তরণায় কামম্।" (দেবীভা° ১।৩।৪২)

পোতক (পুং) পোত ইব কায়তি কৈ-ক, স্বার্থে ক বা। ১ পোতপদার্থ। ২ নাগভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১০২অঃ) ৩ শিশু, তিনমাসবয়স্ক শিশু। (রাজনি°) ৪ দশবর্ষবয়স্ক হস্তী।

পোতকী (স্ত্রী) পোতক-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উপোদকী, পূতিকা, পুঁইশাক। "পোতক্যুপোদকী সা তু মালবামৃতবল্লরী।" (ভাবপ্র°)

পোতগাঁও, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৪ বর্গমাইল। এখানে বিস্তৃত শালবন আছে। পোতগাঁও গ্রাম ইহার সদর। অক্ষা° ২০° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১১´ পূঃ।

পোতগার, উঃ পঃ প্রদেশে প্রতাপগড়-জেলাবাসী জাতিবিশেষ। সাধুভাষায় ইহাদের নাম 'প্রোতকার'[১], স্ফটিকের মালা-নির্ম্মাণই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহাদের এরূপ নীচবৃত্তিগ্রহণ ও সমাজচ্যুতি সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতিই পাওয়া যায় না। ইহারা উপবীত ধারণ করে, অপরকে স্বজাতি মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহাদের আচার ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত, কেহ মদ্য ও মৎস্যমাংস খায়না, সকলেই নিরামিষাশী। স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহারও সহিত ইহারা একত্র আহার বা ধূমপান করে না।

পোতজ (পুং) পোতঃ সন্ নতু ডিম্বাদিরূপ ইতি ভাবঃ, জায়তে জন-ড। কুঞ্জরাদি, শিশুরূপে জায়মান গজাশ্বাদি।

"অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাঃ পোতজাঃ কুঞ্জরাদয়ঃ।" (হেম ৪।৪২১)

পোতধারিন্ (পুং) জাহাজের অধ্যক্ষ, কর্ণধার।

পোতন (ত্রি) পূ-তন। ১ পবিত্র। ২ পবিত্রতাকারক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

পোতন, একটী প্রাচীন জনপদ। (জৈনস্থবিরা° চরিত ১।৯২)

পোতনায়ক (পুং) পোতস্য নায়কঃ। পোতাধ্যক্ষ, জাহাজাদির কাপ্তেন, নৌকার মাজি।

পোতপ্লব (পুং) পোতেন প্লবতে প্ল-অচ্। নৌকাদ্বারা তারক, নৌকাদ্বারা যে নদী প্রভৃতি পার হয়।

"স্বাতৌ মাগধচরদূতস্যুতপোতপ্লবনটাদ্যাঃ।" (বৃহৎস° ১০।১০)

পোতরাজা, ধারবারবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণবেশে দয়মব নাম্নী লক্ষ্মীদেবীর অংশভূতা কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করে। উভয়ের সহবাসে পুত্রসন্তানাদি জন্মে। একদা ঐ হোলয় পত্নীর অনুরোধে স্বীয় মাতাকে স্বগৃহে আনয়ন করে।

(১) হিন্দীতে পোত শব্দের অর্থ কাচের মালা বুঝায়।

দয়মব স্ববর্গকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মাতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা সত্য বল মহিষজিহ্বা-দগ্ধ ও এই মিষ্টান্নের মধ্যে কোনটী অধিক রুচিকর ! দয়মব এরূপ নীচ সংসর্গে আপনাকে প্রতারিত, অপদস্থ ও অপমানিত জ্ঞানে নিজ সন্ততিবর্গকে হত্যাপূর্ব্বক স্বামিহত্যার জন্য অগ্রসর হইলেন। পরে মহিষমর্দ্দিনী মহিষরূপধারী স্বামীকে নিহত করিয়া জাতক্রোধ নিবারণ করিলেন, অবশেষে বাসগৃহ অগ্নি-দগ্ধ করিয়া স্বয়ং স্বর্গধামে প্রস্থানপর হইলেন। তদবধি ঐ স্বামীর বংশধরেরা 'পোতরাজা' বা মহিষের রাজা আখ্যায় পরিচিত হইতে লাগিল।

পোতরাজগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ধারবার জেলায় দয়মবের উদ্দেশে একটী অষ্টাহ মেলা হইয়া থাকে। মেলার সময় পোতরাজবংশধরেরা আমন্ত্রিত হইয়া নায়কতা করিয়া থাকে। মেলা আরব্ধ হইলে পর একদিন কএকটী মহিষ ও ছাগ উৎসর্গার্থ আনীত হয়। মহিষগুলি দয়মবের হোলয়-বংশীয় স্বামী ও ছাগগুলি তাহার বংশধররূপে গ্রাম্য দেবীসমক্ষে নিহত হইয়া থাকে। যে পোতরাজ উৎসবের নায়ক হইয়া আগমন করে, সে উলঙ্গ হইয়া একটী ছাগলের উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়ে এবং নিজদন্তদ্বারা উহার কণ্ঠ বিদারণপূর্ব্বক রক্তপান করিতে করিতে ঐ ছাগদেহ গ্রামের নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে লইয়া যায়। মেলার শেষদিনে ঐ ব্যক্তি অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় নিজ মস্তকোপরি অন্ন লইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে এবং গমনকালে চারিকোণে চারিটী ছাগ-বলি দিয়া থাকে। এই সকল কার্য্যের জন্য, নিহত জীবসমূহের কতকাংশ তাহার প্রাপ্য। অন্যান্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধে হোলয়গণের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। [হোলয় দেখ।]

পোতবণিজ্ (পুং) পোতেন বণিক্। বহিত্রদ্বারা বাণিজ্যকর্ত্তা, জলপথে বাণিজ্যকারী, যাহারা নৌকা করিয়া বাণিজ্য করে। পর্য্যায়—সাংযাত্রিক, নৌবাণিজ্যকর, সমুদ্রযানচারী। (জটাধর)

পোতভঙ্গ (পুং) নৌ-ব্যসন। ঝটিকা-তাড়িত জাহাজাদির সমুদ্র-গর্ভস্থ পর্ব্বতে লাগিয়া ভঞ্জন।

পোতরক (পুং) [পোতল দেখ।]

পোতরক্ষ (পুং) পোতং রক্ষতি রক্ষ-অণ্। কেনিপাতক, চলিত—হালি, হাল্। হাল্ না থাকিলে নৌকাদির চালনা হয় না।

পোতল, সিন্ধুতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন বন্দর। ২ তিব্বতরাজ-ধানী লাসা নগরীর দলৈ-লামার আবাস স্থান। ইহার অপর নাম পোতরক।

পোতলক (পুং) পর্ব্বতবিশেষ।

পোতলকপ্রিয় (পুং) পোতলকঃ পর্ব্বতবিশেষঃ প্রিয়োঽস্য। বুদ্ধবিশেষ। (ত্রিকা°)

পোতবরম্, মান্দ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, বেজ্‌বাড়ার ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ফকির-তক্য নামে একটী স্তূপের উপর একখানি প্রস্তর-ফলকে ১০৭৯ শকে উৎকীর্ণ মহামণ্ডলেশ্বর পোতরাজকন্যা প্রোলম্মদেবীর একখানি অনুশাসন আছে।

পোতবাহ (পুং) পোতং নাবং বহতীতি বহ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। বহিত্রবাহিক, চলিত—দাঁড়ি, মাঝি, যাহারা নৌকা বায়। পর্য্যায়—নিয়ামক।

পোতা (দেশজ) ১ পুত্র। ২ গৃহনির্ম্মাণার্থ উন্নত মৃত্তিকা, মণ্ডপ। ৩ প্রোথিত করণ। ৪ মাঝি। ৫ নাবিক।

পোতাচ্ছাদন (ক্লী) পোতমিব আচ্ছাদয়তীতি আ-ছাদি-ল্যু। বস্ত্রকুট্টিম, বস্ত্রকুটীর, বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, তাঁবু।

পোতাধান (ক্লী) আধীয়তেঽত্রেতি ল্যুট্ আধানং পোতানাং অণ্ডজমৎস্যানামাধানম্। ক্ষুদ্রাণ্ড মৎস্যসংঘাত। চলিত—পোণা, ইহার গুণ স্নিগ্ধ, লঘু এবং রুচিকর। ক্ষুদ্র মৎস্যসমূহ, পোনার ঝাক্।

"পোতাধানস্তু সর্ব্বেষাং সুস্নিগ্ধং লঘু রোচনং।" (রাজব°)

পোতাশ্রয় (পুং) যে স্থানে জাহাজাদি নির্ব্বিঘ্নে নোঙর করা থাকে (Harbour)।

পোতুনূরু, বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বিমলীপত্তনের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কলিঙ্গগঙ্গদিগের নির্ম্মিত দুটী প্রাচীন দুর্গ ও বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণদেবরায়ের প্রতিষ্ঠিত জয়স্তম্ভ আছে।

পোতৃ (পুং) পূ-তৃণ্। যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিয়োজিত পুরোহিত-বিশেষ, ঋত্বিক্। ২ পবিত্র বায়ু। "যঃ পোতা স পুনাতু মা" (শুক্ল যজু° ১৯।৪২) 'যঃ পোতা পুনাতি পবতে বা পোতা বায়ুঃ' (মহীধর) ৩ বিষ্ণু। (ঋক্ ৪।৯।৩)

পোত্যা (স্ত্রী) পোতানাং সমূহঃ (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯) ইতি য, ততষ্টাপ্। পোতসমূহ।

পোত্র (ক্লী) পূয়তেঽনেনেতি পূ-(হলশূকরয়োঃ পুবঃ। পা ৩।২।১৮৯) ইতি ষ্ট্রন্। ১ শূকরমুখাগ্রভাগ, শূকরের মুখের থোবনা। ২ লাঙ্গল-মুখাগ্র। ৩ বজ্র।

'পোত্রং বজ্রে মুখাগ্রে চ শূকরস্য হলস্য চ।' (মেদিনী)

'বজ্র' স্থলে বস্ত্র এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ বহিত্র। ৫ পোতৃনামক ঋত্বিকের পাত্রভেদ।

"ঋতুনা পোত্রাদ্ যজ্ঞং পুনীতন।" (ঋক্ ১।১৫।২)

'পোত্রাৎ পোতৃনামকস্য ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ' (সায়ণ)

পোত্রায়ুধ (পুং) তন্মুখাগ্রমেব আয়ুধং যস্য। শূকর। (রাজনি°)

পোত্রিদংষ্ট্রাজ (ত্রি) পোত্রিদংষ্ট্রাতঃ জায়তে জন-ড। শূকর-দন্তজাতপদার্থ মাত্র। (ক্লী) ২ শূকরদন্তজাত রত্ন। (বৈদ্যকনি°)

পোত্রিন্ (পুং) পোত্রমস্যাস্তীতি পোত্র-ইনি। ১ শূকর। (ত্রি) ২ পোত্রবিশিষ্ট।

পোত্রিরথা (স্ত্রী) পোত্রী শূকরঃ রথ ইব গতিসাধকোঽস্যাঃ। জিনশক্তিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড)

পোত্রীয় (ত্রি) পোতুঃ কর্ম্ম-ছ। পোতৃকর্ত্তব্যকর্ম্ম, ঋত্বিক্-কর্ত্তব্য কার্য্যভেদ। (ঐত° ব্রা° ৩৫০।৬।১৪)

পোথকী (স্ত্রী) বালকদিগের নেত্রবর্ত্মজ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"কণ্ডুস্রাবান্বিতা গুর্ব্বী রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ॥" (সুশ্রুত উত্তর° ৩অঃ)

কণ্ডু, স্রাব ও বেদনাবিশিষ্ট, গুরু ও রক্ত সর্ষপ সদৃশ পিড়কা হইলে তাহাকে পোথকী কহে, ইহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক।

পোদ, নিম্নবঙ্গবাসী একটী প্রসিদ্ধজাতি, পদ্মরাজ, চাষী ইত্যাদি নামেও পরিচিত। ইহারা আপনাদিগকে মহাভারতোক্ত পুণ্ড্র বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। মহাভারতে যে সুপুণ্ড্রক বা দক্ষিণ পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে, ইহারা সম্ভবতঃ সেই জাতি-ভুক্ত। [পুণ্ড্র দেখ।]

মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জাতির গঠন তুরাণীয় ও আদিম জাতির নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই জাতীয় কেহ কেহ আপনাদিগকে মহাভারতোক্ত পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বংশ, আবার কেহ বলরামের পত্নী রেবতীর গর্ভ হইতে প্রথম পোদের জন্ম কল্পনা করেন। এই জাতীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কায়স্থের ঔরসে ও নাপিতকন্যার গর্ভে পোদজাতির জন্ম বলিয়া থাকেন।[১] ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে, বৈশ্যের ঔরসে শুণ্ডীকন্যার গর্ভে পৌণ্ড্রক জাতির উৎপত্তি।

এ দেশীয় পোদের মধ্যে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও ঔড্র এই চারিটী শ্রেণী এবং বাগাণ্ডে, বাঙ্গলা, চাষী পোদ, খোটা বা মোনা ও উড়িয়া এই ৫টী থাক দেখা যায়। প্রথম তিন থাক ২৪ পরগণা ও যশোর, তৃতীয় থাক মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা এবং চতুর্থ থাক মেদিনীপুর ও বালেশ্বরে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আঙ্গিরস, আলম্যান, ধানেশ্রী, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কৌশিক, মৌদ্গল্য বা মধুকুল্য ও হংসল ইত্যাদি গোত্র আছে। উপাধি প্রধানতঃ কাথ্য, কয়াল, পাইক, পাত্র, পুণ্ডরী, মণ্ডল, মিস্ত্রী, লস্কর, বিশ্বাস, বৈদ্য, সরকার, সাপুই, হালদার ইত্যাদি।

উচ্চজাতির মত ইহাদের মধ্যেও বিবাহের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। সচরাচর ৫ হইতে ৯ বর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ হয়। বিধবার বিবাহ ঘটে না বা কেহ মনে করিলেই পতিপত্নীত্যাগ করিতে পারে না। ইহারা কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহের সকল অঙ্গই পালন করে, তবে সম্প্রদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই পাওয়া যায়। রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। তবে যিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করেন, বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা আর তাঁহার হাতে অন্নজল গ্রহণ করেন না। সাধারণতঃ রাঢ়ীশ্রেণীর গোস্বামীরাই ইহাদের দীক্ষা দিয়া থাকেন।

হিন্দুসমাজে ইহারা নিম্নশ্রেণী বলিয়াই গণ্য। ব্রাহ্মণ ও নবশাখ পর্য্যন্ত এই জাতির হাতে জল খায় না।[১] বৈষ্ণব পোদেরা অনেকটা নিষ্ঠাবান্, তাহারা মাংস খায় না।

এই জাতি সাধারণতঃ কৃষি ও মৎস্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অবস্থার গুণে এই জাতির মধ্যে কতকগুলি জমিদার ও মহাজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এক্ষণে উচ্চজাতির সমাজ-ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এতন্মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণকার, লৌহকার, সূত্রধার ও স্থপতি প্রভৃতির কার্য্যও করিতেছে। ২৪ পরগণাতেই প্রায় আড়াই লক্ষ পোদের বাস।

পোদলকুরু, নেল্লুর জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন গণেশমন্দির ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

পোদিকা (স্ত্রী) কলম্বীশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পোদিলে, নেল্লুর জেলাস্থ পোদিলেবিভাগের সদর, নেল্লুর সহর হইতে ৮৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন দেবমন্দিরসমূহে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কয়েকখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

পোতুবারপট্টি, মদুরাজেলাস্থ পলনিতালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, পলনি হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি আছে। এখানকার একটী প্রাচীন মস্‌জিদে উৎকীর্ণ শিলা-লিপিতে সিনপ্পনায়ক কর্ত্তৃক মুসলমানকে ভূমিদানের কথা লিখিত দেখা যায়।

পোদ্দার (পারসী) ফৌতাদার শব্দের অপভ্রংশ, টাকা এবং স্বর্ণরৌপ্যাদি কৃত্রিম কি অকৃত্রিম যাহারা ইহার পরীক্ষা করে, তাহাকে পোদ্দার কহে, স্বর্ণরৌপ্যাদি পরীক্ষক। ২ টাকা পয়সা যে গণিয়া লয়।

পোদ্দারী (পারস্য) পোদ্দারের কার্য্য।

(১) Risley's Tribes and Castes of Bengal.

(১) Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. II. p. 177

পোন (দেশজ) কুম্ভকারের ঘটাদি পোড়াইবার স্থান।

পোনা (দেশজ) ক্ষুদ্রমৎস্য, যথা 'মাছের পোনা।' ২ রোহিত মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যকেও পোনা মাছ কহে।

পোনানি, ১ মলবার জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩৯০ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের সদর। অক্ষা° ১০° ৪৭´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৭´ ৫৫´´ পূঃ। কালিকট ও কোচিনের মধ্যে মাপ্পিল্লাদিগের একটী প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য। এখান হইতে জলপথে কোচিন, ত্রিবাঙ্কোড় ও মান্দ্রাজ রেলওয়ের তিরূর ষ্টেশনে যাইবার সুবিধা থাকায় যথেষ্ট লবণ-বাণিজ্য হইয়া থাকে।

মাপ্পিল্লাদিগের প্রধান যাজক তঙ্গল এখানে বাস করেন এবং মুসলমানদিগের একটী মাদ্রাসাও আছে। এই মাদ্রাসা হইতে মুসলমান ছাত্রেরা উপাধি পাইয়া থাকে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা কোচিন অধিকার করিলে ইংরাজেরা এখানে আসিয়া আড্ডা করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মাক্লিওড হায়দর আলীকে আক্রমণ করিবার জন্য এখানে সৈন্য লইয়া অবতরণ করেন। এখানে প্রতিবর্ষে প্রায় লক্ষাধিক টাকার বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনমলয়-গিরি হইতে নির্গত একটী নদী। পালঘাট হইয়া পোনানি নগরের নিকট সাগরে মিশিয়াছে।

পোনের (দেশজ) পঞ্চদশ, ১৫।

পোন্নূরু, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন স্থান। বাপটুলার ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ডেপুটি তহসীলদারের সদর কাছারী আছে। এখানকার দেবমন্দির অতি প্রাচীন, ইহার পূর্ব্বদ্বারের একটী স্তম্ভে ১০৪১ শকে উৎকীর্ণ কুলোত্তুঙ্গ চোলের শিলালিপি আছে। এ অঞ্চলের হিন্দুগণের নিকট ঐ মন্দির অতি পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। পোন্নূরু-স্থলমাহাত্ম্যে ঐ দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পোন্নেরি, ১ মান্দ্রাজ প্রদেশের চেঙ্গলপট্টু জেলার একটী তালুক, ভূপরিমাণ ৩৪৭ বর্গমাইল। এই তালুকের কতকাংশ কৃষিক্ষেত্র ও কতকাংশ উষরময়। ইহার মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ যাইবার রাস্তা গিয়াছে।

২ চেঙ্গলপট্টু জেলাস্থ একটী নগর ও উক্ত তালুকের সদর; নারায়ণবরম্ (অরানিয়া নদীর) দক্ষিণকূলে; মান্দ্রাজ সহর হইতে ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী থানা ও ডাকঘর আছে।

পোপ, খৃষ্টান ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান যাজক। রোম-মহানগরীতে এই পোপ-নামধারী ধর্ম্মযাজকগণ থাকিতেন। তাঁহাদের পদ সকল খৃষ্টান সম্রাট্ হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব সমগ্র খৃষ্টানমণ্ডলীর উপর ছিল। রোমান্ কাথলিক খৃষ্টান-সম্প্রদায়ে তাঁহারা সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের কথায় ও উদ্যমে 'ক্রুজেড' বা ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত, কত রাজ্যেশ্বর সিংহাসনচ্যুত ও কত কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ১৫শ শতাব্দে লুথার-প্রচারিত নবীন খৃষ্টীয় মতের অনুসরণ করিয়া অনেকেই পোপদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডরাজ ৮ম হেন্‌রী নিজ পত্নী কাথরাইনের বিবাহচ্যুতির ও বলিন্‌কে বিবাহের অনুমতি দিবার প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে পোপের ঔদাস্য দেখিয়া তিনি জলিয়া উঠিলেন। তিনি পোপের অধিকার উঠাইয়া দিয়া আপনাকে ইংলণ্ডের গির্জ্জাসমূহের প্রধান নায়ক (Supreme head of the English Church) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দিরগুলি পোপের অধিকারভ্রষ্ট হয়। ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রবল হইলে, পোপের প্রভাব আরও খর্ব্ব হইতে থাকে। পোপের অনুমতি ব্যতীত রোমান্ কাথলিকগণ নূতন কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। [বিস্তৃত বিবরণ খৃষ্টান, রোম, লুথার প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পোয়া (দেশজ) পাদশব্দের অপভ্রংশ, সেরের চারিভাগের এক ভাগ। ২ চারা গাছ।

পোরকাড়, তিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত আল্লেপি উপবিভাগস্থ একটী নগর। অক্ষা° ৯° ২১´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৬° ২৫´ ৪০´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে পোরকাড় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ও 'চম্বগচেরি' নামে খ্যাত এবং এ অঞ্চলের একটী প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য হইত। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে কোচিন ও তৎপরে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজদিগের কুঠি ছিল। এখনও পর্ত্তুগীজদিগের দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। আল্লেপির সমৃদ্ধির সহিত পোরকাড় বন্দরের গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে।

পোরল (মাধবরম্) মান্দ্রাজের চেঙ্গলপট্টু জেলাস্থ একটী প্রাচীন স্থান, মান্দ্রাজের ৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী দুর্গ আছে, প্রবাদ চোল রাজাদিগের পূর্ব্বে কুরুম্বরেরা ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

পোরা (দেশজ) পূরে দেওয়া।

পোরুমামিল্ল, মান্দ্রাজের কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বড়্‌বেলের ১৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একজন পোলিগর সর্দ্দার বাস করিতেন। তাহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানকার ভৈরবের মন্দিরে ১২৯১ শকে উৎকীর্ণ বুক্ক-ভূপতির পুত্র ভাস্করভূপতির শিলালিপি আছে।

পোর্টক্যানিং, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী বিলুপ্ত বন্দর। অক্ষা° ২২° ১৯´ ১৫´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮৮° ৪৩´ ২০´´ পূঃ। মাতলা নদীর মুখে যেখানে বিদ্যাধরী, করতোয়া ও আঠারবাঁকা নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তথায় এই বন্দরটী অবস্থিত।

হুগলী নদীর মুখ ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতে দেখিয়া ইংরাজ-বণিককুল ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং মাতলার মুখে একটী বন্দর ও নগর পত্তন করিবার জন্য বড়লাট ডালহৌসীর নিকট (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে) আবেদন করেন। তাঁহাদের আবেদনে অবিলম্বে গবর্মেণ্ট ২৫০০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিলেন। এখানে নূতন নগরের সকল সরঞ্জাম হইল, মিউনিসিপালিটী গঠিত হইল। গবর্মেণ্ট তাঁহার হস্তে নগরের ভার অর্পণ করিলেন। সকল বড় বড় সওদাগর এখানে আপিস করিবার আয়োজন করিলেন, কলিকাতা হইতে বাণিজ্যের সংস্রব-স্থাপনের জন্য বরাবর রেলপথ হইল। মাতলার মুখে অনেকগুলি পোতাশ্রয়, জাহাজ রাখিবার জন্য জেঠী ও বৃহৎ বৃহৎ চাউলের কল প্রস্তুত হইল। পরে বড় লাট ক্যানিংএর নামানুসারে "পোর্টক্যানিং" নাম রাখা হইল। এখানে নগর ও বন্দর করিবার জন্য কত লক্ষ টাকা খরচ হইয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইল না। সমুদ্রগামী কোন জাহাজই এ বন্দরে আসিল না। গবর্মেণ্ট আশা করিয়াছিলেন, চাউলের ব্যবসা চালাইতে পারিলে অনেক লাভ হইবে ও অনেক জাহাজ আসিবে; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ লোকসান হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ছোটলাট এখানকার বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতে এখানে যে সমস্ত কার্য্যালয় গঠিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল, পূর্ব্ববৎ এই বন্দরের অধিকাংশ জঙ্গলে পরিণত হইল। এখন এখানে পোর্ট-কমিসনরদিগের কাছারী ও রেলওয়ে ষ্টেসন আছে।

পোর্টব্লেয়ার, আন্দামানদ্বীপপুঞ্জের প্রধান বন্দর।

[আন্দামান দেখ।]

পোর্টোনোবো, (পরঙ্গীপেতই, মাহ্মুদবন্দর) মান্দ্রাজপ্রদেশের দক্ষিণ আর্কটজেলার একটী বন্দর ও রেলওয়ে ষ্টেসন, বেল্লারনদীর মুখে পুঁদিচেরি হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত; অক্ষা° ১১° ২৯´ ২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৮´ ১৩´´ পূঃ।

এখানে এক সময়ে দিনেমার ও পর্ত্তুগীজদিগের বিস্তৃত কারবার ছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এখানে কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সর্ আয়ার কুট ৮০০০ সৈন্য লইয়া হায়দরের ৬০ হাজার সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এখানে প্রতিবর্ষে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি ও লক্ষটাকার দ্রব্য আমদানী হয়। এখানকার মাদুর বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১৪০৬১।

পোল (ত্রি) পুল-জলাদিস্বাৎ ণ। ১ মহত্বযুক্ত। ২ পিষ্টকভেদ। (পুং) ৩ কটিপ্রোথ, পাছার পেলো। (অমরটীকা ভরত)

পোল (পাল) গুজরাতের মহীকান্তা এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, মহীকান্তার উত্তরপূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। এই ভূভাগের অধিকাংশ বন ও পর্ব্বতময়। কর্ষিত অংশে জোয়ার, বজরা, ছোলা ও কাঙ্গনি উৎপন্ন হয়।

এখানকার রাজবংশ কনোজের শেষ হিন্দুনরপতি জয়চাঁদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। জয়চাঁদের দুই পুত্র ছিল শিবজী ও শোনকজী। মারবারের রাজগণ শিবজীর বংশধর। শোনকজী ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে ইদরে রাজ্য স্থাপন করেন। ২৬ পুরুষ পর্য্যন্ত এখানে শোনকজীর বংশ "রাও" উপাধি ধারণ করিতেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে, এই বংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা জগন্নাথরাও মুসলমান কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তখন পোল নামক স্থানে আসিয়া রাজপরিবারগণ বাস করিতে থাকেন। পরে তাঁহারা এই পার্ব্বত্য ভূভাগের রাও বলিয়া বিখ্যাত হন। এখানকার অধিপতি অপর কোন রাজার অধীন নহেন। বর্ত্তমান রাজার নাম হম্মীরসিং। তিনি নিজেই রাজকার্য্য পরিপালন করিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমে উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইয়া থাকে।

পোলণ্ড, য়ুরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজ্য। এক সময়ে ইহা বল্টিক সমুদ্র হইতে বেসারাবিয়া ও কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা এবং পশ্চিমে প্রুসিয়া হইতে পূর্ব্বে রুষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্য উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতমালা-সমাকীর্ণ। ভূপরিমাণ প্রায় ২৮২০০০ বর্গ মাইল।

পূর্ব্বকালে পোলণ্ড রাজ্য ডিউক উপাধিধারী সর্দ্দারদিগের দ্বারা শাসিত হইত। উক্ত সর্দ্দারগণ পোল[১] জাতীয় ছিলেন। ৮৪০ খৃষ্টাব্দে পিয়াষ্ট (Piast বা Piastus) রাজ্যাধিকার করিবার পূর্ব্বে আর কোন রাজবংশই এখানে ধারাবাহিক রাজত্ব করেন নাই। পিয়াষ্ট-বংশধরগণ প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর নির্ব্বাচন-প্রণালীর সূত্রপাত হয়। উপযুক্ত পাত্রে রাজমুকুট প্রদত্ত হইত। উক্ত রাজগণের রাজত্বকালে অনেকটা সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও গৃহবিবাদের ফলে অশান্তির কারণ হইয়াছিল। ক্রমে গৃহবিগ্রহে রাজ্য উৎসন্ন যাইতে বসিল। পরস্পরের যুদ্ধে রাজ্য মধ্যে অরাজকতা প্রবল দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণ গোলযোগ মিটাইতে মধ্যস্থ হইলেন। অবশেষে ছলে কৌশলে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রুষিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া পোলণ্ডকে গ্রাস

(১) প্রাচীন ইতিহাসে এই জাতি পোলনি নামে শ্লাবোনিক শাখার (Slavonic race) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ওদের (oder) ও ভিষ্টুলা (Vistula) নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ ইহাদের অধিকারে ছিল।

করিয়া ফেলিলেন। রুষিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ, অষ্ট্রীয়া দক্ষিণপশ্চিম ও প্রুসিয়া বাণিজ্যপ্রধান উত্তরপশ্চিম লইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। পুনরায় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ করিয়া ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রুষরাজ ভাগ মিটাইয়া লইলেন। বোনাপার্টীর পোলণ্ড-বিজয়ে নানা পরিবর্ত্তন ঘটে। [নেপোলিয়ান দেখ।] অতঃপর ফরাসী রাজ্যের অধঃপতনে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া পূর্ব্বসম্পত্তির কতকাংশ প্রাপ্ত হন, অবশিষ্ট রুষিয়ার হস্তগত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পোলজাতি বিদ্রোহী হয়, ওয়ারস নগরবাসী রুষবিপক্ষে দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া আত্মসমর্পণ করে এবং পোলগণ রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড রুষসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়াধিকৃত ক্রাকোনগরে স্বাধীনতালাভের একটা চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এ উদ্যমেও ক্রাকোর প্রজাতন্ত্র বশ্যতাস্বীকার করে। ১৮৬৩-৪ খৃষ্টাব্দে আরও একটী রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। রুষসম্রাট্ অদ্ভুত পরিশ্রমে ঐ বিদ্রোহদমনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদবধি পোলণ্ড-রাজ্য রুষ অধিকারে রহিয়াছে।

পোলম্পল্লী, কৃষ্ণা জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম, নন্দিগ্রামের ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকট প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পোলা, মরাঠাদিগের মধ্যে বৃষোৎসবভেদ। মহাদেবের নামে যা বৃষোৎসর্গে যে সকল ষাঁড় ত্রিশূলাঙ্কিত আছে, শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন তাহাদিগকে সাজাইয়া পূজা ও নগর প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে। এদিন তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় না।

পোলাবরম্, মান্দ্রাজের গোদাবরী জেলাস্থ একটী জমিদারী। ১২খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। জমীদার পোলাবরম্ নামক গ্রামে বাস করেন, উহার অক্ষা° ১৭°১৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪০´ ৪০´´ পূঃ। এখানে প্রায় চারি হাজার লোকের বাস।

পোলুর, উত্তর আর্কটের অন্তর্গত পোলুর তালুকের সদর। অক্ষা° ১২° ৩´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৯´ ৩০´´ পূঃ। বেলুর হইতে ২১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। নগরের পার্শ্বে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও ৫ মাইল দূরে লৌহখনি দৃষ্ট হয়।

পোলেপল্লি, কৃষ্ণা জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। দাচেপল্লীর ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন তিনটী শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী পরশুরামের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ। সিদ্ধেশ্বরস্বামীর মন্দিরে প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

পোল্লচি, কোয়ম্বাতোর জেলাস্থ পোল্লচি তালুকের সদর, অক্ষা° ১০° ৩৯´ ২০´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৭° ৩´ ৫´´ উঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এখানে হাট, পথিকের জন্য বাঙ্গালা, হাসপাতাল ও মাজিষ্ট্রেটের বাড়ী আছে।

পোলাৎ (পারসী) ১ লৌহবিশেষ। ২ ইস্পাত।

পোলিকা (স্ত্রী) পোলী-স্বার্থে-কন্, টাপ্, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। পিষ্টকবিশেষ, পাতলারোটী। পর্য্যায়—পূলিকা, পৌলি, পূপিকা, পূপলা। (হেম)

"কুর্য্যাৎ সমিতযাতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ।
স্বেদয়েৎ তপ্তকে তান্তু পোলিকাং তাং জগুর্ব্বুধাঃ॥
তাং খাদেল্লপ্সিকাযুক্তাং তস্যাং মণ্ডকবদ্ গুণাঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

প্রস্তুত প্রণালী—ময়দার অতি পাতলা পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লৌহনির্ম্মিত তপ্তপাত্রে সিদ্ধ করিলে পোলিকা হয়, এই পোলিকা লপ্সিকা অর্থাৎ মোহনভোগ সহযোগে ভক্ষণ করিবে। ইহার গুণ মণ্ডকের ন্যায়।

পোলিগর, দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দারবিশেষের উপাধি। তামিল 'পোলিয়ম্' শব্দের অর্থ দুর্গ ও 'করম্' অর্থ রক্ষা, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা গিরিসঙ্কট ও বন্যভূমি রক্ষা করিত বলিয়া 'পোলিগর' নাম হইয়াছে। পোলিগর বলিলেই পার্ব্বত্য সর্দ্দারদিগকে বুঝিতে হইবে। এই সামন্তগণ অনেকটা অর্দ্ধস্বাধীনভাবে স্ব স্ব প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অরিয়ালুরে, বাঙ্গরযাচম্, বোমরাজ, কোইলোরপেট্ট, এলেরেমপেনা, এট্টাপুরম্, মদুরা, তিন্নেবেলি, নট্টম্নোল্লকোট্ট, নোল্লতকুশবিল্লে, সাবনুর, উদয়গিরি, বরদাচলম্ ও সাবন্তবাড়ী একসময়ে বিভিন্ন পোলিগরের অধিকারভুক্ত ছিল।

তিন্নেবেলির পোলিগরেরা এক সময়ে অপর সকল পোলিগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহারা 'তোণ্ডমানরাজা মরবর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। মান্দ্রাজের উত্তরে বাঙ্গরযাচম্, দমরহা ও বোমরাজের পোলিগরেরা নিজাম ও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া ছিল। সাবন্তবাড়ীর পোলিগরেরা দেশাই ছিল। জুন্নর ও পণালার পোলিগরেরা শিবাজীর হস্তে দমিত হইয়াছিল। অপর স্থানের পোলিগরেরা ইংরাজহস্তে হতমান হইয়াছে।

পোলিন্দ (পুং) পোতস্য অলিন্দ ইবেতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নৌকাবয়বভেদ। পর্য্যায়—পাদারক। (ত্রিকাণ্ড)

পোলী (স্ত্রী) পোলতি মহত্বং গচ্ছতীতি পুল অলাদিত্বাৎ ণ ঙীষ্। পিষ্টকবিশেষ।

পোলো (দেশজ) ১ মৎস্যধারণ-যন্ত্রবিশেষ। ২ ক্রীড়াভেদ।

পোলো মার্কো, জনৈক ভিনিসবাসী। ইনি ১২৫০ খৃষ্টাব্দে পিতার সহিত কনস্তান্তিনোপলে আসেন, তথা হইতে বোখারা, পারস্য, চীনতাতার, চীন ও ভারত প্রভৃতি নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া তত্তৎ দেশসমূহের ও জনপদাদির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ

করেন। তিনি যে কেবল দেশভ্রমণে যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহা নহে, জেনোয়া যুদ্ধে তিনি একজন সেনানায়ক ছিলেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভিনিস নগরীর মহাসভার (Grand Council) সদস্যপদে বরিত হন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পোবার, রাজপুতজাতির শাখাভেদ। [পুয়ার দেখ।]

পোবিন্দ, ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী এক বণিকজাতি। মধ্য এসিয়ার সহিত ভারতীয় বাণিজ্য একমাত্র ইহাদের দ্বারাই পরিচালিত। ইহারা স্বভাবতঃই ভ্রমণশীল, এক স্থানে স্থায়িরূপে বাস করে না। ইহাদের মধ্যে লোহানী, নসর, নিয়াজি, দাও তানী, মিঞাখেল ও করোতি প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন শ্রেণী এবং তাহাদের মধ্যে আবার স্বতন্ত্র থাক আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ দিল্লী, কাণপুর, বারাণসী ও ভারতের অন্যান্য নগরে এবং গজনী, খিলাৎ-ই-খিলজৈ, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট প্রভৃতি স্থানে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করে। ইহারা পশম, রেশম, পশমী নানাবস্ত্র, কম্বল, শুষ্কফল, ওষধি, মসলা ও অশ্বগবাদি পর্য্যন্ত বিক্রয়ার্থ ভারতে লইয়া আসে এবং তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় শিল্পজাত নানা দ্রব্য ও বিলাতী বস্ত্রাদি লইয়া বিক্রয় করে। এইরূপ একচেটে বাণিজ্য করায় ইহাদের মধ্যে অনেকে ধনী হইয়াছে। সকলেরই প্রায় সুন্দর সুন্দর অশ্ব আছে। কোন লোকের সহিত ইহাদের বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে ১৪ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যরূপে সজ্জিত হইতে পারে। বণিক্ হইলেও ইহারা যুদ্ধনিপুণ এবং পার্ব্বতীয় শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু বলিষ্ঠ ও তেজস্বী। কাবুল হইতে কাটিবাজ পর্য্যন্ত ইহারা নির্ব্বিঘ্নে পণ্য দ্রব্য লইয়া আইসে, কিন্তু যতই ইহারা ভারত-সীমার মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ইহাদের ভয়ের বৃদ্ধি হয়। পাছে দস্যুদল অথবা ইংরাজসৈনিক ইহাদের দ্রব্যাদি কাড়িয়া লয়, এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহারা কাটিবাজ পরিত্যাগ করিয়াই দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। এক একটী দলে ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার পর্য্যন্ত বলিষ্ঠ পুরুষ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হয়। প্রত্যেক দলে একজন দলপতি নিযুক্ত হয়, তাহার উপাধি খাঁ। সুশিক্ষিত সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় আসিবার কালে ইহারা পথিমধ্যে খণ্ডযুদ্ধও করিয়া থাকে। মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্ (Major Edwardes) লিখিয়াছেন যে, একজনও পোবিন্দকে অক্ষতদেহ দেখা যায় না—কেহ ভগ্ননাস, কেহ চক্ষুহীন, কেহ খঞ্জ, কেহ বা ছিন্নহস্ত এরূপ প্রায় সকলেই যুদ্ধবিগ্রহের অস্ত্রচিহ্ন বহন করিতেছে।

ওয়াজিরি জাতি ইহাদের মহাশত্রু। ওয়াজিরি-অধিবাসিত দেশের উত্তরপশ্চিমে করোতি শাখার গোবিন্দগণের বাস। এই প্রদেশে শীতের আধিক্য হেতু তাহারা তাম্বুতে বাস করে। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখম, পনির ও খুরুট তাহাদের বসন্তকালের খাদ্য। ঘৃত দুগ্ধ সেবনে এবং শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু তাহাদের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ও চাকচিক্যযুক্ত হইয়াছে। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশ্রী। পোবিন্দদিগের মধ্যে নসর শাখাই সমধিক বলশালী। গ্রীষ্মকালে তাহারা খিলজৈ জাতির তোকি ও ওটক শাখার মধ্যে যাইয়া বাস করে এবং শীত পড়িলেই দেরাজাতে পলায়ন করে। নসরেরা বেশী বাণিজ্য-প্রিয় নহে। তাহাদের পালিত গো মেষ ও উষ্ট্রাদি হইতেই তাহাদের ভরণপোষণ ও আচ্ছাদনযোগ্য তাম্বু সংগৃহীত হয়। তাহারা নিষ্ঠুর, কুৎসিত ও ক্রূর স্বভাবাপন্ন, অকারণ জীবজন্তুর হত্যায় তাহারা কাতর হয় না, দেখিতে ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল স্বভাবতঃই ভয়োৎপাদক। পানি, দৌলতখেল ও মিঞাখেল নামক লোহানী শাখার পোবিন্দেরা কৃষিকার্য্যে জীবনযাপন করে, কেবল মিঞাখেলের কতক লোক মধ্যএসিয়ায় বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহারা নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণার্থ স্ব স্ব তাম্বুতে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া গ্রীষ্মঋতুতে বোখারা, সমরকন্দ ও কাবুল প্রভৃতি স্থানে গমন করে এবং আবশ্যকমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া গোমালগিরিসঙ্কট দিয়া দেরাজাতে উপস্থিত হয়। তথায় আসিয়া প্রায়ই তাহারা আপনাপন বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করে। কেহ কেহ বা লাহোর, বারাণসী প্রভৃতি নগরীর মাল আনিয়া বিক্রয় করে এবং গ্রীষ্ম পড়িলেই স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

পোবিন্দেরাই মধ্য এসিয়ার একমাত্র ব্যবসায়ী নহে। পরাঞ্চা, গণ্ডপুর ও বাবরজাতি এবং অন্যান্য হিন্দুগণ এখনও মধ্যএসিয়ার বাণিজ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শিখাধিপত্যে গোবিন্দদিগের পণ্যদ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আদায় করা হইত। ইংরাজ গবর্মেণ্ট কাবুল, খোরাসান, পারস্য প্রভৃতি মধ্যএসিয়ার রাজ্য হইতে আনীত দ্রব্যসমূহের উপর কম শুল্ক আদায় করিবার হুকুম দেন। ইংরাজাধিকারে প্রায় ২৫ হাজার পোবিন্দ আসিয়া ছাউনী করিয়া থাকে। তাহারা ভারতসীমার বাহিরে স্বাধীন ও দুর্দ্ধর্ষভাবে বিচরণ করে; কিন্তু গোমাল, মাঝি, হাইদার, জার্কানি প্রভৃতি গিরিপথ অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতে পৌছিলেই তাহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সুশীল ও সুভদ্র বলিয়া জ্ঞান হয় এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিবার কালে তাহারা কখন উগ্র-প্রকৃতির পরিচয় দেয় না, বরং নিরীহভাব দেখাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ থাকায় তাহাদের সতর্কতাপ্রবৃত্তি এরূপ শিথিল হইয়া

পড়ে যে, চোরে অনায়াসেই তাহাদের দ্রব্য চুরি করিতে পারে। কিন্তু পুনরায় গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলে তাহাদের কুটিল চক্ষু আবার প্রস্ফুটিত হয়, তাহারা দস্যুর আগমন বুঝিতে পারে এবং অসতর্ক থাকিলেও যেন আত্মরক্ষায় বিশেষ অসাবধান হয় নাই, এরূপ চতুরতা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

পোশাক (পারসী) পরিচ্ছদ।

পোশাকী (পারসী) পোশাকের উপযোগী। যে সকল বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ভদ্র সমাজে যাওয়া যায়, এবং যাহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে পোশাকী কহে।

পোষ (পুং) পুষ-ভাবে ঘঞ্। পোষণ, পালন।

"অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্ যাত্যধঃ স্বয়ং॥" (ভাগ° ৩।৩০।১০)

পোষক (পুং) পোষয়তীতি পুষ-ণিচ্-ণ্বুল্। পালক, যিনি পালন করেন।

"পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ।" (মনু ৩।১৬২)

২ বাক্যের সাহায্যকারী।

পোষণ (ক্লী) পুষ-ল্যুট্। ১ পুষ্টি। ২ ধৃতি। ৩ পালন। ৪ বর্দ্ধন।

পোষণপ্রবাহ, (Nutritive Strength) যে শক্তিদ্বারা অন্নপানীয় রক্তমাংসাদিতে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে।

পোষধ, উপবসথ, উপবাস। বৌদ্ধদিগের পোষধাবদানে পোষধব্রতের ব্যবস্থা আছে।

পোষধোষিত (ত্রি) উপোষিত। (দিব্যাবদান)

পোষয়িত্নু (পুং) পোষয়তীতি পুষ-ণিচ্ (স্তনিহৃষিপুষিগদিমদিভ্যো ণেরিত্নুচ্। উণ্ ২।২৯) ১ কাকপোষ্য, পিক, কোকিল। (ত্রি) ২ পোষণকর্ত্তা। ৩ ভর্ত্তা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

পোষয়িষ্ণু (ত্রি) পুষ-ণিচ্ তত ইষ্ণুচ্ (অয়ামন্তাল্বায্যেত্নিষ্ণুষু। পা ৬।৪।৫৫) ইতি অয়্। পোষক, পালক।

"বো গোষ্ঠ ইহ পোষয়িষ্ণুঃ" (অথর্ব্ব ৩।১৫।৬)

'পোষয়িষ্ণুঃ পোষকঃ, পোষয়তেঃ ণেশ্ছন্দসি' ইতি ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ঃ' (ভাষ্য)

পোষা (দেশজ) পোষণ করা, পালন করা।

পোষিত (ত্রি) পুষ-ণিচ্-ক্ত। পোষক।

পোষুক (ত্রি) পুষ-বাহু° উক। পোষণকরণশীল।

"তমনুপোষং পোষুকো ভবতি" (ষড়্বিংশব্রা° ৩।৭)

পোষ্ট আফিস, ডাকঘর। [বিস্তৃত বিবরণ ডাকঘর শব্দে দেখ।]

পোষ্টৃ (পুং) পুষ্ণাতীতি পুষ-তৃচ্। পূতীক, চলিত কাঁটা-করঞ্জ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ পোষণকর্ত্তা।

"তাভির্ধার্য্যাস্তয়ো লোকাঃ প্রজাশ্চৈব চতুর্বিধাঃ।
পোষ্টা হি ভগবান্ সোমো জগতো জগতীপতে॥"(হরিব° ২৫।১৭)

পোষ্টবর (ত্রি) পোষ্টৃষু বরঃ। পোষকশ্রেষ্ঠ।

পোষ্য (ত্রি) পুষ্যতে ইতি পুষ-ণ্যৎ। ১ পোষণীয়, পোষণযোগ্য, প্রতিপাল্য। ২ ভৃত্য। আবশ্যকে ণ্যৎ। অবশ্যপোষ্য। যাহাদিগকে অবশ্য প্রতিপালন করিতে হয়, তাহাদিগকে পোষ্য কহে। পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। এইজন্য সর্ব্বদা যত্নের সহিত পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিবে।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য দৃষ্টাদৃষ্টফলোদয়ং।
প্রত্যবায়োঽপ্যভরণে কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নতঃ॥
মাতা পিতা গুরুঃ পত্নী স্বপত্যানি সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা অমী নব॥"(কাশীখ° ৪৫অ°)

মাতা, পিতা, গুরু, পত্নী, অপত্য, অভ্যাগত, শরণাগত, অতিথি এবং অগ্নি এই নয়টী পোষ্যবর্গ। ইহারা অবশ্য প্রতিপালনীয়। শত অপকর্ম্ম করিয়াও ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। ইহাদিগকে প্রতিপালন না করিয়া অন্য কোন কর্ম্ম করিবে না।

"জ্ঞাতির্বন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথা নাথঃ সমাশ্রিতঃ।
অন্যেঽপ্যধনযুক্তাশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥" (দক্ষসং)

শরণাগত এবং দরিদ্র এই সকল ব্যক্তিও পোষ্যবর্গের মধ্যে গণনীয়।

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে, পোষ্যবর্গের পালনে উত্তম স্বর্গ লাভ হয় এবং ইহাদিগকে পীড়া দিলে নরক হইয়া থাকে।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তান্ ভরেৎ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

পোষ্যপুত্র (পুং) পোষ্যঃ পুত্রঃ পোষ্যত্বেনৈব পুত্রত্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। ১ পালনাদি দ্বারা পুত্রত্বপ্রাপ্ত। ২ দত্তকপুত্র, অপুত্র ব্যক্তি পিণ্ডপ্রাপ্তির জন্য যে পুত্র গ্রহণ করিয়া পালন করে, তাহাকে পোষ্যপুত্র কহে।

"অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যো যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসংকীর্ত্তনায় চ॥" (মনু)

অপুত্র ব্যক্তি পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া এবং নামকীর্ত্তনের জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। এই পোষ্যপুত্র তদন্তে তাহার পিণ্ডোদকাদি দিয়া ধন গ্রহণ করিবে। পোষ্যপুত্রের অশৌচ তিন দিন, কিন্তু তাহার পুত্রাদির সম্পূর্ণাশৌচ হইবে। পোষ্যপুত্রের পত্নীরও অশৌচ তিন দিন, কিন্তু কেহ কেহ পোষ্যপুত্রের পত্নীর মাসাশৌচ স্বীকার করেন। কিন্তু এই মত বিশেষ সমীচীন নহে। [পোষ্যপুত্রের বিশেষ বিবরণ দত্তক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পোষ্যবর্গ (পুং) পোষ্যাণাং প্রতিপালনীয়ানাং বর্গঃ। প্রতিপালনীয়গণ। [পোষ্যশব্দ দেখ]

পোস্ত, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Papaver Somniferum)।

ইহার ঢেঁড়ীতে অহিফেন প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার অপর একটী নাম অহিফেন বৃক্ষ। অহিফেন-চাষের বিস্তৃতির জন্য ভারতবর্ষে সাদা ফুল ও দানা পোস্তের (White poppy) চাষ অধিক। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে, স্পেন, আল্‌জিরিয়া ও গ্রীস্‌ প্রভৃতি রাজ্যে এবং কর্সিকা, সিসিলি ও সাইপ্রস্‌ দ্বীপে যে বন্য পোস্তদানার গাছ (Papaver Setigerum) জন্মে, উপযুক্ত স্থানে ও জলবায়ুর গুণে তাহা হইতেই আফিম উৎপাদক পোস্তগাছ উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দি—অফিয়ুন, অফীম, কশকশ, পোস্ত, বাঙ্গালা—পোস্ত, নেপাল—আফিম, অযোধ্যা—পোস্তা, কুমাউন—পোষত, পঞ্জাব—খস্‌খস্‌, পোস্ত, ছোদ,আফীম, খিসখস্‌, বোম্বাই—আফীম, অপ্লো, খশখুন পোস্ত, মরাঠী—আফু, পোস্ত, খুসখুস্‌ (আফুকে থর) ; গুজরাতী—আফিনা, পোস্ত, খুশখুস, দাক্ষিণাত্য—অফিম, খশ্‌খশকে-বোন্দে, খশখশ ; তামিল—অবিনি, গশগশ, পোস্তক-তোল, গশগশ-তোল, কসকস ; তেলগু—অভিনী, গসগসাল-তোলু, গসগসালু, কসকস ; কণাড়ী—খসখসি, গসগসে, আফীম ; মলয়—কশকশ-করুপ্প, কস্‌কশত্তোল, কশকশক্‌-কুরু, অফিয়ুন, ব্রহ্ম—ভৈন, ভৈনজী ; সিঙ্গাপুর—অবিন ; সংস্কৃত—অহিফেন (কোথাও কোথাও পোস্তবীজম্‌) ; আরব—অফিউন, কিশরুল-খশখাস, বিজরুল-খশখশ, আবুনোম ; পারস্য—খশখাশ, আফিউন্‌, পোস্তে কোকনর, তুখমি-কোকনর। এই গুলি কেবল গাছের নাম। পোস্ত গাছ হইতে উৎপন্ন অহিফেন (Opium), পোস্তদানা (Poppy-seed), ঢেঁড়ী (Capsule) ও পাতা প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অহিফেন বাহির করিবার পর ঢেঁড়ীমধ্যে যে বীজ বা দানা থাকে, তাহার নিষ্পেষণে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। বাঙ্গালা-জাত পোস্তদানায় উৎকৃষ্ট তৈল উৎপন্ন হয়। মালবজাত পোস্ত-তৈলাপেক্ষা ইহা বিশেষ কার্য্যকারী ও ঔষধার্থ ব্যবহারোপযোগী। মালবের তৈল একমাত্র আলোক জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়। এই তৈলে বাতি ও সাবান প্রস্তুত হইতে পারে, য়ুরোপে ওলিভ তৈলে ইহার ভেজাল দেয়। মসিনা তৈলের পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও চিত্রকরগণ এই তৈল ব্যবহার করে।

ইংরাজশাসিত ভারতে গবর্মেন্টের বিনানুমতিতে পোস্ত-গাছ-বপন নিষিদ্ধ। একমাত্র অহিফেন-প্রস্তুতই গবর্মেন্টের ব্যবসা। অহিফেনের উৎপত্তিকল্পে যে সকল গাছ রোপিত হয়, তাহার ঢেঁড়ী পাকিলেই অহিফেন নির্য্যাস বাহির করিয়া লয়। অতঃপর ঢেঁড়ী মধ্যে যে পোস্তদানা থাকে, তাহাই বিক্রয়ার্থ নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ভারতবাসী মাত্রেই ব্যঞ্জনাদিতে পোস্ত দিয়া থায়, কোথাও বা বাটনার সহিত ইহা মিশাল দেয়। পোস্তর তৈল সুখাদ্য, জ্বালাইলে পরিষ্কার আলোক পাওয়া যায়। তৈল-নিষ্কাসনের পর যে খোল পড়িয়া থাকে, গরিব লোকে তাহা খায় এবং গোমেষাদিকেও দেয়। মিঃ বিনঘাম (Mr Bingham) লিখিয়াছেন যে, পোস্তদানায় প্রায় ৩০ ভাগ তৈল আছে। তৈল স্বচ্ছ ও স্বাদহীন, রৌদ্রে রাখিলেই পরিষ্কৃত হয়। ইহার মাদকতা গুণ নাই। পোস্তদানা সুমিষ্ট। মিষ্টান্ন-বিক্রয়িগণ ইহাদ্বারা একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে।

প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, ঢেঁড়ী হইতে অহিফেন-মাদক নিষ্কাসিত হইবার পূর্ব্বে আরবগণ কর্ত্তৃক এই বৃক্ষ এসিয়া-মাইনর হইতে সুদূর চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গ্রীক্‌-কবি হোমর রণক্লিষ্ট গ্রীক্‌বীরগণের সহিত পুষ্পভারাবনত পোস্তগাছের তুলনা করিয়াছেন[১]। খলিফাগণের উদ্যমে অহিফেন বৃক্ষ ভারতে ও চীনরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। এখনও চীনদেশে, এসিয়া-মাইনর ও ইজিপ্ট্‌ রাজ্যে অহিফেনের প্রভূত চাষ হইয়া থাকে। হিমালয়ের পার্ব্বতীয় তটে সাদা, লাল ও কাল দানার পোস্ত গাছ জন্মে। গড়বালবাসিগণ ঘোলের সহিত কচি পোস্তগাছ রাঁধিয়া অথবা কাচা চাটনি করিয়া খায়।

ভারতবর্ষে আরও দুই প্রকার লাল দানা পোস্তগাছ (P. Rhœas ও P. dubium) জন্মে। উহার হিন্দী নাম—লালা বা লালপোস্ত, দাক্ষিণাত্য—লাল খশখশ-কা-ঝার। আরব—খশখশ-ই-মনসুর এবং ইংরাজী Red poppy বা Corn Rose। ইহার দলে ঔষধাদি রঙ্গ করা হয়। ঢেঁড়ীর দুগ্ধের গুণ মাদক ও বেদনাবসাদক। কাশ্মীর, গড়বাল, কুমায়ুন, হাজারা প্রভৃতি হিমালয়ের পার্ব্বত্যদেশে এবং গোধূম-ক্ষেত্রে P. Rhœas শ্রেণীর গাছ জন্মে। আফগানস্থান ও পারস্য রাজ্যে P. dubium জাতীয় বৃক্ষ বিস্তৃত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

মালবদেশে প্রায় ৩ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পোস্তের চাষ হয়। আফিম ব্যতীত প্রত্যেক বিঘাভূমিতে ২ মণ পোস্তদানা জন্মে। দেশীয় লোকেরা ঘানিগাছে মাড়িয়া উহা হইতে তৈল পিষিয়া লয়, যে কতকাংশ বাকি থাকে, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতা মহানগরীতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। তৈললাভের আকাঙ্ক্ষায় ফরাসীদেশে এক প্রকার পোস্তগাছ রোপিত হইতেছে। ভারত হইতে যে সকল পোস্তদানা বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে প্রেরিত হয়, তাহার কতকাংশ পারস্যদেশ হইতে আনীত। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ-নগর হইতে নানাদেশে পোস্ত প্রেরিত হয়।

(১) Livy, Theophrastus, Virgil, Pliny, Dioscorides প্রভৃতি পোস্তের গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের ইজিপ্ত-বাসিগণ ঢেঁড়ীর ভেষজগুণ অবগত ছিলেন।

পোস্তগাছ হইতে প্রস্তুত অহিফেনের নানা ভেষজগুণ আছে। পূর্ব্বে য়ুরোপখণ্ডে ঐ সকল ওষধির ব্যবহার ছিল। এক্ষণে ভারতীয় অহিফেনের চাষ বৃদ্ধি হওয়ায় তজ্জাত ঔষধাদিরও বহুল ব্যবহার হইতেছে। ইহার গুণ—উত্তেজক, বেদনানাশক, বেদনানিবারক ও মাদক। ইহার বিষগুণ আছে। অতিরিক্ত সেবনে অধিক নেশা হয়। তখন গ্রীবাস্থিদেশে উহার প্রকোপ দেখা যায়। ঘাড় যেন ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু মাত্রা চড়িলেই প্রাণনাশের সম্ভাবনা। দারুণ প্রদাহে অথবা বিষমাদি জ্বরে অহিফেন-সংযুক্ত ঔষধাদি প্রদত্ত হয়। অহিফেন হইতে প্রস্তুত মর্ফিয়া, লডেনাম্ প্রভৃতি এলোপাথিক ঔষধ, গাঁজা ও অহিফেনমিশ্রিত তামাকু, চণ্ডু বা মোদক (গুলি) প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে অতিরিক্ত মাদকতা জন্মে, সময় সময় উহার আধিক্যে জীবননাশেরও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। [বিস্তৃত বিবরণ অহিফেন শব্দে দেখ।]

পোস্তা (পারসী) প্রাচীর ও গৃহাদির রক্ষার্থ মাটী দিয়া যাহা গাঁথিয়া দেওয়া যায়, তাহাকে পোস্তা কহে।

পোস্তাবন্দী (পারসী) বাঁধা।

পৌংশ্চলীয় (ত্রি) পুংশ্চলীর পুত্র।

পৌংশ্চলেয় (পুং-স্ত্রী) পুংশ্চলী-অপত্যে ঢক্। পুংশ্চলীর অপত্য।

পৌংশ্চল্য (ক্লী) পুংশ্চল-ভাবে ষ্যঞ্। ১ অসতীত্ব, পরপুরুষগামিত্ব। ২ পুরুষ এবং স্ত্রীর গোপনে ব্যভিচার।

"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্ত্তৃষেতা বিকুর্ব্বতে॥" (মনু ৯।১৫)

পুরুষ দর্শনে স্ত্রীদিগের মনের বিকার উপস্থিত হইলে তাহাকে পৌংশ্চল্য কহে। মেধাতিথি পৌংশ্চল্য শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'যস্মিন্ কস্মিংশ্চ পুংসি দৃষ্টে ধৈর্য্যাচ্চলনং কথমনেন সংপ্রযুজ্যেয়েতি রেতসো বিকারঃ, স্ত্রীণাং তৎপৌংশ্চল্যম্'। (মেধাতিথি)

কুল্লূক এই অর্থেরই সমর্থন করিয়াছেন।

পৌংসবন (ক্লী) পুংসবনমেব স্বার্থে অণ্। পুংসবনসংস্কার।

পৌংসায়ন (পুং) সৌত্রামণীতে যাজক রাজভেদ।
(শত° ব্রা° ১২।৯।৩।২)

পৌংস্ন (ক্লী) পুংস ইদং পুংস-(স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌ ভবনাৎ। পা ৪।১।৮৭) ইতি স্নঞ্। ১ পুংস্ত্ব। (শব্দমালা) ২ ধৈর্য্য।

"কা দেববং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগ-
বিস্রস্তপৌংস্নমুশতী ন ভজেত কৃত্যে।" (ভাগ° ৪।২৬।২৬)

(ত্রি) ৩ পুরুষে ভব। ৪ পুরুষ হইতে আগত।
(ভাগ° ৩।১৫।৪৫)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৫ পুরুষযোগ্যা। ৬ পুরুষহিতা।

"সংগচ্ছ পৌংস্নি! স্ত্রৈণং মাং যুবানং তরুণী শুভে।" (ভট্টি ৫।৯১)

পৌঁছন (দেশজ) নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওন।

পৌঁছান (দেশজ) ১ উপস্থিত করিয়া দেওয়া। ২ হাজিরকরণ।

পৌগণ্ড (ক্লী) পোগণ্ডস্য ভাবঃ, পোগণ্ড-অণ্। অবস্থাবিশেষ। পাঁচবৎসরের পর দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড অবস্থা।

"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ ততঃ পরম্॥"
(ভাগ° ১০।১২।৩৭ শ্লোকটীকায় স্বামী)

পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, তৎপরে দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তৎপরে যৌবন। (ত্রি) ২ পৌগণ্ডাবস্থাযুক্ত, তদবস্থাসম্বন্ধী।

"ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ।" (ভা° ৩।৩১।২৮)

স্বার্থে কন্। পৌগণ্ডক, পৌগণ্ডশব্দার্থ। (ভা° ১০।১২।৩৭)

পৌঞ্জিষ্ঠ (পুং স্ত্রী) অন্ত্যজ জাতিভেদ, পৌক্কস।

"নদীভ্যঃ পৌঞ্জিষ্ঠ" (শুক্লযজু° ৩০।৮)

'পৌঞ্জিষ্ঠং পুঞ্জিষ্ঠোঽন্ত্যজঃ পুক্কসস্তদপত্যং।' (বেদদীপ°)

পৌটায়ন (পুং স্ত্রী) পুটস্য ঋষের্গোত্রাপত্যম্, (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি সূত্রেণ পুট-ফঞ্। পুট ঋষির গোত্রাপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পৌণিক্যা (স্ত্রী) পুণগোত্রস্য স্ত্রী অণ্ (গোত্রাবয়বাৎ। পা ৪।১।৭৯) ইতি ষ্যঙ্ টাপ্। পুণগোত্রস্ত্রী।

পৌণ্ডরীক (ক্লী) পুণ্ডরীকমিব পুণ্ডরীক (শর্করাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।৩।১০৭) ইত্যণ্। ১ প্রপৌণ্ডরীক, প্রপৌণ্ডরীয়ক বৃক্ষ, চলিত পুণ্ডরিয়া গাছ। ২ কুষ্ঠবিশেষ। ইহার আকার পদ্মপত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ৫ অঃ)

(পুং) ৩ যজ্ঞবিশেষ।* ৪ বোম্বাই প্রদেশে বেলগামের নিকটবর্ত্তী একটী পবিত্র ক্ষেত্র।

পৌণ্ডর্য্য (ক্লী) পুণ্ডর্য্যমেব স্বার্থে অণ্। প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডরিয়া গাছ। পর্য্যায়—প্রপৌণ্ডরীক ও পৌণ্ডরীয়ক। ইহার গুণ মধুর, তিক্ত, কষায়, শুক্রবর্দ্ধক, শীতল, চক্ষুর হিতকর, পাকে মধুর, পিত্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

২ স্থলপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

পৌণ্ড্র (পুং) দেশভেদ। সোঽস্য অভিজনস্তস্য রাজা বা অণ্। ৩ পুণ্ড্রদেশবাসী। ৪ পুণ্ড্রদেশের রাজা। (পুং) ৫ পুণ্ড্রদেশোদ্ভব। [পুণ্ড্র দেখ।] ৬ ভীমসেনের শঙ্খের নাম।

---

* "যস্তু সংবৎসরং ক্ষান্তো ভুঙক্তে হ্যেকভক্তকং নরঃ।
দেবকার্য্যপরো নিত্যং জুহ্বানো জাতবেদসম্॥
পৌণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্।
পদ্মবর্ণনিভঞ্চৈব বিমানমধিরোহতি॥" (ভারত ১৩।১০৭।৩৬-৩৭)

"পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।" (গীতা ১।১৫)
পুড়ি খণ্ডনে (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ৮ ইক্ষুভেদ। চলিত পুঁড়ি আক্। (রত্নমালা) ৯ বসুদেবের সুতনু-পত্নীজাত পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১৬১ অঃ) ১০ ক্রিয়ালোপ হেতু বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়ভেদ।

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" (মনু ১০।৪৩-৪৪)

এই সকল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের অভাবে উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পৌণ্ড্রক (পুং) পৌণ্ড্র এব স্বার্থে কন্। ইক্ষুভেদ, চলিত পুঁড়ি আক। ইহার পর্য্যায়—পৌণ্ড্রিক, ভীরুক, বংশক, শত-পোরক, কান্তার, তপেসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ। গুণ—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মল, সারক, অবিদাহী, গুরুপাক ও বৃষ্য। (সুশ্রুত ১।৪৫ অঃ)

"বাতপিত্তপ্রশমনো মধুরো রসপাকয়োঃ।
সুশীতো বৃংহণো বল্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা॥" (ভাবপ্র°)

২ পৌণ্ড্রদেশীয় নৃপ। (ভারত ২।৩৪) ইনি পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে খ্যাত। [পৌণ্ড্রক বাসুদেব দেখ।]

৩ জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, শৌণ্ডি-কার গর্ভে এবং বৈশ্যের ঔরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

[পোদ দেখ।]

৪ পৌণ্ড্রদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়বিশেষ। ইহারা ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। [পৌণ্ড্র দেখ।]

পৌণ্ড্রক বাসুদেব, পুণ্ড্রদেশের একজন পরাক্রান্ত রাজা। ইনি মগধাধিপ জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরিবংশ মতে—ইহার পিতার নাম বসুদেব। বসুদেবের দুই পত্নী ছিল, সুতনু ও নারাচী[১]। সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্রক ও নারাচীর গর্ভে কপিল জন্ম পরিগ্রহ করেন। কপিল যোগধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পৌণ্ড্রক পৌণ্ড্র-রাজ্যলাভ করিয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে বিখ্যাত হন। মহাভারতে লিখিত আছে—রাজসূয়যজ্ঞকালে ভীম ইহাকে পরাজয় করিয়া-ছিলেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, একদিন পৌণ্ড্র-কের সভায় নারদ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি শঙ্খচক্রধারী অপর বাসুদেবের নাম শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, 'আমি ভিন্ন আর কে বাসুদেব আছে? আমি জীবিত থাকিতে কা'র আস্পর্দ্ধা আমার নাম গ্রহণ করে। আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।' পৌণ্ড্রক এক-লব্য প্রভৃতি মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা আক্রমণ করেন। তাঁহাদের আক্রমণে দ্বারকাবাসী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভয়-বিহ্বলচিত্তে অবস্থান করিয়াছিল। এই সংগ্রামে অনেক যাদব-বীর ও বঙ্গীয় বীর প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণের কৌশলে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হন। (হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতে ও ব্রহ্মপুরাণ ৯৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

(১) মৎস্যপুরাণ-মতে রথরাজী।

পৌণ্ড্রনাগর (পুং) পৌণ্ড্রনগরে ভবঃ অণ্ তস্য প্রাচ্যদেশস্থে-হপি নগরান্তত্বেন উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পৌণ্ড্রনগরভব।

পৌণ্ড্রমাৎসক (পুং) রাজভেদ। (ভারত ১।৩৩ অ°)

পৌণ্ড্রবৎস (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পুং) পৌণ্ড্রাণামিক্ষুবিশেষাণাং বর্দ্ধনং যত্র। নগরভেদ। মালদহের নিকট বড় পাঁড়ুয়া নামক স্থান।

[পুণ্ড্রবর্দ্ধন দেখ।]

"অভবৎ তস্য ভার্য্যা চ নগরাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাৎ।"

(কথাসরিৎসা° ১৯।১৭)

পৌণ্ড্রিক (পুং) পুণ্ড্র-স্বার্থে ঠঞ্। ইক্ষুভেদ। পুঁড়ি আক। পর্য্যায়—পুণ্ড্রেক্ষু, পুণ্ড্র, সেব্য, অতিরস, মধু। (শব্দমা°) ২ গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ৩ লাবপক্ষী। (বৈদ্যকনি°) ৪ দেশভেদ। [পুণ্ড্র দেখ।]

পৌণ্য (ত্রি) পুণ্যেষু শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসু সাধুঃ অণ্। পুণ্যকর্ম্ম-কারক। (কাত্যা° ২৩।২।৫)

পৌতন (ক্লী) পূতনা-অণ্। পূতনাসম্বন্ধীয়। জনপদভেদ ও তদধিবাসী।

পৌতিক (ত্রি) পূতিকেন দুর্গন্ধিনা নির্বৃত্তং (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) ইতি অণ্। পূতিক দ্রব্যনির্বৃত্ত।

পৌতিনাসিক্য (ক্লী) পূতিনাসিক-ষ্যঞ্। ১ পূতিনস্যরোগ-গ্রস্ত। নাসিকারোগ বা পীনসরোগগ্রস্ত ব্যক্তি।

"পৈশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সূচকঃ পূতিবক্ত্রতান্।
ধান্যচৌরোহঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যন্তু মিশ্রকঃ॥" (মনু ১১।৫০)

পৌতিমাষ (পুং) পূতিমাষস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, তস্য ছাত্রাঃ (কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২।১১১) ইতি-অণ্ যলোপশ্চ। পৌতিমাষ্যের ছাত্রসমূহ, পূতিমাষ ঋষির গোত্রাপত্যের ছাত্রসমূহ। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পৌতিমাষিপুত্র (পুং) ঋষিভেদ।

পৌতিমাষ্য (পুং) পূতিমাষস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) পূতিমাষ ঋষির গোত্রাপত্য। ঋষিভেদ।

পৌতিমাষ্যায়ণ (পুং) পৌতিমাষ্যের পুং অপত্য।

পৌতৃক (ক্লী) পোতুরিদং ঠঞ্। ঋত্বিকৃভেদ, পোতৃসম্বন্ধী।

পৌত্তলিক (ত্রি) প্রতিমাপূজক, পুতুল-পূজক।

পৌত্তিক (ক্লী) পুত্তিকাভির্মধুমক্ষিকাবিশেষৈঃ কৃতম্, পুত্তিকা

(সংজ্ঞায়াং। পা ৪।৩।১১৭) ইতি ঠন্। অষ্ট প্রকার মধুর মধ্যে একজাতীয় মধু। পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকা নামে একপ্রকার বৃহজ্জাতীয় মধুমক্ষিকা আছে, এই মক্ষিকা কর্ত্তৃক আহৃত হয় বলিয়া ঐ মধুকে পৌত্তিক কহে। ঐ মধুর বর্ণ ঘৃততুল্য।

"পৌত্তিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকং ছাত্রমেব চ।
আর্ঘ্যমৌদ্দালিকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ॥" (সুশ্রুত ১৪৫ অ°)

পৌত্র (পুং) পুত্রস্যাপত্যং পুত্র (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। পুত্রের পুত্র, নাতি। পর্য্যায় নপ্তা।

"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপং॥" (দায়ভাগ)

পৌত্রী (স্ত্রী) পুত্রস্য অপত্যং স্ত্রী, পুত্র-অঞ্-ঙীপ্। পুত্রাত্মজা, চলিত নাতিনী। পর্য্যায়—নপ্ত্রী।

পৌত্রজীবিক (ক্লী) পুত্রজীববীজে নির্ম্মিত মাদুলি বা কবচ।

পৌত্রায়ণ (পুং) পুত্রস্য অপত্যং পুত্র (হরিতাদিভ্যোঽঞঃ। পা ৪।১।১০০) ইতি অপত্যার্থে ফক্। পুত্রের অপত্য।

পৌত্রিকেয় (পুং) পুত্রিকার অপত্য, পুত্রিকার পুত্র, দৌহিত্র।

"দৌহিত্রঃ প্রকৃতত্বাৎ পৌত্রিক এব"
(মনুটীকা কুল্লূক ৯।১৩৫)

পৌত্রিক্য (ক্লী) পুত্রিকস্য পুত্রিকায়াঃ বা ভাবঃ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি ভাবে যক্। পুত্রিক বা পুত্রিকার ভাব।

পৌত্রিন্ (ত্রি) পৌত্রবিশিষ্ট।

পৌদন্য (পুং) অশ্মক নৃপের নগর (ভারত ১।১৭৭ অ°)

পৌদ্গলিক (ত্রি) স্বার্থপর। (দিব্যাবদান)

পৌনঃপুনিক (ত্রি) পুনঃ পুনর্ভবঃ, পুনঃপুনঃ-ঠঞ্, টিলোপঃ। পুনঃ পুনঃ ভব, পুনঃ পুনর্জাত, যাহা একরূপে বারংবার উৎপন্ন হয়। ২ দশমিক ভগ্নাংশভেদ। (Recurring)

পৌনঃপুন্য (ক্লী) পুনঃ পুনঃ স্বার্থে-ষ্যঞ্, টিলোপঃ। পুনর্ব্বার, পর্য্যায়—বারংবার, মুহুঃ, শশ্বৎ, অসকৃৎ, পুনঃ পুনঃ, বারংবারেণ, আভীক্ষ্ণ, প্রতিক্ষণ। (শব্দরত্না°)

পৌনরাধেয়িক (ত্রি) পুনরায় অগ্ন্যাধানসম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৫)

পৌনরুক্ত (ত্রি) পুনরুক্তস্য ভাবঃ-অণ্ (ঋগয়নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ইতি ভবার্থে অণ্। ১ পুনর্ব্বার উক্তি, পুনর্ব্বার কথন। ২ দ্বৈগুণ্য।

পৌনরুক্তিক (ক্লী) পুনরুক্তমর্থং বেত্তি, তৎ পদং বা অধীতে (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। ১ পুনরুক্তার্থাভিজ্ঞ। ২ পুনরুক্তপদাধ্যেতা।

পৌনর্ণাব (পুং) সন্নিপাত জ্বরভেদ। লক্ষণ—

"উৎক্ষিপ্য যঃ স্বমঙ্গং ক্ষিপত্যধস্তাৎ নিতান্ত মূর্চ্ছ্সিতি।
তং পৌনর্ণাবজুষ্টং বিচিত্রকষ্টং বিজানীয়াৎ॥" (ভল্লূকী তন্ত্র ১ অঃ)

পৌনর্ভব (পুং) পুনর্ভূবোঽপত্যমিতি পুনর্ভূ-(অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যো ঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ, পুনর্ভূর পুত্র।

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥" (মনু ৯।১৭৫)

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, অথবা বিধবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহাকে পৌনর্ভব পুত্র কহে।

ঐ স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি থাকিয়া পরপুরুষগত অথবা পূর্ব্বপতির নিকট প্রত্যাগত হয়, তাহা হইলে ভর্ত্তা উহার পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার করিয়া লইবেন। ঐ স্ত্রী ভর্ত্তার পুনর্ভূ-পত্নী হইবে। এই জন্য উহার স্বামীকে পৌনর্ভব কহে।

"সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥" (মনু ৯।১৭৬)

(স্ত্রী) ২ কন্যাবিশেষ। উদ্বাহতত্ত্বে সপ্তবিধ পৌনর্ভব কন্যা উক্ত হইয়াছে এবং এই সপ্তবিধ কন্যাই বর্জ্জনীয়া।

"সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বাক্‌দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নিপরিগতা ও পুনর্ভূকন্যা এই সপ্তবিধ কন্যা বর্জ্জনীয়া, অর্থাৎ এই সপ্তবিধ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই।

পৌপিক (ত্রি) অপূপ-নির্ম্মাণদক্ষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ°)

পৌর (ক্লী) পুরে ভবম, পুর-(তত্র ভবঃ। পা ৪।২।৫৩) ইত্যণ্। ১ রোহিষতৃণ, চলিত রামকর্পূর। পর্য্যায়—কতৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ব্যাসপৌর, শ্যামক, ধূমগন্ধিক। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ পুরোদ্ভূত। "ইতি সমগুণযোগপ্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ শ্রবণকটুনৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ॥" (রঘু ৬।৮৫)

(পুং) ৩ পুরুরাজপুত্র। (ঋক্ ৮।৩।১২) পুর পুরক এব, স্বার্থে অণ্। ৪ উদরপূরক। "সুতঃ পৌর ইন্দ্রমাব।" (ঋক্ ২।১১।১১) 'পৌর উদরপূরকঃ' (সায়ণ) পুরোভবঃ পুরস-অণ্ টিলোপঃ। ৫ পূর্ব্বদিক্ দেশ ও কালভব। (বৃহৎস° ১৭ অ°) ৬ বোল। ৭ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (বৈদ্যকনি°)

পৌরক (পুং) পৌর ইব কায়তীতি কৈ-ক। গৃহবাহ্যোপবন। 'নিষ্কুটস্তু গৃহারামো বাহ্যারামস্তু পৌরকঃ।' (হেম)

পৌরকুৎস (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৯৮।১২)

পৌরকুৎসী (স্ত্রী) পুরুকুৎসস্ত অপত্যং স্ত্রী-পুরুকুৎস-ইঞ্, ঙীপ্। গাধিরাজমাতা। (হরিবংশ ২৭ অ°)

পৌরগীয় (ত্রি) পুরগ-কৃশাশ্বাদিত্বাৎ ছণ্। (পা ৪।২।৮০) পুরজনসমীপাদি।

পৌরজন (পুং) পুর বা জনপদবাসী।

পৌরঞ্জন (ত্রি) রাজা পুরঞ্জন সম্বন্ধীয়।

"যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ॥" (ভাগ° ৪।২৭।৯)

পৌরণ (পুং) পূরণস্ত ঋষেঃ গোত্রাপত্যং অণ্। ১ পূরণ ঋষির-গোত্রাপত্য। গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪) পূরণ-স্বার্থে অণ্। ২ পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌরন্দর (স্ত্রী) পুরন্দরস্তেদং পুরন্দরো দেবতাঽস্ত বা অণ্। ১ ইন্দ্রসম্বন্ধী। ২ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। (বৃহৎস° ১৫ অ°)

পৌরব (পুং) পুরোরপত্যমিতি পুরু-অণ্। পুরুবংশ।

"দ্রুহ্যোস্তু তনয়া ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
পুরোস্তু পৌরবো বংশো যত্র জাতোঽসি পার্থিব॥"
(মৎস্যপু° ৩৪ অ°)

পুরুর বংশধরগণ পৌরবনামে বিখ্যাত। পুরু যযাতির জরাভার গ্রহণ করার পর, যযাতি পুরুকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ করায় যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিয়াছ, এইজন্য তোমার বংশ পৌরব নামে বিখ্যাত হইবে। ২ দেশবিশেষ, উদীচ্যদেশভেদ।

"ত্রিনেত্রাঃ পৌরবাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাশ্চ দ্বিজোত্তম।
পূর্ব্বোত্তরাস্তু কূর্ম্মস্ত পাদমেতে সমাশ্রিতাঃ॥" (মার্ক°পু°৫৮।৫২)

সোঽভিজনোঽস্য তস্ত রাজা বা অণ্। পিত্রাদিক্রমে ৪ তদ্দেশবাসী। ৫ তদ্দেশের নৃপ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌরবক (পুং) পৌরব-স্বার্থে কন্। পৌরবশব্দার্থ।

পৌরবীয় (ত্রি) পৌরবো রাজা ভক্তিরস্ত (জনপদিনা জনপদবৎ সর্ব্বং জনপদেন সমানশব্দানাং বহুবচনে। পা ৪।৩।১০০) ইতি-ছ। পৌরবনৃপভক্তিযুক্ত।

পৌরশ্চরণিক (ত্রি) পুরশ্চরণস্ত ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো বা ঠঞ্। (পা ৪।৩।৭২) ১ পুরশ্চরণপ্রতিপাদক গ্রন্থব্যাখ্যানগ্রন্থ। ২ এই গ্রন্থভব।

পৌরস্ত্রী (স্ত্রী) অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী। (রামা° ২।৪৫।১৯)

পৌরস্ত্য (ত্রি) পুরোভবঃ, পুরস্ (দক্ষিণাপশ্চাৎপুরসস্ত্যক্। পা ৪।২।৯৮) ইতি ত্যক্। ১ প্রথম। ২ পূর্ব্বদিক্‌ভব, প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয়। "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।" (রঘু ৪।৩৪) ৩ অগ্রেভব।

পৌরাগীয় (ত্রি) পুরাগ-কৃশাশ্বাদিত্বাৎ ছণ্। (পা ৪।২।৮০) পূর্ব্বকাল গতের অদূরদেশাদি।

পৌরাণ (ত্রি) পুরাণে পঠিতঃ অণ্। ১ পুরাণপঠিত। ২ পুরাণ সম্বন্ধীয়।

পৌরাণিক (ত্রি) পুরাণমধীতে বেদ বা পুরাণ-(আখ্যানাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেভ্যশ্চ। পা ৪।২।৬০) ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠক্। ১ পুরাণবেত্তা। ২ পুরাণাধ্যেতা।

"ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড় বৈ পৌরাণিকা ইমে॥"(ভাগ° ১২।৭।৫)

ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন ও হারীত এই ছয়জন পৌরাণিক। ইহারা পুরাণশাস্ত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন। ৩ পুরাণসম্বন্ধীয়। ৪ পূর্ব্বতনকালীন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌরিক (পুং) ১ দাক্ষিণাত্যদেশভেদ। ২ পুরসম্বন্ধীয়।

পৌরুকুৎস (পুং) পুরুকুৎসস্ত ঋষেঃ গোত্রাপত্যং অণ্। পুরুকুৎস ঋষির গোত্রাপত্য, গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

পৌরুকুৎসি (পুং) পুরুকুৎসস্তাপত্যং ইঞ্। পুরুকুৎসের অপত্য। "প্রপৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুভাবঃ" (ঋক্ ৭।১৯।৩) 'পৌরুকুৎসিং পুরুকুৎসস্তাপত্যং' (সায়ণ)

পৌরুকুৎস্য (পুং) পুরুকুৎসস্তাপত্যং যাঞ্। পুরুকুৎসের অপত্য। (ঋক্ ৫।৩৩।৮)

পৌরুমদ্গ (ক্লী) সামভেদ।

পৌরুমহ্ন (ক্লী) সামভেদ।

পৌরুমীঢ় (ক্লী) সামভেদ।

পৌরুশিষ্টি (পুং) ঋষিভেদ।

পৌরুষ (ক্লী) পুরুষস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা যুবাদিত্বাদণ্। ১ পুরুষের ভাব। ২ পুরুষের কর্ম্ম। ৩ পুরুষের তেজ, পুরুষত্ব। ৪ পরাক্রম। ৫ রেতঃ। ৬ সাহস। ৭ উদ্যম, উদ্যোগ।

"ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষং।
দৈবং পুরুষকারেণ ঘ্নন্তি শূরাঃ সদোত্তমাঃ॥" (অগ্নিপু°)

(ত্রি) ৮ ঊর্দ্ধপাণি পুরুষপ্রমাণ, ঊর্দ্ধবিস্তৃত দোঃপাণি-মনুষ্যপরিমাণ

'পৌরুষং পুরুষস্ত স্যাৎ ভাবে কর্ম্মণি তেজসি।
ঊর্দ্ধবিস্তৃতদোঃপাণিনৃমাণে ত্বভিধেয়বৎ॥' (মেদিনী)

৯ পুরুষসম্বন্ধীয়। ১০ পুরুষপরিমিত। ১১ পুরুষবাহ্য।

"পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুষোঽর্দ্ধপণং তরে।" (মনু ৮।৪০৪)

১২ পুরুষকার। মানব যে কর্ম্মদ্বারা ইহজগতে শুভাশুভ ফললাভ করে, তাহাকে পৌরুষ কহে।

"যৎস্বয়ং কর্ম্মণা কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পূরুষঃ।
প্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি স্মৃতম্॥"(ভা°৩।১২১৯শ্লো°)

স্বার্থে-অণ্। ১৩ পুরুষশব্দার্থ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পৌরুষমেধিক (ত্রি) পুরুষমেধসম্বন্ধীয়।

পৌরুষাধিক (ত্রি) পুরুষবৎ পুরুষাকার।

পৌরুষাংশকিন্ (পুং) পুরুষাংশকেন ঋষিণা প্রোক্তমধীয়তে শৌনকাদিত্বাৎ ণিনি। পুরুষাংশক ঋষিপ্রোক্তাধ্যেতৃসমূহ। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পৌরুষাদ (ত্রি) পুরুষাদ বা নরখাদকসম্বন্ধী।

পৌরুষিক (ত্রি) পুরুষসম্বন্ধীয়। (পুং) পুরুষের উপাসক।

পৌরুষেয় (পুং) পুরুষ (সর্ব্বপুরুষাভ্যাং ণঢঞৌ। পা ৫।১।১০) ইত্যত্র পুরুষাদ্বধবিকারসমূহস্তেন কৃতেষু এষ্বর্থেষু ঢঞ্। ১ সমূহ, পুরুষসমূহ।

"একাকিনোঽপি পরিতঃ পৌরুষেয়বৃতা ইব।" (মাঘ ২।৪)

২ বধ। ৩ পুরুষের পদান্তর। (ত্রি) ৪ পুরুষকৃত। ৫ পুরুষবিকার।

'পৌরুষেয়ঃ কৃতে পুংসাং বিকারে পুরুষস্য চ।
ত্রিষু না সঙ্ঘবধয়োঃ পুরুষস্য পদান্তরে॥' (মেদিনী)

৬ পুরুষসম্বন্ধী। 'যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা' (ঋক্ ১০।৮৭।১৬) 'পৌরুষেয়েণ পুরুষসম্বন্ধিনা' (সায়ণ)

পৌরুষেয়ত্ব (ক্লী) পৌরুষেয়স্য ভাবঃ ত্ব। পৌরুষেয়ের ভাব বা কর্ম্ম।

পৌরুষ্য (ত্রি) পুরুষসম্বন্ধী। (ক্লী) পুরুষতা, সাহস।

পৌরুহূত (ত্রি) পুরুহূত, ইন্দ্র, তৎসম্বন্ধীয়। বজ্র।

পৌরূরবস (ত্রি) পুরূরবা-সম্বন্ধী। (পুং) পুরূরবার গোত্রাপত্য।

পৌরেয় (ত্রি) পুরস্যাদূরদেশাদি, পুর-(সখ্যাদিভ্যো ঢঞ্। পা ৪।২।৮) ইতি ঢঞ্। নগরসমীপাদি, পুরের সমীপদেশাদি।

পৌরোগব (পুং স্ত্রী) পুরোঽগ্রে গৌর্নেত্রং যস্যেতি, পুরোগুঃ, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ পাকশালার অধ্যক্ষ, পাকগৃহের কর্ত্তা।

"বৃকান্নসৌবর্চ্চলচুক্রপূর্ণান্ পৌরোগবোক্তানুপজহ্রুরেষাং।"
(হরিবংশ ১৪৬।৫৮)

পৌরোডাশ (পুং) পুরোডাশ-এব প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ পুরোডাশ। ২ পুরোডাস-সহচরিত মন্ত্র।

পৌরোডাশিক (পুং) পুরোডাশসহচরিতো মন্ত্রঃ, পুরোডাশঃ সএব পৌরোডাশঃ, তস্য ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো বা। পৌরোডাশ-(পুরোডাশাৎ ষ্ঠন্। পা ৪।৩।৭০) ইতি ষ্ঠন্। পুরোডাশিক, পুরোডাশসহচরিত মন্ত্র।

পৌরোভাগ্য (ক্লী) পুরোভাগিন্-ষ্যঞ্, অন্ত্যলোপং আদ্যচো বৃদ্ধিশ্চ। কেবল দোষমাত্র দর্শন।

"ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্॥" (রঘু ১২।২২)

পৌরোহিত (ত্রি) পুরোহিতস্য ধর্ম্মং পুরোহিত-(অণ্ মহিষ্যাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।৪৮) ইতি অণ্। পুরোহিতের ধর্ম্ম, পুরোহিতের কার্য্য।

পৌরোহিতিক (পুং) পুরোহিতিকা (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অপত্যার্থে অণ্। পুরোহিতিকার অপত্য। পাণিনির শিবাদিগণে 'পুরোহিতিকা' এই শব্দ ধৃত হইয়াছে।

পৌরোহিত্য (ক্লী) পুরোহিতস্য কর্ম্ম, ষ্যঞ্। পুরোহিতের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম।

"অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরোহিত্যে মহাতপাঃ।
স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥" (ভাগ° ৬।৭।৩৪)

পৌর্ণদর্ব (ক্লী) পূর্ণয়া দর্ব্যা নিষ্পাদ্যং কর্ম্ম-অণ্। বৈদিককর্ম্মভেদ। "রাত্র্যা বিবাসে পৌর্ণদর্বং জুহুয়ুঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৪।১২)

পৌর্ণমাস (পুং) পৌর্ণমাস্যাং ভবঃ পৌর্ণমাসী (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইত্যণ্। পৌর্ণমাসীবিহিত যাগবিশেষ, পূর্ণিমাতে বিহিত যজ্ঞভেদ। পূর্ণিমাতে এই যজ্ঞ করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম পৌর্ণমাস হইয়াছে।

"অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥" (মনু ৪।২৫)

এই যাগের বিধান কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে বিবৃত হইয়াছে।

পৌর্ণমাসায়ন (ক্লী) পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় যাগভেদ।

পৌর্ণমাসিক (ত্রি) পূর্ণমাস্যাং ভবঃ 'কালাৎ ঠঞ্' ইতি ঠঞ্। পৌর্ণমাসভব যাগাদি।

পৌর্ণমাসী (স্ত্রী) পূর্ণোমাসোঽস্যাং বর্ত্ততে ইতি 'পূর্ণমাসাদণ্ বক্তব্যঃ' ইত্যণ্ ততো ঙীপ্। পূর্ণিমা তিথি। ২ তদুত্তর প্রতিপদ্ তিথি। "দ্বে হ বৈ পৌর্ণমাস্যৌ পূর্ব্বা উত্তরা চ তত্র পঞ্চদশী পূর্ব্বা প্রতিপচ্ছত্তরা।" (শ্রুতি)

পূর্ণিমা ও পূর্ণিমার পর প্রতিপদ উভয়ই পৌর্ণমাসী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠা এবং প্রতিপৎ গৌণী অর্থাৎ নিন্দিতা।

পৌর্ণমাসী, বৃন্দাবনস্থা বৃদ্ধা তপস্বিনী। বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকায় উক্ত হইয়াছে, ইনি অবন্তীপুরবাসী সান্দিপনিমুনির মাতা এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা।

পৌর্ণমাস্য (ক্লী) পৌর্ণমাস্যাং ভবঃ বাহুলকাৎ যৎ। পৌর্ণমাসভব যাগাদি।

পৌর্ণমী (স্ত্রী) পূর্ণতয়া চন্দ্রো মীয়তেঽত্র মা-আধারে ঘঞর্থে ক, স্বার্থে অণ্ ততো ঙীপ্। পূর্ণিমা তিথি। (ত্রিকাণ্ড)

পৌর্ণসৌগন্ধি (পুং) পূর্ণসৌগন্ধের গোত্রাপত্য।

পৌর্ত্ত (ক্লী) পূর্ত্ত-অণ্। পূর্ত্তকর্ম্মসম্বন্ধীয়। পূর্ত্তকার্য্য।

পৌর্ত্তিক (ত্রি) পূর্ত্তায় সাধুঃ ঠক্। পূর্ত্তসাধনকর্ম্ম।

"তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকম্।" (মনু ৩।১৭৮)

পৌর্য্য (পুং স্ত্রী) পুরস্য অপত্যং (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য। পুরনামক নৃপের অপত্য।